মুজাহিদের তলোয়ার
নসীম হিজাযী

মুজাহিদের তলোয়ার

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুজাহিদের তলোয়ার

নসীম হিজাযী

অনুবাদক

আবদুল খালেক

সৌজন্য কপি

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা

www.pathagar.com

MUJAHIDER TALOAR

A Novel Written in Urdu
by Naseem Hejazi.
Translated into Bengali
by Abdul Khaleque.
Published by
Abdul Mannan Talib.
Director,
Bangla Shahitta Parishad,
171, Bara Moghbazar,
Dhaka-1217,
Phone : 9332410

Price
Tk. offset 150.00 1st Vol. 50.00 2nd Vol. 50.00

ISBN - 984-485-016-9

মুজাহিদের তলোয়ার

নসীম হিজাযী

অনুবাদক

আবদুল খালেক

প্রকাশক

আবদুল মান্নান তালিব

পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

বাসাপ প্র ৬৪

প্রচ্ছদ

হামিদুল ইসলাম

মূল্য

অফসেট ১৫০.০০ টাকা প্রথম খন্ড ৫০.০০ দ্বিতীয় খন্ড ৫০.০০

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

উর্দূ কথাসাহিত্যে ইসলামের ইতিহাসের সফল রূপকার নসীম হিজাযী একজন প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছেন। জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে তাঁর অবস্থান। তাঁর এক একটি উপন্যাস যেন ইসলামের এক একটি পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা, এভাবে উপমহাদেশের মুসলিম পাঠক মহলে তা নন্দিত হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠক মহলেও তিনি বিগত তিন দশক ধরে যথেষ্ট পরিচিত, আলোচিত ও জনপ্রিয়।

স্পেনে মুসলিম শাসনের মধ্য যুগে শাসকবর্গ বিলাসিতা, উচ্ছৃংখলতা, ষড়যন্ত্র, হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্পেনের খন্ডিত মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুসলমানদের এই বিভেদ থেকে খৃষ্ট্রীয় শাসক আলফানসু শক্তি সঞ্চয় করে স্পেনের বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দেশ ও জাতির এ চরম দুর্দিনে এগিয়ে আসেন উত্তর আফ্রিকার মুজাহিদ নেতা ইউসুফ বিন তাশফীন। স্পেনীয় ভূখন্ডের মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আফ্রিকার মুজাহিদদের সাথে মিলে তারা শৃংখলামুক্ত করে সমগ্র মুসলিমভূখন্ডকে। জুলুম শাসনের অবসান ঘটিয়ে আবার প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের শাসন।

এই সমগ্র কর্মকান্ডের মহানায়ক ছিলেন যুগ স্রষ্টা ইউসুফ বিন তাশফীন। তাই নসীম হিজাযী উর্দূতে এ উপন্যাসটির নাম রাখেন 'ইউসুফ বিন তাশফীন'। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকের কাছে এ নাম একেবারেই অপরিচিত হবার কারণে আমরা বাংলায় উপন্যাসটির নাম রেখেছি 'মুজাহিদের তলোয়ার'। এ তলোয়ার স্পেনকে দুঃশাসনের শৃংখলমুক্ত করে আবার ইসলামী শাসনের আওতাভুক্ত করেছিল। আসলে জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেন সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বাংলাদেশে ইসলামী নিজাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক মরহুম আবদুল খালেক। ১৯৭৯ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে এ পান্ডুলিপিটি বেশ কিছু কাল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিন চার বছর আগে এটি আমাদের হাতে আসে। মরহুমের এ প্রচেষ্টাটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করছি। বাংলাভাষী পাঠকগণ এ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করবেন আমরা এ কামনা করি।

www.pathagar.com

আপনাদের জন্য আমাদের আরো কয়েকটি উপন্যাস

১।	কাবিলের বোন	(মুক্তি যুদ্ধের উপন্যাস)	আল মাহমুদ
২।	লাল শাড়ী	(প্রেমের উপন্যাস)	জামেদ আলী
৩।	সুদুরের ভালবাসা	(প্রেমের উপন্যাস)	সোলায়মান আহসান
৪।	রায় নন্দিনী	(প্রেমের উপন্যাস)	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
৫।	জেগে আছি	(প্রেমের উপন্যাস)	নুর মোহাম্মদ মল্লিক
৬।	মানুষ ও দেবতা	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	আবদুল খালেক
৭।	বিদ্রোহী জাতক	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরদার
৮।	রক্ত রঞ্জিত পথ	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নাজিব কিলানী
৯।	আল্লার পথের সৈনিক	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নাজিব কিলানী

www.pathagar.com

মুজাহিদের তলোয়ার

নসীম হিজাযী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ দেহী একটি লোকের সঙ্গে ছোট্ট একটি ছেলে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। লোকটি অগ্রগামী অপর দুটি ছেলেকে ডেকে বলল, "সাদ, আহমদ, থামো।"

সাদ ও আহমদ একটি নালা পার হয়ে ওপারে একটি বাগানের জরাজীর্ণ দেয়ালের নিকট পৌছে গিয়েছিল। আওয়াজ শুনে তারা থামল। আনুমানিক চল্লিশ বছর বয়স্ক বলিষ্ঠ একজন লোক নিকটে এসে বললো, "হাসান খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

যে ছেলেটিকে বয়সে বড় মনে হচ্ছিল সে বললো, "আলমাস চাচা, আমরা মদিনাতুজ্-জোহরা দেখে যাব।"

হাসানকে লক্ষ্য করে বললো, "কি হাসান! তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নাকি?"

হাসান কোন জবাব না দিয়ে তীর ও ধনুক মাটিতে ছুঁড়ে মারলো। তাঁরপর গলা থেকে তূণ খুলে ফেলে একটি পাথরের ওপর বিরস মুখে বসে পড়লো।

লোকটি হাসানের কাছেই একটি গাছের সংগে হেলান দিয়ে পা দু'টো সামনের দিকে মাটির ওপর লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "তোমরা সকলেই এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও। যোহরের নামাযের পর আমরা সোজা বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাবো।"

সাদ স্মিত হাস্যে জিজ্ঞেস করলো, "তুমিও কি ক্লান্ত হয়ে পড়লে, চাচা?"

"আমি কি ছেলেমানুষ যে, আট দশ মাইল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়বো!"

আহমদ হাসতে হাসতে বললো, "ভাইজান, আমরা দু' মাইল হাঁটলেও আলমাস চাচা সব সময়ই বলে আমরা দশ মাইল হেঁটেছি।"

হাসান কিছুটা চড়া সুরে মন্তব্য করলো, "আলমাস চাচা ঠিকই বলেছে। আমরা দশ মাইলেরও বেশী পথ হেঁটে এসেছি।"

আহমদ হাসানকে বললো, "আমি তো আগেই তোমাকে বলেছিলাম, তুমি বাড়িতেই থাক। আমাদের সঙ্গে হাঁটতে গেলে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার জন্যই তো আজ বেশীদূর এগুতে পারলাম না। নইলে আমরা নিশ্চয়ই শিকার পেতাম।"

"বাঃ ভাইয়া, তুমি নিজে পাহাড়ে চড়তে পারোনি। আর বলছ কি না আমার কারণে তোমাদের শিকার হল না।"

সাদ প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা হাসান বল এবার সোজা বাড়িতে যাবে, না জোহরায় বেড়াতে

www.pathagar.com

যাবার খায়েশ আছে?"

হাসান শিশু সুলভ সরলতা মাখা মুখে বললো, "একদিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে যাবো। আজ ওদিকে গেলে বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।"

আহমদ বললো, "মাত্র এক মাইল পথ বেশী হাঁটতে হবে। এ বাগিচার অপর প্রান্তেই নদী। আর নদীর ওপারেই মদিনাতুজ-জোহরার মহল।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও হাসান উঠে দাঁড়ালো। তীর ধনুক ঠিক করে নিয়ে বললো, "চল তাহলে।"

চাচা আলমাস ততক্ষণে ঝিমুতে শুরু করেছে। হাসানকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে দেখে বললো, "ওদের কথায় গলে যেও না হাসান! ওরা তোমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ঘুরিয়ে মারবে। সেখানে দেখার মতন নতুন কিছুই তো নেই! সব কিছুই তোমার দেখা।"

আলমাস চাচার মন্তব্যটি হাসানের খুবই পছন্দ হল। তাই সে পাথরখানার ওপর পুনরায় বসে পড়লো। হাসানের বয়স সাত বছর। ভাইদের সাথে সে শিকার করতে এসেছিল। তার চাইতে আহমদ তিন বছরের এবং সাদ পাঁচ বছরের বড়। আলমাস তাদের গৃহভৃত্য। তারা তাকে 'আলমাস চাচা' বলেই ডাকে। আলমাস নামটির সাথে চাচা শব্দটি এমন মানানসই যে, ওটাও তার নামেরই অংশ হয়ে গেছে। ছোট বড় সকলেই তাকে 'আলমাস চাচা' বলেই ডাকে।

কিছু সময় তিন ভাই গল্প-গুজব করে কাটালো। এক সময় আহমদ হাতের ইশারায় আলমাসের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। দেখা গেল সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তার নাক ডাকছে।

সাদ বললো, "চল, এ বাগানটিই আগে দেখে নিই।"

হাসান পাথরের ওপর থেকে নেমে সটান মাটির ওপর শুয়ে পড়লো। বললো, "তোমরা যাও, আমি যাব না।"

সাদ ও আহমদ বাগানে প্রবেশ করলো। জরাজীর্ন প্রাচীর বেষ্টিত বাগানটির শেষ প্রান্তে আর একটি প্রাচীর দেখা গেল। দ্বিতীয় প্রাচীরের ভেতরে পুরাতন ধরনের কতগুলো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় প্রাচীরের ভেতর থেকে ছেলেপুলের গোলমাল ও হাসির আওয়াজ শুনা গেল। দু'ভাই হঠাৎ থেমে গিয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। সাদ এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, "এরা জোহরার ছেলেপুলে হবে। চল দেখা যাক। এরা কী করছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দ্বিতীয় বাগানের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরের অবস্থা উঁকি মেরে দেখলো। এ বাগানটি প্রথমটির চাইতে উন্নত। আপেল গাছগুলি ফলের ভারে নুয়ে

www.pathagar.com

পড়েছে। বাগানটির আর এক প্রান্তে বিশাল একটি ইমারত। ইমারতটির বেশীর ভাগই ভেঙে পড়েছে। বাকী অংশটুকুর নড়বড়ে ছাদ ও ভাঙাচোরা দরজা-জানালা দেখে বুঝা যাচ্ছে যে, বহুদিন থেকে ঐ ইমারতে কেউ বসবাস করে না। বাগিচার ভেতরে একটি সরোবর। সরোবরের মধ্যস্থলে শ্বেতমর্মরের তৈরী একটি মঞ্চ। লাল পাথরের তৈরী চারটি পুল মঞ্চটিকে সরোবরের চারকিনারের সঙ্গে সংযুক্ত করছে। মঞ্চটির এক পাশে শ্বেতমর্মরের তৈরী একহাত পরিমাণ উঁচু একটি বেদী রয়েছে। প্রায় পনের জন কিশোর ঐ মঞ্চটির ওপর জড় হয়ে সারি বাঁধা আপেল ভরা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি ও হৈ চৈ করছে।

কিছুক্ষণ পর হাতে একখানা কাঠের লাঠি নিয়ে একটি ছেলেকে আসতে দেখা গেল। সে সরোবরের কোণে এসে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো, "সুলতান মুয়াজ্জাম এখনই শুভাগমন করছেন।"

সাদ হেসে বললো, "আহমদ, এরা বাদশা ও প্রজার খেলা করছে।"

আহমদ গম্ভীর স্বরে বললো, "নির্বোধের দল!"

বৃক্ষকুঞ্জের আড়াল থেকে অপর একটি ছেলে বের হয়ে এলো। তার মাথায় উঁচু একটি টুপী। মঞ্চের ছেলেরা তাকে দেখেই জোরে হেসে উঠল। নবাগত ছেলেটি মঞ্চের কাছে যেতেই তারা তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটি বেদীর ওপর আসন গ্রহণ করলো, আর সবাই মেঝের ওপর বসে পড়লো। দু' একটি ছেলে তখনও হাসাহাসি করছিল। টুপীওয়ালা ছেলেটি হাতের তালি বাজাতেই তারা সবাই নীরব হয়ে গেল।

এবার দরবারের কাজ শুরু হল। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করলো। তার কবিতা শেষ না হতেই বাগিচার বুড়ো মালি টুকরী হাতে নিয়ে সরোবরের কিনারায় এসে উচ্চস্বরে বললো, "এই নিন, আমি আপনাদের জন্য আপেল নিয়ে এসেছি।"

মাহফিলে কিছুক্ষণের জন্য আবার আনন্দ উল্লাস শুরু হয়ে গেল।

'বাদশাহ সালামত'কে বার বার তালি বাজিয়ে তাদের নীরব করতে হল। মালি কোন সাড়া না পেয়ে টুকরীটি 'বাদশাহ'র কাছে রেখে দিল। 'বাদশাহ' রেগে বললো, "এবার যদি কেউ হাসে, তাহলে দরবার বরখাস্ত করে দেবো।"

ছেলেরা পুনরায় শান্ত হয়ে বসলো। শুরু হল কবিতা আবৃত্তি। কোন ছেলে স্বরচিত কবিতা আর কোন ছেলে কর্দোভার বিখ্যাত কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। নকল বাদশাহ তাদের সবাইকে দুটি করে আপেল পুরস্কার দিল।

সাদ ও আহমদ সরোবরের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। ছেলেদের মধ্য থেকে একজন তাদের দেখে সকলের মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করলো। অমনি সকলেরই দৃষ্টি তাদের দিকে ঘুরে গেল। একজন বললো, "আরে, এরা কারা?"

অপর একজন বললো, "এরা পাহাড়ী ডাকাত। আমাদের বাদশাহকে আক্রমণ করতে এসেছে।"

www.pathagar.com

সিপাহসালারের ভূমিকায় অভিনয়কারী ছেলেটি বললো, "আলীজাহ! যদি এরা তীর নিক্ষেপ করে, তাহলে? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো পুরো জঙ্গী।"

অপর একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বললো, "হুজুর! মনে হচ্ছে আমাদের সিপাহসালার খুবই ভীতু। তাই স্বয়ং বাদশাহরই দুশমনের মোকাবিলা করা উচিত। তা না হলে প্রজা সাধারণ মনে করবে বাদশাহ ভীতু।"

নকল বাদশাহ চিন্তিত হয়ে পড়লো। সাদ ও আহমদ ছেলেদের কথাবার্তা কিছু শুনতে পেয়েছিল। আহমদ নিম্নস্বরে বললো, "ভাইয়া, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।"

সাদ কিছুটা রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি ওদের ভয় করছো?"

আহমদ প্রতি উত্তরে বললো, "কে বলেছে আমি ওদের ভয় করছি?"

"তাহলে এগিয়ে এস।" বলতে বলতে সাদ এগিয়ে যেতে শুরু করলো।

আহমদ তার ভাইয়ের সংগে এগিয়ে গেল এবং সরোবরের পারে পানির কিনারায় বসে নকল বাদশাহ ও তার সংগীদের দিকে তাকালো। নকল বাদশাহ তার সঙ্গীদের ফিস ফিস করে বললো, "চল, আমরা ধীরে ধীরে গিয়ে ওদের ঘিরে ফেলি। আমি ওদের সংগে আলাপ করব, আর তোমরা ঐ সুযোগে ওদের তীর ধনুক ছিনিয়ে নেবে।"

ছেলেরা মঞ্চ থেকে বের হয়ে এসে সাদ ও আহমদের চারধারে ঘিরে দাঁড়ালো। বয়স ও দৈহিক স্থূলতার কারণে নকল বাদশাহকে দলপতিই মনে হচ্ছে। সে সাদ ও আহমদের নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, "তোমরা কোত্থেকে এসেছ?"

সাদ ধীর ও শান্তভাবে জবাব দিল, "আমরা কর্দোভা থেকে এসেছি।"

"তোমরা এখানে কি করছো?"

"তোমাদের খেলা দেখছি।"

সাদের সমবয়স্ক একটা ছেলের মাথায় মখমলের একটি লালটুপী। সে এগিয়ে এসে বললো, "তোমরা আমাদের সাথে খেলবে?"

সাদ প্রতি উত্তরে বললো, "না, তোমাদের খেলা আমরা পছন্দ করি না।"

"কেন?" ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলো।

"তোমরা কবি ও রাজা-বাদশাহদের অভিনয় করছো।"

"তুমি কবি নও?"

"না, কবিত্বকে আমি ঘৃণা করি।"

"কেন?"

"কবিত্ব একজন সৈনিককে আরাম প্রিয় ও কাপুরুষ বানিয়ে ফেলে।"

নকল বাদশাহ বলে উঠলো, "এ কথা কে বলেছে?"

"আমার আব্বাজান, এ কথা বলেছেন।"

"তোমার আব্বা নিশ্চয়ই তাহলে কোন জঙ্গী হবে।"

www.pathagar.com

সাদের চেহারা লাল হয়ে উঠলো। নিজের রাগ অতি কষ্টে দমন করে বললো, "অসভ্য ও কাপুরুষ যারা তারাই কেবল কারো পিতা সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করতে পারে।"

নকল বাদশাহ মন্ত্রীদের দিকে তাকালো। তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। লালটুপীওয়ালা ছেলেটি এবার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, "তোমরা কি কি খেলা পছন্দ কর?"

সাদ জবাব দিল, "আমরা ঘোড়সওয়ারী, তীরন্দাজী ও অসিচালনা পছন্দ করি।"

আহমদ বললো, "আমরা গাছে চড়তে পারি আর সাঁতার কাটতেও জানি।"

একজন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি এই গাছটিতে চড়তে পারবে?"

আহমদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

লালটুপীওয়ালা ছেলেটি সাদকে লক্ষ্য করে বললো, "তুমি লেখাপড়া জান?"

সাদ বললো, "অবশ্যই।"

নকল বাদশাহ প্রশ্ন করলো, "কি কি বই পড়েছ?"

প্রত্যুত্তরে সাদ দ্বীনিয়াত, ইতিহাস ও অংকশাস্ত্রের কয়েকটি বইয়ের নাম বললো। বইয়ের নাম শুনে সঙ্গীদের আশ্চর্যান্বিত হতে দেখে নকল বাদশাহ বলে উঠলো, "তুমি মিথ্যা কথা বলছো।"

সাদ উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললো, "তুমি যদি পুনরায় আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তাহলে তোমাকে পিটিয়ে সোজা করে ফেলবো।"

নকল বাদশাহ চিৎকার করে বললো, "এদের গ্রেফতার করো।"

দুটি ছেলে হঠাৎ আক্রমণ করে আহমদের ধনুকটি ছিনিয়ে নিল। অপর তিনটি ছেলে সাদকে জড়িয়ে ধরার উদ্যোগ করতেই সাদ এক লাফে পাশের দিকে সরে গেল। অন্যান্য ছেলেরা সাদকে ঘিরে ফেলতে অগ্রসর হল। সাদ চোখের পলকে তূন থেকে তীর টেনে নিয়ে ধনুকে চড়িয়ে দিল। ধনুকটি সামনের দিকে সোজা করা মাত্রই আক্রমণকারী ছেলেরা ভয়ে পেছন হটতে শুরু করলো।

যে দুটি ছেলে আহমদের ধনুকটি ছিনিয়ে নিয়েছিল তারা এবার আহমদেরই তূন থেকে তীর বের করে নিতে হাত বাড়াল। আহমদ কিল, ঘুষি ও লাথি মেরে মেরে ওদের নিস্তনাবুদ করতে লাগল। সাদ ধনুক সোজা করে আহমদের দিকে এগিয়ে যেতেই আক্রমণকারী ছেলে দুটি সরে পড়লো। সাদ বললো, "তোমরা এক্ষুণি আহমদের ধনুকটি মাটিতে ফেলে দাও। তা না হলে আমি তীর চালিয়ে দেব।"

সাদের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই একটি ছেলে আহমদের ধনুকটি মাটিতে ফেলে দিল। আহমদ নিজের ধনুকটি হাতে নিয়ে সেই ধনুকে তীর চড়াল এবং সাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। সাদ ফিস ফিস করে বললো, "দেখ, তীর যেন সত্যি সত্যি চালিয়ে দিও না।"

নকল বাদশাহ অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে আরও বেশী ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে সাদ তীরের ফলকটি তার দিকে ঘুরিয়ে দিল। লালটুপীওয়ালা ছেলেটি এগিয়ে এসে

www.pathagar.com

সাদকে লক্ষ্য করে বললো, "আমাদের এ সঙ্গীটি তোমার সাথে ঠাট্টা-তামাসা করেছে, তুমি কিন্তু তীর চালিয়ে দিও না। এর পিতা সিপাহসালার। সে আহত হলে সৈনিকেরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।"

সাদ জবাব দিল, "যদি সে পালাতে চেষ্টা করে তাহলে আমি সত্য সত্যই তীর ছুঁড়বো।"

কম বয়সী দু'তিনটা ছেলে বাগিচার দরজার নিকট তখন হৈ চৈ করছিল।

সাদ নকল বাদশাহকে বললো, "এখন তোমার রাজ্য আমার দখলে এসে গেছে। আমি এখন তোমার বাদশাহ। তোমাকে আমি হুকুম দিচ্ছি, তুমি এই সরোবরে লাফিয়ে পড়।"

লালটুপীওয়ালা ছেলেটি আবার চিৎকার করে বললো, "না, না, এ সরোবরটি গভীর। সে সাঁতার কাটতে জানে না। ডুবে মরবে।"

বাগানের বুড়ো মালি এতক্ষণ যাবত এসব কিছুকে খেলা ভেবে তামাশা দেখছিল। কিন্তু নকল বাদশাহর অবস্থা দেখে সে এগিয়ে এসে সাদকে বললো, "সাহেবজাদা! নিরস্ত্রকে ভয় দেখানো বীরত্ব নয়। যদি লড়াই করারই ইচ্ছা থাকে তাহলে দুজনে খালি হাতে শক্তি পরীক্ষা কর।"

"আমার লড়াই করার কোন শখ নেই। তবে ও পক্ষের যদি শখ থাকে তাহলে আমি খালি হাতেও তার মোকাবিলা করতে রাজী আছি। এ কথা বলতে বলতে সাদ আহমদের নিকটে তার ধনুকটি রেখে দিল। গলা থেকে তূণটা খুলতে খুলতে বললো, "আহমদ তুমি খুব সতর্কতার সংগে অন্য ছেলেদের গতিবিধি লক্ষ্য করবে।"

নকল বাদশাহর নাম জিয়াদ। দৈহিক গঠনে তাকে সাদের দেড়গুণ মনে হচ্ছে। সে নিজের টুপী ও রেশমী কাবা (ঢিলা গাত্রাবরণ) খুলে মালির নিকট জমা দিল। তারপর জামার আস্তিন গুটিয়ে সাদের সংগে লড়াই করতে এগিয়ে এল। লড়াই শুরু হয়ে গেল। যে সব ছেলে সাদের তীরের ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিল, তারা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে কুস্তিগীরদের নিকটে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু যে তিনটি কম বয়সের ছেলে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করছিল, তারা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রথম আক্রমণে জিয়াদ সাদকে মাটিতে শুইয়ে দিল। আর তা দেখে জিয়াদের সংগীগণ আনন্দে চিৎকার শুরু করলো। কিন্তু সাদ সংগে সংগেই উঠে খাড়া হয়ে গেল। জিয়াদ চারদিকে ঠিক হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ না দিয়েই তার মুখে একটি ঘুষি মেরে দিল।

আঘাতের তীব্রতায় সাদ কিছুটা বিব্রত হয়ে দু'তিন কদম পেছনে হটে গেল। লালটুপীওয়ালা ছেলেটি বলে উঠলো, "দেখ জিয়াদ, তুমি কিন্তু কুস্তী করার পরিবর্তে সত্যি সত্যি যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছ। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।"

সাদ জিয়াদের দ্বিতীয় ঘুষিটি হাতের বাজুতে ঠেকিয়ে দিল। আর সংগে সংগেই জিয়াদের ঘাড়ে পর পর দুটি ঘুষি মেরে দিল। এরপর দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে মাটির ওপর ওলট-পালট করতে লাগলো।

www.pathagar.com

২

সাদ ও আহমদের কনিষ্ঠ ভাই হাসান বাগিচার বাইরে আলমাসের নাক ডাকার শব্দে অশ্বস্তি বোধ করছিল। এক সময় সে উঠে বাগানের দিকে রওনা দিল। প্রথম বাগানটি পার হয়ে দ্বিতীয় বাগানের প্রবেশ পথে পৌঁছতেই সে ছেলেদের হৈ চৈ শুনতে পেল। গোলমাল শুনে সে দৌড়াতে শুরু করলো। দ্বিতীয় বাগানে প্রবেশ করেই সে কতকগুলি অপরিচিত ছেলের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সাদকে জিয়াদের সংগে কুস্তি লড়তে দেখতে পেল। হাসান তৎক্ষণাৎ কোন কিছু না বুঝেই দরজায় যে তিনটি ছেলে হৈ চৈ করছিল তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এদের একটি ছিল হাসানের সমবয়স্ক। অপর দুটি কিছু বড়। হাসানের প্রথম ঘুষি একটি ছেলের মুখে গিয়ে পড়লো। ছেলেটি চিৎকার করতে করতে আপেল গাছগুলোর দিকে চলে গেল। তারপর সে দ্বিতীয় ছেলেটির ওপর হামলা করলো। সে ঘুষির জবাব ঘুষিতেই দিল। তৃতীয় ছেলেটি শান্তি প্রিয়তার প্রমাণ দিল। সে তার সংগীকে হাসানের সংগে একা লড়াই করার জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজে একটি ভাঙা দেয়ালের ওপর উঠে গেল।

হাসান তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে অনেকক্ষণ যাবৎ লড়াই করলো। দুজনেরই পরনের কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেউ হার মানতে রাজী হল না। দেয়ালের উপরে দাঁড়ানো তৃতীয় ছেলেটি সাদ ও জিয়াদের কুস্তি দর্শক ছেলেদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য চেঁচিয়ে বললো, "এ দিকে দেখো। এখানেও যুদ্ধ চলছে।"

লালটুপীওয়ালা ছেলেটি দৌড়ে এসে হাসান ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পৃথক করলো। হাসানের একটি চোখ ফুলে উঠেছিল। লালটুপীওয়ালা জিজ্ঞেস করলো, "আরে, তোমরা মারামারি করছ কেন?"

হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বী বললো, "ওকেই জিজ্ঞেস কর, আমি তার কি ক্ষতি করেছিলাম। সে এসেই আমার ওপর আক্রমণ করে বসল।"

হাসান বললো, "তোমরা আমার ভাইয়ের সঙ্গে লড়ছ কেন?"

লালটুপীওয়ালা ছেলেটি বলল, "আচ্ছা ও তোমার ভাই। ওখানেও তো কুস্তী হচ্ছে দেখলাম।"

হাসান আহমদকে শান্তভাবে সরোবরের কিনারায় দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হল। লালটুপীওয়ালা ছেলেটি বললো, "এসো, তুমিও কুস্তী দেখবে এসো।"

ততক্ষণে সাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে এনেছে। কিন্তু তার মুখে খুশির চিহ্ন দেখতে

www.pathagar.com

পেয়ে হাসানের পক্ষে আর নীরব থাকা সম্ভব হল না। সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ভাইজান, আরও এক ঘা মার। জোরে– ভাইজান! জোরে। নাকে মার! হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে! চোখেও একটা লাগাও।"

মুখের কথার সংগে সংগে তার হাতও উঠা–নামা করতে লাগল। বাগানের বুড়ো মালি তার অবস্থা দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। অবশেষে জিয়াদ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সে আর উঠে দাঁড়াবার কোন চেষ্টাই করলো না।

বুড়ো মালি সাদের হাত দু'খানা ধরে বললো, "বেশ, তুমি জিতেছ। এখন তুমিই বাদশাহ।"

সাদ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "আমি সৈনিক হতে চাই।"

জিয়াদ উঠে দাঁড়ালো। মালির হাত থেকে তার কাবা নিয়ে ধীরে ধীরে সে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল। মালি কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বললো, "এই নিন আপনার টুপী।"

জিয়াদ ঘুরে মালির হাত থেকে টুপীটি নিল, কিন্তু তা মাথায় রাখার পরিবর্তে একদিকে ছুঁড়ে মারল। পাঁচটি ছেলে তার পেছনে পেছনে চলে গেল। অবশিষ্ট ছেলেরা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সাদ সরোবরের পারে গিয়ে আহমদের পাশে বসে পড়লো।

একটি ছেলে জিয়াদের টুপীটি মাটি থেকে তুলে নিয়ে ধূলাবালি পরিষ্কার করলো আর বুড়ো মালির মাথায় তা পরিয়ে দিয়ে বললো, "মালি, আমাদের বাদশাহর তাজ এখন তোমার মাথায় এসে গেছে।"

এ কথা শুনে ছেলেরা সব হাসতে শুরু করলো। মালি মাথা থেকে টুপী নামিয়ে বললো, "না, জনাব। এ তাজ মাথায় রাখা থেকে আমি হাজার বার তওবা করছি। এটা আপনারা নিয়ে যান, যার টুপী তার বাড়িতেই পৌঁছে দিন।"

অন্য একটি ছেলে বললো, "এটা ইসহাককে দিয়ে দাও। সে তার আব্বাকে বলে এটা তৈরী করে এনেছিল।"

ইসহাক জোহরার একজন বিখ্যাত দরজীর ছেলে, কিন্তু সে টুপীটি স্পর্শ করতেও প্রস্তুত ছিল না।

অবশেষে মালি সাদকে লক্ষ্য করে বললো, "আমরা ঐ টুপীতে তোমার লক্ষ্য ভেদ করার দক্ষতা পরীক্ষা করব। আমি এটাকে ত্রিশ কদম দূরে রাখছি।"

সাদ অবজ্ঞার সঙ্গে বললো, "ত্রিশ কদম দূরে তো হাসানই এটাকে বিঁধে ফেলতে পারবে। ওটাকে শূন্যে উড়িয়ে দাও। আমি ঐ অবস্থাতেই তীর বিদ্ধ করব।"

"আচ্ছা ভাই, এটাও দেখে নিচ্ছি।" এ কথা বলে মালি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে গেল। সাদ ধনুকে তীর চড়িয়ে তৈরী হল।

ছেলেরা অবাক বিস্ময়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগল। মালি টুপীটি শূন্যে উড়িয়ে দিল। সাদও সঙ্গে সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করলো। তীর মাটি থেকে কয়েক গজ উপরে টুপীটিকে বিঁধে ফেলল

www.pathagar.com

এবং টুপী ও তীর এক সংগেই মাটিতে নেমে এল।

মালি, "সাবাস, সাবাস" বলে দৌড়ে গিয়ে টুপী ও তীর উঠিয়ে নিয়ে এল। ছেলেদের অনেকেই প্রকাশ্যভাবে আর কেউ কেউ চাপা স্বরে সাদের দক্ষতার প্রশংসা করলো।

সাদ মালিকে বললো, "টুপীটি এবার তোমার মাথায় রাখো, আমি সেখানেই ওটাকে লক্ষ্য ভেদ করবো।"

মালি বললো, "কেন, হুজুর। আমি কি অন্যায় করেছি?"

হাসান এগিয়ে গিয়ে মালিকে বললো, "ভয় পেয়োনা, ভাইজান তো আমার মাথায় আপেল রেখেও তীর দিয়ে বিঁধে ফেলেন।"

মালি বললো, "দেখ ভাই! তুমি যদি আপেলকে নিশানা বানাতে চাও তাহলে গাছে অনেক আপেল আছে। যতগুলো তোমার ইচ্ছা হয়, তীর দিয়ে বিঁধে ফেল। আমি কিন্তু নির্বোধের মত ঐ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে রাজী নই।"

আহমদ উঠে মালির হাত থেকে টুপীটি নিয়ে নিজের মাথায় রাখল আর বললো, "ভাইজান, আমি দাঁড়াচ্ছি।"

সাদ যখন টুপী লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ছিল মালি তখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। বিপদ দূর হয়ে গিয়েছে বলে বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত সে আর চোখ খোলেনি। তারপর সে সাদকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করলো, "সাহেবজাদা, সত্যিই তোমার হাত খুব পাকা। তাই বলে অন্যের মাথার ওপর এভাবে তীরন্দাজী করা তো উচিত নয়।"

লালটুপীওয়ালা ছেলেটি পানিতে তার রুমাল ভিজিয়ে হাসানের চোখ মুছে দিল। ওদিকে আহমদও নিজের রুমাল ভিজিয়ে অপর ছেলেটির নাক থেকে রক্ত মুছে দিতে লাগল।

লালটুপীওয়ালা হাসানকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম কি?"

"হাসান," সে জবাব দিল।

"আর ওই দুজন তোমার ভাই, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কত ভাগ্যবান। তোমাদের ভাইদের নাম কি?"

সাদ ও আহমদের দিকে অংগুলি দিয়ে ইশারা করে হাসান বললো, "এর নাম সাদ, আর এর নাম আহমদ।"

লালটুপীওয়ালা ছেলেটি এদের সঙ্গে আরও পরিচয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। বললো, "আমার নাম ইদ্রিস। আব্বার নাম আবদুল জব্বার। তোমার আব্বার নাম কি?"

"আবদুল মুনীম," হাসান জবাব দিল।

সাদ প্রথমবারের মত হাসানের দিকে লক্ষ্য করে বললো, "আরে হাসান। তোমার এ দশা কে করেছে?"

হাসান নীরব থাকায় ইদ্রিস বললো, "সেও কুস্তি লড়েছে।"

www.pathagar.com

"কার সঙ্গে?"

ইদ্রিস অপর ছেলেটির দিকে ইশারা করে বললো, "ঐ ছেলেটির সঙ্গে। কোন সময় থেকে দুজনে শক্তি পরীক্ষা করছে তা বলতে পারছি না। আমি হঠাৎ দেখতে পেয়ে দুজনকে অতি কষ্টে পৃথক করেছি।"

অপর ছেলেটি ফরিয়াদের সুরে বললো, "আমি তো তার সঙ্গে লড়াই করিনি। সে দৌড়াতে দৌড়াতে বাইরে থেকে এসেই প্রথম ওলিদকে ঘুষি মেরে দিল। ওলিদ পালিয়ে যাবার পর সে আমাকে আক্রমণ করলো"

হাসান বললো, "সে চেঁচিয়ে বলেছিল ধর, ধর, ঘিরে ফেলো।"

এ সব শুনে আমি মনে করেছিলাম, হয়ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে।"

পাশের বাগান থেকে আওয়াজ শুনা গেল, "সাদ, আহমদ, হাসান, তোমরা কোথায়?"

সাদ উচ্চঃস্বরে বললো, "আমরা আসছি, চাচা।"

বিদায়ের আগে সাদ ইদ্রিসকে লক্ষ্য করে বললো, "আমাদের জন্য আপনাদের খেলা নষ্ট হল। সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত। আমরা মারামারি করার উদ্দেশ্যে এদিকে আসিনি।"

ইদ্রিস জবাবে বললো, "আপনার দুঃখ করার কোনই কারণ নেই। আপনাদের আসার দরুন আমরা যে খেলা দেখতে পেলাম তা আরও বেশী আনন্দদায়ক।"

বাগানের প্রবেশ পথে আলমাসকে দেখা গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে লাগল "আমি ভেবেছি, তোমরা বাড়ি চলে গিয়েছ। আমাকে খুবই পেরেশান করেছ তোমরা, এবার চলে এসো।"

তিন ভাই যখন উঠে চলতে শুরু করলো তখন মদীনাতুজ্ জোহরার ছেলেরা মঞ্চের ওপর আপেলের টুকরীর প্রতি মনোযোগী হল। একজন ডেকে বললো, "আপনারা একটু দাঁড়ান। আপনাদের অংশের আপেল নিয়ে যান।"

সাদ মুখ ফিরিয়ে বললো, "ধন্যবাদ, আমাদের বাগানে অনেক আপেল আছে।"

ইদ্রিস কিছু সময় ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাগানের দরজা পর্যন্ত পৌছে সাদ যখন আলমাসকে কুস্তীর বিবরণ শুনাচ্ছিল তখন ইদ্রিস কি চিন্তা করে দ্রুতপদে তাদের নিকট পৌছে বললো, "আপনারা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের বাড়ি খুবই কাছে। আমার সঙ্গে সেখানে চলুন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমাদের ভৃত্য ঘোড়ায় চড়িয়ে আপনাদের কর্দোভা পৌছে দেবে।"

সাদ বললো, "না, আজ আমরা হেঁটেই যেতে চাই।"

"কিন্তু আপনার ছোট ভাইটি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমি তাকে বেশ কিছুক্ষণ সময় থেকে লক্ষ্য করছি। অতিকষ্টে সে হাঁটতে পারছে।"

আলমাস বললো, "না না, হাসান খুব বাহাদুর ছেলে।"

www.pathagar.com

"কি হাসান, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নাকি?"

দীর্ঘপথ হাঁটা এবং কুস্তী করার দরুণ হাসান সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ইদ্রিসের প্রস্তাব তার নিকট খোদাতায়ালার রহমত হিসেবে বিবেচিত হলেও আলমাসের মন্তব্য তাকে নিরাশ করে দিল। সে দুর্বল কণ্ঠে বললো, "না, আমি হাঁটতে পারব।"

দ্বিতীয় বাগান থেকে বের হয়ে তিন ভাই একের পর এক ইদ্রিসের সঙ্গে করমর্দন করলো। ইদ্রিস আরও কিছু সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের চলে যাবার দৃশ্য দেখছিল। হাসান প্রায় একশ' গজ যাবার পর বিমর্ষ মুখে এক জায়গায় বসে পড়লো এবং কিছুটা রুষ্ট স্বরে বললো, "বেশ, আমি আজ এখানেই থাকবো।"

আলমাস তাকে উঠানোর চেষ্টা করলো কিন্তু হাসান মাটির ওপর শুয়েই রইল। অবশেষে আলমাস হাসানকে নিজের কাঁধের ওপর বসিয়ে নিয়ে পথ চলতে শুরু করলো।

হাসানকে কাঁধের ওপর বসিয়ে প্রায় দেড় মাইল পথ চলার পর আলমাস বুঝতে পারল যে ইদ্রিসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাটা ঠিক হয়নি। হঠাৎ পেছন থেকে একজন ঘোড়সওয়ারের দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসার শব্দ শুনা গেল। সাদ মুখ ঘুরিয়ে দেখেই ঘোড়সওয়ারকে চিনতে পেরে বললো, "এতো সেই ছেলেটি।"

হাসান তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠল, "চাচা, আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও।"

আলমাস বললো, "না না, তুমি চুপ করে বসে থাক। দশ কদম হেঁটেই তুমি আবার মাটির ওপর শুয়ে পড়বে।"

হাসান চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "আমাকে নামিয়ে দাও চাচা, তা না হলে আমি কামড়ে দেব।"

হাসান কি কারণে নামতে চাইছে, আলমাস তখনও তা বুঝতে পারেনি। সাদ ও আহমদ কিন্তু হাসানের দুষ্টুমী দেখে হেসেই অস্থির। ইদ্রিস যখন তাদের কাছে পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টেনে থামাতে চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই আলমাস হাসানকে নামিয়ে দিল।

ইদ্রিস কোন ভূমিকা না করেই বললো, "আমি মনে করেছিলাম, আপনারা এখনও বাগিচার কাছেই বসে রয়েছেন। এসে দেখি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। এসো, ভাই হাসান। তুমি ও আহমদ ঘোড়ায় যাও।"

ইদ্রিস ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো কিন্তু আলমাস বললো, "আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। ধন্যবাদ। কিন্তু ঘোড়াটি ফেরত আনবে কে?"

"আমি আপনাদের সঙ্গে কর্দোভা যাচ্ছি। সেখানে আমার মামার বাড়িতে যাবার জন্য বাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি।"

আলমাস বললো, "তাহলে হাসানকে আপনার সঙ্গে বসিয়ে নিন।"

"না, আমি হেঁটেই যেতে চাই।"

আলমাস আহমদ ও হাসানকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিজে লাগামের রশি ধরে আগে আগে

www.pathagar.com

হেঁটে চলল। সাদ ও ইদ্রিস পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদ ও ইদ্রিস পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লো।

ইদ্রিস হেসে বললো, "এটা খুবই মজার ব্যাপার যে, হাসানের ডান চোখে আঘাত লেগেছে, আর তোমার বাঁ চোখ ফুলে উঠেছে। এদিকে জিয়াদের দু' চোখেই কালো শিরার দাগ পড়েছে। তুমি যে সময় ধনুকে তীর চড়িয়েছিলে তখন আমি মনে করেছিলাম, তুমি সত্যই বুঝি খুন করে বসবে।"

"না না, আমি তো ওকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।"

ইদ্রিস বললো, "ওরা সকলে যদি তোমায় আক্রমণ করতো, তাহলে আমি কি করতাম জানো?"

সাদ উত্তর দিল, "হয়ত তুমি আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে না।"

"না আমি তোমার পক্ষে লড়তাম। হয়ত আরও চারজন তোমাকে সমর্থন করতো"।

আলমাস আগ্রহ নিয়ে ওদের আলাপ শুনছিল, এবার সে ইদ্রিসকে জিজ্ঞেস করলো, "কেন, তুমি আমাদের সমর্থন করতে?"

ইদ্রিস সামান্য চিন্তা করে বললো, "কারণ জিয়াদ অন্যায় করেছিল। অন্যায়ের সমর্থন করা গুনাহ্।"

কর্দোভার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাইরে একটি প্রাচীর বেষ্টিত সুদৃশ্য বাগানের ভেতরে একটি দুর্গাকৃতির বাড়ির দিকে ইশারা করে সাদ বললো, "এটা আমাদের বাড়ি।"

বাগানের প্রবেশ পথে পৌছে ইদ্রিস বললো, "আমি এখন আমার মামার বাড়ি যাবো। তিনি শহরের অপর প্রান্তে থাকেন।"

সাদ বললো, "তা হবে না, আজ তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।"

"না, আমি কাল আসব। মামার অনুমতি না নিয়ে এখানে থেকে গেলে তিনি নারাজ হতে পারেন। কাল এসে আমি তোমাদের সঙ্গে তীরন্দাজীর অনুশীলন করবো।"

এ কথা বলে ইদ্রিস আলমাসকে লক্ষ্য করে বললো, "আপনি আমাকে তীরন্দাজী শেখাবেন তো?"

আলমাস উত্তরে বললো, "যদি তুমি কবি না হয়ে থাক, তাহলে তোমাকে আমি কর্দোভার সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ বানিয়ে দেবো।"

"আমি কবি নই। ওখানে তো আমি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করেছিলাম মাত্র। ভবিষ্যতে আর তাও করবো না।

ইদ্রিস নিজের ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল আর ওরা তিন ভাই নিজেদের বাগানে প্রবেশ করলো।

www.pathagar.com

৩

দেউড়ীর সামনে একটি নতুন গাড়ি ও আস্তাবলে কয়েকটি নতুন ঘোড়া দেখে আলমাস বললো, "সম্ভবত মেহমান এসেছে।"

সাদ সাদা রং-এর একটি ঘোড়া চিনতে পেরে বললো, "এটাতো খালুজানের ঘোড়া মনে হচ্ছে। গাড়িটিও তাঁর।"

বাড়ির ভেতর থেকে একটি ভৃত্য বের হয়ে এলো। আলমাসের প্রশ্নের জবাবে সে জানালো যে, সাদের খালুজান ছাড়াও কয়েকজন মেহমান এসেছেন এবং তারা কাছারী ঘরে বসে আছেন।

সাদ ও হাসান একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। উভয়েই মেহমানদের নিকট যেতে অনিচ্ছুক। এজন্য তারা কাছারী ঘরের পাশ দিয়ে না গিয়ে বাগানের ওপাশ ঘুরে অন্য দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে প্রবেশ করলো। একটা চাকরাণী তাদের দেখামাত্রই বলে উঠল, "হায়! হায়! তোমাদের কি হয়েছে? খালাম্মা এসেছেন। তোমাদের দেখে তিনি কি বলবেন?"

সাদ ও হাসান আম্মার সামনেই যেতে চাইছে না। খালাম্মার আসার খবর শুনে তো তারা আরো ঘাবড়ে গেল।

তাদের আম্মা এক কামরায় বসে বোনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। চাকরাণীর গলার আওয়াজ শুনে বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে রে?"

হাসান অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল কিন্তু সাদ কিছুটা সাহসের পরিচয় দিয়ে বললো, "কিছু হয়নি আম্মা, আমরা কুস্তি লড়ছিলাম।"

"উঁহু কুস্তি নয়, তোমরা নিশ্চয়ই কোথাও মারামারি করে এসেছ। দেখো তো, তোমাদের চেহারার কি অবস্থা হয়েছে? তোমার খালাম্মা এসেছেন, এ অবস্থা দেখে কি মনে করবেন, বলতো?"

আহমদ বললো, "আম্মা, ভাইজান একটি ছেলের সঙ্গে কুস্তি লড়েছে। সে ছেলেটি ভাইজানকে ঘুষি মেরেছে। তাই ভাইজানও তাকে খুব পিটিয়েছেন।"

ইতিমধ্যে তাদের খালাম্মাও মুখে স্মিত হাসি নিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে এলেন। সাদ ও আহমদ তাকে সালাম করলো। কিন্তু হাসান নিজের জায়গা থেকে নড়লো না।

আম্মা বললেন, "হাসান, তোমার খালাম্মাকে সালাম করলে না?"

হাসান মুখ না ঘুরিয়েই নিচু স্বরে সালাম বললো।

আম্মা আবার বললেন, "হাসান, এদিকে মুখ ঘুরাও।"

হাসান মায়ের আদেশ পালন করলো, কিন্তু মুখখানা দু'হাতে ঢেকে রাখলো।

www.pathagar.com

খালাম্মা এগিয়ে তার মুখ থেকে হাত দুটি সরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসান পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে মুখ লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলো। কারণ ফিরে আসার পথেই আহমদ তাকে বলেছিল যে, তার চেহারায় আঘাতের চিহ্ন সাদের চেহারার চাইতে বেশী স্পষ্ট। আম্মা ধমক দিয়ে বললেন, "হাসান, তোমার হাত নীচে নামিয়ে ফেলো।"

নিরুপায় হাসান হাত দুটি নীচে নামিয়ে দিয়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। আম্মা বললেন, "আপাজান, এটা ঐ দু'টার চেয়ে বেশী দুষ্ট।"

খালাম্মা হাসানের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, "হাসানকে তোমরা কিছু বলো না, এমন ছেলের স্নেহের দরকার।"

তিনি হাসানকে বললেন, "বেটা হাসান। তুমি যদি মার খেয়ে পালিয়ে না এসে থাক, তাহলে তোমার এত লজ্জা করার কি আছে?"

হাসান ঝটপট বললো, "আমি মার খেয়ে পালাইনি খালাম্মা।"

"তাহলে তুমি এত ভয় করছো কেন?"

আহমদ বললো, "খালাম্মা, হাসান ভুল করে একটি ছেলেকে অযথা মেরেছে। এ জন্যই এখন ভয় করছে।"

খালাম্মা বললেন, "কিন্তু সে ছেলেটিও তো কম করেনি? খোদার মেহেরবাণীতেই চোখটি রক্ষা পেয়েছে।"

হাসান বললো, "তার চোখের অবস্থা আমার চাইতে অনেক বেশী খারাপ। তাও তারা দুজন ছিল। একজন তো প্রথম দফাই মার খেয়ে পালিয়েছে।"

৪

সাদ আহমদ ও হাসান কর্দোভার একটি প্রতিপত্তিশালী পরিবারের বংশধর। তাদের পিতা আবদুল মুনীম কার্দোভার স্বল্প সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের একজন। কর্দোভা শহরে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাছাড়াও ঘোড়া কেনা-বেচার ব্যবসায়ে তার খুব শখ ছিল। এ ব্যবসা উপলক্ষে তিনি কয়েকবার, মরক্কো, মিসর, আরব এবং অন্যান্য দেশ সফর করেছেন।

একবার তিনি ঘোড়া বিক্রি করার জন্য সাইপ্রাস গিয়েছিলেন। সেখানে জনৈক সিরীয় ব্যবসায়ীর সাথে তার আলাপ হয়। ঐ ব্যবসায়ী আবদুল মুনীমকে জানান যে, তার ছোট ভাই সাইপ্রাস নৌ-বাহিনীর কাপ্তান ছিলেন। কিছুদিন আগে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত কাপ্তানের দুটি কন্যা ও বিধবা স্ত্রী রয়েছে।

গ্রানাডার এক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে বড় কন্যাটির বিয়ে হয়েছে। কয়েক বছর আগে হজ্ব

www.pathagar.com

করে ফিরে যাবার পথে গ্রানাডার ধনী ব্যক্তিটির জাহাজ দুর্ঘটনায় পতিত হয়। সে সময় ঐ কাপ্তান জীবিত ছিলেন এবং সফরে জলদস্যুদের তাড়া করে বেড়ানোর সময় দুর্ঘটনায় পতিত ধনী ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং কয়েক সপ্তাহ পরে সে ব্যক্তির সঙ্গে নিজের বড় কন্যাটির বিয়ে দেন।

এখন কাপ্তানের বিধবা স্ত্রী ও তার কণিষ্ঠা কন্যা গ্রানাডা শহরে বড় কন্যার নিকট যেতে ইচ্ছুক। ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি আবদুল মুনীমকে অনুরোধ করে বললেন, "আপনি কষ্ট স্বীকার করে আমার ভ্রাতৃবধু ও ভ্রাতুস্পুত্রীকে আপনার জাহাজে করে নিয়ে যান।"

আবদুল মুনীম বললেন, "আমার জাহাজ খালিই ফিরে যাচ্ছে। এদের নিয়ে যেতে আমার কোন কষ্টই হবে না।"

ব্যবসায়ী বললেন, "বিশেষ কারণে ওদের সঙ্গে আমি যেতে পারবো না। আমার ভাইএর একটি বিশ্বস্ত ভৃত্য তাদের সঙ্গে যাবে। আপনি তাদের মালাগায় পৌছে দেবেন। এরা তারপর নিজেরাই গ্রানাডা পৌছে যাবে।"

আবদুল মুনীম তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিজেই ওদের সঙ্গে করে গ্রানাডা পর্যন্ত পৌছে দেব।"

আবদুল মুনীম জাহাজের এক অংশে মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং এ আলোচনার তৃতীয় দিনেই সাইপ্রাস থেকে রওনা হয়ে গেলেন।

কিছুদূর যাবার পর আবদুল মুনীমের জাহাজের ওপর জলদস্যুগণ হামলা করে। জাহাজের কাপ্তান একজন অভিজ্ঞ নাবিক ছিলেন। আবদুল মুনীম নিজেও নৌ–পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। তাই তিনি তার জাহাজে উত্তম সামরিক সরঞ্জামাদিও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

একটি জলদস্যুর জাহাজকে আবদুল মুনীম কখনই ভয় করেননি। কিন্তু এ যাত্রা তার সঙ্গী দুজন মহিলা ছিল এবং তাদের রক্ষনাবেক্ষণ জাহাজের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে জলদস্যুদের জাহাজটি দৃষ্টিগোচর হয়। আবদুল মুনীম কাপ্তানকে বললেন যে, লড়াই না করে কোন উপায়ে তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কাপ্তান ও জাহাজের সকল নাবিকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও জলদস্যুদের জাহাজ ক্রমেই নিকটে আসতে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে তারা জাহাজকে যথাসাধ্য দূরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভোরে আবার জলদস্যুদের জাহাজটিকে তাদের পেছনে আসতে দেখা যায়। আবদুল মুনীম কাপ্তানের সঙ্গে পরামর্শ করে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

জলদস্যুগণ এই ভেবে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের সম্মুখস্থ জাহাজের কেউই লড়াই করার সাহস পাচ্ছে না। এমন কি প্রথম দিকে কয়েকটি তীর নিক্ষেপ করার পরও যখন আবদুল মুনীমের জাহাজ থেকে কোন প্রতি আক্রমণ হলো না, তখন তাদের সাহস আরও বেড়ে যায়। দস্যু সরদার দলের সকল সঙ্গীদের বলল, "এ জাহাজটিতে খুবই মূল্যবান

www.pathagar.com

দ্রব্য সামগ্রী আছে। তাই এটাকে ধ্বংস না করে হস্তগত করার চেষ্টা করতে হবে।"

কিন্তু তারা যখন আরো নিকটে এল তখন আবদুল মুনীমের জাহাজ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ শুরু হয়। ফলে যে ক'জন দস্যু পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপের আয়োজন করছিল তারা আহত হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাদামে কয়েকটি জ্বলন্ত মশালবাহী তীর এসে বিঁধে গেল।

দস্যুদল তাদের জাহাজটিকে ঘুরিয়ে আবদুল মুনীমের জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু হুঁশিয়ার কাপ্তান আবদুল মুনীমের জাহাজটিকেও হঠাৎ ঘুরিয়ে ফেললেন। দস্যু জাহাজ তার সম্মুখস্থ সরু ইস্পাতের অংশ দিয়ে আবদুল মুনীমের জাহাজটিকে পাশ থেকে গুঁতো মেরে খণ্ডিত করার যে পরিকল্পনা করেছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঘুরিয়ে নেয়ার ফলে দুটি জাহাজই পরস্পরকে ঘর্ষণ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। দস্যুদল আবদুল মুনীমের জাহাজে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে থাকে। প্রতিপক্ষ বর্শা ও তরবারীর সাহায্যে তাদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিছু সময়ের মধ্যেই কয়েকজন ডাকাত মারা যায় এবং তাদের জাহাজে আগুন লেগে তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

আবদুল মুনীমের জাহাজ কিছুটা এগিয়ে গেল। দস্যুদের নিক্ষিপ্ত কয়েকটি মশালবাহী তীর থেকে এ জাহাজের বাদামেও আগুন ধরে গিয়েছিল। তাই জাহাজের কিছু সংখ্যক লোক আগুন নিবানোর চেষ্টা শুরু করে এবং অবশিষ্ট দুশমনদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

দস্যুদলের লোকেরা জ্বলন্ত আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতেই আবদুল মুনীমের সঙ্গীগণ মিঞ্জানিক থেকে পাথর নিক্ষেপ করে দস্যুদের একটি নৌকা ডুবিয়ে দিল।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আবদুল মুনীমের জাহাজে আগুন ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে লাগল। অবশেষে কাপ্তান জানালো, জাহাজ রক্ষা করা দুঃসাধ্য। এখন জাহাজ ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

জাহাজের দুটি নৌকা ছিল। আবদুল মুনীম নৌকাগুলো পানিতে নামিয়ে মাল্লাদের আদেশ দিলেন, "মহিলাদের শীগগীর নৌকায় চলে যেতে বল।" মাল্লাদের সঙ্গে আবদুল মুনীম নিজেও আহতদের কাঁধে উঠিয়ে নৌকায় বহন করে নিয়ে গেলেন।

দুটি নৌকা জ্বলন্ত জাহাজ দুটিকে পেছনে রেখে কিছুদূর যাবার পর আবদুল মুনীম হঠাৎ ভীত স্বরে বলে উঠলেন, "দাঁড়াও, আমাদের জাহাজে ফিরে যেতে হবে। সর্বনাশ হয়েছে। একজন মহিলা যাত্রীকে আমরা সেখানে ফেলে এসেছি বলে মনে হয়।"

এর আগে তিনি উভয় নৌকার যাত্রীদের প্রতি খুব মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করে মাত্র একজন বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া তার অপর সঙ্গীকে দেখতে পাননি। তিনি তাই পুনরায় বললেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার! মা তার কন্যার কথাই সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন! শীঘ্রই নৌকা ঘুরাও।"

"মা সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা করা উচিত নয় জনাব আমি এখানেই আছি।"

www.pathagar.com

আবদুল মুনীম আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখলেন, "তার পাশেই একজন সশস্ত্র সিপাহী দাঁড়িয়ে কথা কয়টি বলছে। তার মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং হাতে রক্তমাখা তরবারী। আর তার শরীরে একটি ঢিলা বর্ম পরিহিত রয়েছে। আবদুল মুনীমের সংশয় দূর করার জন্য কাপ্তান বললেন, "আপনি লক্ষ্য করেননি। ইনি তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। তার বীরত্ব দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। তিনি এ বর্মটি কোথায় পেলেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।"

মেয়েটি এবার বললো, "এ তরবারী আমার আব্বার। শিরস্ত্রাণ ও বর্ম জাহাজেরই একটি কামরা থেকে আমি পেয়েছি। পুরুষদের পোশাক অনুসন্ধান করার জন্য আমি ঐ কামরায় ঢুকেছিলাম। ওখানে যে সব বর্ম ছিল সব কয়টিই আমার শরীরের তুলনায় বড়।"

৫

আবদুল মুনীম ও তার সঙ্গীগণ নৌকায় বসে সারাদিন কাটালেন। তাদের আশা ছিল, কোন জাহাজে হয়ত আশ্রয় পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে উত্তর দিগন্তে একটি জাহাজের বাদাম দেখা গেল। তারা সে দিকে নৌকা চালাতে শুরু করল। কিন্তু শীঘ্রই রাত্রির অন্ধকার তাদের আশা ভরসা নষ্ট করে দিল।

পরের দিন তারা কিছুটা চিন্তিত হয়ে উঠল। কারণ তাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় ছিল না। আবদুল মুনীম ও তার সঙ্গীগণ নিজেরা চরমভাবে পিপাসার্ত হওয়া সত্বেও নিজ নিজ অংশের পানি থেকে বেশীর ভাগ আহত সঙ্গীদের পান করাচ্ছিলেন।

দুপুর বেলা বৃদ্ধা মহিলাকে পিপাসায় মুষড়ে পড়তে দেখে আবদুল মুনীম তাকে কয়েক ঢোক পানি পান করালেন। তারপর তিনি তরুণীর দিকে লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, মেয়েটি একটি আহতের নিকট বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, "নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। খোদা তায়ালা আমাদের দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তিনিই এ কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।"

আবদুল মুনীম একটি বাটিতে সামান্য পরিমাণ পানি ঢেলে মেয়েটির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনার অংশের পানি পান করে নিন। পরে হয়ত আপনি আর পানিই পাবেন না।"

তরুণী বললেন, "আমি নিজের অংশের পানি আগেই নিয়েছি। আপনি ভোর থেকে এ পর্যন্ত এক ঢোক পানিও পান করেন নি।"

আবদুল মুনীম বললো, "এ অবস্থায় আমি নিজের সম্পর্কে ভাবতেই পারি না। নিন পানিটুকু।"

www.pathagar.com

তরুণী আবদুল মুনীমের হাত থেকে বাটিটি নিয়ে একজন আহত লোককে পানিটুকু দিয়ে বললেন, "এ অবস্থায় আমিও নিজের কথা ভাবতে পারি না।"

মেয়েটির নাম সকিনা। আবদুল মুনীম তার হাতে তরবারী দেখার পরই নিজের অন্তরে তার জন্য এক মধুর কম্পন অনুভব করেছিলেন। তারপর মেয়েটি যখন তার কোমল হাতে আহতদের শুশ্রূষা করছিলেন তখন আবদুল মুনীম অনুভব করলেন যে, তার প্রাণের সুপ্ত তন্ত্রীগুলোতে কে যেন অংগুলি সঞ্চালন করে এক সুমধুর ঝংকার তুলছে।

তবু সে ছিল তার নিকট অপরিচিতা। পিপাসায় সকিনার চেহারা সম্পূর্ণ রূপে শুষ্ক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আহতদের নিজের অংশের পানি পান করানোর সময় মেয়েটির চেহারায় গভীর আত্মতুষ্টির আভা ফুটে উঠেছিল। আবদুল মুনীম মনে করলেন, তিনি বহুদিন থেকে তার অন্তরের গভীরতম কোণে জীবন সঙ্গীনির যে চিত্র অঙ্কিত রেখেছেন, সেই তার সামনে হাজির হয়েছে। মনে হল সকিনা তার অপরিচিতা নয়– যেন যুগ যুগ ধরে তিনি তাকে চেনেন। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই যেন এ তরুণী তারই অন্তরে বাস করে আসছে। কল্পনার চোখে তিনি যেন এ যুবতীকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করে এসেছেন।

তৃতীয় দিন প্রত্যুষে আবদুল মুনীমের সঙ্গীগণ ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তির দরুণ অর্ধ-অচেতন অবস্থায় নৌকায় হাল ধরে বসেছিলেন। তাঁর নিজের শরীরও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু চোখে তখনও আশার আলো জ্বলছে। হঠাৎ দ্বিতীয় নৌকার জনৈক মাল্লা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক দিকে তাকানোর জন্য ইশারা করল।

আবদুল মুনীম কিছু দূরে একটা জাহাজ দেখতে পেলেন। তিনি সঙ্গীদের ডাকতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শুকনো গলা থেকে কোন আওয়াজ বের হল না। জাহাজের ওপর ত্রিপলীর ঝান্ডা উড়ছিল।

আবদুল মুনীম নৌকায় দাঁড়িয়ে দু'হাত উপরে উঠালেন। জাহাজের জনৈক নাবিক হাতের ইশারায় জানাল যে, তাঁরা এদের দেখতে পেয়েছে। আবদুল মুনীম তখন সকিনাকে জাগাবার চেষ্টা করলেন। সকিনা চোখ খুললেন এবং আবদুল মুনীম তাকে ধরে বসিয়ে দিলেন। পরে হাতের ইশারায় তাদের দিকে অগ্রসরমান জাহাজটি দেখালেন।

৬

এ জাহাজ সাব্‌তা যাচ্ছিল। পরের দিন সকিনা জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখছিল। আবদুল মুনীম তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "পরশু আমরা সাব্‌তা পৌঁছে যাব। সেখান থেকে আমরা মালাগার জাহাজ পেয়ে যাব।"

সকিনা আবদুল মুনীমের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন, তারপর বললেন, "আপনার

www.pathagar.com

জাহাজটি ধ্বংস হয়ে যাবার জন্য আমি খুবই দুঃখিত এবং সে জন্য আপনার কাপ্তানের খুবই মনোকষ্ট হয়েছে। আমাদের আসার দরুণই সম্ভবত আপনার এ বিরাট ক্ষতিটা হয়ে গেল।"

"না না, বরং আপনাদের আসার কারণেই সম্ভবত আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে।"

সকিনা পুনরায় দিগন্তের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবদুল মুনীম বললেন, "আমি এখনি একটি আবেদন নিয়ে আপনাার আম্মার সঙ্গে দেখা করে এলুম। আমি একজন সৈনিক। কিভাবে কথা বলা উচিত ছিল, তাও আমি ঠিক ভাবে জানি না, তবে তিনি আমার আবেদনটিকে খারাপ বিবেচনা করেননি।"

আবদুল মুনীম এ পর্যন্ত বলে থামলেন এবং পুনরায় দৃঢ়স্বরে বললেন, "আমার আবেদন ছিল আপনার সম্পর্কে। দুর্দশাগ্রস্ত নৌকার শেষ রাত্রিতে আমি ভেবেছিলাম যে, পরের দিন যদি আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা কাকেও না পাঠিয়ে দেন তাহলে হয়ত জীবনে দ্বিতীয়বার সূর্যোদয় দেখার সুযোগ আর হবে না। আমি কখনও মরণকে ভয় করিনি। কিন্তু ঐ রাত্রিতে আমার জীবন পূর্বের তুলনায় আমার কাছে অনেক বেশী কাম্য মনে হয়েছিল। চাঁদের আলোকে আপনার শুকনো চেহারা দেখে আমি বার বার আপনার সঙ্গে আলাপ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। কিন্তু আমার শুকনো কণ্ঠ থেকে কোন শব্দই বের হয়নি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাচ্ছিলাম?"

নিজের বুকের ভিতরে মৃদু কম্পন অনুভব করলেন সকিনা। তবু তিনি তা চেপে রাখার চেষ্টা করলেন এবং বললেন, "না, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, নৌকায় মৃত্যু ঘটলে মরণের সময় আমার মনে শুধু একটি কথাই জাগুরুক থাকত। আর সে কথাটি হচ্ছে এই যে, আমরা দুজন দুজনের জন্যই জন্মেছিলাম।"

সকিনা সংকোচ ও লজ্জায় জড়সড় হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আম্মার নিকট কি বলেছেন?"

"তাঁর নিকট আমি অনেক কথাই বলেছি। তিনিও সম্ভবত আপনার সঙ্গে অনেক কিছুই বলবেন। কিন্তু আমি আপনার কাছে শুধু একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আমার জীবন সঙ্গীনি হতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?"

সকিনা মুহূর্তের জন্য আবদুল মুনীমের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর কোন জবাব না দিয়েই সেখান থেকে চলে গেলেন। তার অন্তরে তখন ঝড় বইছিল। পাঁ কাপছিলো। ঠোঁটে আনন্দের মৃদু হাসি ও চোখে ছিল খুশীর অশ্রু। মায়ের কাছে পৌছে সকিনা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন তারপর, "আম্মা, আম্মা," বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

"কি হয়েছে, মা?"

সকিনা থতোমতো খেয়ে বললো, "জ্বিনা আম্মা, কিছু হয়নি।"

মা সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, "বাছা, তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী।"

www.pathagar.com

৭

গ্রানাডা পৌঁছার কয়েকদিন পরেই আবদুল মুনীমের সঙ্গে সকিনার বিয়ে হয়ে গেল। কর্দোভার উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অনেকদিন পর্যন্ত বলাবলি করতে লাগল যে, আবদুল মুনীম কর্দোভার উচ্চবংশ সম্ভূত বেশ কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে নাম-গোত্রহীন এক দুল্‌হিনকে বিয়ে করেছেন।

সকিনা তার স্বামীর সম্মান ও সুখ্যাতি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি শুধু জানতেন যে, তার স্বামী একজন খুব বড় ব্যবসায়ী এবং জাহাজ ডুবির ফলে তিনি প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু কর্দোভায় এসে তাঁর বিশাল বাড়ি দেখে সকিনা অবাক হয়ে গেলেন।

আবদুল মুনীম তার নব পরিণীতা বধূকে বাড়ির আবাসিক এলাকার একটি সুরম্য কামরায় বসিয়ে কাছারী ঘরে অপেক্ষমান বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। এদিকে কর্দোভার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর মহিলারা সকিনাকে ঘিরে বসে গেলেন। তারা সকিনার বেশভূষা ও চুল বাঁধার পারিপাট্য সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন।

সকিনা বহুক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথাবার্তা শুনেও বুঝতে পারেন নি তারা তার প্রশংসা করছে, না নিন্দা করছে। কর্দোভার মহিলারা কথায় কথায় কবিতা আবৃত্তি করে। পুনরায় একে অপরকে এসব কবিতার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে। তারপর কবিতার বক্তব্য বিষয় নিয়ে পরস্পর বিতর্ক করে। অবশেষে তারা দুল্‌হিনের প্রতি মনযোগী হলেন। একজন সকিনাকে একটি কবিতার ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলো।

এসব প্রশ্নের কোন জবাবই সকিনার নিকট ছিল না। তিনি নির্বাক বিস্ময়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটি হালকা প্রকৃতির মেয়ে বললো, "দেখো, আমার ভাবীকে বিরক্ত করো না। তিনি কবিতা সম্পর্কে কোন আগ্রহই রাখেন না। হ্যাঁ, গান সম্পর্কে বলতে পারো। তিনি ভাল গান জানেন।"

সকিনা খুবই সরলভাবে বললেন, "না না, আমি গানও জানি না। গানের প্রতি আমার কোনই আকর্ষণ নেই।"

"তাহলে আপনি কি জানেন?" মেয়েটি দুষ্টুমী ভরা দৃষ্টিতে সকিনার প্রতি তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

সকিনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি বললেন, "আমি কিছুই জানি না। যদি আমার এ স্বীকারোক্তিতে আপনি তৃপ্তি পান, তাহলে আমার বলতে কোন দ্বিধা সংকোচ নেই যে,

www.pathagar.com

আমি একজন দরিদ্র সৈনিকের কন্যা। আমার মাতা-পিতা আমাকে কবিতা ও গান শেখাননি। বরং তারা আমাকে কোরআন শিক্ষা দেয়া যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। তাঁরা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, পোশাক-পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য দেহকে ঢেকে রাখা, সৌন্দর্যের প্রর্দশনী নয়। আমি যে পরিবেশে জন্ম নিয়েছি, সেখানে নারীকে কন্যা, স্ত্রীকে জননী হিসাবে দেখা হয়। আপনাদের কাছে গর্ব করার মত আমার কিছুই নেই। হ্যাঁ, একটি কথা আছে, আপনাদের হয়ত শুনতে ভাল লাগবে না। আমার স্বামী যা পছন্দ করেন, আমি হুবহু তাই এবং আমার সকল আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হচ্ছেন আমার স্বামী।"

একজন বর্ষিয়সী মহিলা সকিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন; "আমার স্নেহের কন্যা! তুমি এসব মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞানী। আমি আবদুল মুনীমের উত্তম দুল্‌হিন নির্বাচনের প্রশংসা করছি।"

সকিনার বড়বোনের স্বামী শেখ আবু ছালেহ গ্রানাডার একজন প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি । সকিনার মা কিছুকাল জ্যেষ্ঠাকন্যার কাছে থাকার পর কর্দোভায় ফিরে আসেন।

বিয়ের এক বছর পর আবদুল মুনীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাদের জন্ম হয়। সাদের জন্মের তিন মাস পর, সকিনার মা সামান্য কয়েকদিন রোগ ভোগ করে ইহলোক ত্যাগ করেন। সাদের জন্মের দু'বছর পর আবদুল মুনীমের দ্বিতীয় পুত্র আহমদের জন্ম হয়। সকিনার বড়বোনের কোন সন্তানাদি না থাকায়, তিনি সকিনার ছেলেদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। দু'তিন মাস পরপর হয় বড়বোন স্বামী সহ আবদুল মুনীমের বাড়ি আসেন নতুবা সকিনা ও আবদুল মুনীম গ্রানাডা বেড়াতে যান।

বিয়ের পঞ্চম বছরে হাসানের জন্মের পর আবদুল মুনীম হজ্জে চলে যান। ফিরে আসার সময় তিনি তার পুত্রদের জন্য এক অদ্ভুত খেলনা নিয়ে এলেন। এ খেলনাটি ছিল একটি সিংহের বাচ্চা। আফ্রিকার জনৈক সরদার আবদুল মুনীমকে ঐ সিংহ শাবকটি উপহার দেন।

আলমাস আবদুল মুনীমের এক বার্ধারী ভৃত্য ছিলো। নিজের বিয়ের তিন বছর আগে আবদুল মুনীম মরক্কো থেকে আলমাসকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলী দ্বারা আলমাস কিছুকালের মধ্যেই আবদুল মুনীমের মন জয় করে ফেলে। কর্দোভার লোকেরা তাকে আবদুল মুনীমের ভাই হিসাবেই জানে। আবদুল মুনীমের অনুপস্থিতিতে আলমাসই তার সমুদয় সম্পত্তি দেখাশুনা করে।

আলমাসের বয়স চল্লিশ বছরের কিছু ওপরে । কিন্তু তার দৈহিক স্বাস্থ্য হাজার হাজার যুবকদের জন্য ঈর্ষার বিষয় ছিল। তীরন্দাজী ও ঘোড়সওয়ারীতে আলমাস অত্যন্ত দক্ষ ।

বিয়ের পর আবদুল মুনীমের জীবন সকল বিষয়েই সুখ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে। দুনিয়ার কোন নেয়ামত থেকেই তিনি বঞ্চিত নন । স্বামী হিসাবে নিজের স্ত্রীর জন্য এবং পিতা হিসাবে নিজের সন্তানদের জন্য তিনি সঙ্গত ভাবেই গর্ব করতে পারেন। বন্ধুগণ তাকে

www.pathagar.com

আন্তরিকভাবে ভালবাসে, আর দুশমনেরা তাকে রীতিমত ভয় করে। তিনি নিজে কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট নন। স্পেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার মনে সর্বদাই দুশ্চিন্তা রয়েছে।

বিয়ের আগে তিনি ছিলেন এক নির্ঝঞ্ঝাট ও আজাদ মানুষ। তখন নতুন নতুন বিপজ্জনক অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে কোন পরওয়া করতেন না। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি কর্দোভার বাইরে কাটাতেন। নিছক অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই তিনি ব্যবসা শুরু করেননি। বরং ব্যবসায় উপলক্ষে দেশ-বিদেশে সফর করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সকিনাকে বিয়ে করার পর তার জীবন-যাত্রার সকল রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাদ, আহমদ ও হাসানের ভবিষ্যৎ ভাবতে গিয়ে তিনি স্পেন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হন।

এক দেশ — অনেক রাজা

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে স্পেনের মুসলমানরা ইতিহাসের এক শোচনীয়তম পর্যায় অতিক্রম করতে থাকে। উমাইয়া বংশের জাকজমকপূর্ণ শাসনকাল তখন অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। যে বিশাল সাম্রাজ্যের শক্তির দাপট পাশ্চাত্যের বড় বড় সম্রাটদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আত্মকলহের পরিণতিতে তা খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছিল।

আবদুর রহমানের (প্রথম) স্থলাভিষিক্তগণ তিন শতাব্দী ধরে নিজেদের দেহের ঘাম ও রক্ত দিয়ে যে বাগিচা পুষ্পশোভিত করে তুলেছিল, এখন তা বৃক্ষপত্রহীন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। অযোগ্য শাসনকর্তা, স্বার্থপর নেতা ও লোভাতুর ভাগ্যান্বেষীর দল স্পেনকে ছোট ছোট প্রায় কুড়িটি রাজ্যে বিভক্ত করে ফেলে। আবার প্রতিটি রাজ্যেই সিংহাসনের একাধিক দাবীদার পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ কোন এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন। সে ব্যক্তি ক্রীতদাসগণের হাতে নিহত হয়।

দেশের আলেমগণ অপর এক ব্যক্তির মাথায় শাহী তাজ পরিয়ে দেন। প্রাসাদের প্রহরী ও খোজাগণ তাকে ফাঁসীর রশিতে ঝুলিয়ে দেয়।

তৃতীয় ব্যক্তি বার্ব্বারদের হাতের পুতুল হিসাবে দু'দিনের জন্য সিংহাসনে বসার আনন্দ উপভোগ করেন। তাকে আরবী অথবা স্পেনীয় লোকেরা সিংহাসন থেকে নামিয়ে কারাগারের

www.pathagar.com

অন্ধ প্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে দেয়।

চতুর্থ ব্যক্তি জনগণের সমর্থন পুষ্ট হয়ে কয়েকদিন শাহী প্রাসাদে বসবাস করে অন্তরে সুখানুভব করেন। তারপর জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা কমে যায় আর একদিন খবর রটে যায় যে, তথাকথিত জনপ্রিয় শাসনকর্তার লাশ গোসলখানায় পাওয়া গিয়েছে।

কর্দোভা উমাইয়াদের শাসনামলে পাশ্চাত্যের জন্য এক আলোকজ্জ্বল মিনার হিসাবে পরিগণিত ছিল। এর সৈন্য বাহিনী একদিন ফ্রান্সের বন্ধ দরজায় করাঘাত করেছিল। কর্দোভার স্থাপত্য শিল্প [১] বাগদাদের কারিগরদের জন্যেও গৌরবের বিষয় হিসাবে

---

১ ঐতিহাসিক, পরিব্রাজক ও কবিগণ কর্দোভার বাগ-বাগিচা সম্পর্কে যা লিখেছেন সে গুলোর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করতে হলেও একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা করা দরকার। এ শহরের ইমরাত ও বাগ-বাগিচা গুলোর কোন তুলনা ছিল না তখনকার দুনিয়ায়। প্রথম আবদুর রহমান স্পেন দখল করার পর তাঁর বাগানের জন্য ভাল ভাল গাছের চারা ও বীজ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোক পাঠিয়ে দেন। তাঁর এ জাতীয় শখ দেখে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাগান বিশেষজ্ঞগণ তাদের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য কর্দোভায় পৌঁছে যায়। এসব বাগ-বাগিচায় পানি সেচের জন্য ওয়াদীউল কবীর—গোয়াদেল কুইভার নামক নদী থেকে নালা কেটে তা শ্বেত মর্মরের তৈরী একটা বিরাট সরোবরের সঙ্গে সংযুক্ত করে সেখানে পানি সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে তামা, পিতল ও কোন কোন ক্ষেত্রে রূপা ও সোনার নলের ভেতর দিয়ে বাগানের বিভিন্ন এলাকায় পানি বিতরণ করা হত। ওয়াদীউল কবীর নদীর তীরে দশ মাইল দীর্ঘ স্থান জুড়ে কর্দোভা শহর অবস্থিত ছিল। এ শহরে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী সংখ্যক আমীর ওমরাহ এবং এক লাখেরও বেশী সংখ্যক সাধারণ নাগরিকদের বাস গৃহ ছিল। এ ছাড়া শহরে ৭০০ মসজিদ ও ৯০০ হামাম (গোসলখানা) ছিল। শত শত পুস্তকাগার ও অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান চর্চা হতো। কর্দোভার ইমারাতগুলোর মধ্যে জামে মসজিদের স্থাপত্য কলা তখনকার দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতো। বর্তমানেও সমগ্র দুনিয়ায় এ মসজিদটির কোন তুলনা নেই। আমীর আবদুর রহমান আদ্দাখীল নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং এর পরবর্তী প্রত্যেক সুলতান এ মসজিদের কারুকার্য, সৌন্দর্য ও প্রশস্ততায় কিছু না কিছু সংযোজন করেন।

কর্দোভার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ইমারতটির নাম ছিল মদীনাতুজ-জোহরা। স্পেনের খলিফায়ে আযম আব্দুর রহমান আন-নাসের (তৃতীয়) তার বিবি জোহরার ইচ্ছানুসারে তা তৈরী করেন। এটাকে একটা ইমারত না বলে একটি শহর বলাই যুক্তি-যুক্ত। কর্দোভা থেকে কয়েক মাইল দূরে "জাবলুল উরুছ নামক" পাহাড়ের গোড়ায় এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তৃতীয় আবদুর রহমান প্রতি বছর তার রাজকীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ ইমারতের নির্মাণ কার্য্যে ব্যয় করতেন। এ নতুন শহরের পনের হাজার প্রবেশ পথ ছিল। দেওয়ানী আম এর ছাদ ও

www.pathagar.com

পরিগনিত হতো।

এহেন কর্দোভা আজ একটা মৃত দেহের ন্যায় পড়ে আছে, আর ক্ষমতা লিপ্সুর দল শকুনের মত এর সমগ্র দেহকে নখ ও ঠোঁটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করছে। কয়েক বছরের মধ্যেই বেশ কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি পরিচয়হীনতার আবরণ ভেদ করে শাসন ক্ষমতায় আসে এবং শাসন ক্ষমতা থেকে বহিস্কৃত হয়ে বধ্যভূমি অথবা কয়েদখানায় পৌঁছে যায়। কর্দোভার এ বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্যের ফলে স্পেনের প্রতিটি জেলা এক একটি সাম্রাজ্য এবং প্রতিটি শহর কোন বিশিষ্ট খান্দানের জায়গীরে পরিণত হয়।

গ্রানাডা ও তার নিকটস্থ এলাকা বনী জীরীর শাসনাধীন ছিল। সারকাস্তা ও লারভায় বনী হুদ, টলেডোতে বনী যান্নুন, ইসাবেলায় বনী এবাদ, কর্দোভায় বনী জহুর, আল মিরিয়ায় বনী সামাবীহ, পিডিয়ুশে বনী আফতাস, সাল্বে বনী মুজাইন, সেহালায় বনী আজাইন, ভলবায় বনী বকর, করমুনায় বনী রাজাল ও মালাগায় বনী হামুদ নিজ নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।

সিংহের বিচরণ স্থলে এখন শৃগালের দল ঘুরে বেড়ায়। বাজপাখীর বাসা কাকের দখলে এসে গিয়েছে। চোর, ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীর দল ন্যায়, নীতি ও ক্ষমতার আসন দখল করে ফেলেছে। খান্ডত রাজ্যগুলোর অধিকাংশ শাসকদেরকেই জঘন্য পেশাদার অপরাধীদের প্রথম সারিতেই স্থান দেয়া যেতে পারে। কোন কোন রাজ্যের পরিসীমা রাজধানী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু তবু এদের শাসকগণ নিজেদের আমীর, সুলতান, বাদশাহ এবং খলিফাতুল মুসলেমীন আখ্যায়িত করা পছন্দ করে। তারা রেশম ও জরির পোশাক এবং মণি-মুক্তা খচিত তাজ পরিধান করে। অধঃপতিত ও বিধ্বস্ত খলিফাদের অনুকরণে তারা নিজেদের চটকদার উপাধিতে বিভূষিত করে। মেহদী, আন-নাসের, আল মনসুর, আল মুকতাদির বিল্লাহ, আল মুজাহিদ বিল্লাহ, আল মুতাজিদ বিল্লাহ, আল মুতাবিদ বিল্লাহ, আল মুয়ীজ বিল্লাহ, আল

দেয়ালগুলো মর্মর প্রস্তরের তৈরী ছিল। দেওয়ানী আমের মধ্যস্থলে একটি পারদ ভরা হাউজ ছিল। এ হাউজে সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হয়ে সমগ্র দেওয়ানী আমকে চাকচিক্যময় করে তুলতো। এছাড়া স্থানে স্থানে সবুজপত্র পুষ্প সুশোভিত বাগান ও স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ছিল। আজ মদীনাতুজ-জোহরার ভগ্নাবশেষ দেখে কেউ হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, একদিন এখানে ইউরোপ ও এশিয়ার দুর্ধর্ষ শাসকদের দূত ও প্রতিনিধিগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আবদুর রহমান (তৃতীয়) ও তাঁর স্থলাভিষিক্তদের দুর্দান্ত প্রতাপ প্রত্যক্ষ করতো। অন্যান্য ইমারতের মধ্যে কাসারুল মা'শুক, কাসারুস সারওয়ারা, কাসরুত তাও ইত্যাদি বিখ্যাত ছিল। রাজ্য খন্ড খন্ড হয়ে যাবার পর জামে মসজিদ ছাড়া সকল ইমারতই ধ্বংসের কবলে পতিত হয়।

www.pathagar.com

মামুন বিল্লাহ ইত্যাদি ছিল তাদের পছন্দনীয় উপাধি।

সম্ভবত এ যুগেরই জনৈক ব্যক্তি এ নকল নবীশদের লক্ষ্য করে যে, কবিতা লিখেছিলেন তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

"স্পেনে আমি যখন 'মুক্তাদির ও 'মুতামিদ' জাতীয় শব্দগুলো শুনি, তখন আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়। এসব লোকের বড় বড় চকটদার উপাধি একটি বিড়ালের নিজের শরীরকে ফুলিয়ে বাঘের আকার ধারণ করার অপচেষ্টারই নামান্তর।

এসব আত্মকেন্দ্রিক শাসকদের দরবারে চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ এবং শাসন কার্যে দক্ষতা সম্পন্ন লোকদের পরিবর্তে গায়ক, ভাঁড় ও তোশামোদকারী কবিরাই ছিল সমাদৃত। কোন জাতি যখন জীবিত থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তখন সে জাতির কবিতা ও সাহিত্য আফিমের-নেশার মত জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

বিত্তবান জাতির কবি তরক্কীর রাজপথে নকীব হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর কবিতা মৃতদের দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। পতন যুগে স্পেনের কবিদের সকল যোগ্যতা অযোগ্য শাসকদের প্রশংসা কীর্তনের জন্যই উৎসর্গীকৃত ছিল। প্রত্যেক আমীরের তোশামোদ করার জন্য কবিদের একাধিক দল নির্দ্দিষ্ট ছিল। শাসক ও আমীরদের জন্য প্রশংসাসূচক কবিতা লেখাই তাদের একমাত্র কাজ ছিল।

এসব কবিতার মাধ্যমে তারা ছোট ছোট আমীরদেরকেও সপ্ত মহাদেশের বাদশাহ আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। কোন কোন আমীরের সৈন্য সংখ্যা আংগুলে গণনা করা যেতে পারতো। তবু তার দরবারী কবিগণ কবিতার মাধ্যমে তাকে দুনিয়ার সর্ব শ্রেষ্ঠ বিজেতা প্রমাণ করার প্রয়াস পেতো।

কোন কোন আমীর অর্থাভাবের দরুন পূর্ব পুরুষদের তৈরী করা বিশাল হর্ম্য ও প্রাসাদগুলোর মেরামত পর্যন্ত করতে পারতো না। তবু তার দরবারী কবিগণকে ধন দৌলতের আকাশচুম্বী প্রাচুর্য প্রকাশ করে কবিতা লিখতে হতো। কবিতা লিখে পুরস্কার হাসিল করার জন্য এক আমীরের প্রশংসা কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আমীরগণের নিন্দা করাও জরুরী ছিল। এজন্য প্রশংসাসূচক কবিতার সঙ্গে সঙ্গে কটুবাক্য বর্ষণের বিদ্যাও বেশ রপ্ত করতে হতো।

কোন আমীরের সভাকবি যদি তার প্রশংসা ও বিরোধীদের নিন্দাবাদ করে উত্তম কবিতা রচনা করতে পারতো, তাহলে সে আমীর মনে করতো যে, দুনিয়ার সামনে তার মান-মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে।

কর্দোভা, ইছাবেলা ও গ্রানাডার অস্ত্র তৈরীর কারখানাগুলোতে এখন অস্ত্রের পরিবর্তে বাদ্যযন্ত্র তৈরী হয়।

শহরের যে সব খোলা ময়দানে এক সময় জনসাধারণ সৈনিকদের তীরন্দাজী ও বর্শা নিক্ষেপের মহড়া উপভোগ করতো, সেসব ময়দানে এখন কবিতা প্রতিযোগিতা ও কবিদের

www.pathagar.com

পুরস্কার বিতরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সময় অংকশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দ্বীনি এলেম শিক্ষা করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসুগণ ছুটে আসতেন, জ্ঞানের আলো বিতরণকারী ঐসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও এখন কবিতা চর্চার সংক্রামক ব্যাধি প্রবেশ করেছে।

জনসাধারণ শাসকমন্ডলীর চালচলনের অনুকরণ করে থাকে। তাই কর্দোভার আমীর শ্রেণী যখন কাব্য চর্চাকেই মানবতার উন্নতির নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই এ রাজ্যের মালী, ধোপা এবং পাল্কী বাহকেরাও কবিতা আবৃত্তি করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ইছাবেলার শাহী প্রাসাদে যখন কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তখন ঐ রাজ্যের দিন মজুরেরাও তাদের জরাজীর্ণ বাস গৃহে বসে একই ধরনের মাহফিল করে আনন্দ উপভোগ করে।

সুখ সমৃদ্ধির যুগে অনেকে চারু শিল্পের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। স্পেনবাসীরা যখন কবিতা চর্চায় মগ্ন এই সময়ই তারা হাঁটু পর্যন্ত রক্তের দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়। ধ্বংস ও বিপদের সর্বগ্রাসী আগুন যখন তাদের মাথার ওপরে দাউ দাউ করে জ্বলছে, তারা তখনও গান ও বাদ্যযন্ত্রের প্রেমেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

২

উত্তরে কাসটিলার শাসনকর্তা প্রথম ফার্ডিনান্ড মুসলমানদের আত্মকলহের সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম রাজ্যগুলোর বেশ কিছু অংশ নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে ফেলে। সে সংঘর্ষরত দু'পক্ষের মধ্যে কোন সময় এ পক্ষ আর কোন সময় ও পক্ষকে সমর্থন করে প্রতিদান স্বরূপ তার রাজ্যের সীমান্ত সংশ্লিষ্ট এলাকা দখল করে বসতো। এছাড়া তার বিরাট সৈন্য বাহিনীর ব্যয় বহনের জন্যও সে তাদের নিকট থেকে মোটা অংকের খাজনা আদায় করতো।

ছোট ছোট রাজ্যের রাজাগণ পারস্পরিক কলহে ফার্ডিনান্ডকে এক সিদ্ধান্তকারী শক্তি বিবেচনা করতো। তাই তার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ফার্ডিনান্ডকে অধিক পরিমাণ খেরাজ দান করতো।

পারস্পরিক অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার এ যুগে ইছাবেলার এবাদবংশীয় শাসক মুতাজাদ অনেক পরিমাণে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নেয়। স্থান বিশেষে ধূর্ততা অথবা শক্তি প্রয়োগে মুতাজাদ রান্দা, আরকশ, মুওরুদ, দালবা, লব্লবা, শালব্ শানাত, পশ্চিম মাওরিয়া ও খাজরা দ্বীপ জয় করে তিনি আপন রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন। প্রথমে জনসাধারণ

www.pathagar.com

তাকে স্পেনের ত্রাণকর্তা বিবেচনা করতে শুরু করে। কিন্তু শীঘ্রই তার নিষ্ঠুর কার্যকলাপ দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়ে।

মুতাজাদ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর চরিত্রহীন, প্রতিহিংসাপরায়ন ও আত্মগর্বী। মদ্যপান ও আনুসঙ্গিক চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতায় তিনি স্পেনের অন্যান্য শাসকদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলেন। এছাড়া তিনি কবিতা চর্চার প্রতি আকৃষ্ট এবং কবিদের প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন।

দৈহিক গঠণে তিনি ছিলেন খুবই বলিষ্ঠ। তাই চরম বিলাসিতায় মগ্ন থাকা সত্বেও মুতাজাদ কঠোর দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। পরাজিত শত্রুকে দৈহিক যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করে তিনি খুবই আনন্দ লাভ করতেন। দুশমনের মাথার খুলিতে ফুলের চারা রোপণ করে সেই চারাগাছ দিয়ে তার প্রাসাদের আঙ্গিনা সাজানো হয়েছিল। এটাই ছিল তাঁর ফুলের বাগান।

বহু সংখ্যক আমীর ওমরাহদের মাথার খুলী একটা বিরাট সিন্ধুকে বন্ধ করে সিন্ধুকটি শাহী প্রাসাদের ভূ-গর্ভস্থ গোপন কক্ষে রাখা হয়েছিল। মুতাজাদ নিজের পুত্র ইসমাঈলকে আদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে স্বহস্তে জবেহ করেছিলেন।

মুতাজাদ গ্রানাডার বার্ব্বার শাসনকর্তা বাউলিছের নিকট থেকে তার অধীনস্থ কয়েকটি শহর ছিনিয়ে নেন। একবার তিনি রান্দা গিয়েছিলেন। সে সময় কতক বার্ব্বারী সরদার তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু রান্দার আমীরের জনৈক আত্মীয় উক্ত সরদারদের এ কাজ থেকে বিরত রাখেন। মুতাজাদ তার বিরুদ্ধে এ ধরণের চিন্তাধারার অপরাধও মাফ করতে রাজী ছিলেন না।

তিনি ইছাবেলা পৌঁছার পর রান্দা, মৌরুর, আরুকাশ এবং সরিয়ায় ষাট জন বার্ব্বার সর্দারকে খাবার আমন্ত্রণ জানান। খাবার আগে বার্ব্বার সর্দারগণকে মুতাজাদের আশ্চর্য সুন্দর হামামে গোসল করার জন্য পাঠিয়ে দেন। বার্ব্বারী সরদারেরা এ সু প্রশস্ত হামামে মনের আনন্দে গোসল করছিল। এদিকে হামামের ভেতর থেকে বের হয়ে আসার এবং বাহির থেকে ভেতরে বায়ু প্রবেশের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হামাম এত গরম হয়ে উঠল যে বার্ব্বারীগণ হামামের ভেতর ছটফট করে মৃত্যুবরণ করল।

এ ঘটনার পর গ্রানাডা ও তার চর্তুপার্শ্বস্থ রাজ্যগুলোর মধ্যে আবার বার্ব্বারদের শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করল। মুতাজাদ কয়েকবার কর্দোভা আক্রমণ করেছেন কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় কর্দোভা জয় করার বাসনা পূর্ণ হয়নি।

মুতাজাদের এধরনের আচরণের ফলে অন্যান্য খন্ড রাজ্যের রাজাগণ মুতাজাদের রাজ্য জয়ের লিপ্সা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য কাসটিলার খৃষ্টান শাসককে নিজেদের মুরুব্বি ও সাহায্যকারী হিসাবে বরণ করে নেয় এবং তাকে রীতিমত খেরাজ দিতে শুরু করে। ৪৪৭ হিজরীতে ফার্ডিন্যান্ড তার চেহারা থেকে মুখোশ খুলে ফেলে দিয়ে বাদাজোজের শাসনকর্তা মুজাফফরের নিকট থেকে কয়েকটি শহর ছিনিয়ে নেয়। ৪৪৯ হিজরীতে সারাগোসা

www.pathagar.com

এলাকারও কিছু অংশ ছিনিয়ে নেয়।

স্পেনে ইছাবেলার পর টলেডোই ছিল সব চাইতে শক্তিশালী রাজ্য। টলেডোর আমীর মামুন জান্নুন কর্দোভা দখল করার জন্য খুবই অস্থির ছিলেন। কিন্তু ফার্ডিন্যান্ড তাঁরও কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল। মামুন ফাড্যিন্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই না করে তাকে কিছু খেরাজ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। সারাগোসার আমীরও ফার্ডিন্যান্ডের বশ্যতা স্বীকার করে ফেললেন। তাই এবার এলো ইছাবেলার পালা।

ইছাবেলার জনসাধারণ আশা করেছিল যে, মুতাজাদ দৃঢ়ভাবে ফার্ডিন্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। কিন্তু মুতাজাদও তাকে খেরাজ দানের শর্ত কবুল করে নেন।

মুতাজাদের এ দুর্বলতায় জনসাধারণ খুবই নিরাশ হয়। তারা মুতাজাদের সকল ধূর্ততা শুধু একটি মাত্র আশায় বরদাশত করে আসছিল। আর তা ছিল এই যে, কাসটিলার মুসলমানদের যে মহাশত্রু দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করছিল তার হাত থেকে মুতাজাদ জনগণকে রক্ষা করবেন। কিন্তু মুতাজাদ সে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে নেবার পর শহরের পথে দু'জন চিন্তাশীল লোকের সাক্ষাত হলেই পরস্পরের কাছে তারা একটি মাত্র প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতেন, "আমাদের পরিণাম কি হবে?"

প্রথম ফার্ডিন্যান্ডের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ আলফানসু তার বিজয় পতাকা জিব্রান্টার পর্যন্ত পৌছে দেবার শপথ গ্রহণ করেছিল। এদিকে মুতাজাদের মৃত্যুর পর যে যুবকের হাতে রাজ্যের শাসনভার এসেছিল তার শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব ছিল কবিতা রচনা করা। মুতাজাদ বিল্লাহর পুত্র মুতামিদ বিল্লাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন।

৪৫৮ হিজরীতে ফার্ডিন্যান্ড মারা যায়। কিন্তু স্পেনের মুসলমানরা কাসটিলার খৃষ্টানদের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। ষষ্ঠ আলফানসু কাসটিলার শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর স্পেনে অবস্থিত খৃষ্টানদের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে তার পতাকাতলে সমবেত করে।

কাসটিলার সঙ্গে লিউন, জ্বালিফিয়া ও আজনেভার রাজ্যের একত্রীকরণের ফলে আলফানসুর ক্ষমতা আরও মজবুত হয়ে যায়। এরপর সে ইসলামী স্পেনের দিকে মনযোগী হয় এবং ফার্ডিন্যান্ড অনুসৃত নীতি অবলম্বন করে খন্ড রাজ্যের রাজাগণকে একের পর এক তার কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসে। ক্রমে আলফানসুর রাজ্য জয়ের লিপ্সা বাড়তে থাকে, আর ক্ষুদে বাদশাহদের রাজ্যের সীমানা ক্রমেই দক্ষিণ মুখে সংকীর্ণ হতে থাকে।

আলফানসু এক রাজার পিঠে হাত বুলিয়ে অপর রাজাকে ধমক দিত ও তার রাজ্যের কিছু অংশ দখল করে ফেলতো। আবার দ্বিতীয় কোন রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তৃতীয় জনকে আলফানসুর অন্যায় দাবী মেনে নিতে বাধ্য করতো। এ সব দেখে এ বিষয়ে আর কারো সন্দেহ রইল না যে, আলফানসু স্পেনে মুসলমানদের পতনোন্মুখ শক্তিকে চরম আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে।

www.pathagar.com

আলফানসুর খেরাজ আদায় করার জন্য জনগণকে তাদের আয়ের বৃহত্তর অংশ অযোগ্য শাসকদের হাতে তুলে দিতে হত। তারা অবস্থার চাপে অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিল। মোটা শুল্ক ধার্যের ফলে স্পেনের শিল্প ও কারুকলার অধোগতি শুরু হয়েছিল। কোন কোন শাসনকর্তা জনগণের নিকট থেকে অধিক পরিমাণে কর আদায় করার জন্য ইহুদী কর্মচারী নিয়োগ করেছিল। তাই স্পেনের সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা মনে মনে একজন ত্রাণকর্তা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

৩

ইছাবেলার আমীর মুতামিদ একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। কিন্তু জাতির চরম দূর্ভাগ্য তাঁকে তাদের শাসনকর্তার গদীতে বসিয়ে দেয়। মুতামিদের মন্ত্রীবর্গ, সামরিক অধিনায়ক, তার বিবিগণ, দাসী-বাঁদী, খোজা-ভৃত্য সবাই কবি ছিল। ইবনে আম্মার একজন গরীব ব্যক্তি ছিল। কয়েক বছর আগে মুতাজাদ শাল্‌ব জয় করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

এ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন মুতাজাদের তরুণ পুত্র মুতামিদ। শাল্‌ব অবরোধ করার সময় ইবনে আম্মারের সঙ্গে মুতামিদের সাক্ষাৎ হয়। ইবনে আম্মার মুতামিদের প্রশংসা কীর্তন করে ঐ সময়ই একটি কবিতা রচনা করে এবং কবিতাটি শুনিয়ে মুতামিদের চিত্ত জয় করে ফেলে। শাল্‌ব জয় করার পর মুতামিদ সেখানে গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইবনে আম্মারকে তার উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। মুতামিদ জন্মগত কবি হওয়া সত্ত্বেও সৈনিক সুলভ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। তাঁর যৌবনের প্রারম্ভেই যদি মোসাহেব, সহচর বা বন্ধু হিসাবে কিছু ভাল লোকের সংসর্গ লাভ করতেন তা' হলে স্পেনের উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর হাতেই আসতে পারতো। কিন্তু ইবনে আম্মারের সংসর্গ তাঁকে চরম ভোগ বিলাসী বানিয়ে দেয়।

মুতামিদ শাল্‌বে যে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেছিলেন তার কিছুটা উল্লেখ পাওয়া যায় ইবনে আম্মারের কবিতায়। মুতাজাদের মৃত্যুর পর মুতামিদ রাজ্যের শাসন তার গ্রহণ করেন।

বাদশাহর আসনে বসার পর মুতামিদ ইবনে আম্মারের আবেদনক্রমে তাকে শাল্‌বের গভর্নর নিয়োগ করেন। এ শহরেই একদিন ইবনে আম্মার নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় জীবন যাপন করতো এবং তার কবিতা চর্চার জন্য সে শহরের জনসাধারণ তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। আর এ শহরেই সে শাহী জাঁকজমকের সঙ্গে গভর্নর হয়ে প্রবেশ করল।

এক সময় ছিল যখন ইবনে আম্মার শাল্‌বের বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করে কবিতা

www.pathagar.com

লিখে পয়সা উপার্জন করতো। গভর্নর হয়ে সর্ব প্রথম ইবনে আম্মার একজন ব্যবসায়ীকে এক থলে রৌপ্য মূদ্রা উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেয়। ঐ ব্যবসায়ী কয়েক বছর আগে ইবনে আম্মারকে একটি কবিতা লেখার পারিশ্রমিক হিসাবে এক বস্তা যব দিয়েছিলেন। রৌপ্য মূদ্রার থলে প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যবসায়ীর নিকট লিখিত এক পত্রে ইবনে আম্মার তাকে জানায় যে, কয়েক বছর আগে প্রদত্ত যবের বস্তার পরিবর্তে যদি তিনি গমের বস্তা দিতেন তাহলে তাকে আজ রৌপ্য মূদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণ মূদ্রা উপহার দেয়া হত।

ইবনে আম্মার বাহ্যিক চাকচিক্য ও জাঁকজমক পছন্দ করতো খুব। তাই তার দরবারের সাজসজ্জা, নাচ-গানের মজলিশ, শরাব-কাবাব ও খানাপিনার খাতেই সরকারী অর্থের বিপুল অঙ্ক অপচয় হতে থাকে। মুতামিদের মনতুষ্টির জন্য ইছাবেলায় কবির অভাব ছিল না। কিন্তু মুতামিদ ইবনে আম্মারের বিচ্ছেদ সইতে পারছিলেন না। তাই কিছুকাল পরই তিনি তাকে ইছাবেলায় ডেকে নিয়ে রাজ্যের উজির পদে নিয়োগ করেন।

মুতামিদের দরবারে পৌঁছার প্রথম ও শেষ সিঁড়ি ছিল কবিতা চর্চা। তাই রাজ্যের সকল উচ্চ সরকারী পদ কবিদের দখলে ছিল। কাসটিলায় অস্ত্র কারখানায় যে সময় ইসলামের দুশমনেরা তাদের তরবারীতে শান দিচ্ছিল, সে সময় ইছাবেলায় বাদশাহ ও আমীর ওমরাহগণ ঘন্টার পর ঘন্টা কবিতার চরণ ও ছন্দ ঠিক করার কাজে ব্যস্ত ছিল।

অনুরূপভাবে যে সময় লিউন ও আন-নেভারের গীর্জাগুলোতে ক্রুশের বিজয় কামনায় প্রার্থনা করা হচ্ছিল, সে সময় ইছাবেলার শাহী মহলে পূর্ণ উদ্যমে নাচ-গান ও শরাবের জমজমাট মজলিশ চলছিল।

৪

কবিতা চর্চা ও ইবনে আম্মার ছাড়া মুতামিদ দুনিয়াতে সবচাইতে বেশী ভালবাসতেন এক নারীকে। শালবের গর্ভনর থাকাকালে মুতামিদ ইবনে আম্মারের সঙ্গে কয়েকদিনের জন্য ইছাবেলায় এসেছিলেন। এক সন্ধ্যায় উভয়ই নদীর তীরে ছদ্মবেশে পায়চারি করছিলেন। মৃদুমন্দ সমীরণে দরিয়ায় ছোট ছোট ঢেউ নাচানাচি করছিল। মুতামিদ সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললো, "মৃদু সমীরণে বর্ম হয়ে যায় দরিয়ার পানি।" এখন পরের চরণটি কি হবে তা নিয়ে দুই কবি আলোচনা করতে শুরু করলেন।

পেছন থেকে নারী কণ্ঠের কলহাস্য শোনা গেল। এক চঞ্চলা সুন্দরী ছন্দময় ভঙ্গিমায় এগিয়ে এল এবং মনোহারিণী দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে তাকিয়ে বসন্ত বিহঙ্গীর মত মন মাতানো সুরে বললো, "পানি স্থির হয়ে গেলে কাজে আসে ঐ বর্মখানি।"

মুতামিদ এ নারীর উপস্থিত বুদ্ধির চাইতে তার চেহারা সুরতে বেশী মুগ্ধ হলেন। রমণী

www.pathagar.com

তার মিষ্ট হাসির সৌরভময় পুষ্প ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। মুতামিদ অনেক সময় পর্যন্ত বিমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইবনে আম্মারের ইশারায় একজন ভৃত্য এ নারীর সন্ধানে বের হয়ে গেল।

পরের দিন একজন খোজা ভৃত্য যখন ঐ সুন্দরীকে শাহী মহলে পৌঁছে দেয়, তখনই সে জানতে পারে যে তার মায়াবানে ইছাবেলার শাহজাদা বিদ্ধ হয়েছেন।

বাহ্যিক কিছুটা অবহেলার ভাব প্রকাশ করে মুতামিদ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পরিচয় কি?"

"আলীজাহ, আমি রামিকার দাসী।"

"তোমার নাম?"

"আমার নাম ছিল ইতেমাদ। কিন্তু রামিকের দাসী, তাই লোকে রেমিকা বলে ডাকে।"

মুতামিদ মনে মনে কয়েকবার ইতেমাদ ও রেমিকা শব্দ দু' টি আবৃত্তি করেন তারপর প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি বিবাহিতা?"

বেদনা ভারাক্রান্ত স্বরে সে জবাব দিল, "আমি একজন দাসী মাত্র, আলীজাহ।"

"না, না, তুমি তো মহিষী। যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তাহলে ইছাবেলার শাহজাদা তোমাকে তার শাহী তাজের হীরা হিসাবে পেতে চায়।"

রেমিকা নিজের আবেগ দমন করে বললো, "আলীজাহ, আপনি বিদ্রূপ করছেন!"

মুতামিদ বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও রেমিকা; তুমি কি আমার জীবন সঙ্গিনী হতে রাজী?"

রেমিকা অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে বললো, "আমি আপনার দাসী হতে পারলেও নিজেকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করবো। কিন্তু রামিকের দাসীর পক্ষে শাহী মহলের চতুঃসীমায় আসা কি করে সম্ভব?"

"আমি রামিকের নিকট থেকে তোমাকে খরিদ করে নিয়েছি। এখন তোমার চলাফেরায় কোন বাধা নেই। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

রেমিকা মিষ্টি হেসে বললো, "শাহজাদা, আপনি যদি বিদ্রূপ না করে থাকেন, তাহলে আমি আপনার সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি।"

রেমিকার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবার পর মুতামিদের প্রতিটি সকাল ও প্রতিটি সন্ধ্যা আনন্দময় হয়ে উঠল। বুদ্ধিমত্তা, মিষ্টস্বর, শ্রুতিমধুর শব্দ উচ্চারণ ওপ্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরেমিকা অতূলনীয়া। রেমিকার প্রতিটি ইচ্ছা পূরণ করাই এখন মুতামিদের প্রধান কাজ।

সত্যভাষী লোকেরা অভিযোগ করে যে, রেমিকা মুতামিদকে আরাম, আয়েশ ও আমোদ ফূর্তিতে ডুবিয়ে রেখেছে। কিন্তু রেমিকা তাচ্ছিল্যের হাসিতেই এ সব অভিযোগ বাতিল করে দেয়। মুতামিদের সিংহাসনারোহণের পর রেমিকার প্রতিটি ইঙ্গিতকেই শাহী নির্দেশ বিবেচনা করা হয়।

www.pathagar.com

মুতামিদের জীবন কবি সুলভ স্বপ্নের এক বাস্তব নমুনা। কবিতা চর্চা ও নাচ-গানের আসর এবং খানাপিনার ব্যবস্থাপনা ইবনে আম্মারের দায়িত্বে ছিল। রেমিকা অন্দর মহলেও অনুরূপ আমোদ ফূর্তির পূর্ণ ব্যবস্থা করে। চিন্তাবিদ, রাজনীতি বিশারদ, জ্ঞানচর্চা ও কারুশিল্পের বিশেষজ্ঞগণ শাহীমহলের খানসামা, বাবুর্চি ও বাদ্যকরদের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষা বোধ করে।

কর্দোভা, টলেডো ও ইছাবেলা

কর্দোভার বিশাল সাম্রাজ্য একসময় ভূমধ্যসাগর থেকে পীরোনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি তখন এ রাজ্যের আয়তন স্পেনের একটি জেলার চাইতে বড় ছিল না। তবু এ পতনোন্মুখ যুগেও উমাইয়া বংশের ঐ রাজধানীটিকে সৌন্দর্যের রাণী বলা হত। খন্ড রাজ্যের শাসকগণ প্রত্যেকেই কর্দোভা দখল করার অভিলাশী ছিলেন।

ইছাবেলার বাদশাহ মুতামিদ ও টলেডোর বাদশাহ মামুন জান্নুন অপরাপর শাসকদের তুলনায় আর্থিক দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী ছিলেন। তাদের উভয়েই নিজেদেরকে স্পেনের সম্রাট বিবেচনা করতেন এবং প্রত্যেকেই মনে করতেন, কর্দোভা দখল করার অধিকার একমাত্র তারই। তাই কর্দোভার এক পাশে মুতামিদ ও অপর পাশে মামুন জান্নুন সৈন্য সমাবেশ করছিলেন। এখন প্রশ্ন দেখা দিল কে প্রথম আক্রমণ করবে?

মুতামিদ ভাবলেন, তিনি যদি প্রথম আক্রমণ করেন তাহলে মামুন জান্নুন কর্দোভাবাসীর পক্ষাবলম্বন করে তার বিরুদ্ধে লড়বেন। মামুন জান্নুন মনে করলেন, যদি তিনি প্রথম আক্রমণ করেন তাহলে মুতামিদ কর্দোভাবাসীর সাহায্যের জন্য নিজের সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে স্বয়ং টলেডো আক্রমণ করতেও দ্বিধা বোধ করবেনা।

সিংহাসনের নিত্য নতুন দাবীদারদের ঝগড়া-বিবাদে বিরক্ত হয়ে কর্দোভার অধিক সংখ্যক ওলামা ও জনসাধারণ সর্বসম্মত ভাবে ইবনে জহুর নামক একজন প্রবীণ রাজনীতিককে শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেন। কিছুকাল যাবত ওলামাদের সমন্বয়ে গঠিত

www.pathagar.com

মজলিশে শুরার পরামর্শ মুতাবিক রাজ্যের শাসন চালানো হল। কিন্তু ইবনে জহুরের পুত্র আবদুল মালিক নিজের পিতাকে উৎখাত করে দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করার পর রাজ্যের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট খতম হয়ে গেল এবং মজলিশে শুরা একটি "জ্বি-হুজুর" প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।

ইত্যবসরে মামুন জান্নুন কাসটিলার খৃষ্টান শাসনকর্তা আলফানসুর সাথে এই শর্তে এক চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, কর্দোভা আক্রমণের সময় যদি মুতামিদের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়ে যায় তাহলে আলফানসু তাঁর সাহায্য করবে।

ইবনে জহুরের সরকার অনেকটা জনগণের সমর্থন পুষ্ট ছিল। তাই আলফানসুর নিশ্চয়তা দান সত্বেও মামুন কর্দোভা আক্রমণ করা সঙ্গত বিবেচনা করেন নি। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন যে, শাসন ক্ষমতা আবদুল মালিক দখল করে নিয়েছেন এবং জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছে, তখন তিনি কালক্ষেপন না করে আক্রমণ শুরু করেন। মুতামিদ যদিও মামুনের এ পদক্ষেপকে অসহনীয় বিবেচনা করতেন তথাপি তিনি কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে প্রস্তুত হলেন না।

অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া সত্বেও কর্দোভাবাসী খৃষ্টান আলফানসুর অনুগত টলেডোর শাসনকর্তার গোলামী কবুল করে নিতে রাজী ছিল না। তাই যে সব লোক আবদুল মালিকের অসদাচরণের দরুণ রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে নিরিবিলি জীবন যাপন করছিলেন, তারা পুনরায় ময়দানে নেমে এসে আওয়াজ তুললেন "কর্দোভা আমাদের।"

জীবনে এই প্রথম আবদুল মুনীম একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করার সুযোগ পেলেন। তিনি কর্দোভার জনসাধারণের নিকট এক অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেন।

কর্দোভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে তিনি আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং এ সাক্ষাতের পর শাহী মহলের সদর দরজায় সমবেত জনতাকে এ সুখবর জানান যে, যুদ্ধে জনগণের সহযোগিতা হাসিল করার জন্য আবদুল মালিক প্রতিনিধি দলের দাবী মেনে নিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত মজলিশে শুরার পরামর্শ ক্রমে যোগ্য ও নির্ভরশীল ব্যক্তির হাতে সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পন, অযোগ্য ও দায়িত্ববোধহীন সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত এবং যুদ্ধ শেষে কর্দোভার ওলামা ও মুরুব্বী শ্রেণীর লোকদের নিয়ে গঠিত মজলিশে শুরার বৈঠক আহ্বান করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছেন। মজলিশে শুরার ঐ বৈঠকেই আবদুল মালিকের ভবিষ্যত সম্পর্কে ফায়সালা করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

আবদুল মুনীমের এ ঘোষণা কর্দোভার প্রতি গলিতে, প্রতিটি মাদ্রাসায়, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও মসজিদে বারবার প্রচারিত হল। এর ফল হল এই যে, জনসাধারণ চারদিক থেকে "কর্দোভা আমাদের" আওয়াজ তুলে শহরটিকে সরগরম করে তুললো।

www.pathagar.com

যেদিন কর্দোভা সীমান্তে মামুনের আক্রমণের খবর চরিদিকে প্রচারিত হল সেদিন কর্দোভা জামে মসজিদে আবদুল মুনীম সমবেত বিপুল জনতাকে লক্ষ্য করে নিম্নরূপ বক্তৃতা করেনঃ

"আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

এই মসজিদেই আপনারা আমাদের পূর্ব পুরুষ আব্দুর রহমান, আল হাকাম ও আল মনছুর প্রমূখ মুজাহিদগণের মুখ থেকে জিহাদের আহবান শুনার জন্য সমবেত হতেন। এই মসজিদে ঐ সব আল্লাহর বান্দাহগণের সিজদার চিহ্ন রয়েছে, যাদের পায়ের তলায় অহংকারী খৃষ্টান রাজ-রাজড়াদের মাথার মুকুট নিস্পিষ্ট হতো। কিন্তু আজ ধ্বংসের সর্বগ্রাসী সয়লাব আমাদের ঘরের দরজায় পৌঁছে গেছে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।

আজ কাফেরদের আস্তানা আমাদের তীরের লক্ষ্য নয় বরং দুশমনদের আক্রমণের মুখে কি করে আমাদের আজাদী ও অস্তিত্ব টিকেয়ে রাখা যায়, তাই আজ চিন্তার বিষয়! আপনারা এ খবর নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, টলেডোর মামুন জান্নুন কর্দোভার দিকে সৈন্য বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, মামুন ও অন্যান্য খন্ড রাজ্যের রাজাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এও মনে করতে পারেন যে, মামুন আসার ফলে শুধু আবদুল মালিকের সিংহাসন চ্যুতি ছাড়া জনগনের কোনই লাভ লোকসান নেই।

আমার কথা ভাল করে শুনে নিন। আপনাদের ঔদাসীন্য ও নেতাদের স্বার্থপরতার দরুণই আবদুল মালিকের মত শাসকের জন্ম হয়েছে। কিন্তু মামুন ইসলামের ঘোরতর দুশমনের ক্রীড়নক। তার আগমনের পর টলেডো ও কর্দোভার মধ্যে যে সড়ক তৈরী হবে তা খৃষ্টান আক্রমণ কারীদের আগমনের পথ প্রশস্ত করবে।

মামুন আমাদের জন্য আলফানসূর গোলামীর জিঞ্জির নিয়ে আসবে। তার হাতে এ রাজ্যে গোলামীর যে ঝান্ডা উড়ানো হবে তাতে ক্রুশের চিহ্ন অবশ্যই থাকবে। আজজোহরায় ক্ষমতার যে সব আসন শূন্য হবে তা মামুন ও তার স্বার্থপর আমীরদের পরিবর্তে আলফানসূ ও তার সৈন্যদের দখলে যাবে। মামুনের সামনে যে সব গর্দান নত হবে সে গুলোর উপর সর্বদা আলফানসূর তরবারী চাকচিক্য প্রদর্শন করবে।

আমাদের যে সব জনবসতি ও শহর মামুনের দখলে যাবে তা আলফানসূরই রাজ্য ভূক্ত হবে। যে সব হাত মামুনের গোলামীর শিকল পরতে রাজী হবে সে গুলো আলফানসূরই হুকুমে কেটে দেয়া হবে। এ মসজিদে সমবেত হয়ে যারা মামুনের হাতে বায়াত গ্রহণ করবে তারা এ মিম্বর থেকেই একদিন আলফানসূর শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও শুনবে।

আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

আমি মামুনের বিরোধিতা করছি। এটার অর্থ এই নয় যে, আমি আবদুল মালিকের শাসনে সন্তুষ্ট আছি। যদি এ যুদ্ধের দাবানল শুধু দু'জন রাজার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো,

www.pathagar.com

তাহলে আমি জাতিকে মুক্ত করার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতাম। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, মামুন আমাদের যে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে সেখান থেকে সম্ভবত কোন দিনই উঠে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমারা যে শহরটিকে ইসলামের শেষ রক্ষাকেন্দ্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে চাই, তা খৃষ্টানদের সাম্রাজ্য প্রহরার চৌকিতে পরিনত হবে। এটা আমি বরদাশ্‌ত করতে পারিনা। বনি জহ্‌রের শাসন ক্ষমতা বহাল রাখার জন্য নয়-বরং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়তে চাই।

মুসলমান ভাইয়েরা!

এ যাবৎ আপনারা খন্ডিত রাজ্যের শাসকদের পারস্পরিক সংঘর্ষে দর্শকের ভূমিকা গ্রহন করেছেন। আজ মামুনের কোষে যে তরবারী দেখছেন তার বাঁট রয়েছে আলফানসুর হাতে। আর এ তরবারীর প্রতিটি আঘাত শুধু তাদেরই উদ্দেশ্যে হবে যারা মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক।

আলফানসুর সন্তুষ্টির জন্য মামুন নিজের রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা তার হাতে তুলে দিয়েছেন। ঐ সব এলাকার মুসলমানদের ছাগল-ভেড়ার মতই খৃষ্টানদের মেহেরবানীর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আপনাদেরকেও যে মামুন একই ভাবে খৃষ্টানদের হাতে বিক্রী করে দেবেনা তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। যদি তার অসৎ উদ্দেশ্য সফলকাম হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে তা আলফানসুর সাফল্য হবে। আর আমার বিশ্বাস, আলফানসুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাদের মনে কোন ভুল ধারণা নেই। যদি আমরা দুশমনদের কর্দোভার সীমান্তের বাইরে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হই, তাহলে স্পেনের মুসলমানদের ধীরে ধীরে ভূ-মধ্যসাগরের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

আমাদের পেছনে তাড়া করবে একদল নেকড়ে আর সামনে থাকবে অথৈ সমুদ্রের অগনিত ঢেউ। যদি আমরা আত্মহত্যার ফায়সালা না করে থাকি, তা' হলে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমরা মহা বিপদকে প্রতিরোধ করতে অবশ্যই সক্ষম। আজও কর্দোভার মুসলমানদের সাহস ও বীরত্ব ভয়ংকর তুফানের গতি রোধ করার ক্ষমতা রাখে।

মামুন ও তার খৃস্টান সহযোগীদের মোকাবিলা করার জন্য কর্দোভা পঞ্চাশ হাজার সেচ্ছাসেবক তৈরী করতে পারে। যদি কর্দোভার বাসিন্দাগণ ময়দানে বের হয়ে যান তা' হলে স্পেনের অন্যান্য এলাকার মুসলমানরাও তাদের পৃষ্ঠপোশকতা করতে তৈরী আছে। এভাবে আমরা শুধু যে কর্দোভাকে রক্ষা করতে পারব তাই নয় বরং সমগ্র স্পেনের মুসলমানদেরকে ঐ সব খন্ড রাজ্যের শাসকদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারব, যাদের অস্তিত্ব স্পেনের মুসলমানদের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ জনতার মধ্যে যা৲ কর্দোভায় ইসলামের ভবিষ্যত উজ্জ্বল দেখতে চান তারা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। আর যারা তা করবে না তাদের সঙ্গে আমরা সেই ব্যবহারই করবো যে ব্যবহার গাদ্দারদের প্রাপ্য।

www.pathagar.com

মুসলমান ভাইয়েরা!

এটা বক্তৃতার সময় নয় বরং এখন পরিখা খনন ও ঘাঁটি তৈরী করার সময়। আপনারা শুনেছেন যে, দুশমন কর্দোভা থেকে বেশী দূরে নয়। উপস্থিত সময়ের নকীব আপনাদের নিকট শুধু একটি প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতে চায়- আর সেটি হচ্ছে এই, আপনারা কি তৈরী আছেন?"

শ্রোতারা বিপুল উৎসাহে আওয়াজ তুললো, "আমরা তৈরী আছি, আমরা সবাই তৈরী আছি।"

২

জনসাধারণকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল মালিকের সৈন্য বাহিনী কর্দোভা থেকে এগিয়ে গিয়ে মামুন জান্নুনের সৈন্য বাহিনীকে সীমান্তে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। কয়েক দিন পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ হতে থাকে। মামুন কয়েক বছর যাবত এ অভিযানের প্রস্তুতি চালানোর পর ময়দানে নেমেছিলেন। উন্নত ধরণের অস্ত্রসজ্জা ও সংখ্যার দিক থেকে তাঁর সৈন্য বাহিনী কর্দোভা বহিনীর চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। এছাড়া আলফানসু ও তার প্রভাবাধীন উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান শাসক বৃন্দ মামুনের সমর্থক ছিল।

অবশেষে এক চূড়ান্ত সংঘর্ষে কর্দোভার সৈন্যদের পরাজয় হয় এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে মামুন কর্দোভা শহরের পাঁচিলের নিকট পৌঁছে যায়। এ সময়ের মধ্যে কর্দোভার জনসাধারণ প্রস্তুতির পূর্ণ সুযোগ পায়। ওলামাদের চেষ্টায় বিভিন্ন শহর থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কর্দোভা পৌঁছতে শুরু করে। ওয়াদীউল কবীর একটি বিখ্যাত নদী। এ নদীর এক কূলে কর্দোভা শহর ও অপর তীরে মদীনাতুজ জোহরা ছিল। স্পেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ইছাবেলাও এ নদীর তীরেই অবস্থিত ছিল। এ নদীর দরুণ কর্দোভার পশ্চাৎ দিক নিরাপদ ছিল এবং মদীনাতুজ জোহরার ইমারত নদীর অপর তীরে থাকায় তা অধিকতর সংরক্ষিত ছিল। কর্দোভা ও মদীনাতুজ জোহরার মধ্যে যাতায়াতের পথও নিরাপদ ছিল।

মামুনের সৈন্যবাহিনী তিন দিক থেকে শহর অবরোধ করে। কয়েক বারই টলেডোর সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে কর্দোভার প্রবেশ পথ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু কর্দোভাবাসীর কঠোর প্রতিরোধের মুখে প্রতিবারেই তারা পেছনে হটে যেতে বাধ্য হয়। তবু মামুন প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কর্দোভার অবরোধ অব্যাহত রাখেন। তিনি আশা করছিলেন, আলফানসু তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু এ আশা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

মামুনের বিজয় অথবা কর্দোভাবাসীর পরাজয়ের সঙ্গে আলফানসুর কোনই সম্পর্ক ছিল

www.pathagar.com

না। সে শুধু এ দু' পক্ষের লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট বিবেচনা করতো। কর্দোভা ও টলেডো পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে দুর্বল হয়ে পড়লে আলফানসু উভয় রাজ্যই বিনা বাধায় দখল করতে পারবে বলে আশা করতো। সে কর্দোভা আক্রমণের জন্য মামুনকে খুব উৎসাহ দিয়েছিল কিন্তু মামুন যখন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কর্দোভার সদর দরজায় পৌছে গেল, তখন আলফানসু তার সাহায্যার্থে প্রতিশ্রুত সৈন্য পাঠায়নি। সে মামুনের চুক্তিবদ্ধ বন্ধু হিসাবে ময়দানে আসার পরিবর্তে একজন দর্শক হিসাবে যুদ্ধের ফলাফলের অপেক্ষা করছিল।

এবার ইছাবেলার শাসনকর্তা মুতামিদের পালা। মুতামিদ নিজের দূরদর্শিতার দরুণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, আলফানসু মামুনের বন্ধু নয় বরং সে দক্ষিণ মুখে অভিযান পরিচালনার আগেই টলেডো দখল করতে ইচ্ছুক এবং সে মামুনের সামরিক শক্তি দুর্বল করানোর উদ্দেশ্যে তাকে কর্দোভা আক্রমণের জন্য উস্কানী দিয়েছে।

কর্দোভার অবরোধ দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকা এবং আলফানসুর পক্ষ থেকে মামুনের জন্য কোনই সাহায্য না আসায় মুতামিদ অধিকতর স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে, আলফানসু প্রকৃত পক্ষে মামুনের পরাজয় দেখতে চায়–বিজয় নয়। মুতামিদ মামুনের পরাজয়কে নিজের বিজয় মনে করলেন। তাঁর গোয়েন্দাগণ তাঁকে সর্বদাই কর্দোভার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত রাখতো। তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, মামুন আর বেশী সময় পর্যন্ত অবরোধ জারী রাখতে পারবে না।

কিন্তু কর্দোভায় যে অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছিল তা মুতামিদের জন্য উদ্বেগজনক ছিল। তার গোয়েন্দাগণ তাঁকে জানিয়ে দেয় যে, কর্দোভা ধীরে ধীরে স্পেনের সকল ওলামাদের মনোযোগ আকর্ষন করছে। ওলামাদেরই তাবলীগের দরুণ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দল কর্দোভায় পৌছে যাচ্ছে এবং কয়েক জন বিশিষ্ট আলেম কর্দোভাকে কেন্দ্র করে সমগ্র স্পেনে ইসলামী শাসন প্রবর্তন করার যে আন্দোলন শুরু করেছেন তা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

একমাত্র মুতামিদ অবগত ছিলেন যে, আলেমগণ সাধারণ মুসলমানদের খন্ড রাজ্যগুলির শাসকগণের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করছেন। কারণ তাদের বিবেচনায় এ সব শাসকরাই তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও স্বার্থে মুসলমানদের ইজ্জত ও আজাদী বরবাদ করে দিচ্ছে।

মুতামিদ গোয়েন্দাদের মারফত এ খবরও পেয়েছিলেন যে, বাসলিউমের শাসক উমরুল মুতাওয়াক্কিল কর্দোভা বাসীর সাহাযের জন্য পৌছে গেছেন এবং তিনি আলেমদের আন্দোলন সমর্থন করছেন। মুতামিদ বুঝতে পারলেন, মামুনের পরাজয় সুনিশ্চিত। তার পরাজয়ের পর আলেমদের শক্তি এত মজবুত হয়ে যাবে যে, বড় বড় রাজ্য গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতেও তারা কুণ্ঠিত হবে না। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, যুদ্ধের পর আবদুল মালিক আলেমদের ইঙ্গিতেই উঠা বসা করবে। অন্যথায় মজলিশে শুরা তাঁকে কান ধরে নীচে নামিয়ে দেবে।

এমতাবস্থায় কর্দোভা বিজয়ের জন্য মুতামিদ যে সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন তা

www.pathagar.com

কখনও আসবে বলে মনে হচ্ছিলনা। বরং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ইছাবেলায় মুতামিদের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

মুতামিদ তার কবি বাহিনী, উজীর ও উমরাহগণ এবং তাঁর বেগম কেউ চাইতো না যে, ইসলামের সমর্থকগণ তাদের সুখের প্রাসাদে প্রবেশ করুক। কারণ তাদের ভয় ছিল, ইসলামী আন্দোলনকারীগণ তাদের বিলাসিতাপূর্ণ নাচ-গানের সকল মজলিশ বন্ধ করে দেবে। তাই তারা কর্দোভা ও মদিনাতুজ জোহরাকে তাদের ভোগবিলাস পরিতৃপ্তির আড্ডাখানা রূপে বহাল রাখার জন্যই আগ্রাহান্বিত ছিল।

৩

আবদুল মুনীমের বিবি ফজরের নামাজ শেষে হাত উঠিয়ে দোয়া করছিলেন, এমন সময় আঙ্গিনায় কারো পদ ধ্বনি শুনে তার অন্তর কেঁপে উঠল। কৃতজ্ঞতার অশ্রুর সঙ্গে দোয়া শেষ করে "আয় আল্লাহ! তোমার শোকর" বলে তিনি কামরার বাইরে এলেন।

তাঁর স্বামী লৌহবর্ম পরিহিত ছিলেন। বারান্দায় পৌছে তিনি মাথা থেকে উজ্জ্বল লৌহ শিরস্ত্রান নামিয়ে রাখলেন। তাঁর চেহারায় স্মিত হাসির ঝলক দেখে মনের কষ্ট দূর হয়ে গেল। আবদুল মুনীম একটি চেয়ারে বসলেন। বিবি নত হয়ে তাঁর পা থেকে মোজা খুলতে হাত বাড়াতেই তিনি বললেন, "না, বেগম! আমি মাত্র এক ঘন্টা সময়ের জন্য এসেছি। তুমি বস।"

বিবি একটি চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "যুদ্ধের অবস্থা সন্তোষজনক তো?"

"হ্যাঁ সম্পূর্নরূপে সন্তোষজনক। রাত্রিবেলা দুশমন তীব্র হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের ভীষণ ভাবে পরাজিত করেছি। এখন আমরা এক চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য তৈরী হচ্ছি। ছেলেরা কোথায়?"

"সাদ নামাজের পরই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আজ-জোহরায় চলে গেছে। আহমদ ও হাছান বাইরে খেলা করছে। কাল বিকালে আপনি সাদকে অনুমতি দিয়েছেন। অন্যথায় আমিতো নিষেধ করেছিলাম।"

আবদুল মুনীম বললেন, "আজ রাত্রির লড়াইয়ের সময় আবদুল জব্বার আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে সাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট মনে হল।"

"আবদুল জব্বার কে? ইদ্রিসের পিতা কি?"

"হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন যে, সাদ, ইদ্রিস ও তার সমবয়স্ক কয়েকটি ছেলেকে ভাল তীরন্দাজ বানিয়ে দিয়েছে।"

আবদুল মুনীমের বিবি বললেন, "সাদ বলছিল যে, মামুনের সৈন্যদল কর্দোভার

www.pathagar.com

কয়েকটি মহল্লা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে ছেলেদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করছে। বড় হয়ে এ বাহিনী নিয়ে টলেডো আক্রমণ করবে এবং মামুনের এই নিষ্ঠুর কার্যের প্রতিশোধ নেবে।"

আহমদ ও হাছান আঙ্গিনায় প্রবেশ করল। তারা দৌড়ে এসে তাদের আব্বাকে জড়িয়ে ধরল। আহমদ প্রশ্ন করল, "আব্বাজান! ইছাবেলার সৈন্যবাহিনী কবে আসবে?"

"বেটা, ইছাবেলার সৈন্যবাহিনী আজই এসে যেতে পারে।"

বিবি বললেন, "শহরের লোকেরা খুবই আনন্দ প্রকাশ করছে।"

আবদুল মুনীম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "মামুনকে পরাজিত করার জন্য আমাদের এখন আর মুতামিদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"

বিবি বললেন, "সত্যিই, ইছাবেলার সৈন্যবাহিনী খুবই বিলম্বে আসছে। তবুও এটা ভাল পদক্ষেপ। আমার মনে হয় ইছাবেলার সৈন্য দেখামাত্রই মামুনের সকল আশা ভরসা নির্মূল হয়ে যাবে।"

আবদুল মুনীম বললেন, "মামুনের সাহসতো আগেই খতম হয়ে গেছে। এখন ইছাবেলার সৈন্য আমাদের জন্য আর কোন নতুন বিপদ নিয়ে না এলেই রক্ষা! যদি সত্য সত্যই তারা কর্দোভাকে সাহায্য করতে চাইতো তা' হলে তাদের কয়েক দিন আগেই এখানে আসা উচিত ছিল।

এক সপ্তাহ থেকে ২০ মাইল দূরে শিবির কায়েম করেছে আর সেখানেই তারা কবিতা চর্চায় মশগুল রয়েছে। কাল আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, তারা ওখান থেকে রওয়ানা হয়েছে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে পৌছে যাবে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য আমাদের সৈন্যগণ আজজোহরায় সমবেত হয়েছিল এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবক শহরকে সাজানোর কাজেও খুব উৎসাহ দেখিয়েছে। কিন্তু এশার নামাজের পর খবর এল যে, ইছাবেলার সৈন্যগণ শহর থেকে ৮ মাইল দূরে বিশ্রাম করছে এবং তারা সকালে এখানে পৌছে যাবে।

দুশমন সম্ভবত এসব খবর জানতে পেরেছিল। এ জন্যই রাত্রিতে তারা শহরের ওপর তীব্র ভাবে আক্রমণ করেছিল। যদি বাত্‌লিউসের সৈন্যগণ বীরদর্পে তাদের মুকাবেলা না করতো, তা' হলে এতক্ষণে এ শহর মামুনের দখলেই চলে যেত। শেষ রাত্রিতে দুশমনদের শহরের প্রাচীর থেকে দূরে হাটিয়ে দেবার পর আমি তাদের ওপর একবার চূড়ান্ত হামলা করার চেষ্টা করেছিলাম।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সকলের মনে আগের সেই উৎসাহ নেই। কর্দোভার সৈন্যবাহিনী এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবক মনে করেন যে, মামুনের ওপর চরম আঘাত হানার জন্য ইছাবেলার সৈন্যবাহিনীও যথেষ্ট হবে না। যদি আলেমগণ পাহারা না দেন তাহলে সম্ভবত বেশী সংখ্যক লোকই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে নিজ নিজ বাড়ী চলে যাবে।"

পরিচারিকা এসে জানালো, "খানা তৈরী।"

আবদুল মুনীম উঠে তাঁর বিবি বাচ্চাদের নিয়ে খাবার কামরায় প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

৪

ইদ্রিস তার বাড়ীর সামনের বাগানে তীর ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। একটি কবুতরকে শূন্যে উড়ে আসতে দেখা গেল। ইদ্রিস লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুঁড়ে দিল কিন্তু কবুতর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পেছন থেকে একটি অট্টহাসির আওয়াজ শুনে ইদ্রিস সরোষে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, তার ছোট বোন মায়মুনা একটি পুতুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কি জন্য হাসলে?" ইদ্রিস রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

মায়মুনা কোন জবাব না দিয়ে দৌড়ে গিয়ে তীরটি তুলে নিয়ে এল এবং দুষ্টুমী ভরা দৃষ্টিতে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, "নও তোমার তীর।"

ইদ্রিস তীরটি হাতে নেবার পরিবর্তে মায়মুনার হাত থেকে পুতুলটি ছিনিয়ে নিল এবং তা নিকটে একটি গাছে ছুড়ে মারল। পুতুলটি গাছে আটকে গেল। মায়মুনা মলিন মুখে পুতুলটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, "আমি ওটা নামিয়ে আনব।"

"কি ভাবে আনবে?"

মায়মুনা নিকটে একটা আল থেকে মাটি তুলে নিয়ে পুতুলটিকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করল।

"তোমার দ্বারা হবে না। দেখ, আমি তীর ছুড়ে এখনই ওটাকে নীচে নিয়ে আসছি," একথা বলে ইদ্রিস লক্ষ্য স্থির করতে চেষ্টা করল।

মায়মুনা তার হাত চেপে ধরে মিনতি করে বললো, "না,না, আমার পুতুলের গায়ে তুমি তীর ছুঁড়োনা।"

ইদ্রিস বললো, "আচ্ছা, হাত ছাড়। আমি ঢিল মেরে ওটা নীচে ফেলছি।"

মায়মুনা ইদ্রিসের হাত ছেড়ে দিল। ইদ্রিস ঢিল উঠাতে যাচ্ছিল ঠিক সে সময় ফটকে সাদকে দেখতে পেয়ে পুতুল ভুলে গিয়ে সেদিকেই চলে গেল।

"আজ অন্যান্য ছেলেরা আসেনি?" সাদ ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল।

"না তারা আসেনি। সবাই আজ ইছাবেলার সৈন্যদের মিছিল দেখতে চলে গেছে।"

"কিন্তু ইছাবেলার সৈন্যতো এখনো আসেনি?"

"তারা বলে, ইছাবেলার সৈন্যবাহিনী শহরের খুবই নিকটে পৌছে গেছে। মদীনাতুজ জোহরাকে আজ খুব সাজানো হয়েছে। মুতামিদের উজীর ইবনে আম্মারও সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আসছে।"

"আলমাস চাচা বলছিল যে, ইবনে আম্মার নাকি কবিতা আবৃত্তি করা ও পাশা খেলা

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছুই জানেনা।"

"আব্বাও বলছিলেন, সে নাকি আজ আট দিন যাবৎ কর্দোভা থেকে বিশ মাইল দুরে শিবির করে বসে আছে, সম্ভবত পাশা খেলছে।"

ইদ্রিস সাদের ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলের দিকে চলে গেল। মায়মুনা কিছুক্ষণ কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর গাছটির নিকটে গিয়ে ঢিল ছুড়তে শুরু করল।

সাদ নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে মায়মুনা?"

মায়মুনা অভিযোগের সুরে বললো, "ইদ্রিস আমার পুতুলটি ঐখানে ছুঁড়ে দিয়েছে।"

"দাঁড়াও, আমি নামিয়ে দিচ্ছি," বলে সাদ ধনুকে তীর সংযোগ করল।

মায়মুনা বাধা দিয়ে বললো, "না, না, আমার পুতুল..."

"তুমি কোন চিন্তা করোনা। আমার তীর তোমার পুতুলের গায়ে লাগবেনা।" বলতে বলতে সাদ তীর ছুঁড়ে দিল।

তীর গাছের ডালায় লাগতেই পুতুলটি নীচে পড়ে গেল। মায়মুনা পুতুলটি উঠিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরে বললো, "ইদ্রিস ভাই তীর ছুঁড়লে অবশ্যই তা আমার পুতুলের চোখ বিঁধে ফেলতো।"

"ইদ্রিসের লক্ষ্য এত খারাপ তো নয়?"

"হু, খারাপ নয়। একটি কবুতরকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে ছিল। কবুতর নিরাপদে উড়ে গেল আর তীরটি এসে মাটিতে পড়লো।"

সাদ হেসে বললো, "আমার তীরও তো মাটিতেই এসে পড়েছে।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ রইল। হঠাৎ মায়মুনা বললো, "তুমি আমার পুতুলের নাম জান?"

"না, পুতুলের নাম থাকে নাকি?"

"কেন থাকবেনা?"

"আচ্ছা তা' হলে বলো দেখি তোমার পুতুলের নাম?"

"এর নাম সুলতানা রেমিকা। তুমি জান, কে সুলতানা রেমিকা?"

"তুমিই তো এখন বললে, এটা তোমার পুতুলের নাম?"

"না,না, আম্মা বলেছেন, সুলতানা রেমিকা ইছাবেলার রাণী।"

সাদ হেসে বললো, "তা' হলে তোমার পুতুল ইছাবেলার রাণী?"

মায়মুনা খল খল করে হেসে উঠলো।

সাদ বললো, "রেমিকা তো ভাল নাম নয়। তুমি তোমার পুতুলের জন্য একটা ভাল নাম বাছাই কর?"

মায়মুনা বললো, "তাহলে তুমিই বলো কি নাম রাখব?"

"তুমি ওকে মায়মুনা বলে ডাক। ওটা ভাল নাম।"

মায়মুনা হেসে বললো, "ওটাতো আমারই নাম।"

www.pathagar.com

ততক্ষণে ইদ্রিস ঘোড়া বেঁধে ফিরে এলো এবং সাদ ও ইদ্রিস দুই জনেই তীরন্দাজী অভ্যাস করার জন্য বাগানের দিকে রওয়ানা হল। মায়মুনাও তাদের পিছনে পিছনে গেল।

•

৫

ইছাবেলার সৈন্য বাহিনী কর্দোভা ও জোহরার মধ্যস্থলে ওয়াদী উল কবীরের তীরে শিবির স্থাপন করলো। মুতামিদের পুত্র ইবাদ আর তার উজীর ইবনে আম্মার সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে এসেছিল। কর্দোভাবাসী এদের প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানালো।

জনসাধারণ এখন শুধু তাদের বিজয় সম্পর্কেই সুনিশ্চিত হয়নি বরং তারা মনে করছিল যে, দুশমনকে পরাজিত করে টলেডো পর্যন্ত তাড়িয়ে নেয়া যাবে। কিন্তু টলেডোর শাসক উমরুল মুতাওয়াক্কিল খুব খুশী ছিলেন না। তিনি এক হাজার সৈন্যসহ কর্দোভাবাসীর সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। তিনি আবদুল মালিককে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, ইছাবেলার সৈন্য বাহিনীর ওপর ভরসা করে তারা ভুল করছে। কিন্তু আবদুল মালিকের পরামর্শদাতাগণের কাছে এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশের কোনই কারণ বিবেচ্য মনে হল না।

আবদুল মুনীম ও তাঁর কয়েকজন সমর্থক ছাড়া অন্য কেউ ইছাবেলার সৈন্যদের ওপর সন্দেহ করতে মোটেই রাজি ছিল না। অগত্যা ওমর তাঁর সৈন্য বাহিনীকে ফেরত চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। তাদের আগমনে জনগণ খুবই আনন্দ প্রকাশ করেছিল। নতুন সাহায্যকারীদের বিপুল সংখ্যা দেখে এক হাজার অশ্বারোহীর প্রত্যাবর্তনকে তারা তেমন গুরুত্ব দিল না।

আবদুল মালিক, ইবনে আম্মার এবং কর্দোভার নেতাদের পারস্পরিক পরামর্শে স্থিরিকৃত হয় যে, মামুনকে পরাজিত করার পর অনেক দূর পর্যন্ত তাকে তাড়া করা হবে। তাই তিন সপ্তাহ ধরে প্রস্তুতি চালানোর পর একদিন খুব ভোরে শহরের ফটক খুলে দেয়া হয় এবং কর্দোভা ও ইছাবেলার সৈন্য বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দল শহর থেকে বের হয়ে দুশমনের ওপর হামলা চালায়। দুপুর বেলা মামুনের সৈন্যগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করছিল।

সন্ধ্যা বেলা আবদুল মালিক ও তাঁর সৈন্যগণ দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করে কর্দোভা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে চলে গেলেন। তারা এটা লক্ষ্যও করেন নি যে, ইছাবেলার অধিক সংখ্যক সৈন্য হয় পশ্চাদ্ধাবনে অংশ গ্রহণ করেনি অথবা কিছুদূর এসে কর্দোভায় ফেরত চলে গেছে। আম্মার এবং এবাদও পেছনে রয়ে গেছেন। ইছাবেলার সাত হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র দু' হাজার তাদের সঙ্গে ছিল।

পরিশ্রান্ত কর্দোভার সৈন্য বাহিনী একটি ছোট্ট শহরে রাত্রি যাপন করার সিদ্ধান্ত করল। আবদুল মালিক কর্দোভার নেতাদের একটি গোপন বৈঠকে ডাকলেন। কোন কোন নেতা

www.pathagar.com

বললেন যে, কাপুরুষতার কারণে ইছাবেলার সৈন্য বাহিনী পেছনে রয়ে গেছে। কিন্তু আবদুল মুনীম ও অপর কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইছাবেলা বাহিনীর পশ্চাতে থাকাকে বিপজ্জনক মনে করছিলেন। সিদ্ধান্ত হল যে, আবদুল মালিক পাঁচ 'শ সৈন্যসহ তৎক্ষণাৎ কর্দোভায় ফিরে যাবেন এবং বাকি সৈন্য পরবর্তী সংবাদের জন্য এখানেই অপেক্ষা করবে।

যে সময় কর্দোভার দায়িত্বশীলগণ এসব পরামর্শ করছিলেন, ঠিক সে সময় কর্দোভার রঙ্গমঞ্চে এক নতুন নাটক শুরু হয়ে গিয়েছিল।

বাহ্যত ইবনে আম্মার তিন সপ্তাহ যাবত মামুনের ওপর এক চরম আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল। প্রকৃত ব্যাপার ছিল অন্য ধরনের। সে আসার সময় অনেক সোনা-রূপা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল এবং এগুলোর বিনিময়ে মজলিশে শুরার দাবীতে আবদুল মালিক যেসব স্বার্থপর কর্মচারীদের পদচ্যুত করেছিলেন, তাদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা করছিল।

বিলাসপ্রিয় ওমরাহদের একদল যুদ্ধোপলক্ষে আলেমদের প্রভাব বৃদ্ধিকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করল। তাই এরা পূর্বে থেকেই মুতামিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তোষামোদকারী কবিগণ বুঝতে পারল যে, কর্দোভায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা লাভের পর এদের কবিতা শুনে পুরস্কারদানকারী ওমরাহগণ ক্ষমতাচ্যুত হবে। ইবনে আম্মার এদের নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, মুতামিদই তাদের ত্রাণকর্তা। তাই তারা কর্দোভার বাজারে মুতামিদ ও ইবনে আম্মারের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে মানুষকে আকৃষ্ট করতো আর এ দু'জনের দানশীলতা ও উদারতার গল্প শুনিয়ে জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করতো।

তারা জনগণের মনে এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, আবদুর রহমান (তৃতীয়) আজমের পর স্পেনের মুসলমান একমাত্র মুতামিদেরই জন্য গৌরব বোধ করতে পারে।

ইবনে আম্মারের সোনা ও রূপা দেখে লোভী ওমরাহদের চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। যারা জায়গা সম্পত্তির প্রতি আসক্ত তাদেরকে ভবিষ্যতের ওয়াদায় খরিদ করা হয়েছিল। আজ-জোহরার পহরী ও খোজাদের প্রভূত পরিমাণ উপহার ও পুরস্কার দেয়া হল।

কর্দোভাবাসী মুতামিদের উজীর বাহাদুরের দারাজ হাতে দান ও উপহারাদির বিতরণ দেখে খুবই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তারা ধারণা করতে পারেনি যে, এ দরাজ হাতে একটি বিষ-মাখানো ছুরিও লুকানো আছে। তার ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য ইবনে আম্মার খুবই গোপন পন্থা অবলম্বন করে।

কর্দোভার আলেমগণ নিজ নিজ প্রতিরক্ষা স্থলে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইবনে আম্মার বার বার ঘোষণা করছিল যে, তার লক্ষ্য টলেডোর দিকে। তাই কর্দোভার সতর্ক বাসিন্দাগণও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি।

চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় ইবনে আম্মার জোহরা ও কর্দোভার মধ্যবর্তী শিবিরে দু'হাজার সৈন্য রেখে দেয়। পাঁচ হাজার সৈন্য কর্দোভাবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু মামুনের পরাজয়ের পর কয়েক মাইল তার পেছনে ধাওয়া করে তিন হাজার সৈন্য অন্য পথে ঘুরে

www.pathagar.com

কর্দোভা ফিরে আসে। জনসাধারণ বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল ছিল। তাই কোন চেতনা সম্পন্ন নেতা তিন হাজার সৈন্য ফিরে আসার দরুণ আপত্তি উত্থাপন করলে জনগণ তা গ্রাহ্য করেনি।

মুতামিদ তনয় কর্দোভা জামে মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জনগণের দিকে সোনা ও রূপার মুদ্রা ছুঁড়ে দিতে লাগলেন আর জনসাধারণ তাঁকে লক্ষ্য করে ফুল নিক্ষেপ করতে লাগল। শহরের প্রতিটি চৌরাস্তায় কর্দোভা ও ইছাবেলার বড় বড় কবিগণ সৈন্যদের বীরত্ব গাথা আবৃত্তি করতে লাগল। রাত্রিতে শহরটিকে বিপুলভাবে আলোক মালায় সাজানো হল।

আবদুল মালিক পাঁচ 'শ অশ্বারোহী সৈন্যসহ তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে শহরে পৌছেন। তখনও শহরে মানুষের যাতায়াত ও আনন্দোৎসব চলছে। আবদুল মালিক ও তাঁর সঙ্গীগণ মনে করলেন, তাদের হয়ত কেউ সন্দেহ করবেনা। তাই অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই তারা জোহরা অভিমুখে রওনা হল।

কিন্তু ওয়াদী উল কবীরের পুল পার হতেই ইছাবেলার কতক সৈন্য তাদের গতি রোধ করল। জনৈক অফিসার এগিয়ে এসে বললো, "দাঁড়ান, আপনারা সামনে যেতে পারবেন না।"

আবদুল মালিকের জনৈক সঙ্গী বললো, "তোমরা আমাদের পথ রোধ করার কে?"

"আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে যে, শহরের কোন লোককেই যেন জোহরার দিকে যেতে দেয়া না হয়।"

"ইনি সুলতান আবদুল মালিক, তোমরা তাঁর পথ রোধ করতে পার না।"

"ইনিই যে সুলতান আবদুল মালিক এ কথার কি প্রমাণ আছে? সুলতান তো শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে অনেক দূর চলে গিয়েছেন।"

আবদুল মালেকের জনৈক অফিসার এগিয়ে এসে নিম্নস্বরে বললো, "নিশ্চয়ই এটা একটা ষড়যন্ত্র। আমাদের এখন শহরে ফিরে যাওয়া উচিত।"

আবদুল মালিক উচ্চস্বরে তার সঙ্গীদের বললেন, "আমরা ফিরে গিয়ে শহরেই রাত কাটাব।"

কিন্তু তারা যখন শহরের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। ইছাবেলার যে সব সৈন্য এতক্ষণ রাস্তার উভয় দিকে লুকিয়ে বসেছিল তারা আবদুল মালিক ও তার সঙ্গীগণকে ঘিরে ফেললো। আবদুল মালিকের কিছু সংখ্যক সঙ্গী বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। অবশিষ্ট সকলেই কিছুক্ষণ লড়াই করে আত্মসমর্পন করল।

ভোর বেলা আবদুল মালিক তার শাহী প্রাসাদের নিকট এক কয়েদখানায় পড়েছিলেন। তাঁর পিতা ইবনে জহুর এবং বংশের অন্যান্য লোক ও জোহরার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণও সেখানে পৌছে গিয়েছিলেন। পিতার নিকট থেকে আবদুল মালিক জানতে পারলেন যে, কতক বিশ্বাসঘাতক ও জোহরার প্রহরীদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইবনে আম্মার এশার নামাযের পরই

www.pathagar.com

মদীনাতুজ-জোহরা দখল করে নিয়েছে।

কর্দোভার যে সৈন্য বাহিনী মামুনের পেছনে ধাওয়া করেছিল, সেটিও এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। আবদুল মালিকের প্রত্যাবর্তনের কিছুক্ষণ পরই ইছাবেলা বাহিনীর কর্মকর্তা সৈন্যদের কর্দোভা রওনা হতে নির্দেশ দিলেন। আবদুল মুনীম ইছাবেলার সালারকে ওখানে থাকার অনুরোধ করায় সে বলে; "আমরা কর্দোভায় ফিরে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখতে চাই।"

আবদুল মুনীম তাকে বললেন যে, "অবস্থা জানার জন্য তো কয়েকজন ঘোড় সওয়ারকে পাঠিয়ে দিলেই খবর নিয়ে আসতে পারে।"

ইছাবেলার সালার বললো, "আমাদের কি কর্তব্য তা আমরাই ভাল জানি।"

ইছাবেলার ফৌজী সালারের ব্যবহারে কর্দোভার সৈন্য বাহিনীর সন্দেহ আরও মজবুত হল। তারা অনুভব করলো যে, কর্দোভায় কোন জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে।

কর্দোভার সালার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক আবদুল মুনীমের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মধ্য রাত্রিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ওখানে অবস্থান না করে অবিলম্বে ফিরে যেতে হবে।

এ সৈন্য বাহিনী পরের দিন কর্দোভা প্রবেশ করে দেখতে পেল, শহরের সকল দালান-কোঠায়ই মুতামিদের ঝান্ডা উড়ছে।

৬

আবদুল মুনীম শহরে প্রবেশ করেই সোজা নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁর বাড়ির ফটকে নবনিযুক্ত কোতওয়াল, ইছাবেলার দু'জন সামরিক অফিসার এবং কয়েকজন সৈন্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

কিছুকাল পূর্বে আলেমদের পরামর্শক্রমে কর্দোভার জনৈক সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। সে ব্যক্তিই এখন কর্দোভা শহরের নতুন কোতওয়াল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে।

আবদুল মুনীমের ঘোড়া থামতেই কোতওয়াল এগিয়ে এসে বললো, "আপনি এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হোন। জোহরায় আপনার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।"

আবদুল মুনীম শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি আদেশ?"

এবার কোতওয়ালের পরিবর্তে ইছাবেলার জনৈক সামরিক অফিসার বললো, "যদি আদেশ ছাড়া চলতে আপনি অভ্যস্ত না হয়ে থাকেন তাহলে এটাকে তাই মনে করতে পারেন।"

"কার আদেশ?"

"কর্দোভার গভর্নর জনাব ইবাদ ইবনে মুতামিদের।"

www.pathagar.com

আবদুল মুনীম বললেন, "খেঁকশিয়াল তার ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিয়েছে!"

ইছাবেলার সামরিক অফিসারের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল। কিন্তু কোতওয়াল তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললো, "আমরা আপনার সঙ্গে কোন বিতর্ক করতে চাই না। আপনি যদি অন্যথা না করেন তাহলে আপনাকে সসম্মানে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে হবে। যদি আপনি পালাবার চেষ্টা না করার ওয়াদা করেন, তা' হলে আমরা আপনাকে কিছু সময়ের জন্য বাড়িতে যাবার অনুমতি দিতে পারি।"

আবদুল মুনীম একজন ভৃত্যকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং ঘোড়াটি ভৃত্যের নিকট সোপর্দ করে কোতওয়ালকে বললেন, "ঘরে চোর প্রবেশ করলে বাড়ির মালিক পালিয়ে যায় না। আমি এক্ষুণি আসছি।" এ কথা বলে আবদুল মুনীম বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে আবদুল মুনীম বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁর বিবি ও সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর বিবি অশ্রুভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, "আপনি বোধ হয় জানতে পেরেছেন যে, কর্দোভায় মুতামিদের আধিপত্য ঘোষণা করা হয়েছে।"

আবদুল মুনীমের চেহারায় বিষাদের রেখা ফুটে উঠলো। তিনি শুধু বললেন, "হ্যাঁ।"

কান্নার চেয়েও করুণ হাসি তাঁর মুখে লেগে রইল।

"আপনার বন্ধুদের অনেকেই যারা মুতামিদের শাসন মানতে রাজি হয়নি তারা গ্রেপ্তার হয়ে গেছেন।"

"আমি জানি।"

আবদুল মুনীম সাদকে লক্ষ্য করে বললেন, "সাদ, তুমি একটু বাইরে যাও, তোমাদের ভাইদেরও সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি এক্ষুণি তোমাদের ডাকছি।"

সাদ, আহমদ ও হাসান দেউড়ীতে চলে গেল। আবদুল মুনীম তাঁর বিবিকে বললেন, "তারা আমাকে ডেকে নেবার জন্য সিপাই পাঠিয়েছে।"

বিবি বললেন, "আমি জানি। ওরা দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।"

আবদুল মুনীম বললেন, "শোন, আমার ফিরে আসতে যদি বিলম্ব হয়ে যায় তাহলে ছেলেদের নিয়ে তোমরা গ্রানাডা চলে গেলেই ভাল হবে।"

বিবি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, বললেন, "না, না।"

"এসময় হয়তো তুমি বুঝতে পারছ না। কিন্তু কিছুদিন পরে তুমি বুঝতে পারবে যে, কর্দোভার পরিবেশ ছেলেদের শিক্ষাদানের অনুপযোগী। এখানে ওদের অন্তর থেকে আত্মসচেতনার স্ফুলিংগ নিভে যাবে। মুতামিদের শাসন এখানে শঠতা, ধূর্ততা ও অশ্লীলতার সয়লাব নিয়ে আসবে। এ ছেলেদেরই বড় হয়ে আমার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে হবে। গ্রানাডা খুব ভাল স্থান বলে আমি বলছি না। তবে ওখানে ওদের খালু ছেলেদের শিক্ষা–

www.pathagar.com

দীক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখতে পারবেন।"

বিবি বললেন, "এটাই যদি আপনার হুকুম হয়, তাহলে তা লংঘন করার সাধ্য আমার নেই। আপনিও কি আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন না?"

"না, এখন না, আমি ডুবন্ত নৌকাটিকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, এ তুফান ক্ষণস্থায়ী। একটি ছোট্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমরা লড়ছিলাম। আল্লাহ আমাদের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে ডাকছেন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি তোমারও এখানে থাকা দরকার বলে আমি বুঝতে পারতাম, তা'হলে কিছুতেই তোমাকে গ্রানাডা যাবার পরামর্শ দিতাম না। আমি আজ ফিরেও আসতে পারি অথবা এটাই আমাদের শেষ দেখাও হতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য তার জীবনের চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান।"

বিবি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, "এ শিক্ষার প্রয়োজন আমার নিজেরও ছিল।"

আবদুল মুনীম বললেন, "রাত্রিতে আবদুল জব্বার দুশমনের পেছনে ধাওয়া করার সময় আহত হয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা খারাপ ছিল। আলমাস তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ এখানে আসবে। বাড়ির সকল কাজের দায়িত্ব আলমাসের হাতে সোপর্দ্দ করে দিও। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ঘোড়াগুলো বিক্রি করে দিও।"

বিবি বললেন, "কাল আপনি দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনে যাবার পর আবদুল জব্বারের বিবি ছেলেপুলেদের সঙ্গে নিয়ে আমাকে মুবারকবাদ দিতে এসেছিলেন। উনি বললেন, তাঁর স্বামী তাঁকে হজ্বে নিয়ে যাবার ওয়াদা করেছেন। আঘাত বেশী গভীর নয়তো?"

"চিকিৎসক তাঁর আঘাতের ব্যাপারে খুবই পেরেশান ছিলেন। কর্দোভা থেকে কিছু দূরে তিনি আহত হন। কিন্তু তিনি বেহুঁশ হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার পর আমি জানতে পারি।"

আবদুল মুনীম ছেলেদের ডাকলেন এবং তারা দৌড়ে নিকটে এলো। আবদুল মুনীম এক একজন ছেলেকে উপরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে ধরে চুমু দিলেন। তারপর সাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "বাবা, আমি একটি জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। আমার অবর্তমানে তোমার ভাইদের প্রতি খেয়াল রেখো আর তোমার আম্মার নির্দেশ মত কাজ কোরো।"

হাসান পিতার দু'পা জড়িয়ে ধরে বললো, "আব্বাজান, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আপনি ওয়াদা করেছিলেন, এ যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।"

"এখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি বেটা।"

হাসানকে আবার উঠিয়ে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলেন আবদুল মুনীম। তারপর নিজের বিবি ও ছেলেদের দিকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি ফেলে হাসানকে নীচে নামিয়ে দিয়ে 'খোদা হাফেজ' বললেন এবং দ্রুত পদক্ষেপে বাইরে চলে গেলেন।

ছেলেরা তাদের মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সাদের অশ্রুসিক্ত চোখ সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, সে অপর ভাইদের চাইতে অবস্থাটা বেশী জানে।

www.pathagar.com

৭

আবদুল মুনীমকে জোহরা প্রাসাদে ওমরাহদের কক্ষে ইবাদ ও ইবনে আম্মারের সামনে জেরা করা হল। ইবাদ মুতামিদের গর্ভনর হিসাবে মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন। তার ডান পাশে ইবনে আম্মার ও বাম পাশে ইছাবেলার কাজী বসেছিলেন। পিছনের কাতারে ছিল ইছাবেলার সামরিক অফিসারদের আসন।

মসনদের নীচে কর্দোভার ঐসব ওমরাহগণের আসন ছিল, যারা মুতামিদের বাদশাহী মেনে নিয়েছিল। এসব আসনের পেছনে প্রহরী ও সিপাহীগণ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো। মসনদের আশেপাশে কয়েকটি আসন বিশেষ উদ্দেশ্যে খালি রাখা হয়েছিল।

আবদুল মুনীম সৈনিক সুলভ পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলেন। যে সব ওমরাহ কর্দোভার সম্ভ্রম ও স্বাধীনতার বিনিময়ে এ দরবারে আসন লাভ করেছে তাদের দিকে একটা তাচ্ছিল্য ভরা নজরে একবার দেখলেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ আবদুল মুনীমের চোখের দিকে তাকাতে সাহস করেনি। ইবনে আম্মারের ইঙ্গিতে ইছাবেলার একজন সামরিক অফিসার উঠে একটি শূন্য আসনে আবদুল মুনীমকে বসতে ইশারা করলো। কিন্তু আবদুল মুনীম সেদিকে মোটেই লক্ষ্য করলেন না।

ইবনে আম্মার বললো, "আপনাকে একজন বন্ধু হিসাবে এখানে আসার জন্য কষ্ট দিয়েছি, বসুন।"

আবদুল মুনীম বললেন, "জ্বি না, এ আসনের বিনিময়ে আপনার বন্ধুত্ব কবুল করতে আমি রাজী নই। আমি দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম মনে করি।"

ইবনে আম্মার বললেন, "আপনি জানেন কর্দোভার বেশীর ভাগ অধিবাসীই শাহেন শাহে ইছাবেলার শাসন মেনে নিয়েছে?"

"আমি এর চাইতেও বেশী জানি"

"সে কি?"

"সে এক দীর্ঘ কাহিনী। শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না।"

"বলতে অনুমতি দিচ্ছি আপনাকে।"

"বলার জন্য আপনার অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। মুখের মধ্যে যতক্ষণ জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যে যতক্ষন স্বর আছে ততক্ষণ অনুমতির অপেক্ষা করবো না। শুনুন, কর্দোভার সম্ভ্রম ও আজাদী হরণ করার জন্য টলেডো থেকে একদল ডাকাত এসেছিল। কর্দোভাবাসী এ ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। এসময় ইছাবেলা থেকে একদল চোর বন্ধুত্বের মুখোশ পরে এখানে প্রবেশ করে। কর্দোভাবাসী এ চোরের দলকে তাদের সম্ভ্রম ও স্বাধীনতার সংরক্ষক

www.pathagar.com

মনে করে নিজেদের ঘরে স্থান দেয় এবং ডাকাতদের সঙ্গে চরম লড়াই করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায়। তারা ডাকাতদলকে বিতাড়িত করে বটে কিন্তু ঘরে ফিরে দেখতে পায় তাদের ঘর চোরদের দখলে চলে গেছে।

তোমরা বন্ধুত্বের মুখোশ পরে আমাদের পিঠে বিষাক্ত ছোরা বসিয়ে দিয়েছ। আমি স্বীকার করি কর্দোভাতে এমন লোক রয়েছে যাদের মন-মগজে এ বিষের বিষক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তারা স্বেচ্ছায় তোমাদের গোলামী কবুল করে নিয়েছে।

চারদিকে তোমাদের তরবারী উদ্যত দেখে তারা শুধু তাদের অসহায়ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। যদি তোমরা বিশ্বাস কর যে, কর্দোভাবাসী তোমাদের গোলামী করতে রাজী ও খুশী, তাহলে একবার তোমাদের সৈন্য বাহিনীকে কর্দোভা শহরের পাঁচিলের বাইরে নিয়ে যাও। তারপরই দেখতে পাবে কর্দোভাবাসী তোমাদের জন্য জোহরার ফটক খুলে দেয়, না ইছাবেলার ফটক পর্যন্ত তোমাদের তাড়িয়ে দিয়ে আসে। তোমরা এক মাস সময়ে ইছাবেলা থেকে এখানে এসেছিলে। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, কর্দোভাবাসী একদিনেই তোমাদের সকলকে ইছাবেলায় পৌঁছে দেবে।"

ইবনে আম্মার টেবিলের ওপর রক্ষিত কতগুলো কাগজ উঠিয়ে তা আবদুল মুনীমের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো, "আমি আপনার নৈতিক মনোবলের প্রশংসা করি। কিন্তু দেখুন, যে সব ওলামা সুলতান মুতামিদকে মেনে নিয়েছেন তাদের ফতোয়াগুলো দেখুন।"

আবদুল মুনীম জবাব দিলেন, "আমি এ কাগজগুলো না দেখেই এসব আলেম নামধারী ব্যক্তিদের নাম বলতে পারি, যারা ওতে স্বাক্ষর করেছে। এ কাগজগুলোতে লেখার জন্য যে কালিটুকু ব্যবহৃত হয়েছে তার দামের চাইতেও ঐসব তথাকথিত ওলামাদের ঈমানের দাম কম। যে বনে সিংহ থাকে, সেখানে শেয়ালও থাকে। বরং শেয়ালের সংখ্যাই সিংহের চাইতে বেশী হয়। যেসব ওলামা ঐ ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেছে তারা হয়তো মনে করেছে যে, কর্দোভার শবদেহের মাংসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবার সময় তোমরা তাদেরও অংশীদার করে নেবে। কিন্তু আমি এমন আলেমদের নামও জানি যারা এ প্রাসাদে আরামের আসন লাভ করার চাইতে তোমাদের কয়েদখানাকে অনেক বেশী পছন্দ করবেন।"

ইছাবেলার কাজী বললো, "আমি আশা করেছিলাম, স্পেনের অনৈক্য ও এককেন্দ্র বিহীন অবস্থার অবসান করার ব্যাপারে আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আপনি কি বলতে পারেন, মুতামিদ ছাড়া অন্য কোন শাসনকর্তা স্পেনের মুসলমানদের খন্ডরাজ্য শাসকদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবেন।?"

আবদুল মুনীম বললেন, "আপনি কেন এ কথা বলছেন না যে, এটা স্বার্থপরতা, ধূর্ততা, শঠতা, প্রবঞ্চনা ও বিলাসপ্রিয়তার যুগ। তাই স্পেনের মুসলমানগণকে নাজাত প্রাপ্তির জন্য খন্ডরাজ্য শাসকদের মধ্য থেকে সবচাইতে বেশী বিলাসপ্রিয়, সব চাইতে অধিক স্বার্থপর এবং সকলের সেরা প্রবঞ্চকের দাসত্ব কবুল করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

তোমরা কি এজন্য কর্দোভাবাসীদের থেকে মুতামিদের বাইয়াত গ্রহণ করছ যে, সে ব্যক্তি খৃষ্টানদের হাতের ক্রীড়নক ও আলফানসুর মুখোশ হিসাবে কাজ করছে? তোমরা তাকেই স্পেনের মুসলমানদের ত্রাণকর্তা আখ্যা দিচ্ছ! এটা কি এজন্য যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করার কাজে এ ব্যক্তি সবচাইতে বেশী উৎসাহী?"

মজলিশে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। মুতামিদের যুবক পুত্র এযাবত কোন কথা বলেনি। ক্রোধে তার ঠোঁট কাঁপছিল। ইছাবেলার সামরিক অফিসারগণ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

ইবনে আম্মার গর্জন করে বললো, "খামোশ, তুমি নিজকে কঠোরতম শাস্তির উপযোগী বলে প্রমাণ করে দিয়েছ।"

কিন্তু আবদুল মুনীম তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করলেন না। কর্দোভার বিশ্বাসঘাতক ওমরাহগণও গোলমাল শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু আবদুল মুনীমের গলার স্বর ছিল সকলের চেয়ে উঁচু। অবশেষে ইবনে আম্মার চীৎকার করে বললো, "এ বদবখতকে নিয়ে যাও।"

পনর বিশজন প্রহরী আবদুল মুনীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল।

কর্দোভার অপর একজন প্রভাবশালী আমীর কিছুক্ষণ আগেই মুতামিদের আনুগত্য করার শপথ নিয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, "ইবনে আম্মার! আবদুল মুনীম যা যা বলেছেন আমি তা সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করি। এ কথা বলার পর কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করেই তিনি আবদুল মুনীমের পেছন পেছন বের হয়ে গেলেন।

৮

হাসান প্রতিদিনের মত রাত্রে ঘুমানোর আগে মায়ের কাছে গল্প শোনার আবদার পেশ করল। মা বললেন, "আজ সাদ তোমাকে গল্প শোনাবে।"

সকিনা সাদকে গল্প শোনাবার আদেশ দিয়ে নিজের কামরায় গেলেন। অনেক সময় পর্যন্ত তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন। আবার কামরা থেকে একখানা বই তুলে এনে চেয়ারটি টেনে আলোর নিকট পড়তে বসলেন। এটা ছিল আবদুর রহমান আদ্-দাখিলের জীবন-চরিত। কয়েক পাতা পড়ার পর বই বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সাদ নিঃশব্দ পদে মায়ের কামরায় প্রবেশ করে ডাকল, "আম্মাজান।"

"কি ব্যাপার সাদ।" মা উঠে বসতে বসতে বললেন, "তুমি এখনও ঘুমাওনি?"

সাদ বললো, "আম্মাজান, আমি জানি যে, আব্বাজান গ্রেপ্তার হয়েছেন।"

সকিনা তার হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে কে বলেছে?"

www.pathagar.com

"আমি মসজিদে মাগরিবের নামায পড়তে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকেই এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলো।"

"তুমি তোমার ভাইদের বলে দাওনি তো?"

"আম্মাজান মসজিদে আহমদও আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সেও সব কথাই শুনেছে। তবে হাসানকে কিছু বলা হয়নি। আম্মা, আমি বড় হয়ে আব্বাকে মুক্ত করে নিয়ে আসব।"

সবিনা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সাদ, তোমার আব্বা আমাদের গ্রানাডা চলে যাবার হুকুম দিয়ে গেছেন।"

সাদ ব্যস্ত হয়ে বললো, "কিন্তু আব্বাজানকে কারাগারে রেখে আমরা কি করে যাব, আম্মা?"

আম্মা বললেন, "বেটা, কারাগারের লৌহকপাট ভাঙার জন্য শক্তি দরকার। তোমার আব্বা আশা করেন যে, তুমি গ্রানাডা থেকে এক মুজাহিদ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। গ্রানাডায় তোমার খালুজান ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবগণ তোমাদের মুজাহিদের উপযোগী প্রশিক্ষণ দান করতে পারবেন।"

সাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় পরিচারিকা কামরায় প্রবেশ করে বললো, "আলমাস ফিরে এসেছে এবং জিজ্ঞেস করছে তার জন্য কি হুকুম।"

সকিনা বললেন, "তাকে ডাক, আমি দরজার আড়াল থেকে নিজেই তার সঙ্গে কথা বলছি।"

দরজার বাইরে আলমাসের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সকিনা দরজার আড়ালে দাঁড়ালেন। সাদ এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আলমাস চাচা! ইদ্রিসের আব্বা কেমন?"

আলমাস বললো, "আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তাঁর অবস্থা ভাল নয়।"

সকিনা বললেন, "চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভাল হেকিমের কাছে নিয়ে গেলে না কেন?"

আলমাস বললো, "আবুল ফাতাহর চেয়ে ভাল হেকিম কর্দোভায় নেই। তিনি রোগী সম্পর্কে খুব আশাবাদী নন। আমি জানতে চাই, মনিব আমার জন্য কি হুকুম দিয়ে গেছেন। আমি জোহরা এসেই খবর জানতে পেরেছিলাম। তাই এখানে না এসে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাদের নিকট থেকে ভাল পরামর্শের আশা ছিল, তারা হয় পালিয়ে গেছেন, নতুবা গ্রেপ্তার হয়েছেন।"

সকিনা বললেন, "এ সময় এ বিষয়ে তোমার কোন চেষ্টা-তদবির করা ঠিক হবে না। তিনি তোমার জন্য যেসব হুকুম দিয়ে গেছেন, তা তোমাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এখন তুমি আরাম কর। ভোরে উঠে গিয়ে ইদ্রিসের আব্বার খবর জিজ্ঞেস করে আসবে, সাদের আব্বা তোমাকে ভাই মনে করতেন। আমিও তোমাকে ভৃত্য মনে করি না। আমিও ভাই মনে করি। যদি ইছাবেলার শাসকদের সন্দেহ হয় যে তুমি ভাইয়ের মত সাদের আব্বার মুক্তির জন্য চেষ্টা-তদবির করছ, তাহলে তারা তোমাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে।"

www.pathagar.com

"আপনি কি বললেন? ওরা যদি এজন্য আমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে নেয়, তাহলেও আমি পরোয়া করি না।"

"আমি জানি আলমাস, কিন্তু তাঁর খাতিরেই তোমার কয়েদখানায় না গিয়ে বাইরে থাকা বিশেষ জরুরী। এখন তুমি গিয়ে আরাম কর।"

সাদ ভেতরে এসে বললো, "আম্মাজান, সকালে আমিও আলমাস চাচার সঙ্গে ইদ্রিসের আব্বাকে দেখতে যাবো।"

"আচ্ছা তাই যেও।"

আলমাস চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সাদ বিছানায় যখন গা এলিয়ে দিল তখন তাঁর মনে নানাবিধ কথা ওঠা-পড়া করতে লাগল। কল্পনার রাজ্যে কখনো সে কারাগারে আক্রমণ করছিল। কখনওবা ইছাবেলার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছিল। আবার জোহ্‌রায় পৌঁছে ইদ্রিস ও তার বোন মায়মুনাকে এই বলে আশ্বাস দিচ্ছিল যে, তাদের আব্বা ঠিক হয়ে যাবেন, চিন্তার কোন কারণ নেই।

মাঝরাত্রিতে তার চোখে ঘুম এসে যায়। সকালবেলা তার আম্মা ডেকে তুললেন, "সাদ, ওঠ বাছা! নামাযের সময় যে চলে যায়।"

সাদ উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করল, "আলমাস চাচা চলে গেছে আম্মা?"

"হ্যাঁ, সে তোমাকে জাগাতে এসেছিল। কিন্তু তুমি ঘুমুচ্ছিলে দেখে জাগাতে দেইনি। তুমি উঠে নামায পড়। সে শীঘ্রই এসে যাবে।

নামায পড়া ও নাস্তা করার পর সাদ কিছুক্ষণ আলমাসের জন্য অপেক্ষা করল। কিন্তু সে না আসায় সাদ আম্মার অনুমতি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে জ্বিন লাগিয়ে জোহ্‌রা অভিমুখে রওনা হল।

ইদ্রিসের বাড়ি পৌঁছে সে জানতে পারল যে, আবদুল জব্বার মারা গেছেন এবং তাঁর লাশ কবরস্তানে নিয়ে গেছে।

সাদ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কবরস্তানের দিকে চলল। কবরস্তান থেকে ততক্ষণে লোকজন বের হয়ে আসছিল। সাদ একটি গাছের সাথে ঘোড়া বেঁধে কবরস্তানে প্রবেশ করল। আবদুল জব্বারের কবরের ওপর মাটি দেয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েকজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল।

আলমাস ও ইদ্রিস ঐখানেই ছিল। আলমাস ইদ্রিসের মামার সঙ্গে কথা বলছিল আর ইদ্রিস মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল। সাদ প্রথমে ফাতেহা পাঠ করল এবং ধীরে ধীরে হেঁটে ইদ্রিসের পাশে এসে দাঁড়ালো। বহু চেষ্টা করেও সে তার বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার উপযোগী ভাষা খুঁজে পেল না। কবরস্তান থেকে বের হয়ে আসার সময় সাদ ইদ্রিসের কাঁধে হাত রেখে

www.pathagar.com

ডাকলো, "ইদ্রিস!"

ইদ্রিস মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো। সাদ মুখে কিছুই বলতে পারল না। অশ্রুসজল চোখই তার মনের ভাষা প্রকাশ করছিল। ইদ্রিস সাদের হাতটাকে নিজের হাতে টেনে নিল।

পরের দিন সাদ তার আম্মার সঙ্গে ইদ্রিসদের বাড়ি এলো এবং তাদের জানাল যে, দু'দিন পরই তারা গ্রানাডায় চলে যাচ্ছে। ইদ্রিস জিজ্ঞেস করল, "ফিরে আসবে কখন?"

সাদ কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো, "আমি কিছুই জানি না। আম্মা বললেন যে, আমরা আর কর্দোভায় থাকব না।"

মায়মুনা এদের কথা শুনছিল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললো, "আমরাও এখানে থাকবো না।"

সাদ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু মায়মুনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সাদের আম্মা এগিয়ে এসে মায়মুনাকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, "আমরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তারপর প্রতিদিন তোমাদের বাড়ি এসে তোমাদের দেখে যাবো।"

বিদায় বেলায় ইদ্রিস ও মায়মুনা মেহমানদের বাগীর নিকট দাঁড়িয়ে ছিল।

সাদের আম্মা সওয়ার হবার আগে মায়মুনাকে আবার আদর করলেন এবং ইদ্রিসের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বাবা তুমি বেটা ছেলে, নিজের মা ও বোনকে সান্ত্বনা দিও।"

বাগী রওনা হয়ে গেল। ইদ্রিস ও মায়মুনা বাইরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ যাবত সেদিকে তাকিয়ে রইল।

দু'দিন পর ঐ বাগীটিই গ্রানাডা রওনা হয়ে যাওয়ার সময় আবদুল মুনীমের বাড়ির সামনে আলমাস দাঁড়িয়ে বিদায় নিচ্ছিল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে সাদ বলল, "আলমাস চাচা! ইদ্রিসের কাছে অবশ্যই যাবে কিন্তু।"

আরও অবনতির দিকে

আবদুল মুনীমের বিবি গ্রানাডায় বসবাসের জন্য একটি বাড়ি খরিদ করেছিলেন। কর্দোভার সম্পত্তির বার্ষিক আয় তাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্টই ছিল। গ্রেপ্তারের পূর্বে আবদুল মুনীম কতিপয় এতিম ও বিধবাদের যে নিয়মিত সাহায্য দিতেন তা বন্ধ করে দেয়া

www.pathagar.com

তাঁর মনঃপুত ছিল না।

কর্দোভায় মুতামিদের কর্মচারীগণ তাদের শাসকগণের বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ এবং আলফানসুর খেরাজ শোধ করার উদ্দেশ্যে স্বচ্ছল লোকদের উপর ভারী কর ধার্য করেছিল। সরকারী কর্মচারীগণ প্রতিবছর বর্ধিত হারে কর আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে ভয় প্রদর্শন ও হুমকীর মাধ্যমে নিজেদের জন্যও কিছু আদায় করে নিত। আলমাস ঐসব কর্মচারীদের নামের একটি তালিকা তৈরী করে। সে প্রতি বছরই গ্রানাডা আসতো এবং ফসলের ও বাগ-বাগিচার সমুদয় আয় আবদুল মুনীমের বিবির নিকট দিয়ে হিসাব পত্র দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতো। আবদুল মুনীমের বিবি বলতেন, "না, না, আলমাস! হিসাবপত্র দেখার কোন প্রয়োজন নেই।"

আলমাস ক্ষুব্ধ হয়ে সাদকে বলতো, "দেখ সাদ, তুমি এখন বেশ বড় হয়েছ। এখন থেকে তুমি হিসাবপত্র যাচাই করে দেখো।"

সাদ জবাবে বলতো, "না চাচা, আব্বাজানই তোমার কাছ থেকে কোনদিন হিসাব নেননি। আমি কেন নিতে যাব?"

আলমাস বলতো, "বাবা, সে জামানাই আলাদা ছিল। এখন বছরের পর বছর অনেক কিছুই ঘটছে। আমি এসব তোমাকে বলতে চাই, শোন। তা না হলে, আমি খুবই অসন্তুষ্ট হব। আহমদ, হাছান, তোমরাও বস।"

তারা বাধ্য হয়ে তার সামনে বসে যেতো। তাদের আম্মা ও খালা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতেন। কোন সময় শেখ আবু সালেহও এসব আলোচনায় যোগ দিতেন।

আলমাস আমদানীর বিবরণ পেশ করার পর খরচের হিসাব বর্ণনা করতো। আর এসব বিবরণ শ্রোতাদের জন্য কৌতুকজনক হতো।

"দেখ সাদ, গত বছর মুতামিদ কর্দোভায় চারটি দরবার, চল্লিশটি জিয়াফত আর পঞ্চাশটি মুশায়েরা (কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মাহফিল) করেন। এসব অনুষ্ঠানের খরচ সংকুলানের জন্য জনগণের উপর এত বেশী কর ধার্য করা হয় যার পরিমাণ ছিল বেশুমার।

কর্দোভার গভর্নর তার বাবুর্চিখানায় অতিরিক্ত খরচ পূর্ণ করার অজুহাতে একটি বিশেষ কর ধার্য করেন। জনসাধারণ বলাবলি করে যে, ফ্রান্স থেকে শরাব আমদানী করার জন্য ঐ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। আমার নিকট থেকেও বহু দিনার আদায় করে নিয়েছে। গত বছর রাণী রেমিকা এক মাস কাল কর্দোভায় ছিলেন। এবার রয়েছেন তিন মাস। এ জন্যও আমাদেরকে দেয় করের প্রতি দিনারে অনেক দিরহাম অতিরিক্ত করে দিতে হয়েছে। আজকাল গুজব শুনা যাচ্ছে যে, রাণী হয়তো স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য কর্দোভা চলে আসতে পারেন। তাই অনেকে সংসার সম্পত্তি ছেড়ে কর্দোভা থেকে অন্যত্র চলে যাবার বিষয় চিন্তা করছে।"

খরচের হিসাব দেয়ার পর আলমাস নিজের জেব থেকে এক খন্ড কাগজ বের করে

www.pathagar.com

সাদের হাতে দিয়ে বললো, "আর এ কাগজখানা সামলে রাখ। যেসব সরকারী কর্মচারী অন্যায় ভাবে আমার নিকট থেকে অর্থ আত্মসাত করেছে, এখানে তাদের নামের তালিকা রয়েছে। এ ঘুষখোর ও দূর্নীতিবাজদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তবে আমি যদি তার আগেই মারা যাই, তখন তাদের কাছ থেকে প্রতিটি পাই উসুল করে নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাবে।"

২

কর্দোভার কারাগারে আবদুল মুনীমের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর দেখা করার অনুমতি ছিল না। কেউ কেউ মনে করতো, শাহী খান্দানের কয়েদীদের সঙ্গে তাঁকে কোন দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে। আবার কারও ধারণা ছিল, আবদুল মুনীম ও তাঁর সঙ্গীদের গোপনে হত্যা করা হয়েছে।

দু' বছর পর তাঁর সঙ্গের জনৈক কয়েদী কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং তিনি গ্রানাডায় গিয়ে শেখ আবু সালেহকে জানান যে, আবদুল মুনীম কর্দোভার কারাগারে জীবিত আছেন।

সাদ, আহমদ ও হাছানের জিন্দেগীতে তাদের পিতার গ্রেপ্তারী ও কর্দোভা থেকে হিজরতের সুদূর প্রসারী প্রভাব ছিল। মায়ের শিক্ষার গুণে তারা শৈশবেই জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের খালু তাদেরকে গ্রানাডার সামরিক কলেজে ভর্তি করে দেন।

এই সামরিক কলেজটি এক সময় একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে সরকারী খরচে সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে অযোগ্য শাসকদের অমনোযোগিতার দরুণ এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছিল। সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার দরুণ দীর্ঘদিন যাবত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ছিল। পরিশেষে গ্রানাডার কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি এটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। একজন ধনী ব্যবসায়ী তাঁর সম্পত্তির বেশীর ভাগই এ প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে দেন।

ওলামাদের একটি দলও সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে এ কলেজটির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করাতে সক্ষম হন। সকিনা যে উদ্দেশ্যে তার সন্তানদের তৈরী করতে চাচ্ছিলেন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সিদ্ধ করার জন্য সামরিক কলেজের শিক্ষা যথেষ্ট ছিল না।

এ জন্য তিনি একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন গ্রানাডার একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম। আবদুল মুনীমের সন্তানেরা সামরিক কলেজে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

www.pathagar.com

নিজেদের বাড়িতেও গৃহশিক্ষকের নিকট কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস, ভূগোল ও অংক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।

কলেজের সকল অধ্যাপকগণই এ ছেলেদের জন্মগত প্রতিভার প্রশংসা করতেন। গ্রানাডার যুবক মহলে তীরন্দাজী ও ঘোড়সওয়ারী সম্পর্কে কোন আলোচনা হলে আবদুল মুনীমের ছেলেদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করা হতো।

ভাইদের তুলনায় আহমদ বইপত্রের চর্চায় বেশী আগ্রহী ।

শেখ আবু সালেহের ব্যক্তিগত পুস্তকাগারে শত শত গ্রন্থ ছিল। আহমদ দু'তিন দিন পর পরই ঐ পুস্তকাগারে গিয়ে এক এক খানা গ্রন্থ নিয়ে আসে। সাদ ও হাছান নিজেদের পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নে অধিকতর মনোযোগী ছিল। তাছাড়া সৈনিক সুলভ খেলাধূলায় তাদের আকর্ষণ ছিল বেশী।

সতের বছর বয়সে সাদ দৈহিক গঠন ও বুদ্ধি-জ্ঞানের প্রখরতায় গ্রানাডার হাজার হাজার যুবকদের নিকট নিজেকে আদর্শ যুবক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এটাই ছিল তার সামরিক কলেজে শিক্ষা গ্রহণের শেষ বছর।

৩

ইছাবেলার শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা কর্দোভাবাসীর নিকট খুবই অসহনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু ইবনে আম্মারের ষড়যন্ত্র এমনভাবে সফল হয়েছিল যে, তারা তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিকারই করতে পারেনি। যে সব ওলামা ও নেতাদের বিদ্রোহ করার আশংকা ছিল তাদের হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর তাদের প্রভাবও কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন করার জন্য গাদ্দারদের নিয়োগ করা হয়। তাদের অনেককেই ধন-সম্পদ এবং উচ্চ সরকারী চাকরীর প্রলোভনে বশীভূত করা হয়। তাই প্রথম দিনেই কয়েকটি মসজিদের খতিব মুতামিদের ন্যায়নিষ্ঠার, সুবিচার ও উদারতার কাহিনী বয়ান করেন।

জনসাধারণ টলেডোর শাসকদের সাথে দীর্ঘকাল যাবত যুদ্ধ করে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। এজন্য তাদের কেউ কেউ বলতো, "মুতামিদ আর যাই হোক একজন মুসলমান তো বটে।"

কেউ কেউ বলতো, "মুতামিদ আবদুল মালিকের চাইতে নিঃসন্দেহে উত্তম।"

আর যারা পরিস্থিতি উপলব্ধি করার যোগ্যতা সম্পন্ন তারাও ইছাবেলার মুক্ত তরবারীর ভয়ে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল না। এদের মধ্যে যারা এখনো কারাগারের বাইরে ছিলেন তারা তৎক্ষণাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সুফল আশা করলেন না। তাই তারা উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় রইলেন।

www.pathagar.com

মুতামিদ শাহী শান-শওকতের সঙ্গে কর্দোভা এলেন। আজ-জোহরায় তাঁর দরবারের জাঁক-জমক দেখে অনেক সরলমনা মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু এসব বাহ্যিক চাকচিক্য বুদ্ধিমান লোকদের বিভ্রান্ত করতে পারেনি। মুতামিদের তুলনায় তাঁর মহিষী রেমিকা বাহ্যিক শানশওকত প্রদর্শন, ভোজসভা ও আমোদ-ফূর্তির মাহফিল অনুষ্ঠানের প্রতি অনেক বেশী আগ্রহী ছিল। মুতামিদের বিবি হিসাবে জোহরা প্রাসাদে প্রবেশ করা তার জীবনের সবচাইতে বড় আকাংখা ছিল।

মুতামিদ ও রেমিকা প্রতি বছরই কিছু সময় জোহরা প্রাসাদে কাটাতেন এবং বছরের অবশিষ্ট সময় ওমরাহগণ তাদের পরবর্তী সম্বর্ধনার জন্য প্রস্তুতি কাজে ব্যস্ত থাকতো।

মুতামিদের পুত্র এবাদ কর্দোভার গভর্নর ছিল। মা-বাপের শিক্ষা ও ইবনে আম্মারের সংস্পর্শের ফলে সে অল্প বয়সেই নিকৃষ্ট ধরণের ইন্দ্রিয় পূজারী হয়ে ওঠে। জোহরা প্রাসাদে আমোদ-ফূর্তি চালিয়ে যাবার জন্য কর্দোভাবাসীকে মোটা কর দিতে হতো। ইছাবেলার শাহী কর্মচারীগণ সরকার নির্ধারিত কর আদায় করার পরও ঘুষ এবং নজরানা আদায় করতো।

তাই, যারা প্রথমে মুতামিদের উদারতার কাহিনী শুনে খুশী হয়েছিল তারা পরে অনুভব করতে শুরু করে যে, তথাকথিত উদারতার ভারী বোঝা জনগণকেই বইতে হবে।

ধীরে ধীরে কর্দোভাবাসীর চাপা অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। কর্দোভা জামে মসজিদের ফটকে প্রায়শই এক ধরণের বিজ্ঞাপন ঝুলানো শুরু হল। এসব বিজ্ঞাপনের মর্ম নিম্নরূপ-

"ওলামায়ে দ্বীন!

ঐ শাসনকর্তার বিষয়ে কি অভিমত পোষণ করেন, যিনি প্রজাসাধারণের রক্ত শোষণ করে নিজের বিলাসিতা ও ইসলামের ঘোরতর দুশমনের জন্য খেরাজের ব্যবস্থা করেন? যার বিবি ইসলামের সকল অনুশাসনকে বিদ্রুপ করেন?"

"হে কর্দোভাবাসী!

তোমাদের শাসনকর্তা আলফানসুর হাতের পুতুল। তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে এমন একজন নারীর খাম-খেয়ালীপনার বেদীতে কোরবান করা হচ্ছে, যে আজ-জোহরা প্রাসাদকে বিলাসিতা ও অশ্লীলতার আড্ডাখানায় পরিণত করেছে। জেগে ওঠ! আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানদের ক্ষমতার তখত উলটিয়ে দাও।"

কোন কোন সময় কর্দোভাতে অন্যান্য শহরে বসবাসকারী মুফতীগণের প্রদত্ত ফতোয়া প্রচার করা হয়। এসব ফতোয়াতে বিশেষভাবে রেমিকার কার্যকলাপের বিষয় উল্লেখ করা হতো।

এতদিন যে আগুন ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল তাই চার বছর পর দাউ দাউ করে জ্বলে

www.pathagar.com

উঠল। জনগণ ইছাবেলার শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। কিন্তু তারা যোগ্য নেতৃত্ব পেল না।

ইবনে আক্কাশা কোন কালে এক বিখ্যাত ডাকাত ছিল। সে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীদের নেতা বনে গেল।

এক রাত্রিতে এবাদ ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গগণ জোহরার প্রাসাদে নাচ-গানে মত্ত ছিল। ইবনে আক্কাশা বিদ্রোহীদের একটি দল নিয়ে ঠিক ঐ সময় হঠাৎ শাহী মহল আক্রমণ করল। এবাদ লড়াই করে নিহত হল এবং ফজরের আগেই কর্দোভা ও জোহরা ইবনে আক্কাশার দখলে চলে গেল।

৪

একদিন সাদ ও তার ভাইগণ কলেজে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। ঐ সময় বাড়ির ফটকে কড়া নড়ে উঠলো। সাদ উঁকি দিয়ে তাদের গৃহশিক্ষককে ওখানে দাঁড়ানো দেখতে পেল। গৃহশিক্ষক সাদকে দেখেই বলে উঠলেন, "সাদ, এখনি কর্দোভা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনতে পেলাম। বিদ্রোহীদের একটি দল সরকারী ক্ষমতা দখল করেছে। আমি যদিও এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারিনি, তবে এটুকু অবগত হয়েছি যে, কর্দোভার গভর্নর পদে নিযুক্ত মুতামিদের পুত্র নিহত হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব যিনি দিচ্ছেন তার নাম ইবনে আক্কাশা।"

খবর শোনার পর কিছুক্ষণ সাদের মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। অবশেষে সে প্রশ্ন করল, "আপনি কার কার মুখে এ খবর শুনতে পেলেন?"

গৃহশিক্ষক জবাবে বললেন, "অল্পক্ষণ আগে আমার সঙ্গে শহর কোতওয়ালের দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, মধ্যরাত্রে কর্দোভা থেকে কিছু লোক এখানে এসে নগর রক্ষীদের এ খবর জানিয়েছে। নগর রক্ষীগণ ঐ লোকগুলোকে সন্দেহজনক মনে করে রাত্রিতে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। বরং তাদের থানায় রেখেছে। সকালে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের থানায় ডাকা হয় এবং তারা নিজ নিজ আত্মীয়গণকে সনাক্ত করে জানায় যে, সত্যি সত্যি লোকগুলো কর্দোভার অধিবাসী।

কোতওয়াল আমাকে এ কথাও জানিয়েছেন যে, তিনি নিজেও খবরটির সত্যতা যাচাই করেছেন। তবুও আমি আগত লোকদের মধ্য থেকে আত্মীয়ের ঠিকানা নিয়ে এসেছি। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে আমরা সেখানে গিয়েও খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারি।"

সাদ বললো, "না, আমি সোজা কর্দোভা যাবো।"

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পরই সাদ নিজের মা ও ভাইদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিল। ঘোড়ার উপর সওয়ার হবার আগে সে আহমদের কাঁধে হাত রেখে বললো, "আহমদ, তুমি তো এখন বড় হয়েছ। বাড়িতে আমি যে দায়িত্ব পালন করছিলাম, সেই দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করে গেলাম।"

৫

কর্দোভার সকল প্রবেশ পথেই ইবনে আক্কাশার সিপাহীগণ পাহারা দিচ্ছিল। শহরে প্রবেশ ইচ্ছুক প্রত্যেককে বাইরের চৌকীতে বাধা দান করা হচ্ছিল। মুতামিদের যে সব কর্মচারী বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের ইছাবেলা ফিরে যাবার অনুমতি ছিল।

ইছাবেলার যে সব সৈন্য যুদ্ধে নিহত অথবা ধৃত হয়েছিল, তাদের স্ত্রী-পুত্রগণেরও কর্দোভা ত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হল। তবে তাদের শহর ত্যাগ করার সময় কর্দোভার কোন প্রভাবশালী স্থায়ী বাসিন্দা যেন পালিয়ে যেতে না পারে, সে বিষয়ে তল্লাশী ঘাঁটিগুলো সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতো। ইবনে আক্কাশার আক্রমণের রাত্রিতে কর্দোভার কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় লোক শহর থেকে পালিয়ে নিকটস্থ এলাকার বাসিন্দাদের যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান।

এ খবর শোনা মাত্রই নির্দেশ জারী করা হয় যে, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ ব্যতীত যারা হিজরাত করতে ইচ্ছুক তাদেরকে পূর্বাহ্নে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের লোকদের জন্য শহরের পশ্চিম দিকের ফটক খোলা রাখা হল।

সাদ দক্ষিণ ও পূর্বের ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা করার পর পশ্চিমের ফটকে যায়। সেখানে ফটকের বাইরে পাঁচ শতাধিক লোক একটি খোলা ময়দানে আশ্রয় শিবির করে অবস্থান করছিল। এদের অধিকাংশই আক্রমণের রাত্রিতে নানাবিধ ব্যক্তিগত কাজে শহরের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক ইছাবেলা ও অন্যান্য শহর থেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের খবরাখবর জানতে এসেছিল। তাদের সকলের জন্য একটি মাত্র হুকুম ছিল। আর তা' ছিল তাদেরকে দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেউ কেউ শহরের নিকটস্থ সরাইখানা অথবা চাষী ও জেলেদের বস্তিতে আশ্রয় নেয়।

সাদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, ছোট ছোট কাফেলা শহর থেকে এসে পুলিশ ও সৈন্যদের নিকট অনুমতিপত্র দেখিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। অনেক্ষণ পর সাদ সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল এবং কর্তব্যরত সামরিক অফিসারকে বললো, "আমি গ্রানাডা থেকে আসছি। কর্দোভায় আমার আত্মীয়স্বজন আছে। আমি তাদের খোঁজখবর জানতে চাই।"

অফিসার ফটকের বাইরে ভিড়ের প্রতি ইশারা করে বললো, "ওদিকে দেখুন। এসব

www.pathagar.com

লোকদের বেশীর ভাগই গ্রানাডার অধিবাসী এবং তাদের প্রায় সকলেরই কোন না কোন আত্মীয় কর্দোভায় রয়েছে। আপনি হয় তাদের সঙ্গে ওখানে থাকুন, অন্যথায় দশদিন পর আসুন।"

সাদ অফিসারটির পেশাগত মিষ্ট ভাষায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে ভদ্রলোক বিবেচনা করল। তাই সে পুনরায় বললো, "আমার উপর যদি আপনার সন্দেহ হয় তাহলে আমার সঙ্গে একজন সিপাহী দিন। আমি অল্প সময়ের মধ্যেই সিপাহীর সঙ্গে ফিরে আসব।"

অফিসার এবার সুর পরিবর্তন করে বললো, "তুমি অযথা আমার সময় নষ্ট করছো, যুবক।"

সাদ মনে মনে ভাবল যদি আমি আব্বার নাম বলি, তাহলে হয়তো তার ব্যবহার কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু এ বিপ্লব সম্পর্কে লোকমুখে এ যাবৎ যা কিছু শুনতে পেয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে পিতার পরিচয় পেশ করা সমীচীন মনে হল না।

অপর একজন যুবক এগিয়ে এসে বললো, "দেখুন, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। আপনি কর্দোভার যে কোন ভদ্রলোককে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন যে, আমি একজন গালিচা-কারিগর এবং রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

সামরিক অফিসার তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে পেছনের দিকে হটিয়ে দিয়ে বললো, "এখান থেকে চলে যাও।"

সাদ তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। গালিচা-কারিগরকে লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ গালাগাল করার পর অফিসারটি সাদকে বললো, "তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ?"

সাদ নিজের ঘোড়াটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে বললো, "আমার জানা ছিল না যে, বনি ইবাদের কবল থেকে মুক্তির পর কর্দোভা নেকড়ের বিচরণ স্থলে পরিণত হয়েছে। তাহলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতাম না।"

সামরিক অফিসারটি ক্রুদ্ধ হয়ে সাদকে পর পর দু'বার বেত্রাঘাত করল। প্রথম আঘাতটি সে হাতের ওপর প্রতিরোধ করল। আর দ্বিতীয়টি ঘোড়াটির মুখের উপর পড়লো। ঘোড়া চীৎকার করে একদিকে ছুটে পালালো। মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘোড়ার জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এদিক-সেদিক হটে গেল। ফটকের কাছাকাছি দাঁড়ানো লোকজনের উপরও ঐ অফিসারটি বেপরোয়া বেত্রাঘাত করতে শুরু করল।

কিছু দূর ছুটে যাবার পর সাদ ঘোড়াটিকে থামাতে সক্ষম হল। খাপ থেকে তরবারী বের করে সে ঘোড়াটির গর্দানে হাত বুলিয়ে ওটাকে শান্ত করল এবং পুনরায় ফটকের দিকে রওনা হল। একটি যুবক এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ ধরে ফেললো এবং বললো, "নির্বোধ হয়ো না, এ সময় খাপবদ্ধ তরবারী সঙ্গে রাখাও বাহাদুরী। তুমি মাত্র একটি নেকড়ে দেখেছো। এ সময় নেকড়ের একটি বিরাট লশকর কর্দোভায় আস্তানা গেড়ে বসেছে।"

সাদ যুবকের দিকে তাকাল। সে এক বার্বারী রাখালের পোশাক পরে ছিল। প্রথম

www.pathagar.com

দৃষ্টিতেই সাদের অন্তর বলে উঠলো, একে আমি নিশ্চয় এর আগে কোথাও দেখেছি।

যুবক মৃদু হাসল। তার হাসিতে একটি পরিচিত চেহারার সুস্পষ্ট ছায়া ভেসে উঠলো। সাদের চার পাশে মানুষ জমা হতে লাগল। যুবক বললো, "যদি তুমি গ্রানাডা থেকে এসে থাক এবং তোমার নাম সাদ বিন আবদুল মুনীম হয়, তাহলে নদীর তীরে তোমার জনৈক বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে কথাবার্তা বলা উচিত হবে না। একটু বিলম্ব করে তুমি আমার পেছনে পেছনে চলে এসো। এ সময় ঐ নির্বোধ অফিসারটির সঙ্গে কোন বিরোধ বাঁধানো সঙ্গত হবে না।"

ততক্ষণে বহু লোক সাদের চারপাশে জমা হয়ে সামরিক অফিসারটির দূর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। সাদ সেদিকে কোন মনোযোগ না দিয়ে তরবারিটি খাপে বন্ধ করে নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল।

ক্রোধের পরিবর্তে সাদের অন্তরে যেন একটি সুসংবাদের প্রত্যাশা জেগে উঠল। নদী তীর থেকে কিছু দূরেই সে যুবকের দেখা পেল এবং লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে যুবকের হাত ধরে বললো, "যদি তোমার পোশাকের মত মুখের রংটিও কৃত্রিম হয়ে থাকে তাহলে আমি এখানেই আমার বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাই।"

যুবক ততক্ষণাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। এ যুবক আর কেউ না, ইদ্রিস বিন আবদুল জব্বার।

সাদ বললো, "তুমি এখানে কী করছ? তোমার মনে কে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, চেহারায় কালি মেখে রাখালের পোশাক পরে তুমি তোমার বন্ধুকে ধোঁকা দিতে পারবে?"

ইদ্রিস বললো, "বাঃ তুমি আমার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছ না! আমি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করার আগে তুমি আমার সম্পর্কে কোন সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারনি।"

৬

নদীর তীরে গিয়ে সাদ একটি গাছের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে দিল এবং ইদ্রিসের সঙ্গে মাটিতে বসে পড়ল। প্রথমে সাদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি আগে বল তোমার আম্মা ও বোন কেমন আছে?"

ইদ্রিস বললো, "আমি কর্দোভা থেকে পালিয়ে আসার সময় তারা ভাল ছিল। তোমার আম্মা ও ভাইয়েরা কেমন?"

"তারা ভালই আছে। আল্লাহর শোকর, গ্রানাডা এখনও এ জাতীয় হাঙ্গামা থেকে নিরাপদ আছে। তুমি কিভাবে পালিয়ে ছিলে?"

এ প্রশ্নের জবাবে ইদ্রিস দীর্ঘ কাহিনী বললো। কাহিনীটি নিম্নরূপ–

www.pathagar.com

আজ থেকে দু'সপ্তাহ আগেই আমি এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলাম। মুতামিদের শাহী তখত উল্টিয়ে দেবার জন্য যারা কর্দোভায় আন্দোলন শুরু করেছিল তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুনাফিক ও ক্ষমতা লোভীদের একটি দল বিদ্রোহীদের গুপ্ত আন্দোলনে শামিল হয়ে যায়। শহরে একদিন আমার এক সহপাঠি বন্ধুর বড় ভাইয়ের বিয়ে ছিল। আমি রাত্রিতে সেখানে দাওয়াত খেতে গিয়েছিলাম এবং ঘটনাচক্রে আমার ফিরতে দেরী হয়ে যায়। অবশ্য আমার বন্ধু ও তার আত্মীয়-স্বজন আমাকে ঐখানে রাত কাটাতে খুবই পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু আমি নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকা পছন্দ করিনি।

মাঝ রাতে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ওয়াদী উল কবীরের পুল পার হয়ে আধ মাইল যেতে না যেতেই আমি অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়াটিকে রাস্তার পাশে সরিয়ে নিয়ে গেলাম। একটি দ্রুতগামী বাগী রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বাগী চলে যাবার পর পরই আমি আরও কয়টি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি ঘোড়া আড়ালে সরিয়ে নিলাম। ইছাবেলার আমির ওমরাহগণের বাগীর সঙ্গে ঘোড়সওয়ার আসাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বাগী ধীরে ধীরে চালানো তাদের মান সম্ভ্রমের জন্য হানিকর বিবেচিত হয়। এজন্য আমি সন্দেহও করতে পারিনি যে, ঘোড়সওয়াররা বাগীর পেছনে ধাওয়া করছে।

আরো এক মাইল যাবার পর দেখতে পেলাম কয়েকজন অশ্বারোহী শহরের দিক থেকে আসছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমি নিজের ঘোড়া একদিকে সরিয়ে নিলাম এবং রাস্তার পাশে কতগুলো গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। একজন অশ্বারোহী তার সাথীদের লক্ষ্য করে বলছিল, "এখন আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়া উচিত।"

তারা চলে যাবার পর আমি পুনরায় সড়কে এলাম এবং দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে এগুতে শুরু করলাম। কিছু দূর যাবার পর দেখতে পেলাম বাগীটি সড়কের নিকটেই একটি গর্তে উল্টানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বাগীর নিকটে গিয়ে মাটিতে দু'টি লাশ দেখতে পেলাম। হঠাৎ বাগীর ভেতর থেকে কাৎরানীর স্বর শুনতে পেয়ে আমি সেদিকে অগ্রসর হলাম এবং বহু কষ্টে বাগী থেকে একজন আহত ব্যক্তিকে বের করতে সমর্থ হলাম। লোকটি ভীষণভাবে আহত ছিল। অন্ধকারে আমি তাকে চিনতে পারিনি। জ্ঞান ফিরে আসতেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম যে, আমি তাকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক। সে ব্যক্তি বললো, "এখন আমার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহলে কর্দোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পার। আমি তোমাকে কর্দোভার কতক লোকের নাম বলে দিচ্ছি। তুমি অতি সত্বর সরকারের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত কর।

www.pathagar.com

গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাত করাই উত্তম। সে একটা নির্বোধ। তবুও নিজের প্রাণ বাঁচানোর গরজে হয়তো বা সে কর্দোভাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে যাবে।"

দুর্বলতা সত্ত্বেও লোকটির গলার স্বর আমার নিকট অপরিচিত মনে হল না। আমি তার কথার মাঝখানে বললাম, "আমার মনে হয় আপনি আবদুর রহমান। আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

সে ব্যক্তি বললো, "না, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত।"

আমি কয়েকবার তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা বললাম। সে ব্যক্তি আমার হাতখানা ধরে তার বুকের ওপর লাগিয়ে দিয়ে বললো, "এদিকে দেখ, আমি তো মাত্র কয়েক দফা শ্বাস গ্রহণের জন্য বেঁচে আছি। মরে যাবার আগে কথাগুলি কারো কাছে বলে যেতে চাচ্ছি।"

একটি ছোরা তার বুকে আমুল বিদ্ধ ছিল। আমি বললাম, "যদি এতেই আপনি শান্তি পান, তাহলে ওয়াদা করছি আমি আপনার অন্তিম ইচছা পূর্ণ করব।"

এর পর সে আমাকে সকল বৃত্তান্ত বললো। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই যে, ঐ ব্যক্তি বিদ্রোহী দলের একজন সদস্য ছিল। রাত্রিতে তাকে বিদ্রোহীদের এক গুপ্ত বৈঠকে যোগদানের জন্য ডাকা হয়। সেখানে এসে সে জানতে পারে যে, তার সঙ্গীগণ ইবনে আক্কাশার মাধ্যমে মামুন জান্নুনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। ইবনে আক্কাশা একজন সওদাগরের বেশে এ বৈঠকে যোগদান করেছিল এবং বৈঠকের আগে দলের অধিক সংখ্যক সদস্য তাকে দলের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

উপস্থিত সকলেই যখন একের পর এক ইবনে আক্কাশার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তখন আবদুর রহমান তাদের সমালোচনা করে বললেন, "তোমরা যদি একজন ডাকাতকে দলের নেতার পদে বরণ করে নাও তাহলে তোমাদের সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক থাকবে না।"

আরও দু'জন লোক তার সমর্থন করল। তাই এ তিনজনকে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হল। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে সভাস্থল থেকে বের হয়ে আসে। দুষ্কৃতিকারীদের একটি দল বাইরে দাঁড়িয়ে ইবনে আক্কাশার হুকুমের প্রতীক্ষা করছিল। তারা এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুবক দু'জন খাপ থেকে তরবারী বের করে লড়াই শুরু করে দিল।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আবদুর রহমান ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হয়। সদর রাস্তায় তার বাগী দাঁড়ানো ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে বাগীতে আরোহণ করল। ইবনে আক্কাশার অনুসারী দল তার পশ্চাদ্ধাবন করল, কিন্তু আব্দুর রহমান অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে জোহরা প্রাসাদের সামান্য দূরে এসে তারা তাকে ঘেরাও করতে সমর্থ হয় এবং তার কোচমান ও ভৃত্যকে হত্যা করে। তারা আবদুর রহমানকেও মারাত্মকভাবে আহত করেছিল। সে মারা যায়নি, কিন্তু আক্রমণকারী দল তাকে মৃত মনে করেই ফেলে চলে

www.pathagar.com

যায়।

এসব বিবরণ শুনার পর আমি তাকে বললাম, "যদি আপনি এ বিষয় সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করার ভার আমাকে দিতে চান, তাহলে আমি তা করব। কিন্তু এখন আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আপনাকে বাড়ি পৌছে দেয়া।"

কিন্তু তিনি বললেন, "তুমি প্রথম সে সব লোকদের নাম শুনে নাও যারা কর্দোভাকে ইবনে আক্কাশা ও মামুনের নিকট বিক্রি করতে ইচ্ছুক। যদি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহলে কর্দোভা নেকড়েদের শিকার স্থলে পরিণত হবে। আমি বণী ইবাদের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু তবুও আমি যদি জীবিত থাকি, তাহলে এ জঘণ্য দুশমনদের ভয়ংকর জুলুম থেকে কর্দোভাকে নিরাপদ রাখার জন্য বনি ইবাদের ঝান্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়াই করা নিজের জন্য সৌভাগ্য বিবেচনা করবো।"

তারপর তিনি আমাকে কর্দোভার প্রায় বিশজন লোকের নাম বললেন। এদের বেশীর ভাগই ছিল কর্দোভার প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, আমির-ওমরাহ্। সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অনেক কর্মকর্তাও এদের মধ্যে শামিল ছিল।

তারপর আমি আবদুর রহমানকে আমার ঘোড়ায় তুলে নেই। তার বাড়িও আমাদের বাড়ি থেকে দূরে ছিল না। পথে কখনও কখনও তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন আবার হুশ ফিরে এলে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিতেন। আমি যখন তাকে তার বাড়ি পৌছে দিই তখন তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলেন। মনে করেছিলাম তার জিন্দেগীর সফর সমাপ্ত হয়ে এসেছে। আমি নামগুলো ভুলে যাবার আশংকা করছিলাম। তাই বাড়িতে পৌছে দেবার পরপরই সংক্ষেপে তার স্ত্রী, মা ও ভৃত্যদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে একখানা কাগজে নামগুলো লিখে নেই।

কয়েকটি নাম সম্পর্কে আমি কিছুটা সন্দিগ্ধ ছিলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় তার সংজ্ঞা ফিরে এলে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন "সাবধান! তোমার ওয়াদা অবশ্য পুরা করবে। নামগুলি লিখে নাও।"

আমি আমার তালিকার সবগুলো নাম তাকে পড়ে শুনালাম। তিনি তিনটি নাম সংশোধন করলেন এবং আরও আটটি নাম যোগ করলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি এখানে থাক?"

আমি জবাবে বললাম, "সামান্য দূরেই আমার বাড়ি, আমি আবদুল জব্বারের পুত্র।"

তিনি বললেন, "তুমি একজন বীর পুরুষের ছেলে। এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

ফজরের নামাযের কিছু আগে আবদুর রহমান প্রাণত্যাগ করলেন। আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে কর্দোভার গভর্নরের নামে লিখিত একখানা পত্রে সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করলাম। তারপর দুপুর বেলা পর্যন্ত গভর্নর ভবনের চারদিকে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করার কোন উপায় বের করতে পারলাম না। অপরাহ্নে আমি জোহরা প্রাসাদের

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়কের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হলাম। সে আমাকে বললো, "তোমার বক্তব্য লিখিতভাবে জমা দিয়ে যাও এবং জবাবের প্রতীক্ষা কর।"

আমি তৎক্ষণাৎ চিঠিখানা তত্ত্বাবধায়ককে দিয়ে বললাম, "আজই যদি আপনি এটা গভর্নরের নিকট পেশ করতে পারেন তাহলে হয়তো বা কর্দোভাকে রক্ষা করা যেতে পারে।"

সন্ধ্যার সময় কোতওয়ালের ছেলে আমাদের বাড়ি এল। সে আমার সহপাঠি। সে আমাকে বললো, "আব্বা তোমাকে আমাদের বাড়ি যাবার জন্য ডেকেছেন।"

আমি তার সঙ্গে কোতওয়ালের বাড়ি পৌঁছলাম। তিনি আমার পিতাকে জানতেন। আমাকে দেখে বললেন, "ইদ্রিস, তুমি নিশ্চয় কোন নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছো। কিছুক্ষণ আগে আমি গভর্নরের নিকট থেকে এক আদেশ পেয়েছি। ঐ আদেশ নামায় তোমাকে গ্রেপ্তার করে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কারাগারের কোন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে একাকী বন্দী করে রাখার নির্দেশ রয়েছে। এ আদেশের অর্থ তুমি বুঝ?"

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, "আপনি ঠাট্টা করছেন।"

তিনি বললেন, "আমি ঠাট্টা করছি না। দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বন্দী রাখার অর্থ হচ্ছে বিনা বিচারে আটক। হয়তো চিরকালের জন্য তোমাকে কারাগারের এমন কোন কামরায় আটক করা হবে যেখান থেকে তোমার কোন ফরিয়াদ কারো কানে পৌঁছবে না। এখন বল, তুমি কি অপরাধ করেছো?"

আমি তাকে সকল বৃত্তান্ত বললাম। কোতওয়াল নির্বাক বিস্ময়ে আমার কথা শুনলেন ও কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি বললেন, "ঐ লোকগুলোর নাম আমাকে বলতো!"

একটি কাগজের টুকরায় লিখিত নামের তালিকাটি তখনও আমার পকেটে ছিল। আমি সবগুলো নাম তাকে পড়ে শুনালাম।

কোতওয়াল একটি নাম শুনে চমকে উঠলেন এবং বললেন, "আহমক! তুমি তো দেখছি ক্ষুধার্ত কুমীরে ভরা পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছ! তুমি লক্ষ্য করনি যে, যাদের বিরুদ্ধে তুমি এ অভিযোগ পেশ করছো তাদের মধ্যে জোহরার তত্ত্বাবধায়কের ভাইও শামিল রয়েছে!

তত্ত্বাবধায়ক অবশ্য তোমার চিঠি পড়েছে এবং তার পক্ষে গভর্নরকে দিয়ে তোমার গ্রেপ্তারীর আদেশ স্বাক্ষর করানো কিছুমাত্র কঠিন নয়। এমতাবস্থায় তোমার গ্রেপ্তারী মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর হবে। তালিকার অন্যান্য লোকদের মধ্যেও বেশীর ভাগই গভর্নরের উপর অত্যন্ত প্রভাবশীল। গভর্নরকে তাদের হাতের ক্রীড়নক বললেও চলে।"

বললাম, "আমাকে একবার গভর্নরের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তাকে বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হবো।"

তিনি বললেন, "বোকা ছেলে! তুমি কি মনে কর, ওরা তোমাকে গভর্নরের কাছে পৌঁছতে দেবে? আর যদি কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছে যেতেই পারো তাহলেও কি তাদের

www.pathagar.com

কথা না শুনে গভর্নর তোমার কথা শুনবেন?

তোমার জন্য এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে। আর তা হচ্ছে, তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। যদি তুমি কর্দোভাকে রক্ষা করতে চাও তাহলে তুমি সোজা ইছাবেলা যাও এবং মুতামিদকে সব বৃত্তান্ত জানাও। তাঁর নিকট পৌঁছতে অক্ষম হলে তাঁর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা কর। মসজিদের খতিবগণের সঙ্গে সাক্ষাত কর অথবা চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ কর। কেউ না কেউ তোমার কথা অবশ্যই শুনবে। তোমার কথা কেউ যদি নাও শুনে তথাপি নিজেকে তো রক্ষা করতে পারবে। এখানে আজ সন্ধ্যা নাগাদ আমি যদি তোমাকে গ্রেপ্তার না করি তাহলে আমাকে বরখাস্ত করে অন্য কোতওয়ালকে দিয়ে একাজ করানো হবে।

জোহরার তত্ত্বাবধায়ক আমাকে বলেছিলেন, তোমাকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাকে জানানো হয়। এতক্ষণে সে নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। তোমার বাড়ি হয়তো এ সময়ের মধ্যে ঘেরাও করা হয়ে গেছে। এখন কথা বলার সময় নেই। শহর থেকে তিন মাইল দূরে ইছাবেলাগামী সড়কে একটি সরাইখানা আছে। তুমি ওখানে পৌঁছে অপেক্ষা করো। এশার নামাযের পর আমি তোমার জন্য ঘোড়া এবং খরচপত্র ছাড়াও মুতামিদের নামে লিখিত একখানা চিঠি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তুমি তাকে অবশ্যই একথা বলবে যে, আমার সহায়তার দরুণই তুমি ইছাবেলা চলে যেতে সক্ষম হলে। তুমি এখন আর বাড়ি যেতে পারবে না। তোমার আম্মাকে আমি সব ঘটনা জানিয়ে দেবো।"

কোতওয়ালের ছেলে আমাকে সরাইখানায় রেখে চলে গেল। এশার নামাযের পর কোতওয়ালের একজন ভৃত্য আমার জন্য ঘোড়া, কয়েকটি দীনার এবং কোতওয়ালের চিঠি নিয়ে এলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে ইছাবেলা রওনা হয়ে গেলাম।"

ইছাবেলার শাহী প্রাসাদে ভোজন উৎসব চলছিল। কবি, গায়ক ও বহুরূপীতে মজলিশ ছিল পূর্ণ। দশদিন যাবত নানা প্রকার নির্যাতন ভোগ করার পর এক মসজিদের খতিব সাহেবের চেষ্টায় মুতামিদের দরবারে পৌঁছার সৌভাগ্য হল। কিন্তু যে সময় আমি দরবারে খাড়া হয়ে এসব বৃত্তান্ত বলছিলাম ঠিক সে সময় কর্দোভা থেকে জনৈক সংবাদ বাহক এসে জানাল যে মুতামিদের পুত্র নিহত হয়েছে এবং ইবনে আক্কাশা কর্দোভা দখল করে নিয়েছে।

মুতামিদ এ খবর শুনে সর্ব প্রথমে হুকুম জারী করলেন, "যে সব প্রহরী ও অফিসার এতদিন যাবৎ এ যুবককে আমার কাছে পৌঁছতে দেয়নি তাদের গ্রেপ্তার কর।"

তিনি ইছাবেলায় আমার বসবাসের ব্যবস্থা করার নির্দেশও দিলেন। আমি এখন আমার মা ও বোনের খোঁজ-খবর জানতে এসেছি। আমি জানি যে, ইবনে আক্কাশার লোকেরা তন্ন তন্ন করে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি খুব ভোরে এখানে পৌঁছেছিলাম। শহরের তুলনায় মদিনাতুজ-জোহরায় অধিকতর কড়া পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই, আমার পক্ষে সেখানে পৌঁছার চেষ্টা করা

www.pathagar.com

বিপজ্জনক। কারণ, ঐ এলাকার অনেকেই আমাকে চেনে। তাই আমি মনে করলাম, কর্দোভায় পৌছে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের নিকট থেকে আমার বাড়ির অবস্থা জেনে নিই। আম্মা আমার বোনকে সঙ্গে নিয়ে শহরের মামার কাছে হয়তো পৌছে থাকবেন।

ফল, শাকশব্জি, তরী-তরকারী, জ্বালানী ও গৃহপালিত পশুর জন্য ঘাস ইত্যাদি যারা বিক্রি করতে আসে তাদের খুব ভোরে কর্দোভার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। আমি একজন কাঠুরিয়ার পোশাকে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

এখান থেকে কিছু দূরে ইছাবেলাগামী সড়কের পাশে এক বস্তিতে আমি আমার ঘোড়া রেখে এসেছি। সেখানের জনৈক চাষী কিছুদিন আগে আমাদের বাগানে মালির কাজ করতো। আমি এ পোশাক ওখানে পরিধান করে নিয়েছি। শহর থেকে যারা বের হয়ে আসে তাদের মধ্যে পরিচিত কোন লোক পেলে আম্মার ও বোনের খবর জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যেই আমি ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখন তুমি বল, তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি?"

সাদ বললো, "আমি আব্বাজানের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, বিদ্রোহী দল হয়তো সর্বাগ্রে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু অবস্থা দেখে এখন অনুভব করছি যে, আব্বা ইবনে-আক্কাশার আনুগত্য স্বীকার করে মুক্ত হওয়ার চাইতে কারাবাসই অধিক পছন্দ করবেন আর তোমার কাহিনী শোনার পর আমার অভিমত হচ্ছে এই যে, শহরে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করা তোমার জন্য কিছুতেই সঙ্গত নয়।

তুমি যে উদ্দেশ্যে বিপদের ঝুঁকি নিতে চাচ্ছ, সে কাজ আমি অতি সহজেই করে আসতে পারব। যদি তুমি তোমার আম্মা ও বোনকে ইছাবেলা নিয়ে যেতে চাও তাহলে আমি তাদের তোমার নিকট পৌছে দেবো। আমার জন্য শুধু শহরে প্রবেশ করার সমস্যা। ভেতরে যেতে পারলে সর্বত্রই অবাধে চলাফেরা করতে পারবো। কিন্তু তোমার জন্য কর্দোভার কোন জায়গাই নিরাপদ নয়। ওরা নিশ্চয় তোমার অনুসন্ধান করছে। মদীনাতুজ-জোহরায় তোমাদের বাড়ি এবং কর্দোভায় তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের বাসস্থানে নিশ্চয় পাহারা দেওয়া হচ্ছে। মা ও বোনের সাহায্য করার পরিবর্তে তুমি উল্টা তাদের বিপদগ্রস্ত করবে।"

ইদ্রিস কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, "যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আমি অনাবশ্যক নিজেকে বিপদগ্রস্ত করতে চাই না।"

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ইদ্রিস ও সাদ নদী তীরে নামায আদায় করলো। তারপর বস্তির দিকে রওনা হয়ে গেল। তারা ঐ চাষীর ঘরেই রাত কাটাল। খুব ভোরে সাদ নিজের ঘোড়া ওখানে রেখে একটি গাধার পিঠে জ্বালানী কাঠ বোঝাই করে শহর অভিমুখে রওনা হল।

তাকে বিদায় দিতে গিয়ে ইদ্রিস তার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "সাদ, আমি কখনো এমন সুদর্শন কাঠুরিয়া দেখিনি। তোমাকে একজন সৈনিক বলে মনে হচ্ছে। আমার তো ভয় হচ্ছে যে, তুমি প্রহরীদের চোখে ধোঁকা দিতে পারবে না।"

সাদ বললো, "নিশ্চিন্ত থাক। প্রহরীরা তোমার চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকাবে না।"

www.pathagar.com

৭

আলমাস আস্তাবলের সামনে একটি কাঠের তক্তায় বসে কোন বিষয়ে গভীর চিন্তা মগ্ন ছিল। হঠাৎ পেছন দিকে কে একজন উচ্চস্বরে হাঁক দিল, "জ্বালানী কাঠ চাই।"

আলমাস চমকে পেছন ফিরে যুবক কাঠুরিয়াকে লক্ষ্য করে বললো, "চলে যাও, আমাদের জ্বালানী কাঠের কোন দরকার নেই।"

হঠাৎ জ্বালানী কাঠের ভারবাহী গাধাটির দিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। গাধাটি ততক্ষণে আস্তাবলের সামনে এসে ঘাস খেতে শুরু করেছে। আলমাস রেগে আগুন হয়ে গেল এবং কাঠুরিয়ার হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে গাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গাধা মার খেয়ে বাগিচার দিকে চলে গেল। কাঠুরিয়া এগিয়ে আলমাসের হাত ধরে বললো, "আলমাস চাচা! এটা অন্যের গাধা!"

ক্রুদ্ধ আলমাস নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু কাঠুরিয়ার বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলনা। এবার আলমাস কাঠুরিয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রোধ খুশীতে পরিণত হল। সে কাঠুরিয়াকে বুকে চেপে ধরে বলল, "সাদ, তুমি!"

সাদ বললো, "সর্বপ্রথম আমাকে আব্বাজানের খবর বলো।"

আলমাস দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, "তাঁর কোন খবর পাইনি। আজ পর্যন্ত তাঁর কোন সঙ্গীই মুক্তি পায়নি।"

আলমাস সাদকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সমবেত হতে দেখে সে সাদের হাত ধরে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "যদি কোন বিপজ্জনক বিষয় থেকে থাকে, তা' হলে তোমার পক্ষে এ জায়গায় দাঁড়ানো ঠিক নয়।"

বাড়ির ভেতরে একটি কামরায় সাদকে বসিয়ে আলমাস বলল, "একটু অপেক্ষা কর। আমি ভৃত্যদের কিছু জরুরী কথা বলে আসি।"

সাদ বলল, "চাচা ভয় পেও না। শহরে প্রবেশ করার জন্য আমার এ পোশাক দরকার ছিল। এখন আমার জন্য একজন শিক্ষার্থীর পোশাক সংগ্রহ কর। আমি জরুরী কাজে শহরে যেতে চাই।"

আলমাস বলল, "মনিব সম্পর্কে আমি তার সকল বন্ধুদের সঙ্গেই আলাপ করেছি। তারা বলেন যে, ইবনে আক্কাশা কয়েদীদের মুক্তি দানের আগে টলেডোর শাসক মামুনের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাবে। মামুন হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে

www.pathagar.com

যেতে পারে।"

"কিন্তু তোমার কি মনে হয় কর্দোভাবাসী মামুনের গোলামী কবুল করে নেবে?"

আলমাস উত্তর দিল, "কর্দোভাবাসী এখন একটি বকরীর পালে পরিণত হয়েছে। যার হাতে লাঠি রয়েছে, সে যেদিক ইচ্ছা তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ওমরাহদের একদল তাদেরকে একবার ইছাবেলার শাসকের নিকট বিক্রি করেছে। এরপর অপর একদল ওমরাহ এ বকরীর পালটিকে টলেডোর শাসকদের হাতে বিক্রি করেছে।

ইবনে আক্কাশা যে রাত্রিতে গভর্নরের মহল দখল করেছিল সে রাত্রিতে আমি বড় খুশী হয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল কর্দোভাবাসীকে ইছাবেলার গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তায়ালাই এ ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পরের দিনই জানতে পারলাম যে, সে কর্দোভার প্রভাবশালী নাগরিকদের নিকট থেকে মামুনের জন্য আনুগত্যের শপথ নিচ্ছে। যারা এ শপথ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদের ফাঁসী অথবা কারাদন্ড দেয়া হচ্ছে।

এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে শহরে বাইরের লোক প্রবেশ করছিল। কর্দোভার আজাদী সংগ্রামে এরা অংশ গ্রহণ করবে বলে মনে করে কর্দোভাবাসী এসব বহিরাগতদের নিজ নিজ ঘরে স্থান দেয়। কিন্তু এরা ছিল মামুনের সৈন্য। আমি নিজেও চারদিন যাবত এ বাড়িতে পনের জন লোককে লুকিয়ে থাকার জন্য আশ্রয় দিয়েছিলাম।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি ইদ্রিসের বাড়ি সম্পর্কে কোন খবর জান?"

আলমাস জবাব দিল, "আমি নিজেই সে বিষয়ে তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম। বিপ্লবের কয়েকদিন আগেই ইদ্রিস গায়েব হয়ে যায়। পুলিশ কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে খুব তালাশ করতে থাকে। শহরের যে সব ওমরাহ ইবনে আক্কাশার সমর্থক তারা ইবাদের সিপাইদের চাইতেও অধিকতর তৎপর হয়ে ইদ্রিসের খোঁজ করছিল।

আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবছি যে, সে এক সঙ্গে ইছাবেলার শাসক ও কর্দোভার প্রভাবশালী লোকদের দুশমন হয়ে গেল কি অপরাধ করে! শহরে তার প্রতিটি আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তল্লাশী করা হয়েছে। সে তীরন্দাজী শেখার জন্য কখনও কখনও আমার নিকট আসতো। এজন্য এ বাড়িতেও তল্লাশী চালানো হয়েছিল। তার মামা, তার মা ও বোনকে মদীনাতুজ-জোহরা থেকে শহরে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের গৃহত্যাগ করার অনুমতি দেয়া হয়নি।

আমি মনে করেছিলাম এ বিপ্লবের পর তাদের প্রতি ইবনে আক্কাশা ভাল ব্যবহার করবে। কিন্তু কাল তার মামার সঙ্গে মসজিদে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন যে, ইদ্রিসের বাড়িতে ইবনে আক্কাশার পুলিশ আরও কড়াকড়িভাবে পাহারা দিচ্ছে। ইদ্রিসের বার বছর বয়স্ক মামাতো ভাই ইদ্রিসের মা ও বোনকে দেখতে গিয়েছিল। সিপাইদের সন্দেহ হয় যে, সে নিশ্চয়ই ইদ্রিসের খবর নিয়ে এসেছে। তাই তার নিকট থেকে ইদ্রিসের সন্ধান জেনে নেবার জন্য তাকে খুব নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করেছে। অথচ সে বেচারা

www.pathagar.com

ইদ্রিসের কোন খবরই জানে না।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, "তার মা ও বোনের সঙ্গে কেউ কোন কঠোর ব্যবহার করেনি তো?"

"ইছাবেলার শাসকগণ তো পুলিশকে কখনো মহিলাদের উপর হাত উঠাতে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু এখন এক ডাকাতের হাতে শাসন ক্ষমতা। সবকিছুই সম্ভব।"

সাদ বললো, "আমি তাদের খুব তাড়াতাড়ি ইদ্রিসের নিকট পৌঁছাতে চাই। সে শহরের বাইরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"সে কবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে?"

"গতকাল।"

"তুমি কি জিজ্ঞেস করেছিলে, সে কি অপরাধ করেছে?"

"সে যথা সময়ে শাসকবর্গকে ইবনে আক্কাশার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা করেছিল।"

আলমাস আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো, "তা' হলে ইছাবেলার প্রশাসকগণও তাকে গ্রেপ্তার করতে চাচ্ছে কেন?"

এ প্রশ্নের জবাবে সাদ আলমাসকে সংক্ষেপে ইদ্রিসের পলায়ন সম্পর্কিত বৃত্তান্ত বর্ণনা করল।

৮

রাত্রিতে ইদ্রিসের বোন মায়মুনা একটি চেয়ারে বসে প্রদীপের আলোকে একখানা বই পড়ছিল। তার মা অন্য কামরায় এশার নামায শেষে নিত্যকার অভ্যাস মাফিক ওজিফা পড়ছিলেন। এমন সময় কে যেন দরজায় মৃদু করাঘাত করল।

মায়মুনা প্রথমে চমকে উঠল। তারপর বালিশের নীচে লুকানো খঞ্জরখানা টেনে হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার খিল ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। মায়মুনা দরজার সঙ্গে কান লাগিয়ে রইল। দরজায় আবার করাঘাত হল। মায়মুনা স্পষ্ট অথচ নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

বাইরে থেকে নিম্নস্বরে জবাব এল, "ভয় পেও না, আমি সাদ। ইদ্রিসের খবর নিয়ে এসেছি।"

ততক্ষণে মায়মুনার মা সামনের কামরা থেকে বের হয়ে এসে মায়মুনার পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিছুটা ভয়ার্ত স্বরে তিনি বললেন, "কি হয়েছে, মায়মুনা?"

মায়মনার পরিবর্তে বাইরে থেকে সাদ বললো, "আমি সাদ বিন আবদুল মুনীম।

www.pathagar.com

ইদ্রিস আমাকে আপনাদের নিকট পাঠিয়েছেন।"

মায়মুনার আম্মা মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর দরজা খুলে দিলেন। সাদ ভেতরে প্রবেশ করল। সে একজন সৈনিকের পোশাক পরিহিত ছিল। মায়মুনা ও তার আম্মা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় তার দিকে তাকিয়েছিল। সাদ তার জেব থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে ইদ্রিসের মায়ের হাতে দিয়ে বললো, "আমার আশংকা ছিল যে, আপনারা হয়তোবা আমাকে চিনতে পারবেন না। এ জন্য আমি ইদ্রিসের হাতের লেখা চিঠি নিয়ে এসেছি।"

ইদ্রিসের মা দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রদীপের নিকট বসে চিঠি পড়তে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ বাড়ির এক কোণ থেকে একটি ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল এবং নারী কণ্ঠে "মায়মুনা! মায়মুনা!" শব্দ দু'টি কানে এল।

মায়মুনা ভয় পেয়ে তার মায়ের দিকে তাকাল। বারান্দায় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মায়মুনার মাও কিছুটা ভীতা হয়ে বললেন, "বাবা তুমি পেছনের ঐ কামরাটিতে লুকাও গিয়ে। এটা আমাদের নতুন চাকরাণী। জোহরার তত্বাবধায়ক একে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এখানে নিয়োগ করেছে।"

সাদ তাড়াতাড়ি পেছন দিকের একটি কামরায় আত্মগোপন করল। মায়ের ইঙ্গিতে মায়মুনা বিছানায় শুয়ে পড়ল আর মা তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরাটি বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখলেন।

চাকরাণী দরজার কাছে এসে বললো, "এখন কি বাইরে থেকে কেউ এদিকে এসেছে?"

"এত রাত্রিতে কে আসতে পারে?"

"একটু আগে আমি যেন দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।"

"মায়মুনা কামরার দরজা খুলেছিল। আমি বন্ধ করে দিয়েছি।"

"আমার মনে হয়েছিলো এখানে কেউ কথা বলছে।"

"আমি মায়মুনার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম।"

"না, আপনার আওয়াজতো এতদূরে যেতে পারে না। কেউ যেন বারান্দায় কথা বলছিল।"

ইদ্রিসের মা দরজা খুলে বারান্দার দিকে উঁকি মেরে বললেন, "তোমার ভুল ধারণা হয়েছে। ওদিকে দেউড়িতে চাকর বাকরেরা হয়ত কথাবার্তা বলছে।"

চাকরাণী ভেতরের দিকে উঁকি মেরে বললো, "কি মায়মুনা? তুমি কি কোন আওয়াজ শুননি?"

মায়মুনা কিছুটা বিরক্তির সুরে বললো, "তোমার কান দু'টো কোন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নাও গে, যাও।"

ইদ্রিসের মায়ের সন্ত্রস্তভাবের দরুণ চাকরাণীর মনে যে সন্দেহ জেগেছিল, মায়মুনার আত্মপ্রত্যয় তা দূর করে দিল। চাকরাণী বিড় বিড় করতে করতে নীচে নেমে গেল।

www.pathagar.com

ইদ্রিসের মা পুনরায় দরজা বন্ধ করলেন এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে চাকরাণীর ফিরে যাবার পদশব্দ লক্ষ্য করতে লাগলেন। অবশেষে যখন চাকরাণীর শোবার কামরায় দরজা খোলা ও বন্ধের আওয়াজ শোনা গেল, তখন তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সাদ পেছনের কামরা থেকে বের হয়ে এল। ইদ্রিসের আম্মা মায়মুনাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমার এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সঙ্গত হয়নি। যদি চাকরাণী অন্যান্য ভৃত্যদের ডেকে তল্লাশী করতো, তা' হলে অবস্থা কি দাঁড়াতো?"

মায়মুনা বললো, "তা' হলে আমি ওর বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিতাম।"

সাদ বললো, "আমার বিশ্বাস মায়মুনার আচরণ যদি অন্য ধরনের হত, তা' হলে চাকরাণীর মন থেকে সন্দেহ শীগগির দূর হতো না।"

"বাবা! তুমি ওকে জান না। শোবার আগে ও নিশ্চয়ই ভৃত্যদের সতর্ক থাকতে বলবে। আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক নয়। আমি তো এটা ভেবেই অবাক হচ্ছি যে, তুমি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে কি করে?"

সাদ জবাবে বললো, "আমি বাগানের দিক দিয়ে দেয়াল টপকে এসেছি।"

মায়মুনার মায়ের প্রশ্নের জবাবে সাদ সংক্ষেপে ইদ্রিসের সঙ্গে তার সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণনা করল। শেষে সে যখন তাদেরকে এ বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললো, তখন মায়মুনার মা বললেন, "বাবা! তোমার বোধ হয় জানা নেই যে, আমাদের সকল পুরাতন ভৃত্যদের বিদেয় করে দেয়া হয়েছে। দেউড়ীতে এখন যে, দু' জন ভৃত্য রয়েছে তারা পুলিশেরই লোক। এ চাকরাণীটিও তাদেরই দলের।

পরশু আমার ভাই-পো আমাদের দেখে যাবার জন্য এসেছিল। এরা এ খবর পুলিশকে জানিয়ে দেয়। পুলিশ তাকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। তারপর তার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হয়েছে তাও আমার জানা নেই।"

সাদ বললো, "আমি জানতে পেরেছি যে, তাকে খুব মারপিট করে ইদ্রিসের সন্ধান জেনে নিতে ওরা চেষ্টা করেছে। এখন সে নিজ বাড়িতে আছে।"

"এ অবস্থায় তুমি নিজেই বিবেচনা করে দেখো, আমরা কিভাবে বের হতে পারি?"

"আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করেই এসেছি।"

মায়মুনার আম্মা বললেন, "আমার ভয় হয়, আমাদের জন্য ইদ্রিস গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারে। যদি তুমি তাকে ইছাবেলা ফিরে যেতে বলতে, তা' হলে অবস্থা স্বাভাবিক হলেই আমরা সেখানে রওনা হয়ে যেতাম।"

সাদ বললো, "সে কর্দোভার বাইরে একটি নিরাপদ জায়গায় রয়েছে। আপনি তার জন্য মোটেই চিন্তা করবেন না। আমি অল্প সময়ের জন্য বাইরে যাচ্ছি। আপনারা ততক্ষণে তৈরী হয়ে যান।"

মায়মুনা কিছুটা উদ্বেগের স্বরে বললো, "আপনি দেউড়িতে প্রহরীদের সঙ্গে কোন

www.pathagar.com

সংঘর্ষ বাঁধাবার চেষ্টা করবেন না। তারা দু'জন, তা' ছাড়া টহলদারী সিপাইগণও তাদের সাহায্য করতে আসতে পারে।"

সাদ উত্তর দিল, "আজ আমি লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। তবুও যদি লড়াই হয়ে যায় তা' হলে আমি একা নই।"

সাদ দ্বিতীয় কামরায় পৌঁছে আস্তে দরজা খুলল এবং নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। মা-মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৯

অল্প সময়ের মধ্যে মায়মুনা ও তার মা সফরের জন্য তৈরী হয়ে শয়নের কামরায় বসে সাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। মায়মুনার মা অলংকারাদি ছাড়াও কয়েকটি কাপড় একটি ছোট পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়েছিলেন। মায়মুনা বালিশের নীচ থেকে ইদ্রিসের চিঠি বের করে বললো, "আম্মা দেখুন, এটা এখানে এভাবে রেখে চলে গেলে ভীষণ ক্ষতি হতে পারতো।"

মা চিঠিখানা হাতে নিয়ে প্রদীপের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। বললেন, "আল্লাহর শোকর করছি যে, তুমি এটা খেয়াল করেছ। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।"

আরও কিছু সময় কেটে যাবার পর তারা দেউড়ীর কাছে কিছু গোলমাল শুনতে পেল। মায়মুনা খঞ্জর হাতে বলল, "আম্মা ও তো লড়াই করছে বলে মনে হয়।"

মায়মুনা বের হয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই তার মা এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, "দাঁড়াও, এ ধরণের অবস্থায় আমাদের সামান্য ভুল মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। মায়মুনাকে পেছনে হটিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু দেউড়ীর দিক থেকে এখন কোন আওয়াজই আসছিল না।

হঠাৎ চাকরাণীটি 'মায়মুনা' -'মায়মুনা' বলে ডাকতে ডাকতে কামরা থেকে বের হয়ে এল।

মায়মুনা আম্মাকে দরজা থেকে এক পাশে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আম্মা, ওকে ভেতরে আসতে দিন। অন্যথায় ও গোলমাল করবে।"

কামরার নিকটে এসে চাকরাণী আবার বলল, "মায়মুনা! কিসের গোলমাল ছিল ওটা? মায়মুনা কথা বলছ না কেন? দরজা খোল!"

"দরজা খোলাই রয়েছে। কিন্তু তুমি কি চাও?"

চাকরাণী ভেতরে এসে বললো, "তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। ইদ্রিস একটু আগে এখানে এসেছে এবং তোমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছ।"

মায়মুনা হঠাৎ খঞ্জরটি চাকরাণীর বুকের কাছে সোজা করে ধরল। চাকরাণী ভীতা হয়ে

www.pathagar.com

পেছনে হটে যাবার চেষ্টা করলে মায়মুনা এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললো, "চীৎকার করো না, কথার অবাধ্য হলে খঞ্জর সোজা তোমার পেটে ঢুকে যাবে।"

"না, না আমি তোমাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার তো করিনি। দেখ, এ খঞ্জরটি খুব ধারাল। এ ধরনের ঠাট্টা ভাল নয়। বেগম, আপনি ওকে নিষেধ করুন।"

"দেখ, আমি বলছি, গোলমাল করো না। যদি প্রাণের মায়া থাকে তবে সোজা ঐ কামরায় চলে যাও। অন্যথায়..." মায়মুনা খঞ্জরটি সামান্য সামনের দিকে বাড়াল।

চাকরাণী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কামরার মধ্যে চলে গেল। মায়মুনা এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং শিকল টেনে বাইরে থেকে কপাট আটকে দিতে দিতে বললো, "দুশ্চরিত্র ও মুনাফিকেরা সব সময় ভীতু হয়। যদি তুমি ভেতর থেকে চীৎকার অথবা গোলমাল কর তা' হলে এ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমরা বের হয়ে যাবো।"

উঠানে সাদকে অন্য কারো সাথে কথা বলতে শুনে মায়মুনা ও তার মা বের হয়ে এলো। সাদ তখন মুখোশ পরেছিল। অপর একজন মুখোশধারী তার পেছনে একটি মানুষকে কাঁধে করে নিয়ে আসছিল। নিকটে এসে সাদ বললো, "মায়মুনা, তোমাদের চাকরাণীটি কোন কামরায়?"

মায়মুনা বললো, "আমি তাকে একটা কুঠরিতে বন্ধ করে রেখেছি।"

"খুব ভাল করেছ। এখন তোমাদের চাকরদের জন্যও একটি কামরা দরকার।"

"ওদের জন্য আমাদের গোসলখানাটিই উত্তম হবে।"

"বেশ, তুমি পথ দেখাও।"

মায়মুনা প্রদীপ হাতে নিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে গেল। বলিষ্ঠদেহী মুখোশধারী রশিতে শক্ত করে বাঁধা চাকরটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে গোসলখানায় নিক্ষেপ করল। তার মুখের ভেতরে কাপড় গুজে দেয়া ছিল।

চাকরের এ দু'রবস্থা দেখে মায়মুনার খুব হাসি পাচ্ছিল। সাদ বললো, "এবার দ্বিতীয়টিকেও নিয়ে এসো।"

অল্পক্ষণের মধ্যে সাদের সঙ্গী দ্বিতীয় চাকরটিকেও ঐ অবস্থায় গোসলখানায় পৌঁছে দিল। গোছলখানার দরজা বন্ধ করার পর সাদ চাকরাণীটির দিকে মনোযোগী হল। কুঠুরির দরজা খুলে সে বললো, "দেখ, তুমি নারী। তাই তোমার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার সঙ্গত নয়। কিন্তু তুমি যদি চীৎকার করার চেষ্টা কর তা' হলে তোমাকে গলা টিপে হত্যা করা হবে।"

মায়মুনা বললো, "আপনি ওর জন্য চিন্তা করবেন না। যদি সে গোলমাল করে তা' হলে আমি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবো।"

সাদ কুঠুরির দরজা বন্ধ করে চাকরাণীকে শোনানোর জন্য উচ্চ স্বরে বললো, "এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ুন। এ কুঠুরিতে পাহারা দেবার জন্য মাত্র একজন জেগে থাকলেই চলবে।"

www.pathagar.com

১০

সাদের সঙ্গী ছিল আলমাস। মধ্য রাত্রিতে সে মায়মুনা ও তার মায়ের সঙ্গে নিঃশব্দে হেঁটে বাড়ির আঙ্গিনা পার হয়ে দেউড়ীতে পৌছল। সাদ দেউড়ীর দরজা খুলে এদিক ওদিক দেখে নিল। রাস্তায় কিছু দূরে কয়েকজন মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে তাড়াতাড়ি দেউড়ীর ভিতরে চলে এলো।

আলমাস বললো, "বাড়ির পেছন দিক দিয়ে দেয়াল টপকে বাগানের ভেতর দিয়ে গেলেই ভাল হত।"

"দাঁড়াও।" বলে সাদ দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে লাগল।

পায়ের শব্দ কাছে আসতেই আলমাস বললো, "দরজা বন্ধ করে দাও। মনে হচ্ছে ওরা টহলদার সিপাই।"

সাদ একটু থেমে দরজা বন্ধ করলো। টহলদারী দল চলে যাবার পর সে দরজা খুলে বাইরের দিকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললো, "এখন তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসো।"

কিছুদূর যাবার পর তারা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটি বাগানে প্রবেশ করলো। সাদ বললো, "চাচা তুমি পথ দেখিয়ে চল।"

আলমাস সকলের আগে আগে চলতে শুরু করল।

মুদিনাতুজ-জোহরার শাহী প্রাসাদ ও সরকারী ইমরাতের পাঁচিলের বাইরে পশ্চিম দিকে বহুদূর পর্যন্ত বাগ-বাগিচা ছিল। স্থানে স্থানে গভীর নালা। বৃষ্টির সময় ওগুলো পাহাড়ী নদীর মত স্রোতোস্বিনীতে পরিণত হয়ে বাগান গুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতো। গত কয়েক মাস যাবত অনাবৃষ্টির দরুন এসব নালা শুকনো ছিল। বাগানে সেচের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত পানির দরুন কোন কোন নালায় সামান্য পানি তখনও ছিল। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তারা দীর্ঘ পথ ঘুরে দু' তিন মাইল দূর ওয়াদী উল কবীরের তীরে পৌছে গেল।

আলমাস বললো, "আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন! আমি আসছি।" একথা বলেই আলমাস ছোট পুঁটুলিটি মাটিতে রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মায়মুনার মা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বসে পড়লেন।

সাদ বললো, "আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি আপনাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু ওটা বিপজ্জনক ছিল।"

"বাবা ইদ্রিসকে দেখার পর আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। সে এখান থেকে কত দূরে আছে?"

নদী পার হবার পর আমাদের খুব বেশী হলে মাত্র আধ মাইল হাঁটতে হবে। খোদা

www.pathagar.com

করুন নৌকাওয়ালা যেন ঠিক মত পৌঁছে যায়।"

"যদি সে না আসে?"

"তা' হলে আশেপাশের বস্তিগুলো থেকে অন্য কোন জেলের নৌকা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবো। আর তাও যদি না পাই তা' হলে আমি সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে গিয়ে ইদ্রিসকে এখানে ডেকে নিয়ে আসবো। ইদ্রিসের নিজের কাছে একটি ঘোড়া আছে। একটি আমিও তার কাছে রেখে এসেছি। আমরা ঘোড়া দু'টিকেও এপারে নিয়ে আসবো। এখান থেকে কয়েক মাইল নীচের দিকে যাবার পর একটি পুল পাওয়া যাবে। ঐ পুলটি পার হলে ইছাবেলাগামী সড়কে পৌঁছা খুবই সহজ হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস নৌকাওয়ালা নিশ্চয় এসে যাবে। কারণ আলমাস যাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছে সে খুবই হুশিয়ার।"

১১

মায়মুনা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট পাথরের টুকরো নদীতে নিক্ষেপ করছিল। হঠাৎ তার মায়ের মনে কি একটা কথা খেয়াল হল। তিনি বলে উঠলেন, "সাদ! আমাকে মাফ কর বাবা! অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তার দরুন আমি তোমার মা ও ভাইদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেছি। তারা কেমন আছে?"

"তারা ভালই আছে। আম্মাজানই আমাকে তাকিদ করেছিলেন যেন আমি কর্দোভা পৌঁছেই আপনাদের খোঁজখবর নিই।"

"তোমার আব্বাজানের কি কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি?"

"তিনি এখনো জেলেই আছেন।"

মায়মুনা এ আলোচনা শুনে তাদের নিকটে চলে এলো। কিছুটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনিও কি আমাদের সঙ্গে ইছাবেলা যাবেন?"

"না, তোমাদের ইদ্রিসের সঙ্গে রওনা করিয়ে দিয়ে আমি কর্দোভা ফিরে আসবো। আমি তো আব্বাজানের খবর সংগ্রহ করতে এসেছিলাম।"

মায়মুনার মা বললেন, "বাবা, তাঁর সন্ধান পেলে আমাদের অবশ্যই জানাবে। খোদা না খাস্তা যদি তিনি জেল থেকে রেহাই না পান, তবু তোমার পক্ষে কর্দোভা থাকা কিছুতেই উচিত হবে না। কারণ, ইবনে আক্কাশা প্রতিটি মহৎ লোককেই তার দুশমন বিবেচনা করে।"

সাদ জওয়াব দিল, "স্পেনের বিস্তৃত ভূখন্ড বর্তমানে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারীদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে।"

"আল্লাহই জানেন, আমাদের পরিণাম কি হবে।"

www.pathagar.com

দূর থেকে আলমাসের স্বর শোনা গেল, "সাদ এসো।"

সাদ, মায়মুনা ও তার মা নদীর উজান দিকে কিছুদূর যাবার পর আলমাসকে দেখতে পেল। সাদ জিজ্ঞেস করল, "নৌকাওয়ালা কোথায়?"

"সে নদীর তীরে নৌকা বেঁধে ঘুমাচ্ছিল। এখন আসছে।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নৌকা এসে গেল এবং তারা সবাই নৌকায় উঠে বসল।

মাঝি বললো, "আপনারা কথা বলবেন না। যদি কোন সিপাই আমাকে এত রাত্রে নৌকা চালাতে দেখে তা' হলে নৌকাটি বাজেয়াপ্ত হবে এবং আমাকেও জেলে যেতে হবে। রাত্রি বেলা নৌকা চালানো নিষেধ। আপনারা ওপারে পৌছার পরও এ কথা কারো নিকট বলবেন না।"

ওপারে পৌছার পর সকলেই নৌকা থেকে নামলো। সাদ জেব থেকে ছোট একটি থলে বের করে মাঝির হাতে তুলে দিয়ে বললো, "ওটাতে দশটি দীনার আছে। তোমার সঙ্গে আট দীনারের ওয়াদা ছিল। দু' দীনার আমি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ দিচ্ছি।"

প্রত্যুষে মায়মুনা ও তার মা বস্তির একটি সংকীর্ণ বাড়ির আঙ্গিনায় ইদ্রিসের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মুখে ছিল হাসি ও চোখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রু। ঘোড়া তৈরী করে সাদ বললো, "ইদ্রিস! এখন কথা বলার সময় নেই। তোমরা শীঘ্রই রওনা হয়ে যাও।"

বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে তারা ঘোড়ায় সওয়ার হলো। ইদ্রিস মায়মুনাকে তার সঙ্গে বসাল। তার মা অপর ঘোড়ায় বসেছিলেন। সাদ জেব থেকে একটি থলে বের করে ইদ্রিসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "এটা নাও। পথে তোমার দরকার হতে পারে।"

ইদ্রিস কৃতজ্ঞতা ও মুহাব্বতের আবেগ-ভারাক্রান্ত হয়ে বললো, "সাদ! পথের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আমার কাছে যথেষ্ট রয়েছে। অভাব থাকলে তো আমি নিজেই চেয়ে নিতাম।"

সাদ বললো, "আমার পরামর্শ হচ্ছে, তুমি ইছাবেলায় প্রবেশ করেই একটি ঘোড়া কিনে নেবে। তা' হলে মায়মুনার আর কষ্ট হবে না।"

"আমার ঘোড়া খরিদ করার কোন দরকারই হবে না। মুতামিদের উজীর আমার হাতে কর্দোভা সীমান্ত ফাঁড়ির অফিসারের নামে একখানা চিঠি দিয়েছেন। সেখানে পৌছার পর আমাকে সকল প্রকারে তারা সাহায্য করবে।"

ইদ্রিসের মা বললেন, "বাবা! আমিও খালি হাতে আসিনি। নগদ টাকা-পয়সা ও অলংকারাদি সবই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

সাদ বললো, "ঠিক আছে। আমি আপনাদের জোর করবো না। দেখ, ইদ্রিস! তুমি ইছাবেলা পৌছার পর গ্রানাডায় আমাদের বাড়িতে অবশ্যই খবর দেবে। আমি হয়তো কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে পৌছে যেতে পারি।"

"তুমি ইছাবেলা আসবে না?"

www.pathagar.com

সাদ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললো, "এখন তো এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারছি না। তবে আমার মন বলছে যে, একদিন ইছাবেলা আমার যাত্রা পথের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিল হবে। আল্লাহই জানেন, আমরা দ্বিতীয় দফা কোথায়, কিভাবে এবং কোন বেশে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হব। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, যখন যে বেশেই আমাদের দেখা হোক না কেন, বিনা কষ্টে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারবো।"

মায়মুনা মনোযোগ সহকারে সাদকে দেখছিল। মায়মুনার বয়সটি ছিল যৌবন ও কৈশোরের সঙ্গমস্থলে। এ বয়সে বালিকাদের মনে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী কোন ভাবের উদয় হয় না। বিগত কয়েক ঘন্টা যাবৎ সে সাদকে তার ভাইয়ের একজন বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছে, সাদ তাদের প্রতি মমতাশীল। সে দয়ার্দ্র হৃদয় ও বীর যুবক এবং তাদের বিপদ থেকে উদ্ধারকামী। তার স্মরণ হলো, একবার তীর চালিয়ে সাদ গাছের ডাল থেকে তার পুতুল নামিয়ে দিয়েছিল।

সে তার বান্ধবীদের কাছে গর্ব করে বলতো, তার ভাইয়ের জনৈক বন্ধু কর্দোভার শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আর আজ পাঁচ বছর পর সাদকে এক সৈনিকের পোশাকে দেখার পর মায়মুনা ভাবছিল, ইছাবেলার নয়া বান্ধবীদের কাছে সে সাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প করবে।

সাদ হঠাৎ মায়মুনার দিকে লক্ষ্য করে বললো, "কি বলো, মায়মুনা! তুমি পরের দফা দেখা হলে আমাকে চিনতে পারবে তো?"

একটু মৃদু হাসির ঝিলিক তার ঠোঁটে ফুটে উঠল। সে চোখ নত করল। তারা রওনা হয়ে যাবার পর অনেক দূর পর্যন্ত মায়মুনা পেছন ফিরে সাদের দিকে তাকাচ্ছিল। সাদের কথাগুলো বার বার তার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সে যেন এক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছিল। ভবিষ্যতের এক মনোমুগ্ধকর চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কে তাকে বলছিল, "মায়মুনা! তুমি আমাকে চিনতে পারছ তো?"

আর সে যেন অস্পষ্ট স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তাকে চিনবার চেষ্টা করছিল। তার অন্তরের নিষ্পাপ ও সুমধুর এক সুর লহরী যেন বলছে, ভবিষ্যতের এ প্রশ্নকারী যেন সাদ ছাড়া আর কেউ না হয়।

ইদ্রিস রওনা হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর সাদ ও আলমাস গ্রাম্য চাষীদের বেশে শহরের দিকে হাটতে লাগল। সাদের মাথায় আপেল ও আলমাসের মাথায় মুরগীর টুকরী ছিল।

১২

সাদ তিন সপ্তাহ কর্দোভা রইল। এ সময়ের মধ্যেই মামুন জানুন বিজয়ী হিসেবে শহরে প্রবেশ করেছিল। কারো কারো আশা ছিল যে, মামুনকে শহরে প্রবেশ করতে দেখে

www.pathagar.com

জনসাধারণের আত্মচেতনা আবার জেগে উঠবে। কিন্তু তাদের নিরাশ হতে হল। মামুনের অভ্যর্থনার জন্য যখন ইবনে আক্কাশা শহরের বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন কর্দোভার সকল প্রভাবশালী ওমরাহগণই তার সঙ্গে হাজির হলেন।

ব্যবসায়ী মহল নয়া শাসকের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বাজারগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়েছিল। ইবনে আক্কাশার সৈন্য ও পুলিশের নির্দেশে জনগণ রাস্তার দু' পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। মামুনের মিছিল চলে যাবার পর শহরের সকল ফটক খুলে দেয়া হল। কেউ কোন আওয়াজ তুলেনি। কোন বিক্ষোভ হয়নি। কর্দোভার আজাদী প্রিয় নাগরিকগণ অসহায় হয়ে নিজেদের ক্রোধ হজম করতে বাধ্য হল।

রাতের বেলা শহরের এক চৌরাস্তায় কয়েকজন মানুষ দু' জনের বিতর্ক শুনছিল। একজন বলছিল, মামুনের মিছিল বেশী জাঁকজমক পূর্ণ ছিল। আর অপরজন বলছিল মুতামিদের মিছিলের শানশওকত বেশী ছিল। জনৈক বৃদ্ধ এদের আলোচনা শুনে চলে যাবার সময় বললেন, "কর্দোভাতে যদি শয়তানও এসে যায় তা' হলে এরা তারও মিছিল বের করবে। কোন অলৌকিক ঘটনাই এদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে।"

যে সব স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদেরকে পাঁচ বছর পূর্বে মুতামিদের গভর্নরও উজীরগণ কয়েদ করেছিলেন, তাদের সামনে ইবনে আক্কাশা প্রস্তাব পেশ করলো যে, তারা মামুন জান্নুনের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে জেল থেকে মুক্তি হাসিল করতে পারেন। কিন্তু মাত্র একজন ছাড়া কেউ এ প্রস্তাবে সম্মত হননি।

আবদুল মুনীমকে ইবনে আক্কাশা ও মামুনের সামনে হাজির করা হলে তিনি ইবনে আম্মারের দরবারের মতই পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে বললেন, "পাঁচ বছর আগে আমি ডাকাতের হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। এখন কারাগার থেকে বের করে নিয়ে এসে অপর এক ডাকাত্ আমাকে তার আনুগত্যের শপথ নিতে বলছে। আমার পক্ষে পুনরায় কারাগারে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।"

মামুন বললেন, "তোমার এ বাসনা পূর্ণ করা হবে। তবে আমার ধারণা কর্দোভার কারাগার তোমার জন্য উপযুক্ত নয়।"

কয়েকদিন পর এক রাত্রিতে আবদুল মুনীম ও তার বিশ জন সঙ্গীকে কর্দোভার কারাগার থেকে বের করে টলেডোর দিকে রওনা করিয়ে দেয়া হয়। এ বিষয়ে খুব গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছিল। কর্দোভার জনসাধারণ তাদের স্থানান্তর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। জনগণের মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য ইবনে আক্কাশা প্রচার করে দেয় যে, শহর তার দখলে আসার আগেই আবদুল মুনীম ও তার সাথীগণ কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে বলেও জানানো হয়।

এ খবর প্রচারের দু' দিন পর এক ব্যক্তি কর্দোভার মসজিদে ঘোষণা করে যে, সে

www.pathagar.com

আবদুল মুনীমের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিল। আবদুল মুনীমও তার অন্যান্য সঙ্গীগণ একরাত্রে পালাতে চেষ্টা করলে প্রহরীরা তাদেরকে ধরে ফেলে এবং তাদের সকলকে ভয়ানক ধরনের কয়েদী বিবেচনা করে জেলের দারোগা তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়। সে ব্যক্তি আরও জানায় যে, সে নিজে রুগ্ন ছিল বলে সেদিন পলায়নের চেষ্টায় শামিল ছিল না। এ জন্য হত্যা থেকে রেহাই পেয়েছে।

আবদুল মুনীমের সঙ্গীদের মধ্যে যে ব্যক্তিটি মামুনের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছিল এ সেই ব্যক্তি। ইবনে আক্কাশার নির্দেশে সে ঐ ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছিল।

এ ঘটনার পর অনেকদিন পর্যন্ত ইবনে আক্কাশা সরকার ক্রীত গুলামাদের মাধ্যমে ঘোষণা করাচ্ছিল যে, কর্দোভাবাসী মুতামিদের নিকট থেকে আবদুল মুনীম ও তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত শান্ত হবে না। তারপর একদিন স্বয়ং মামুন ঘোষনা করলো কর্দোভার এ বীর সন্তানদের হত্যার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কর্দোভার জনসাধারণকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আমার সরকারী তহবিল থেকে নিহতদের সন্তান সন্ততিদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা হবে।"

১৩

সাদ কামরার ভেতর বসে একখানা বই পড়ছে এমন সময় আলমাস ভেতরে প্রবেশ করল। সাদ বই বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "কোতওয়াল কি বলল?"

"সে বলল যে, তোমার মনিবের স্ত্রী–পুত্রগণ যদি গ্রানাডা থেকে এখানে আসতে না পারে তা'হলে পরশু তোমাকে বাদশাহর সামনে হাজির হতে হবে।"

"তুমি তাকে বলনি-যে, আমরা সরকারী সাহায্যের হকদার নই?"

"আমি বলেছি, কিন্তু সে আমাকে নির্বোধ আখ্যা দিয়ে বলল যে, "মামুনের পৃষ্ঠপোশকতা লাভ করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়।" তাই তোমাদের তাড়াতাড়ি গ্রানাডা থেকে নিয়ে আসার জন্য সে তাকিদ দিল।

সাদ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, "আলমাস চাচা! আমি কাল চলে যাচ্ছি। আর আমি এ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি যে, আব্বাজান নিহত হননি। ইবনে আক্কাশা তাঁকে কর্দোভা থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। অন্যথায় তাঁর হত্যা সম্পর্কিত খবর আরও কিছুদিন আগেই প্রকাশ করা হতো। মামুনের আগমনের পর থেকে এ খবর প্রচার করা শুরু হয়েছে। যদি কয়েদীদের জন্য তাদের দরদ থাকতো তা'হলে কর্দোভা শহর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা বন্দীদের খোঁজখবর নিতো। আমার মন বলছে. আব্বাজান ও তাঁর সাথীগণ মামুনের

www.pathagar.com

আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী হননি। সেজন্য তাদের অন্য কোন কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। আর যদি তাঁরা নিহতও হয়ে থাকেন, তা' হলেও ইবনে আক্কাশা এবং মামুন ছাড়া অন্য কেউ তাদের হন্তা হতে পারে না। আমরা তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই। যে নাপাক হাত দিয়ে তারা জাতির ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত পান করেছে, সে হাত দিয়ে সোনা-রূপা বিতরণ করে তারা আমাদের আনুগত্য খরিদ করতে পারবে না।"

কোতওয়াল বলছিল, "যদি তোমার মনিবের ছেলেরা না-আসে, তা' হলে তোমাকে মামুনের দরবারে হাজির হয়ে তাদের এ দীর্ঘ প্রবাসের কারণ বলতে হবে।"

সাদ বললো, "তুমি বলে দেবে যে, আবদুল মুনীমের ছেলেরা বর্তমান সরকারের বিরোধী।"

আলমাস জিজ্ঞেস করল, "তা' হলে তার পরিণাম কি হবে জানো?"

সাদ জওয়াব দিল, "আমি জানি, তুমি কর্দোভা থাকতে পারবে না। আমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমি সেজন্য মোটেই ভয় করি না। আমি পেটে পাথর বেঁধে আজাদী সংগ্রামে অংশ নিতে চাই। তুমি যখন মনে করবে যে, কর্দোভা বাস করা তোমার জন্য একটি বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তুমি গ্রানাডা চলে এসো।"

আলমাস বিষণ্ন হয়ে বললো, "সেখানে গিয়ে আমি কি কাজ করবো?"

"তোমার প্রয়োজন রয়েছে সব জায়গায়। গ্রানাডার যে সব যুবক স্পেনের আজাদী সংগ্রামে অংশ নিতে ইচ্ছুক তুমি তাদের প্রশিক্ষণ দান করবে।"

"এটা কি তোমার হুকুম?"

"আমি তোমাকে কোন হুকুম দিচ্ছি না। বরং তোমার এ অধিকার স্বীকার করে নিচ্ছি যে, তোমার বিবেকের নির্দেশ মত কাজ করার স্বাধীনতা তোমার রয়েছে। আর আমি এ কথাও জানি যে, একদিন তোমার বিবেক কর্দোভার অবস্থা দেখে এখানে বসবাস করার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবে।"

"আমার বিবেক বলছে যে, এ চোর-ডাকাতদের এ বাড়ির চর্তুসীমা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা আমার কর্তব্য।"

সাদ বললো, "যে চোর ডাকাতদের দল সমগ্র স্পেনকে তাদের অবাধ বিচরণ স্থলে পরিণত করেছে, তাদের কাছ থেকে এ বাড়ির দরজা তুমি বেশী দিন বন্ধ করে রাখতে পারবে না। আলমাস! তোমার নৌকা এখন দুলছে। যদি তা ডুবে যায় তা' হলে আমরা সবাই ডুবে যাবো।"

"তুমি তা' হলে কি করতে চাও?"

সাদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, "আমি জানি না, আমাকে কি করতে হবে। সামনের দিকে অন্ধকার ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একমাত্র ইসলামকে অবলম্বন করেই আমাদের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের সমাজের

www.pathagar.com

উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবনের ঘোর বিরোধী। যদি ওমরাহদের স্বার্থপরতা ও জনসাধারণের অনুভূতিহীনতা বর্তমানের মতই অপরিবর্তিত থেকে যায়, তা'হলে সেদিন দূরে নয়, যেদিন খৃষ্টানদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে আমাদের সাগরে ডুবে মরতে হবে।

সম্ভবত স্পেনের ত্রাণকর্তা আজও জন্মাননি। এমতাবস্থায় আমি নিজের সম্পর্কে এতটুকু বলতে পারি যে, আমি কখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে অলসের মত বসে থাকবো না।"

রাতের শেষ প্রহরে সাদ ইবনে আবদুল মুনীম কর্দোভার জামে মসজিদে সিজদাবনত হয়ে এ দোয়া করছিলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার কওমকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাও! আমাকে দীন ইসলামের একজন সিপাহী হবার হিম্মত দাও! আমার দীলে একজন গাজীর জীবন ও শহীদের মউতের তামান্না দাও! আমার দীলে ঈমান ও ইয়াকীনের এমন মশাল জ্বালিয়ে দাও গোমরাহী ও জুলমাতের প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া যাকে নিভিয়ে দিতে অক্ষম হয়।"

ফজরের নামাজের একটু পরেই সে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে গ্রানাডার দিকে চলছিল।

স্বেচ্ছা সেনা বাহিনী

গ্রানাডা ফিরে আসার কয়েক দিন পরেই সাদ বিন আবদুল মুনীম সামরিক কলেজ থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা সনদ নিয়ে বের হয়ে এলো। এ কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সাধারণত সামরিক বিভাগে নিয়োগ করা হতো। কিন্তু সাদ গ্রানাডার "নাম-কা-ওয়াস্তে" সৈন্য বাহিনীতে যোগদান পছন্দ করেনি।

এ কলেজে গ্রানাডার কতিপয় প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তি ও শাহী খান্দানের ছেলে শিক্ষা গ্রহণ করছিল। তাদের প্রচেষ্টায় সাদকে ঐ কলেজের অধ্যাপকের পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হলো। সাদ এ কাজও পছন্দ করছিল না। কিন্তু তার খালু ও গ্রানাডার বিশিষ্ট আলিম কাজী আবু জাফর তাকে বুঝিয়ে বলার পর সাদ নিজের মত বদলাতে বাধ্য হলো।

কাজী আবু জাফর স্পেনকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার

www.pathagar.com

আন্দোলনের ঘোর সমর্থক ছিলেন এবং গ্রানাডা ছাড়া অন্যান্য শহরেও বহু সংখ্যক যুবক তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ সামরিক কলেজে সঠিক চিন্তাধারা পোশণকারী অধ্যাপকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন।

তিনি সাদকে বললেন, "তুমি এ কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে এক মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পার। গ্রানাডায় আমরা যে ধরনের বিপ্লবের প্রয়াসী তার জন্য লেখনীর সঙ্গে সঙ্গে তরবারীরও প্রয়োজন রয়েছে। এ পর্যন্ত এ কলেজ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করেছে, তারা গ্রানাডার শাহী খান্দানের নিরাপত্তা বিধানকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে নিয়েছে। তোমার মত একজন অধ্যাপক তাদের মনে সামগ্রিক কল্যাণের প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে।"

সাদ বললো, "যদি এটাই আপনার অভিমত হয়, তা' হলে আমি এ খিদমাতের জন্য প্রস্তুত আছি।"

কাজী আবু জাফর বললেন, "কিন্তু কলেজের কোন অধ্যাপকের নিকটই তুমি এ কথা প্রকাশ করো না যে, আমার পরামর্শে তুমি নিজের মত বদলেছ। তা' হলে তারা কলেজের চতুঃসীমার মধ্যেও তোমার উপস্থিতি পছন্দ করবে না।"

পরের দিন সামরিক কলেজের ছাত্রগণ পরস্পরকে এ শুভ সংবাদ জানিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল যে, তাদের অসি চালনা, তীরন্দাজী এবং ঘোড়সওয়ারীর কলা-কৌশল শিক্ষাদানের জন্য কর্তৃপক্ষ সাদ বিন আবদুল মুনীমকে নিয়োগ করেছেন।

কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্যার অনুশীলন, গ্রন্থাগারে মূল্যবান পুস্তকাদি অধ্যয়ন এবং গ্রানাডার ওলামা ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মাহফিলে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় অংশ গ্রহণের পর যেটুকু সময় অবসর পাওয়া যেতো সে সময় সাদ একা একা স্পেনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতো। তার বাড়ির এক কামরায় স্পেন ও অন্য কামরায় ইসলামী দেশগুলোর নকশা টাঙানো ছিল।

এসব নকশায় বিভিন্ন ধরনের রেখার মাধ্যমে মুসলমানদের উত্থান ও পতনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা ছিল। সাদ ঐ কামরায় বসে কল্পনার চোখে সে সব মরুবাসীদের দেখতে পেতো যাদের বিজয়ী শক্তির সামনে একদিন বিশাল দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কি কি কারণে সেই মুসলমানদের দুর্বার বিজয়ী শক্তি অতীতের কাহিনীতে পরিণত হল, সাদ বসে বসে তা চিন্তা করতো।

কোন সময় সে আহমদ ও হাসানকে নিজের কাছে বসিয়ে স্পেনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতো। তার দু' ভাই ছাড়া গ্রানাডার আরও কতিপয় যুবক তার মতামতের সমর্থক হয়ে গিয়েছিল। তারাও অবস্থা দেখে অস্থিরতা বোধ করছিল। কিন্তু সুস্পষ্ট কর্মসূচীর অভাবে কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছিল না। তারা একজন নকীব, একজন পথ-প্রদর্শক, একজন মশালধারীর আগমনের অপেক্ষা করছিল।

www.pathagar.com

সাদের এক বছর পর আহমদও শিক্ষা সমাপ্ত করল। এখন থেকে সে গ্রানাডার বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলোতে তার বেশীর ভাগ সময় কাটাতে লাগলো।

২

কর্দোভায় কয়েক মাস বসবাস করার পর মামুন জান্নুন মারা যায়। ইবনে আক্কাশা তাঁর জীবদ্দশাতেই সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। টলেডোর শাসনভার গ্রহণ করলেন মামুনের পুত্র ইয়াহ্‌য়াহ্‌। পিতার সকল চারিত্রিক দোষই তাঁর মধ্যে প্রচুর পরিমানে মওজুদ ছিল।

কর্দোভায় ইবনে আক্কাশার জুলুম নির্যাতন উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। দু' বছর পর আলমাছ কর্দোভা ত্যাগ করে গ্রানাডায় সাদের নিকট চলে আসে এবং বলে যে, তার পক্ষে কর্দোভায় আর বসবাস করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইবনে আক্কাশার কর্মচারীগণ তার কাছে অনেক বেশী কর দাবী করে। কর্দোভার জনসাধারণ ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আলমাছ আশংকা প্রকাশ করে যে, শীঘ্রই সেখানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।

পরবর্তী বছর হাসানও সামরিক কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে। সে নিজের খালুর ব্যবসায়ে সাহায্য করা, অবসর সময়ে ঘোড়সওয়ারী ও তীরন্দাজীতে খুবই আনন্দ পেতো। কখনো সে আহমদের সঙ্গে গ্রন্থাগারেও যেতো কিন্তু দীর্ঘ সময় অধ্যয়ন করা তার মেজাজের সঙ্গে মোটেই সংগতিপূর্ণ ছিল না।

৪৭১ হিজরী সালে কর্দোভায় একটি নতুন বিপ্লব সংঘটিত হয়। মুতামিদ কর্দোভা পুনরায় দখল করার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর ঐ বছরে এক বিপুল সৈন্য বাহিনী নিয়ে আক্রমন করেন। শহরের অধিবাসীগণ তাঁর পক্ষাবলম্বন করে। ইবনে আক্কাশা পলায়ন করতে গিয়ে নিহত হয় এবং ইছাবেলার সৈন্য বাহিনী কর্দোভা দখল করে নেয়।

কর্দোভাবাসী ইবনে আক্কাশার অত্যাচার থেকে রেহাই পেলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুতামিদের ভোজ সভা, শাহী দরবার, কবিতা আবৃত্তির জলসা ইত্যাদি পুনরায় নতুন ভাবে শুরু হয়ে গেল। রেমিকার বিলাসী জীবন যাপনের উপকরণ যোগাতে গিয়ে করদাতাগণ অনুভব করছিল যে, তারা একজন সভ্যতা বর্জিত লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির চেষ্টায় সভ্যতার পোশাক পরিহিত এক ডাকাতকে নিজেদের ঘাড়ের ওপর সওয়ার করে নিয়েছে।

সাদ আলমাছকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় কর্দোভা গেল। কিন্তু সে তার পিতার কোনই সন্ধান পেলোনা। কর্দোভার নতুন গভর্নর ইবনে আক্কাশার বাজেয়াপ্ত করা সাদের সকল সম্পত্তি ফেরত দিয়ে দিলেন। আলমাছ বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার ভার একজন পুরাতন ভৃত্যের

www.pathagar.com

হাতে অর্পণ করে নিজে সাদের সঙ্গে গ্রানাডা ফিরে এলো।

কর্দোভা দখল করার পর মুতামিদ মার্সিয়ার প্রতি মনোযোগী হলেন। তাঁর উজীর ইবনে আম্মার মার্সিয়া জয় করার দায়িত্ব গ্রহন করল। মার্সিয়া সীমান্তের দূর্গাধিপতি ইবনে রশিক এবং ঐ অঞ্চলের আরও কতিপয় প্রভাবশালী ওমরাহকে নানা প্রকার প্রলোভনে দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

মার্সিয়ার জনগণ তাদের আরামপ্রিয় শাসনকর্তার প্রতি পূর্ব থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল। তাই ইবনে আম্মার এক প্রকার বিনা বাধায়ই মার্সিয়া দখল করে নেয়। তারপর মুতামিদ টলেডোর শাসক ইয়াহয়াহ আল কাদিরের দুর্বলতার সুযোগে তার রাজ্য থেকে ওয়াদি উল কবীর ওয়াদি উল আনার মধ্যবর্তী এলাকা ছিনিয়ে নিলেন।

স্পেনকে ছোট ছোট খন্ড রাজ্যে বিভক্তি করায় যারা অসন্তুষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে কতক লোক মুতামিদের সৈন্যদের তৎপরতায় খুশী হলেন। তারা মনে করলেন মুতামিদ এসব খন্ডরাজ্যকে একত্রিত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু আলফানসুর মুতামিদের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। সে তাই মুতামিদকে চিঠি লিখলো "এখন তোমার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে গেছে। তাই তোমাকে দ্বিগুণ খেরাজ দিতে হবে।"

মুতামিদ আলফানসুকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। ফলে আলফানসু তার সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু যেসব মুসলমান মুতামিদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট ছিল তারাও খৃষ্টান শাসকদের বিজয় পছন্দ করলো না।

স্পেনের সকল ওলামা ও ফকীহগণ তাই ফতোয়া দিলেন যে, ইছাবেলাকে রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের দ্বীনি কর্তব্য। বায়জীয়ার বিখ্যাত আলেম কাজী আবুল ওয়ালীদ ওলামাদের একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে বিভিন্ন শহরে সফর করেন এবং তাঁদের আবেদনে স্বেচ্ছা-সেনাগণ দলে দলে ইছাবেলা পৌছতে শুরু করে।

গ্রানাডা থেকে কাজী আবু জাফর, কাজী আবুল ওয়ালীদের এ আন্দোলনের সমর্থন করেন। তিনি গ্রানাডার শাসককে আলফানসুর বিরুদ্ধে ইছাবেলার প্রতি তাঁর সমর্থন ঘোষণা করার জন্য চাপ দেন। গ্রনাডার শাসনকর্তা কিন্তু ইছাবেলার শাসকের প্রতি পূর্বসঞ্চিত মনের তিক্ততা বর্জন করতে রাজী হলেন না। কাজী আবু জাফর তাই জনসাধারণের দ্বারস্থ হলেন।

প্রথম দিন কাজী আবু জাফর গ্রানাডার এক মসজিদে বক্তৃতা করলেন। তিনি যখন শ্রোতাগণকে ইছাবেলার সাহায্য করার জন্য আবেদন জানান তখন তিনজন যুবক সেই আবেদনে সাড়া প্রদান করে। এদের একজন হল সাদ বিন আবদুল মুনীম এবং অপর দু' জন তারই সহোদর। এদের দেখাদেখি আরও পনর বিশ জন যুবক খাড়া হয়ে যায়।

কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কাজী আবু জাফর আড়াই শো স্বেচ্ছাসেনাকে এ কাজের জন্য তৈরী করতে সক্ষম হন। গ্রানাডার কোন লোক মুতামিদের সাহায্যার্থে তরবারী চালনা করুক গ্রানাডার শাসক তা পছন্দ করলেন না। তাই তিনি তার কর্মচারীদের মাধ্যমে

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাসেনাগণকে নানা প্রকার হুমকী প্রদান করে ভয় দেখানোর প্রয়াস পান। কিন্তু এ যুবক দলকে এভাবে বিরত করা সম্ভব হয়নি।

সাদ বিন আবদুল মুনীম সামরিক কলেজ থেকে ছুটি নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার আবেদন না-মনজুর করা হলে সাদ চাকুরীতে ইস্তেফা দিয়ে দেয়। যাত্রাকালে যখন দলের নেতা নির্বাচনের প্রশ্ন উঠল, তখন সাদই সকলের পছন্দনীয় ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচিত হল। আলমাছও সাদ এবং তার ভাইদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু সাদ ও তার খালু তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়িতে থাকার জন্য রাজী করতে সমর্থ হয়।

৩

একদিন সকালবেলা আবদুল মুনীমের তিন ছেলেই সামরিক পোশাক পরিহিত হয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়াল। এ তিনটি আয়নার মধ্যে আবদুল মুনীমের বিবি তার স্বামীর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলেন।

সাদের চেহারায় আবদুল মুনীমের পৌরুষ প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। আহমদ ছিল তার পিতার গাম্ভীর্য ও স্থৈর্যের প্রতিচ্ছবি। আর হাসানের শান্ত ও অপলক চোখের চাহনীতে তার পিতার স্থির সংকল্প ও অটল দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছিল।

বাড়ীর বাইরে একটি প্রশস্ত স্থানে সমবেত স্বেচ্ছাসেনাদের গোলমাল শোনা গেল। সাদের খালা দরজার কপাট সামান্য ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকালেন।

সাদ হাসি মুখে বললো,"আম্মা, তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

সাদের আম্মা যেন হঠাৎ নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। বললেন, "যাও বাবা, আল্লাহ তোমাদের সব যুদ্ধেই বিজয়ী করুন।"

মা তাদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তারা যখন মা ও খালাকে "খোদা হাফেজ" বলে বের হয়ে যাচ্ছিল সে সময় মা এগিয়ে এসে হাসানকে ডাকলেন। হাসান ফিরে তাকিয়ে বলল, "কি ব্যাপার আম্মা?"

মা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এখানে এসো।"

হাসান মায়ের কাছে এসে পূনরায় জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার আম্মা?"

"কিছু না, বাবা!" বলে মা অস্থির হয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

ওদিকে আহমদের ডাক ভেসে এল, "হাসান, হাসান।"

"আসছি ভাইজান! আম্মা, যাবার অনুমতি দিন!"

মা তার কপালে চুমো খেয়ে বললেন, "যাও বাবা, যাও।"

www.pathagar.com

হাসান বের হয়ে গেল। তার আম্মা বোনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আলমাছ ও অপর একজন ভৃত্য তিনটি ঘোড়ার বাগ ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর সাদের খালু ও কাজী আবু জাফর মুজাহিদীনদের বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

সাদ নিজের ঘোড়ার বাগ ধরে পর্যায়ক্রমে আলমাছ, খালুজান এবং কাজী আবু জাফরের সঙ্গে করমর্দ্দন করলো। তারপর সে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে গেল।

আহমদ এবং হাসানও নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বেচ্ছাসেনাদের সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। সাদ স্বেচ্ছাসেনাদের চারদিকে একবার ঘুরে এসে মার্চ করার হুকুম দিল।

যতক্ষন পর্যন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল ততক্ষন সাদের আম্মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শব্দ ক্রমাগত অস্পষ্ট হতে হতে যখন সম্পুর্ন মিলিয়ে গেল তখন তার বড় বোন বললেন,"সকিনা! তোমার ব্যথিত হওয়া সঙ্গত নয়। এটা তোমার বিজয়ের দিন। আজ যদি আবদুল মুনীম এ ছেলেদের দেখতো তা' হলে মনে করতো সে সাত মহাদেশের বাদশাহী লাভ করেছে। চল, বাড়ীর ভেতরে এসো।"

বোন তাঁকে হাত ধরে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘরগুলোতে এখনও যেন সাদ, আহমাদ ও হাসানের অনুচ্চ মিষ্টি হাসির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মা নিম্নস্বরে সাদ, আহমাদ ও হাসানের নাম ধরে কয়েক বার ডাকলেন। তারপর সিজদায় গিয়ে দোয়া করলেন, "আমার খোদা! আমার মনিব! আমাকে ধৈর্য ও সাহস দান কর।"

৪

ইছাবেলার সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্বদান করার জন্য অভিজ্ঞ সেনানায়কের অভাব ছিলনা। কিন্তু মুতামিদ ও রেমিকা ইবনে আম্মার ছাড়া আর কোন লোককেই বিশ্বাস করতেন না। তাই কয়েকজন প্রভাবশালী ও শান্ত প্রকৃতির ব্যক্তির বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে ইবনে আম্মারকেই প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হলো।

ইবনে আম্মার উত্তর সীমান্তে তাঁবু গেড়ে বিলাসিতায় মগ্ন হল। স্পেনের অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেনাদের ছোট ছোট দল তার কাছে এসে জমায়েত হতে শুরু করল। শিবিরের মধ্যস্থলে ইবনে আম্মারের তাঁবু দেখে মনে হত, এখানে কোন শাহানশাহ বাস করেন।

প্রশস্ত তাঁবুতে শোবার, বসার ও খাবার জায়গা মূল্যবান গালিচায় সুসজ্জিত ছিল। আলো জ্বালানোর জন্য কর্পূর এবং পরিবেশকে সৌরভময় করে তোলার জন্য মেশক ও আম্বর ব্যবহার করা হচ্ছিল। শত শত প্রহরী তার তাঁবু পাহারা দিচ্ছিল। গায়ক, বাদক, তোশামোদকারী,

www.pathagar.com

কবি ও ভাঁড়গণ ব্যতীত অতি নগন্য সংখ্যক লোকের জন্যই ঐ তাঁবুতে সরাসরি যাবার অনুমতি ছিল।

ইছাবেলা থেকে যে সব সৈন্য এসে ছিল তারা এসব ব্যাপার দেখে মোটেই কোন অস্বাভাবিকতা অনুভব করেনি। তারা পরিখা খনন ও যুদ্ধ ঘাঁটি তৈরী করার চাইতে পাশা খেলার প্রতি বেশী আসক্ত ছিল। ইছাবেলার শাসক গোষ্ঠি খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করেছে মনে করে যে সব স্বেচ্ছাসেনা এসেছিল তারা অবস্থা দেখে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। তারা ইছাবেলার সামরিক অফিসারদের জিজ্ঞেস করতো, "আমরা কি কাজ করবো? কতদিন এখানে বেকার বসে থাকবো? প্রধান সেনাপতির তাঁবুতে এ সব ভোজ ও নাচ-গানের কি উদ্দেশ্য?"

ইছাবেলার অফিসারগণ এসব প্রশ্নের জওয়াবে হয় হেসে উঠতো অথবা বলতো, "খুব শীঘ্রই তোমরা একটি শুভ সংবাদ শুনতে পাবে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি হচ্ছে, তা তারা নিজেরাও জানতো না।

একদিন খুব ভোরে সাদ বিন আবদুল মুনীম শিবিরে প্রবেশ করলো। সে খৃষ্টানদের মত পোশাক পরে ছিল। তার সঙ্গীগণ তাকে দেখামাত্রই তার চার পাশে জমা হয়ে গেল। একজন যুবক বললো, "আপনি অনেক দেরী করে এসেছেন। আমরাতো খুবই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। বলুন, কি খবর নিয়ে এলেন?"

সাদ বললো, "আমি সব কিছু দেখে এসেছি। আলফানসুর সৈন্য বাহিনী এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেছে। এখান থেকে ইছাবেলার যে সামরিক অফিসার গিয়েছিল তাকে আমি দুশমনদের শিবিরে প্রবেশ করতে এবং অনেক সময় পর ফিরে আসতে দেখেছি। একজন খৃষ্টান ধর্মযাজকের নিকট শুনেছি যে, ঐ অফিসার আলফানসুর সঙ্গে সাক্ষাত করেছে।"

আহমদ বললো, "পরশু এখানে যারা প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তাদের সম্পর্কে আমি ইছাবেলার জনৈক সামরিক অফিসারের নিকট থেকে জানতে পেরেছি যে, ওদের অনেকেই ক্যাষ্টিলার বড় বড় নাইট এবং দু'জন ছিল আলফানসুর নিকটাত্মীয়।"

সাদ বললো, "আমি ওদের সামরিক প্রস্তুতি দেখে এসেছি। তাদের সঙ্গে আপোশের আশা করা আত্ম-প্রবঞ্চনা।"

আহমদ বললো, "মুতামিদ ইছাবেলাকে ধ্বংস করার জন্য যে কবিকে নিয়োগ করেছেন, সে যদি আত্ম-প্রবঞ্চনায় মগ্ন থাকে তা'হলে তাকে কে বাধা দিতে পারে। আমাকে ইছাবেলার জনৈক সামরিক অফিসার বলেছিল, "পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। কিছু একটা হচ্ছে।"

কর্দোভার একজন স্বেচ্ছাসেনা বললো, "ক্যাষ্টিলার নাইটেরা যখন ইবনে আম্মারের বাসস্থানে ঢুকেছিল তখন আমি তাদের দেখেছিলাম। তারা তাঁবু থেকে বের হবার সময়

www.pathagar.com

তাদের সকলের গলাতেই মূল্যবান মনি-মানিক্যের হার ছিল এবং তাদের হাতে ছিল পুটুলী। আমার মনে হয় ইবনে আম্মার লড়াই না করে তাদের রিশওয়াত দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাচ্ছে।।"

সাদ বললো, "তারা রিশওয়াত নিয়েও লড়াই করবে।"

হাসান এতক্ষণ নীরবে আলোচনা শুনছিল। এবার তার ভাইকে লক্ষ্য করে বললো, "ভাইজান! আমিতো এখানে আসার পর থেকে অনুভব করছি যে, ইছাবেলা বাহিনী কোন ভোজসভায় ক্যাষ্টিলার সৈনিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ইবনে আম্মার আলফানসুর কাছে অন্য আর কি খবর পাঠাতে পারে। তার খবর শুধু একটিই হতে পারে। সেটি হচ্ছে এই, এসো, ভোজসভা, নাচ-গানের আসর ও পাশা খেলায় আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একবার দেখো।"

"হায়! যদি কাজী আবু জাফর এখানে থাকতেন!"

একজন যুবক দূর থেকে ছুটে আসতে আসতে উচ্চঃস্বরে বলতে শুরু করলো, "ইবনে আম্মার কোথাও যাচ্ছে। আমি তাকে পাল্কীতে সওয়ার হয়ে বাইরে যেতে দেখেছি। ইছাবেলার ও ক্যাষ্টিলার কয়েক জন সামরিক অফিসার তার সঙ্গে যাচ্ছে। দেখ, ওরা ওই ওদিকে যাচ্ছে।"

যুবক অহেতুক চীৎকার করেনি। কম সংখ্যক স্বেচ্ছাসেনার পক্ষেই ইবনে আম্মারের দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার ভোজ ও নাচ-গানের মজলিশ কড়া সামরিক পাহারার মধ্যেই হতো। আজ শিবির হতে তার বের হয়ে যাওয়া সত্যিই একটি অভাবনীয় ব্যাপার ছিল।

হাসান এগিয়ে যেতে যেতে বললো, "ভাইজান, এ পরদানশীন প্রধান সেনাপতিকে আমি অবশ্যই দেখবো।"

কয়েক জন যুবক হাসতে হাসতে তার পেছনে চললো।

সাদ, আহমদ এবং গ্রানাডার আরও কয়েকজন যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। অবশেষে সাদ তাদেরকে বললো, "চল ভাই, আমরাও তার দর্শন সৌভাগ্যের অংশীদার হই। কদাচিত এমন মজার দৃশ্য চোখে দেখার সুযোগ হয়ে থাকে।"

৫

আটজন বিশালাকৃতি হাবশী ইবনে আম্মারের পাল্কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সে একটি বহু মূল্যবান কাবা ও মনি -মানিক্য খচিত এক বিঘত পরিমান উঁচু টুপী পরিহিত ছিল।

www.pathagar.com

ইছাবেলার কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসার এবং ক্যাষ্টিলার চারজন নাইট পাল্কীর ডানে–বামে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। সোনার লাঠি হাতে নিয়ে নকীব আগে আগে যাচ্ছিল।

কোথায়ও পাল্কী থেমে গেলে নকীব উচ্চঃস্বরে বলতে শুরু করে, "মুসলমান ভাইয়েরা, আজ মহা পরীক্ষার দিন। সিপাহসালারের সাফল্যের জন্য দোয়া করুন।"

নকীব হাত উঠিয়ে দোয়া করছিল। হাসান বিন আবদুল মুনীম তার সমবয়স্ক একজন স্বেচ্ছাসেনার কানে কানে বলছিল, "কোথাকার আহাম্মক এটা? এটা সিপাহসালার না নয়া দুলহীন। যদি আমি ইছাবেলায় গিয়ে একবার মুতামিদকে তার সেনাপতি নির্বাচনের জন্য বাহবা দিয়ে আসতে পারতাম!"

ইবনে আম্মার উত্তর দিকে যাচ্ছিল। যে মহা পরীক্ষার জন্য সে যাচ্ছিল তা যে কি বস্তু তা বুঝতে আর কারও বাকী রইলো না।

ইবনে আম্মার লড়াই করার পরিবর্তে টাল বাহানা করে দুশমনকে সরিয়ে দেয়া সহজতর মনে করেছিল। তাই সে আলফানসুর প্রভাবশালী সামরিক অফিসারদের মূল্যবান উপহারাদি ও রিশওয়াত দিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব জমালো। সে তাদের সঙ্গে আরও ওয়াদা করল যে, যদি তারা আলফানসুকে যুদ্ধ না করে ফিরে যেতে রাজী করাতে পারে তাহলে সে তাদের আরও বহু কিছু উপহার দিবে। ক্যাষ্টিলার অফিসাররা তার দারাজ হাত দেখে নরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আলফানসুকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার কোন উপায়ই তারা খুঁজে পাচ্ছিলনা।

ইবনে আম্মার তাদেরকে নিজের বাসস্থানে ডেকে একটি মূল্যবান দাবা খেলার ছক দেখালো। এর প্রত্যেকটি ঘুঁটি বহু মূল্যবান পাথর কেটে কেটে তৈরী করা হয়েছিল। ইবনে আম্মার তাদের বললো, "এ দাবা খেলার ছকটি পৃথিবীর আশ্চর্যতম বস্তুগুলোর মধ্যে অন্যতম। তোমরা আলফানসুর কাছে গিয়ে এর এত বেশী প্রশংসা করবে যেন সে এটা দেখার জন্য অস্থির হয়ে যায়। আমি তাকে শর্তাধীনে এ দাবার ছক দেখাতে সম্মত হব যে, তাকে একবার আমার সঙ্গে দাবা খেলার প্রতিযোগিতা করতে হবে। যদি আমি পরাজিত হই, তা'হলে ঐ দাবার ছক তারই প্রাপ্য। আর যদি সে পরাজিত হয় তা'হলে আমার যে কোন একটি অনুরোধ তাকে রক্ষা করতে হবে। আমি জয়ী হলে, ঐ শর্তানুসারে তাকে ইছাবেলা আক্রমণ না করার জন্য অনুরোধ করব।"

আলফানসুর অফিসাররা ফিরে গিয়ে দাবা খেলার উপরোক্ত ছকটির এত প্রশংসা করল যে, আলফানসু ওটা হস্তগত করার জন্য অস্থির হয়ে গেল। তবুও সে ইবনে আম্মারের শর্ত কবুল করতে ইতস্তত করছিল।

তার অফিসারগণ তাকে বললো, " আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন। যদি ইবনে আম্মার হেরে যায় তাহলে আমরা তার কাছ থেকে ইছাবেলার কয়েকটি এলাকা বিনা যুদ্ধেই দখল করে নেব। আর সে জয়ী হয়ে যদি কোন অন্যায় আবদার করে বসে, তাহলে আমরা তা মানবোনা।"

www.pathagar.com

অবশেষে দাবা খেলা অনুষ্ঠিত হল। ইবনে আম্মার জয়ী হল। আলফানসু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চাও?"

ইবনে আম্মার বললো, "আমি চাই আপনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে ফিরে যান।"

আলফানসু উচ্চঃস্বরে বলে উঠল, "না, কখনও তা হতে পারেনা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ইছাবেলা জয় না করে আমি ফিরে যাবো না।"

"কিন্তু আপনি বাজি রেখে পরাজিত হয়েছেন। শর্ত লংঘন করা বাদশাহের মর্যাদার পক্ষে খুবই অশোভনীয়।"

আলফানসু পৃথক ভাবে তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করল। তারা বললো, দাবা খেলায় পরাজিত হওয়া শুভ লক্ষণ নয়। এ বছর ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আপনি হয়ত পরাজিত হতে পারেন। ইছাবেলার সাহায্য করার জন্য অন্যান্য রাজ্য থেকে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেনা আসছে। এ জন্য আগামী বছর আরও বেশী প্রস্তুতি সহকারে আক্রমণ করাই আমাদের উচিত হবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনি ইবনে আম্মারের নিকট মোটা পরিমাণ খেরাজ দাবী করুন।

ক্যাষ্টিলার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাদ্রীরাও ওমরাদের মতের সমর্থন করে বললো যে, দাবা খেলায় পরাজিত হওয়া অশুভ লক্ষণ।

অতএব আলফানসু নিরুপায় হয়ে যুদ্ধ করার ইচ্ছা মুলতবী করে দিল। এর বিনিময়ে ইবনে আম্মার আগের চাইতে কয়েক গুন বেশী খেরাজ পরিশোধ করার ওয়াদা করল।

ইবনে আম্মার দাবা খেলায় বিজয়ী হয়ে যখন নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তখন তার সৈনিকেরা আসমান ফাটানো আনন্দ ধবনির মাধ্যমে তাকে সংবর্ধনা জানাল।

রাত্রিবেলায় বিজয়োৎসব পালন করা হল। সমগ্র শিবিরে আলোকসজ্জা করা হল। নাচ-গানের আসর বসে, কবির দল দুশমনদের বিরুদ্ধে কবিতার ঝড় বইয়ে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল যে, স্পেনে আব্দুর রহমান আজমের পর যদি কোন বিজয়ী বীরের জন্ম হয়ে থাকে, তবে সে বীর হচ্ছে ইবনে আম্মার। আর শরাবের নেশায় বিভোর হয়ে ইবনে আম্মারও অনুভব করছিল যে, সে সত্য সত্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের সারিতে পৌছে গেছে।

জিহাদের প্রেরণা মনে নিয়ে যেসব স্বেচ্ছাসেনা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিল তারা চরম নৈরাশ্য, অসহায়ত্ব ও অনুশোচনার সঙ্গে এ আজব তামাশা দেখছিল।

রাত্রের তৃতীয় প্রহরে যখন নাচ-গানের আওয়াজ কমে গিয়েছিল তখন শিবিরের এক কোণে এক যুবক নিজের মাথা সিজদায় নত করে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছিল। তার মুখ থেকে তখন এ আবেদন বের হয়ে আসছিল-

"রাব্বুল আলামীন! আমার এ জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা কর। দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় লোকদের অপকর্মের সাজা আমাদের দিওনা। দয়াময় মনিব। মানুষ

www.pathagar.com

নিজের হাতে ধ্বংসের যে গভীর খাদ খনন করেছে, তা ডিঙ্গিয়ে যাবার সাহস আমাদের দাও। নবযুগের এ ফেরাউনদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য কথা প্রকাশ করার মনোবল আমাকে দান কর।"

এ যুবক ছিল সাদ বিন আবদুল মুনীম।

পরের দিন যখন গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেনাদল ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন সাদ তার ভাইদের বললো, "তোমরা ওদের সঙ্গে যাও, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

আহমদ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে কি করবেন?"

সাদ বললো, "আমার শেষ কর্তব্য পালন করার জন্য আমি ইছাবেলা যাবো।"

"আপনি মুতামিদের কাছে যাবেন?"

"আমি জানি, কোন লাভ হবে না। তবুও আমি যাবার সংকল্প করেছি।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাবো।"

হাসান বললো, "আমিও।"

ইলিয়াছ নামক গ্রানাডার অপর একজন স্বেচ্ছাসেনা বললো, "আমিও আপনাদের সঙ্গে যাবো। গ্রানাডা ফিরে গিয়ে কি করে মানুষকে মুখ দেখাবো? এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মুতামিদের সামনে গিয়ে তার মুখের ওপর একথা বলা যে, তার পরাজয় হয়েছে। এতে হয়তো বা তার আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠতে পারে।"

গ্রানাডার আর তিন জন স্বেচ্ছাসেনা সাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হল। সাদ মায়ের নামে একখানা চিঠি লিখে গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তনকারী জনৈক স্বেচ্ছাসেনার হাতে দিয়ে বললো, "এ চিঠিখানা আমাদের বাড়ী পৌছে দেবে। ইনশাল্লাহ আমরা এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রানাডা পৌছে যাবো।"

কবি জগতে এক সৈনিক

রাণী রেমিকা একদিন মুতামিদের সঙ্গে নদীতে নৌকা বিহারের আনন্দ উপভোগ করছে। নদীর তীরে কিছু সংখ্যক নারী শ্রমিক ইট তৈরী করার জন্য পায়ের সাহায্যে মাটি ও

www.pathagar.com

পানি মিলিয়ে কাদা তৈরী করছে। রেমিকার ইশারায় মাল্লাগণ নৌকাটি তীরে ভিড়িয়ে দিল।

রাণীকে তাদের দিকে মনোযোগী হতে দেখে নারী-শ্রমিকেরা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। রাণীর ঠোঁটে একটি দুষ্টুমীভরা স্মিত হাসি ফুটে উঠলো। সে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে কাদার স্তুপে এক মুষ্টি স্বর্নমূদ্রা ছুঁড়ে মারল। নারী শ্রমিকরা প্রথমেতো রাণীর এ কাজ দেখে আশ্চর্যান্বিতা হল। কিন্তু মুতামিদও যখন এক মুষ্টি স্বর্নমূদ্রা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, তখন তারা আনন্দে হৈ চৈ করে মুদ্রা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল। স্বর্নমূদ্রা কুড়িয়ে নেবার জন্য পরস্পর ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি করার দরুণ ওদের আপাদমস্তক কর্দমাক্ত হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে রেমিকা হাসিতে লুটিয়ে পড়ল। তাই দেখে বেশী করে স্বর্ন মূদ্রা সঙ্গে না আনার দরুণ মুতামিদের খুবই আফসোস হতে লাগলো।

শাহী মহলে ফিরে এসে রেমিকা অভিযোগের সুরে মুতামিদকে বললো, "তুমি আমাকে বন্দীনির মত মহলের চতুর্সীমার মধ্যে আটক করে রেখেছ। বাইরের দুনিয়ায় হাজার রকমের আনন্দের উপকরণ রয়েছে আমি সে সব থেকে সম্পুর্ন বঞ্চিতা হয়ে জীবন যাপন করছি।"

মুতামিদ রেমিকার একটি হাসির জন্য রাজকোষ নিঃশেষে বিতরণ করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই এ ধরণের অভিযোগে তিনি খুব দুঃখিত হয়ে বললেন, "রেমিকা, আমি তোমার কোন্ ইচ্ছা অপূর্ন রেখেছি বল?"

রেমিকা বললো, "আমার মনে এখন এমন একটি আকাংখা জেগে উঠেছে, যা তুমি পূরণ করতে পারবেনা।"

মুতামিদ বললো, " তুমি আমাকে একবার পরীক্ষা করেই দেখ!"

"ঐ নারী শ্রমিকদের জীবনের প্রতি আমার ঈর্ষা হচ্ছে। আমি ওদের মত কাদা তৈরী করার আজাদী চাই।"

মুতামিদ কয়েক দিনের মধ্যেই শাহী মহলে মিশক আম্বর ও কর্পূরের স্তুপ সাজিয়ে ফেললো। তার পর এসব চূর্ন করে একত্রিত করা হল। গোলাপের পানি ছিটিয়ে এ গুলোকে ভিজানো হলো। এসব তৈরী করার পর রেমিকাকে ডেকে আনলেন।

রেমিকা শহরের বাছাই করা মহিলাদের একটি মিছিল নিয়ে হাজির হল। তার সখী বাঁদীদের সহ সকলে মিলে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে তৈরী মেশ্‌ক, আম্বর ও কর্পূরের কাদায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। উচ্চ-ঘরের কয়েক জন গম্ভীর প্রকৃতির মহিলাকে বাধ্য হয়ে এ খেলায় যোগদান করতে হয়।

মুতামিদ, তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধু এবং শাহী পরিবারের কয়েকজন যুবক এক পাশে দাঁড়িয়ে এ তামাশা দেখছিল। মহলের কোন কোন মহিলা এ জাতীয় খেলায় শামিল হতে লজ্জাবোধ করছিল। কিন্তু রেমিকা ও তার চঞ্চলা সখীগণ তাদের জবরদস্তি টানা হেঁচড়া করে খেলতে বাধ্য করছিল।

মুতামিদের কাছেই একটি বাঁদী মনি-মনিক্য ভর্তি একটি তস্তরী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

www.pathagar.com

মুতামিদ তস্তরী থেকে এক মুষ্টি উঠিয়ে মহিলাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। মূল্যবান মনি-মানিক্য হস্তগত করার জন্য মহিলারা পরস্পর ঠেলাঠেলি ও ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল। কতক্ষণের মধ্যেই তারা পরস্পরকে নীচে ফেলতে চেষ্টা শুরু করল। তাদের দামী কাপড়গুলো কর্দমাক্ত হয়ে গেল। দুষ্ট মেয়েরা পরস্পরের মুখে কাদা মাখাতে শুরু করল।

মায়মুনা কয়েকজন বান্ধবীর অনুরোধে সেদিন প্রথম বারের মত শাহী মহলে এসেছিল। তাকে শুধু বলা হয়েছিল যে, রেমিকা শহরের বড় বড় কর্মচারীদের স্ত্রী-কন্যাদিগকে ভোজ-সভায় দাওয়াত করেছে। কিন্তু এ তামাশা ছিল তার কাছে অপ্রত্যাশিত।

আমোদ-স্ফূর্তিতে সে তার সমবয়স্কাদের কারো তুলনায় কম ছিল না। কিন্তু পুরুষদের উপস্থিতিতে তার পক্ষে ওখানে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখাও ধৈর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। খেলা শুরু হবার পর সে প্রশস্ত আঙ্গিনার এক পাশের বারান্দায় একটি স্তম্ভের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো এক যুবক সতৃষ্ণ নয়নে তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে।

সে তার মুখের উপর নেকাব ঝুলিয়ে দিল এবং যেসব মহিলা এখনো শরীক হতে ইতস্তত করছিল তাঁদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। রেমিকা ও তার সখীগণ যখন ঐ মহিলাদেরও খেলায় অংশ গ্রহনের জন্য টানাটানি শুরু করল, তখর মায়মুনা অপর দিকের বারান্দায় একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঐ যুবক পুনরায় তার কাছে হাজির হয়ে বললো, "আপনার যদি এ খেলা অপছন্দ হয়, তা হলে চলুন আপনাকে বাগান দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

মায়মুনা ঘুরে একবার যুবককে দেখলো। রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল। সে পুনরায় মহিলাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটি চঞ্চল বালিকা এগিয়ে এসে তার মুখের নেকাব ছিঁড়ে ফেললো। অপর একটি মেয়ে তার হাত ধরে টেনে বারান্দায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। এক ঝাঁকুনিতে মায়মুনা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলো। অপর একটি বালিকা "মায়মুনা, মায়মুনা" বলে এগিয়ে এসে তাকে ধরতে চেষ্টা করলে সে এমন জোরে ধাক্কা দিল যে, মেয়েটি চিৎ হয়ে কাদার স্তুপে গিয়ে পড়ল। একটি মেয়ে এসে তার মুখে কাদা নিক্ষেপ করল।

হাসি ঠাট্টা ও হৈ হুল্লোড়ের ভিতর কারো আওয়াজ কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। মুতামিদ এক পাশে দাঁড়িয়ে অবিরাম মনি-মানিক্য ছুঁড়ে চলেছেন। মায়মুনা সেখান থেকে পালিয়ে মহল থেকে বের হবার রাস্তা তালাশ করতে শুরু করল, কিন্তু সে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না।

বারান্দার কোণে খোজা প্রহরীকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে মায়মুনা তাকে মহল থেকে বের হয়ে যাবার রাস্তা জিজ্ঞেস করলো। ইতিমধ্যে সেই যুবকটি এসে হাজির হলো। মায়মুনার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে বললো, " চলুন আপনাকে আমি বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।"

রাগে মায়মুনার চেহারা লাল হয়ে গেল। সে কোন উত্তর না দিয়েই এক দিকে চলতে শুরু করল। চঞ্চল পদক্ষেপের দরুণ মর্মর পাথরের তৈরী আঙ্গিনায় তার পা পিছলিয়ে গেল

www.pathagar.com

এবং নিজেকে সামলাবার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে পড়ে গেল। যুবক এগিয়ে গেল এবং মায়মুনার হাত ধরে তাকে উঠানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বললো, " আমি খুবই দুঃখিত। আপনার কোন আঘাত লাগেনি তো?"

মায়মুনা এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে বলল, "আমি জানতাম না যে, কর্দোভার শাহী মহলও তোমার মত বেহায়াদের দৌরাত্ম থেকে নিরাপদ নয়।"

খোজা প্রহরী এগিয়ে এসে বললো,."আপনি শাহজাদা রশীদের সঙ্গে বেয়াদবী করছেন।"

যুবক খোজাকে ধমক দিয়ে বললো, "তুমি থামো।"

মায়মুনা উঠে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল। এবং কিছুদুর যাবার পরই নীচে নেমে যাবার সিঁড়ি দেখতে পেল। মায়মুনা অর্ধেক সংখ্যক সিঁড়ি নামতে নামতেই শাহজাদা রশীদ দ্রুত হেঁটে তার আগে চলে গেল এবং সামনে গিয়ে রাস্তা আগলে দাঁড়াল।

মায়মুনা পাশ কাটিয়ে প্রশস্ত সিঁড়ির অপর প্রান্ত দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু রশীদ ওদিকে এগিয়ে এসে পুনরায় রাস্তা বন্ধ করে দিল। মায়মুনা রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চাও?"

"আমি জানতে চাই আপনি কে? অর্থাৎ আপনার নাম কি? আপনি কোথা থেকে এসেছেন? প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ ঘায়েল করার কৌশল আপনি কোথায় শিখেছেন? আর আমার কোন্ অপরাধের দরুণ আপনার চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল হয়ে উঠেছে?"

মায়মুনা বললো, "আমি এক মুসলমান বালিকা। তোমার সমস্ত প্রশ্নের একটি মাত্র জবাবই আমি দিতে পারি।"

"বলুন।"

মায়মুনা পূর্ণ শক্তিতে তার গালে একটি থাপ্পড় মেরে বললো, "এই।"

শাহজাদা রশীদ ক্রুদ্ধ, অপমানিত ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের গালে হাত বুলাচ্ছিল। মায়মুনা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দরজা পেয়ে বের হয়ে গেল।

দরজা থেকে বের হয়েই মায়মুনার মনে হল কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। ফিরে দেখতে পেল খোজা প্রহরীটি তার পেছনে পেছনে আসছে। পথচারীদের মনোযোগ এড়ানোর উদ্দেশ্যে মায়মুনা একটু ধীর গতিতেই যাচ্ছিল।

খোজা কাছে এস বললো," ইছাবেলায় সম্ভবত তোমার মত কোন নির্বোধ বালিকা নেই। তুমি জাননা যে, ইনি শাহজাদা রশীদ। ইছাবেলায় তুমিই একমাত্র ভাগ্যবতী বালিকা যার হাতের থাপ্পড় খেয়েও শাহজাদা মৃদু হাসছিলেন। দাঁড়াও! আমার কথা শোন। নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ো না। তার ওপর ক্রুদ্ধ না হয়ে বরং বিজয়িনী হবার জন্য তোমার খুশী হওয়া উচিত। এ যুবক তোমাকে পছন্দ করেছে। অথচ ইছাবেলায় হাজার হাজার বালিকা তার জন্য জীবন দান করতে প্রস্তুত। তুমি তাকে দুশমন বানানোর মত ভুল

www.pathagar.com

করোনা। তার নেক নজর তোমাকে স্পেনের সেরা সম্মানিতা মহিলাদের সারিতে শামিল করে দিতে পারে। আর তাঁকে যদি তুমি দুশমন বানিয়ে ফেলো তা'হলে তুমি তোমার পরিবারের মহা অনিষ্ট সাধন করবে।"

মায়মুনার মনে হচ্ছিল কে যেন তার মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দিচ্ছে। তবু সে ধৈর্যাবলম্বন করল। খোজা কথা বলতে থাকলো আর ও দিকে মনের অজ্ঞাতসারেই মায়মুনার চলার গতি অনেক দ্রুত হয়ে গেল। বিরাট মাংসল দেহ নিয়ে খোজা তার সঙ্গে হেঁটে যেতে কষ্টবোধ করছিল। ক্রমে সে হাঁপাতে শুরু করে। এমন কি কথা বলার শক্তিও তার রইল না।

বাড়ী পৌছতে পৌছতে মায়মুনা খোজা প্রহরী থেকে প্রায় ৫০ কদম আগে চলে গিয়েছিল। বাড়ীতে পৌছেই সে একটি কামরা থেকে তীর ধনুক নিয়ে এলো এবং দেউড়ীতে আধ-খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল।

খোজা দরজা থেকে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে কে জিজ্ঞেস করলঃ "এটা কার বাড়ী?"

"ইদ্রিসের বাড়ী।"

"সে কে?"

"তিনি সরকারী টাকশালের অধিকর্তা।"

হঠাৎ মায়মুনার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীর খোজা প্রহরীর মাথার টুপী উড়িয়ে নিয়ে গেল। সে ভয় পেয়ে কয়েক কদম পেছনে হটে গেল। আরও একটি তীর এসে তার পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধে গেল। তার উরু ঘেঁসে অপর একটি তীর চলে গেল।

খোজা পেছনের দিকে হটে যাচ্ছিল আর তার ডাইনে বায়ে ও সামনে তীরের পর তীর এসে পড়ছিল। সে চীৎকার করে বলছিল, "দেখ, এ ধরণের খেলা ভাল নয়।"

একটি কিশোর বালক তার অবস্থা দেখে হাসছিল। মায়মুনাদের বাড়ীর দু'জন ভৃত্যও রাস্তায় এসে খোজার তামাশা দেখছিল ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। একটি বুড়ো ভৃত্য দেউড়ীতে মায়মুনার পাশে দাঁড়িয়ে বলছিল, "আম্মাজি! ও শাহী মহলের খোজা বলে মনে হয়। সাবধানে তীর চালাও। ওকে যেন আহত করে দিওনা।"

কিশোর বালকটি মাটি থেকে খোজার টুপীটি উঠিয়ে তীর থেকে টেনে পৃথক করল। তারপর ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে খোজার মাথায় পরিয়ে দিল। আবার একটি তীর এলো এবং টুপীটিকে উড়িয়ে কয়েক গজ দূরে নিয়ে গেল। খোজা পেছনে ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করল এবং কিছু দুর যাবার পর পা ফসকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রাত্রিতে সে শাহী মহলে শাহজাদা রশীদকে বুঝচ্ছিল, "হুজুর, ঐ মেয়ের সাথে প্রেম করতে হলে সারা জীবন আপনাকে লৌহবর্ম দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানী যে ওর লক্ষ্য এখনো ঠিক হয়নি, তা না হলে আমার সারা শরীর চালুনী হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

২

মায়মুনা নিজ বাড়ীর উপর তলায় একটি কামরার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নদীর সন্ধ্যাকালীন মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছিল। তখন বসন্তকাল। নদীর তীরে ইছাবেলার সখীদের ভিড় মেলার মত মনে হচ্ছিল। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকায় ইছাবেলার বিত্তশালী পরিবারের সদস্যগণ নদীর উজান ভাটিতে যাতায়াত করছিল। কোন কোন নৌকা থেকে সুমিষ্ট মন-মাতানো গানের সুর ভেসে আসছিল।

কাব্য প্রেমিকেরা বিভিন্ন বাগিচায় ফুলের চারার সারি গুলোর ফাঁকে ফাঁকে তাদের মাহফিল বসিয়ে ছিল। গায়ক ও কবিগণ ছাড়াও ভাঁড়, বাজীকর ও মাদারীগণ নিজ নিজ পেশায় নিপুনতার প্রদর্শনী করছিল।

সূর্যাস্তের পর মায়মুনা পাশের কামরায় গিয়ে নামাজ পড়ল। নামাজের পর সে মুনাজাত করছিল – এমন সময় নীচের আঙ্গিনায় কয়েকটি বালিকার গলার স্বর শোনা গেল। দোয়া শেষ করে মায়মুনা বারান্দায় গিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে তাদের দেখতে চেষ্টা করল। একটি বালিকা মায়মুনাকে দেখতে পেয়ে উচ্চস্বরে বললো, "মায়মুনা, এসো! দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো এখনো কাপড়ই বদলাওনি দেখছি।"

দ্বিতীয় বালিকা বললো, " না,না, মায়মুনার পোশাক বদলাবার কোন দরকার নেই। দেখছোনা, এ সাদাসিদা পোশাকেই মায়মুনাকে সম্রাজ্ঞী মনে হচ্ছে!"

সকল বালিকাই মায়মুনার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল। মায়মুনা তার গালে যেন, সুখানুভূতির মৃদু উষ্ণতা অনুভব করল।

একটি বালিকা আবার বললো, "আমি মনে করেছিলাম, তুমি আগে চলে গেছ। যাক, এখন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।"

মায়মুনা অবহেলার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

অপর একটি বালিকা বললো, "মরে যাই তোমার নিরাসক্ত ভালবাসা দেখে! রাণী রেমিকা কি স্বয়ং আসবেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য?"

"আমি কখন বললাম যে রাণী রেমিকা আমাকে নিয়ে যেতে আসবেন?"

"আচ্ছা, হয়েছে! এখন তৈরী হয়ে নাও! এসো আমি তোমার চুল বেঁধে দিচ্ছি", বলতে বলতে একটি দীর্ঘাঙ্গিনী বালিকা তার হাত ধরল।

মায়মুনা নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমি যাবোনা।"

কয়েকটি বালিকা এক সঙ্গে প্রশ্ন করল,"তুমি যাবে না?"

"না।"

www.pathagar.com

"কেন?"

"আমার ইচ্ছা।"

প্রথম বালিকাটি বললো, "তুমি রাণী রেমিকার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে?"

মায়মুনা শান্ত স্বরে বললো, "রাণী রেমিকার দাওয়াতে যোগদান কি আরাকানে-দ্বীনের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে?"

দীর্ঘাঙ্গিনী বালিকা বললো, "দেখ, মায়মুনা! তোমার ইচ্ছা না হলে, তোমাকে বাধ্য করতে পারছিনা। কিন্তু অনর্থক সুলতানা রেমিকার সঙ্গে ঝগড়া সৃষ্টি করা তোমার উচিত হবেনা। যদি তিনি বুঝতে পারেন যে, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার দাওয়াতে শরীক হওনি, তবে তিনি এটাকে বেয়াদবী মনে করবেন। তখন সম্ভবত এটা তোমার ভাইয়ের জন্য অকল্যানকর হতে পারে।

গত সপ্তাহে ইছাবেলার মসজিদের জনৈক খতিবকে শুধু এ জন্য শহর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তিনি এক জনসমাবেশে বক্তৃতাদান কালে বলেছিলেন যে, "রাণী রেমিকা ইছাবেলার রমনীদের বেহায়াপনা শিক্ষা দিচ্ছেন।"

মায়মুনা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললো, "আমার ভাইয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। শহর থেকে বহিস্কার তার জন্য নতুন বিষয় নয়। তিনি রাণী রেমিকার পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই প্রাধান্য দেবেন।"

মায়মুনার অপর একজন বান্ধবী বললো, "বেশ ভাল। আমরা তোমাকে বাধ্য করছিনা। কিন্তু সূলতানা রেমিকা যদি ডেকে তোমার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করেন তা হলে তোমার পক্ষে কোন একটি অজুহাত পেশ করাই উত্তম হবে বলে আমি মনে করি।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক! আমি তাকে জবাব দিতে পারব।"

বালিকারা পরস্পরের সঙ্গে কানে কানে কি কি বলাবলি করতে করতে চলে গেল। রাস্তায় তাদের বাগী দাঁড়িয়ে ছিল। তারা বাগীতে সওয়ার হয়ে বসলে পর একটি বালিকা নিম্ন স্বরে বললো, "মনে হচ্ছে মায়মুনা উৎসবে শরীক হবে না।"

অপর একজন বালিকা বললো, " কিন্তু এর কারণ কি?"

"তুমি জাননা, শাহজাদা রশীদ মায়মুনাকে বিয়ে করার জন্য জেদ করেছেন।"

মায়মুনা যদি শাহজাদা রশীদকে প্রত্যাখ্যান করে তা'হলে তো বুঝতে হবে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"না, মাথা খারাপ হয়নি। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মায়মুনা তার রূপের আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে খুবই সজাগ। সে জানে যে, সে যতই ঔদাসীন্য দেখাবে, শাহজাদা রশীদের অস্থিরতা ততই বাড়তে থাকবে।"

সকলের শেষে একটি বালিকা বললো, "তোমরা তিলকে তাল করছ। আমি মায়মুনাকে ভাল করেই জানি। রেমিকার পুত্র যদি অর্ধেক দুনিয়ার বাদশাহও হয়ে যায় তাহলেও মায়মুনা

www.pathagar.com

তাকে কোন গুরুত্বই দেবেনা তুমি জান? তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর থেকে সে কখনো কোন মাহফিলে যোগদান করেনি।একবার সুলতানা রেমিকার দাওয়াতে সে শাহী মহলে গিয়েছিল। সেখানে মায়মুনা যা কিছু দেখেছে তা তার জন্য খুবই অসহনীয় ছিল। বিশেষত শাহাজাদা রশীদের অশোভন ব্যবহারে মায়মুনা খুবই দুঃখ পেয়েছে।"

দীর্ঘাঙ্গিনী বালিকাকে মায়মুনার অস্বীকৃতির দরুণ খুবই ক্রুদ্ধা মনে হচ্ছিল। সে বললো, "রশীদ ও মায়মুনার সম্পর্ক কতদুর গড়িয়েছে, তা তোমরা কেউ জানোনা। একদিন হঠাৎ শুনবে যে, মায়মুনা শাহী মহলে পৌঁছে গেছে। আমার ভাই------"

এ পর্যন্ত বলে হঠাৎ সে থেমে গেল। অন্যান্য বালিকারা চাপ দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল। থেমে গেলে কেন?"

"কিছু না। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, শাহজাদা রশীদ আমার ভাইয়ের বন্ধু। তিনি ভাইয়ের কাছে কোন কথাই গোপন করেন না।"

"মায়মুনা সম্পর্কে শাহজাদা রশীদ কি অভিসন্ধি এঁটেছে তা নিশ্চয় তোমার ভাই তোমাকে বলেছে।"

দর্ঘাঙ্গিনী বালিকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "না,ভাইজান আমাকে কিছুই বলেন নি। তবে তার কথাবার্তা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, শাহাজাদা রশীদ মায়মুনাকে তার অন্তর রাজ্যের রাণীর আসনে বসিয়ে রেখেছে।"

"এটা আর নতুন কথা কি? কে জানে না যে, শাহজাদা রশীদ মেয়েদের ব্যাপারে তার দাদার স্বভাব মাফিকই আচরন করবে?"

দির্ঘাঙ্গিনী বালিকা রেগে গিয়ে বললো, "শাহী খান্দানের সমালোচনায় লিপ্ত না হলেই কি আমাদের জন্য ভাল নয়?"

এ প্রশ্নের জবাবেও অপর মেয়েটি কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার পাশে বসা অন্য একটি মেয়ে তার হাত টিপে দিয়ে নিরব থাকার জন্য ইঙ্গিত করল। এ জন্য সে চুপ করেই রইল।

৩

এ বালিকাদের বিদেয় করার পর মায়মুনা একটি কামরায় ঢুকে আলমারী থেকে একখানা বই বের করল এবং চেয়ার টেনে নিয়ে প্রদীপের কাছে পড়তে বসল। বাসায় পরিচারিকার আওয়াজ শোনা গেল," খানা নিয়ে আসবো?"

"না, আমি ভাইজানের জন্য অপেক্ষা করবো। " এ কথা বলে মায়মুনা উঠল এবং ওজু করে এশার নামাজে দাঁড়িয়ে গেল।

নামাজের শেষে আবার বই পড়তে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরে ইদ্রিস বাড়ীতে এলো।

www.pathagar.com

সে আঙ্গিনায় ঢুকেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করল, "মায়মুনা কোথায়?"

"আমি এখানে ভাইজান।" মায়মুনা তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে বসলো।

ইদ্রিস ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করল এবং একটি চেয়ারে বসে পড়ল। তার চেহারায় ক্লান্তি ও অস্থিরতার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল।

"শরীর ভাল তো, ভাইজান?" মায়মুনা উদ্বেগের স্বরে জিজ্ঞেস করল। ইদ্রিস বিষন্ন হাসি হেসে বললো, "আমি ...হ্যাঁ, আমি..বেশ ভাল আছি? তুমি এখনো খাওনি?"

"আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

"আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, খাবার সময় হলে আমার জন্য অপেক্ষা করো না।"

"আপনি আজ দেরী করেন নি। আমি তো এক্ষুণি নামাজ পড়লাম।"

ইদ্রিস অনুভব করল যে, মানসিক চাঞ্চল্যের দরুণ সময় সম্পর্কে তার সঠিক হিসাব ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই দু' ভাইবোন দস্তরখানে খানা খাচ্ছিল। ইদ্রিস শাহী মহলে উৎসবের প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। হঠাৎ মায়মুনাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কেউ ডাকতে আসেনি তো?"

মায়মুনা বললো, " কিছুক্ষণ আগে জেয়াদের বোন ও তার কয়েকজন সঙ্গিনী এসেছিল। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেছি।"

ইদ্রিস কিছুক্ষণ নীরব রইল। মায়মুনা তার চেহারার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। ইদ্রিস বললো, " তুমি খাচ্ছ না যে?"

"ভাইজান আমার ক্ষিধে নেই।"

ইদ্রিস বললো, "মায়মুনা! আজ দুপুরবেলা শাহজাদা রশীদ আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। তার পর থেকে সারাটি দিন আমি অস্থিরতায় কাটিয়েছি। এক ভাইয়ের জন্য এর চাইতে বড় সমস্যা আর কি হতে পারে যে..." এ পর্যন্ত বলে তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

এখন খাবারের প্রতি কারো লক্ষ্য ছিলনা। উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

মায়মুনা বললো, "ভাইজান ! আপনি ও আমি একই মায়ের দুধ পান করেছি। আর বাপের আত্মমার্যাদাবোধও আমরা সমান পরিমানেই পেয়েছি। আপনার বোন জানতে চায় সে আপনাকে কি বলেছে এবং আপনিই বা তাকে কি জবাব দিয়েছেন।"

"জবাব তো শুধু তুমিই দিতে পার মায়মুনা। সে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। সে নাকি সুলতানা রেমিকারও সম্মতি নিয়েছে । আর এ উৎসবের সময় সুলতানের অনুমতিও নিবে। এখন তুমিই বল, আমি এর কি জবাব দিব?"

রাগে মায়মুনার চেহারা ফুলে উঠল। সে এক মুহূর্ত ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে দ্রুত পাশের কামরায় চলে গেল। ইদ্রিস কয়েক ঢোক পানি পান করে মায়মুনাকে ডাকতে ডাকতে সে কামরায় প্রবেশ করল। নিজের মুখ দু' হাতে ঢেকে মায়মুনা এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল।

www.pathagar.com

ইদ্রিস তার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "মায়মুনা, আমি শুধু জানতে চাই, তোমার দিকে কিভাবে এবং কখন সে মনোযোগী হল? যদি এমন কোন ব্যাপার হয়ে থাকে যার জন্য রশীদ আমার নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে সাহস পেয়েছে, তা হলে তুমি আগে বলনি কেন?"

মায়মুনা মুখ ফিরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল। তার চোখে তখন অশ্রুর প্রবাহ ছিল। বললো, "ভাইজান! আমার অপরাধ এই যে, আমার বান্ধবীদের অনুরোধে একদিন সুলতানা রেমিকার দাওয়াতে শরীক হয়েছিলাম। যখন সে বেহায়াপনা শুরু করে তখন আমি প্রতিবাদ করে চলে আসি। মহলের সিড়ি থেকে নীচে নেমে আসার সময় সে যখন আমার পেছনে ধাওয়া করেছিল, তখন খুব কসে তার গালে চড় বসিয়ে দিয়েছি।

তারপর আমার অপরাধ এই যে, যখন সে আমাকে অশ্লীল ধরণের চিঠি লিখতে শুরু করে তখন ওগুলি না পড়ে জ্বালিয়ে দেয়াই আমি উত্তম বিবেচনা করেছি। আর আমার ভাইকে এসব কথা জানানোর সাহস পাইনি। কারণ আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চাইতে ভাইয়ের জীবন আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমার ধারণা ছিল, আমার নীরবতার দরুণ তার উৎসাহ হ্রাস পাবে এবং সে আমার খেয়াল মন থেকে তাড়িয়ে দেবে। জেয়াদের বোন আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল যে, আমি যদি এ গুপ্ত বিষয় ফাঁস করি তাহলে আমার ভাইয়ের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।"

"আর তোমার ভাইয়ের অপরাধ এই যে, সে আজ তার গালে চড় বসায়নি। সে জন্য ভাই তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। মায়মুনা! আমি তোমার মত বোনের জন্য গর্ববোধ করি।"

ইদ্রিস মায়মুনার মাথা নিজের বুকের সাথে চেপে ধরে রুমাল দিয়ে তার চোখ মুছে দিল। তারপর একটি চেয়ারে তাকে বসিয়ে নিজে অপর একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললো, "মায়মুনা! জেয়াদের বোন তোমার কাছে রশীদের চিঠি পত্র নিয়ে আসে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ভাই ও বোন একই উদ্দেশ্যে কাজ করছে। এখন আমি যখন আসছিলাম তখন জেয়াদ আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। বড়ই নীচ প্রবৃত্তির লোক সে! বাড়ীর ফটক পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছিল। সারা পথেই সে রশীদের পক্ষে ওকালতী করছিল।"

মায়মুনা বললো, "ভাইজান, আপনি আমাকে এমন কোন জায়গায় পাঠিয়ে দিন যেখানে মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে।"

ইদ্রিস ব্যথিত হয়ে বললো, "স্পেন থেকে মানুষের শাসন খতম হয়ে গেছে। তবুও আমি ভাবছি, হয়তো বা গ্রানাডার অবস্থা কিছুটা ভাল। আমি সাদের খোঁজ করবো। সে সম্ভবত এখনও ওখানে আছে। তার চেষ্টায় সেখানে আমার কোন চাকুরী হয়ে যেতে পারে।"

সাদ ও গ্রানাডার নাম শুনে মায়মুনার অন্তরে খুশীর ঢেউ বয়ে গেল। অতীতের স্মৃতিপট থেকে একটি ছায়ামূর্তির অস্পষ্ট চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এটা ছিল সাদের

www.pathagar.com

চেহারা। দীর্ঘকাল যাবত মায়মুনার কল্পনা জগতে এ ছায়াটির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। অতি সম্প্রতি সে অনুভব করতো যেন সাদ তাকে বলছে, "মায়মুনা, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। তোমার মান-ইজ্জত রক্ষা করার জন্য আমি এক দূর্ভেদ্য দূর্গ প্রাচীর তৈরী করেছি।

ইদ্রিস বললো, "মায়মুনা! তুমি জান, রেমিকা ও তার পুত্র তোমার প্রতি এত মনোযোগী হয়েছে কেন? "... কথা হচ্ছে এই যে, তারা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রচার করা তাদের জীবনের সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছে। তাই তারা অপরের লজ্জাশীলতা ও ভদ্রতাকে নিজেদের জন্য অপমানকর মনে করে।

রেমিকা মনে করে, ইছাবেলার প্রতিটি পুত পবিত্র ভদ্র মহিলা তাকে পরোক্ষভাবে অপমানিত করছে। তাই সে সকলের চেহারা থেকে লজ্জা ও সম্ভ্রমের পরদা ছিড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। তার পুত্রদেরও ঐ একই চরিত্র।

মুতামিদের দরবারে সম্মান ও উচ্চপদের আসন গুলো ক্রমেই সে সব লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হচ্ছে যারা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় বেশী অগ্রসর হয়ে গেছে। তাই আমাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল তালাশ করতে হবে।"

মায়মুনা বললো, "ভাইজান, আমার বিশ্বাস, গ্রানাডার অবস্থা ইছাবেলার চাইতে অনেক ভাল হবে। অন্যথায় আমাদের কর্দোভায় চলে যাওয়া দরকার। সেখানে আমরা নবাগত বিবেচিত হবো না।"

ইদ্রিস বললো, "কিছুদিনের মধ্যে কর্দোভার অবস্থা ইছাবেলার চাইতে বেশী খারাপ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। রশীদই সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত হচ্ছে।"

৪

পরিচারিকা ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বললো, "আঙ্গিনায় ভৃত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত বাইরের কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

ইদ্রিস ভৃত্যকে ডাকলো। সে দরজার কাছে এসে বললো, "গ্রানাডা থেকে আপনার এক বন্ধু এসেছেন। আমি তাকে বৈঠকখানায় বসিয়েছি।।"

ইদ্রিস তৎক্ষনাৎ বের হয়ে এসে বলল, "তুমি কি তার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"জি হ্যাঁ। কিন্তু তিনি শুধু বললেন, আমি গ্রানাডা থেকে আসছি। এটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট।"

মায়মুনা এক মূহূর্ত অনড় ও নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। তার পর উঠে দ্রুত পদক্ষেপে আঙ্গিনায় নেমে গেল। গ্রানাডা থেকে কে এসেছে? তার হৃৎপিন্ডের প্রতিটি স্পন্দন এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। তার হৃদয় সাগরে এক তুফান বয়ে যাচ্ছিল। সমগ্র আনন্দের এক হিল্লোল

www.pathagar.com

অনুভব করল সে।

আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আসমানের তারকারাজির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, তারাগুলো যেন তাদের চির পরিচিত নীরব হাসির পরিবর্তে সরব হাসিতে নীল আসমানটাকে সরগরম করে তুলেছে। "সাদ! সাদ!" মনে মনে দু' বার উচ্চারণ করল। "এটা কি সম্ভব যে তুমি........" ভাবতে ভাবতে সাদের নিস্পাপ ও চোখ জুড়ানো সুশ্রী মুখের রেখাগুলো অতীত স্মৃতির পর্দা ভেদ করে তার চোখের সামনে যেন নাচতে শুরু করল। সাদের নামটি তার নির্বাক অন্তরের তন্ত্রী গুলোতে মৃদু আঘাত হেনে এক নতুন সুর লহরী সৃষ্টি করল। মায়মুনার অন্তরে এক নয়া দুনিয়া জেগে উঠল।

মায়মুনা আঙ্গিনা পার হয়ে বৈঠকখানার একটি আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখছিল। তার ভাই এক আগন্তুকের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ ছিল। আগন্তুকের মুখ খানা বিপরীত দিকে থাকায় মায়মুনা তা দেখতে পাচ্ছিলনা। তারা পরস্পর পরস্পরকে বুকের সঙ্গে জোরে চেপে ধরেছিল। উভয়ে উভয়কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ইদ্রিস দু' কদম পেছনে হটে সাদের কাঁধে হাত রেখে বললো, "আমাকে তোমার মুখখানা ভাল ভাবে দেখতে দাও।"

এখন মায়মুনাও তাকে ভাল ভাবে দেখতে পাচ্ছিল। সাদ! তার শৈশবের সাদ এখন পূর্ণ পুরুষে পরিণত হয়ে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের এক আকর্ষনীয় মূর্তি ধারণ করেছিল।

মায়মুনার হৃদয়ের স্পন্দন গুলো তার কানে কানে বলছিল, "তুমি সেই...যার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। তুমি আমার! আমার জন্যই তুমি এসেছ। আত্মভোলা মায়মুনা আবেগের বশে বৈঠক খানার মধ্যে এক পা রাখল। অন্তরের তুফান তাকে কামরার ভেতরে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলে সে শিউরে উঠল। দ্রুত পেছনে হটে চৌকাঠের সঙ্গে মাথা লাগিয়ে রইল।" "সাদ! সাদ! আমি জানতাম তুমি আসবে।" মনের ভিতর বার বার কথা কয়টি উচ্চারিত হচ্ছিল। আর চোখে নেমে এসেছিল আনন্দের অশ্রু বন্যা।

এক ঝটকা দমকা হাওয়া এসে দরজা সম্পূর্ন খুলে ফেললো। ত্রস্ত হয়ে মায়মুনা এক কদম পেছনে হটে গেল। কিন্তু ইদ্রিস তাকে দেখে ফেলেছিল। সে উচ্চস্বরে বললো, "মায়মুনা! সাদ এসেছে।"

কিন্তু এবার তুফানের গতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মায়মুনা উর্ধশ্বাসে পালাচ্ছিল। নিজের কামরায় ঢুকে একটি চেয়ারে বসে পড়ল। হঠাৎ আবার উঠল এবং দেয়ালের সঙ্গে টাঙ্গানো একটি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

নিজের মুখ দুহাতে ঢেকে সে নিজেকে লক্ষ্য করে বললো, "পাগলী কোথাকার!" এক অদ্ভুত চাঞ্চল্যে সে কামরার ভিতর তিন চারবার চক্রাকারে ঘুরার পর বের হল এবং বারান্দার কোণায় গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ওপর উঠে গেল।

সে আসমানের দিকে তাকিয়ে তারা গুলোকে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করতে

www.pathagar.com

দেখল। নদীর দিক থেকে এক মাঝির গানের সুর ভেসে আসছিল। এ গান মায়মুনা বহুবার শুনেছিল। কিন্তু আজই সে সর্বপ্রথম অনুভব করল যে, এ ধরনের হাজার হাজার গান তার বুকের ভিতরে দাপাদাপি করছে।

পরিচারিকা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "মেহমানের জন্য খানা তৈরী করবো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," মায়মুনা বললো। "এটাও কি জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল! কিন্তু দাঁড়াও, আমি নিজেই আসছি। আজ আমি রান্না করবো।"

বৈঠক খানায় ইদ্রিস ও সাদ এখন সুস্থির ভাবে পরস্পরের মুখোমুখী বসে আলাপ করছিল। নিজের সম্পর্কে ইদ্রিসের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর সাদ জিজ্ঞেস করল, "তোমার আম্মাজান কেমন আছেন? আগে তো তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে এসো। তার পর কথাবার্তা বলবো।"

ইদ্রিস শোকার্ত কণ্ঠে বললো, "আম্মাজান গত বছর ইন্তেকাল করেছেন।"

সাদ সমবেদনা প্রকাশ করার ভাষা তালাশ করছিল, এ সময় ইদ্রিস উঠে দাঁড়ালো। বললো, "আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে আসি।"

"না, আমি সরাইখানা থেকে খেয়ে এসেছি।"

"তুমি কখন এখানে পৌঁছেছ?"

" সন্ধ্যার একটু আগেই এখানে পৌঁছেছি। আমি ভাবতেই পারিনি যে তোমাকে এখানে পাব। মনে করেছিলাম, হয়তো তুমি গ্রানাডা চলে গিয়েছ। সৌভাগ্যবশত সরাইখানার নিকটস্থ এক মসজিদের খতিব তোমাকে চেনেন, তিনি আমার সঙ্গে একজন লোক দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আহমদ ও হাসান সরাইখানায় আছে।"

ইদ্রিস কামরা থেকে বের হয়ে ভৃত্যকে ডেকে বললো, "খুব তাড়াতাড়ি আমার বাগী তৈরী কর।"

পুনরায় সে কামরায় এসে বসল এবং সাদের দিকে লক্ষ্য করে বলল, "আমি নিজেই আহমদ ও হাসান কে আনতে যাবো। যদি তোমার ঘুম এসে থাকে তা হলে ঘুমিয়ে পড়। আমি তোমার বিছানা ঠিক করে দিচ্ছি।"

সাদ উঠে ইদ্রিসের হাত ধরে বললো, "ইদ্রিস, তুমি বস, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলব। তারপর সরাইয়ে ফিরে যাব। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন যুবক এসেছে। আমি তাদের সঙ্গে থাকাই ভালো মনে করছি।"

ইদ্রিস বললো, "তুমি বলছ কি সাদ! আমি এখানে রয়েছি আর তুমি কিনা সরাইখানায় রাত কাটাবে। তোমার সঙ্গে যদি পঞ্চাশ জন লোকও থাকে তবুও আমি তোমাদের সরাইখানায় থাকা পছন্দ করবোনা। আমার সারা বাড়ীই শূন্য পড়ে আছে।"

সাদ বললো, "এখন আমার এখানে থাকা কিছুতেই সঙ্গত নয়। আমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ইছাবেলা এসেছি। আমার কথাগুলো আগে ভালো করে শোনো।"

www.pathagar.com

ইদ্রিস কিছুটা নিরাশ হয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "আমি জানি তুমি বড় জেদী। আচ্ছা বল, তুমি কি বলতে চাও?"

সাদ বলল, "তুমি জান যে, ইবনে আম্মার শুধু মুতামিদকেই ধোঁকা দেয়নি বরং স্পেনের মুসলমানদের উৎসাহ উদ্দীপনার ওপর পানি ঢেলে দিয়েছে। যে পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেনা ইসলাম ও কুফররের জিহাদে অংশ গ্রহণের আগ্রহ নিয়ে এসেছিল, তারা এ তিক্ত অনুভূতি নিয়ে ফিরে গেছে যে, স্পেনের মুসলমানদের ধ্বংস অতি নিকটবর্তী।

যদি আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই হয়ে যেতো, তা' হলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কয়েক দিনের মধ্যে স্বেচ্ছাসেনাদের সংখ্যা দশ গুণ হয়ে যেতো এবং স্পেনের সাধারণ মুসলমানেরা নিজ নিজ শাসকবর্গকে মুতামিদের সঙ্গে সহযো তা করতে বাধ্য করতো। আমি মুতামিদের সঙ্গে দেখা করতে চাই এবং তাঁকে একথা বলা আমার কর্তব্য মনে করি যে, ইবনে আম্মারের নিকট থেকে মোটা রিশওয়াত নিয়ে যে দুশমন ফিরে গেছে, সে পরবর্তী অভিযানে আরও বেশী প্রস্তুতি নিয়ে আসবে।

দ্বিতীয় দফা ইছাবেলার শাসকবর্গ যদি এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তা' হলে দুশমন আরও কয়েক গুন বেশী খেরাজ ও রিশওয়াত দাবী করবে। এভাবে মুতামিদকে ইছাবেলার স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের দাম শোধ করতে হবে এবং অবশেষে তার রাজকোষে এক কপর্দকও অবশিষ্ট থাকবে না।

অবস্থা এই যে, ইবনে আম্মার পাঁচশত উত্তম ঘোড়া দুশমনদের হাতে তুলে দিয়েছে। পরবর্তী কয়েক বছরে সে সৈনিকদেরকেও দুশমনের হাতে এভাবে বিক্রি করে দিতে পারে। ইছাবেলায় যখন আর কিছুই থাকবেনা, তখন আলফানসু বিনা বাধায় এ রাজ্য দখল করে নেবে। তখন ইছাবেলার লোকদের পক্ষে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করা তো দূরের কথা, নিজেদের পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। অন্য রাজ্যের মুসলমানগণও ইছাবেলার শাসকদের পূর্ববর্তী নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করে তাদের সাহায্য করতে আসা নিরর্থক মনে করবে।

সে সময় ইবনে আম্মারের মত রাজনীতিবিদ তার সুলতানের পতনোম্মুখ অবস্থা দেখে আলফানসুর প্রশংসা সূচক কবিতা লেখা নিজের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর বিবেচনা করবে। এ পরিণতি সম্পর্কে মুতামিদকে সতর্ক করা আমি আমার সর্বশেষ কর্তব্য বলে মনে করি। অন্যথায় ইছাবেলার ধ্বংস সমগ্র স্পেনের মুসলমানদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করবে।"

ইদ্রিস বললো, " আমি শুধু এটুকু জানি যে, স্পেনকে রক্ষা করার এক উন্মাদনা তোমাকে পেয়ে বসেছে। আর এ উন্মাদনার বশে তুমি নিজে কোথায়ও বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তুমি বোধ হয় জান যে, মুতামিদ ইবনে আম্মারের এ সফলতাকে তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় বিজয় বিবেচনা করেন। তিনি আলফানসুর ফিরে যাবার খবর শোনা মাত্রই বিজয় উৎসব পালনের প্রস্তুতি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পরশু ইবনে আম্মার এখানে এলে মুতামিদ, সকল উজীর ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ শহরের বাইরে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাবে। তারপর শুরু হবে বিজয়োৎসব এবং তা কতদিন পর্যন্ত চলবে তার কোন স্থিরতা নেই। প্রথমত তোমার পক্ষে মুতামিদের নিকট পৌঁছারই কোন উপায় নেই। যদি কোন উপায়ে তুমি সেখানে পৌঁছতে পার, তাহলে মুতামিদ ইবনে আম্মারের বিরুদ্ধে তোমার কথা শোনার পরিবর্তে তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন। তিনি হয়ত তোমাকে ঐটুকু সাজা দিয়েই ক্ষান্ত হতে পারেন কিন্তু এর পর ইছাবেলার প্রতিটি দেয়ালের আড়ালে তোমাকে হত্যা করার জন্য এক একজন দুশমন প্রতীক্ষা করবে। তোমার পক্ষে এ শহর থেকে জীবিত ফিরে যাওয়া একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।"

সাদ একটু নীরব থাকার পর বললো, "ইদ্রিস, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি তা পূর্ণ করার পর আমাকে হয়তো বা নিজের প্রাণ হারাতে হবে। অথবা এমনও তো হতে পারে যে, সত্যের আওয়াজ শুনে মুতামিদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে এবং আমার স্বজাতীয় ভাইয়েরা ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।"

ইদ্রিস বললো, "আমি জানি যে, মুতামিদের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত যদি করেই থাক, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমাকে বিরত রাখতে পারবে না।"

"তুমি আমার সফলতার জন্য দোয়া কর। মুতামিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ফল যদি আশানুরূপ হয়, তা' হলে আমি আহমদ ও হাসানকে নিয়ে সোজা তোমার বাড়ী এসে উঠবো। এবং যতদিন তুমি বিরক্তিবোধ না করবে, ততদিন থাকবো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটা জানাজানি না হওয়া আমি পছন্দনীয় মনে করি।"

ইদ্রিস বললো, "তুমি মনে করছ, যদি তুমি এখানে এসে আমার মেহমান হও তা' হলে আমার চাকরী নষ্ট হয়ে যাবে। যদি তুমি জানতে যে, আমি এখানে নিজের রক্ত নিজেই পান করছি। যদি মায়মুনার চিন্তা করতে না হত, আমি কবেই ইছাবেলার চাকরী ছেড়ে চলে যেতাম।"

"ইদ্রিস আমাদের বন্ধুত্ব বাহ্যিক রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল নয়। আমি যেখানেই থাকিনা কেন, তাতে কি যায় আসে? প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যায় আমরা সাক্ষাৎ করতে পারবো।"

ইদ্রিস বললো, "আজকাল তো মুতামিদের সঙ্গে সাক্ষাত করা খুবই মুশকিল। শাহী দরবারের অধ্যক্ষ আমার সুপরিচিত। কিন্তু সে, বিজয়োৎসবের কাজে ব্যস্ত।"

সাদ বললো, "সে জন্য তুমি চিন্তা করোনা। আমি কোন না কোন উপায়ে সেখানে পৌঁছে যাব। এখন আমাকে বিদায় দাও।"

ইদ্রিস বললো, "না, সরাইখানা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে যাবো। তুমি বস, আমি এক্ষুনি আসছি।"

www.pathagar.com

"মায়মুনা!" ইদ্রিস বাড়ীর অন্দর মহলের আঙ্গিনা পার হয়ে ডাকলো।

মায়মুনা রান্নাঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলল, "আমি এখানে ভাইজান।"

"তুমি ওখানে কি করছ?"

"রান্না করছি ভাইজান!"

"তুমি অনর্থক কষ্ট করছ মায়মুনা। সাদ খাবে না। সে চলে যাচ্ছে।"

মায়মুনা হঠাৎ যেন আসমান থেকে জমিনে পড়ল। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলল, "তিনি....তিনি চলে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।" বলে ইদ্রিস এগিয়ে গেল। রান্নাঘরের আলোতে এবার ইদ্রিসের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা মায়মুনা দেখতে পেল। তার মনে আবার একটু আশার আলো জেগে উঠলো। এক কদম এগিয়ে এসে বললো, "আমি মনে করেছিলাম, তিনি বুঝি সত্যি সত্যি যাচ্ছেন।"

"আমি ঠাট্টা করছি না। সরাইখানায় তার কয়েক জন সাথী আছে। তাদের সঙ্গেই সে থাকতে চায়। সাদের ছোট ভাইয়েরাও এসেছে।"

"আপনি তাকে..." আর বলতে পারলো না। তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। মায়মুনা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ইদ্রিস বললো, "পাগলী, তুমি মনে করছ আমি সাদকে এখানে থাকার জন্য চাপ দেইনি। সে একটি অতি জরুরী কাজে এসেছে। কাজ শেষ করে আমাদের বাড়ীতে আসবে। আমি তাকে সরাইখানায় পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।"

মায়মুনা আশ্বস্ত হয়ে বললো, "আপনি তাঁর বাড়ীর খবর জিজ্ঞেস করছেন?"

"হ্যাঁ, তারা সবাই ভাল।"

৫

এক বিরাট মিছিল সহকারে ইবনে আমার শহরে প্রবেশ করল। ইছাবেলার জনসাধারণ ও সরকারী কর্মচারীগণ তার আগমন পথের দু'ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। বিগত দুতিন দিন যাবত সরকারী প্রচার বিভাগ অবিরাম প্রচারণার মাধ্যমে জনমনে এ ধারনা সৃষ্টি করেছিল যে, ইবনে আমার জাতির ত্রাণকর্তা। তার সাম্প্রতিক কৃতিত্বের বিনিময়ে জাতির নিকট থেকে সে সর্বোচ্চ পুরস্কারের হকদার। তাই জনগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তার ওপর পুষ্প বর্ষণ করছিল।

শাহী মহলের সদর দরজায় মিছিল পৌঁছল। মুতামিদ, সুলতানা রেমিকা এবং শাহী খান্দানের অন্যান্য সদস্যগণ বহু-মূল্যবান গালিচায় সাজানো একটি বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে ইবনে আম্মারের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন। বেদীর নীচে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত রাস্তার

www.pathagar.com

ওপরও গালিচা বিছানো ছিল। ইবনে আম্মার ঘোড়া থেকে নামল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে মুতামিদ ও রাণীর সামনে নত হয়ে সালাম করল। আর তারা এগিয়ে এসে দুজনের পক্ষ থেকে দুটি মূল্যবান রত্ন-হার তার গলায় পরিয়ে দিলেন।

তারপর মুতামিদ ও রেমিকার অনুসরণ করে ইবনে আম্মার শীর্ষস্থানীয় অমাত্যবর্গের সঙ্গে মহলের ভেতরে প্রবেশ করল। সাদ ও তার সঙ্গীগণ ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল।

ইলিয়াস সাদের কাঁধে হাত রেখে বলল, সাদ, "আমি বুঝতে পারছিনা, তুমি এদের কি বুঝাবে? আমার তো মনে হয় কয়েকদিন পর্যন্ত তুমি মুতামিদের সাক্ষাতই পাবে না।"

সাদ বললো, " আমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। আজ তাদের এ নির্বুদ্ধিতা দেখার পর আমার সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে।"

মাগরিবের নামাজের পর সঙ্গীদের সরাইখানায় রেখে সাদ, আহমদ ও হাসান সহকারে ইদ্রিসের বাড়ীতে চলে গেল। ইদ্রিস বাড়ীতে ছিলনা। সাদ ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু ইদ্রিসের বুড়ো ভৃত্যটি বলল, "তিনি সম্ভবত আসছেন। যাবার আগে আমাকে বলে গেছেন, আপনি এলে যেন সামান্য সময় অপেক্ষা করেন।"

ভৃত্যের কথা শুনে সাদ তার ভাইদের নিয়ে বৈঠক খানায় বসল। অল্প সময়ের মধ্যেই ইদ্রিস এসে গেল। রাত্রির খাবার খেয়ে তারা অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করল। অবশেষে সাদ বলল, "অনেক রাত হয়েছে। এবার আমাদের উঠতে হয়।"

ইদ্রিস বললো, "এখন আর ওখানে গিয়ে কি করবে? এখানেই ঘুমিয়ে থাকো।"

সাদ বললো,"না, আমার সঙ্গীগণ চিন্তা করবে।"

আঙ্গিনায় দরজার কড়া ঝন ঝন করে বেজে উঠল। ইদ্রিস বাইরে গেল এবং একটু পরে ফিরে এসে বললো, "সাদ, মায়মুনা খুবই রেগে গেছে। বলছে, তুমি যদি আমাদের মেহমান হওয়া অপছন্দ কর তা'হলে ছোট ভাইদের রেখে যাও।"

"আমরা এ শহর থেকে যাবার আগে তোমাদের ইচ্ছেমত মেহমানদারী করার সুযোগ দেবো। আপাতত কাজ শেষ করার সুযোগ দাও। কাজ শেষ হলেই এখানে চলে আসবো। এখন মেহেরবানী করে আমাদের যাবার অনুমতি দাও।"

ইদ্রিস বললো, " আমি নিজেই তোমার সঙ্গীদের নিকট যেতাম। কিন্তু আজকাল খুবই ব্যস্ত রয়েছি। টাকশালে দিন-রাত কাজ চলছে। অর্থমন্ত্রী পরশু খেরাজ নিয়ে আলফানসুর নিকট যাবেন।

রাজকোষের সকল সোনা ও রূপাকে মুদ্রায় পরিনত করার জন্য আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে। এখনো অনেক কাজ বাকী রয়েছে। আজ রাতের অবশিষ্ট অংশ আমাকে টাকশালেই কাটাতে হবে। কালও সম্ভবত আমি মোটেই ফুরসত পাবো না। তারপর আমি অবসরপেয়ে যাবো, তখন সম্ভবত মুতামিদের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের কোন ব্যবস্থাও করতে পারবো।

www.pathagar.com

উৎসবের শেষে ইবনে আম্মারও মার্সিয়া যাচ্ছে। আমি মনে করি, তার অনুপস্থিতিতে তুমি অধিকতর স্পষ্ট ভাবে তোমার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে।"

সাদ বললো, "আমি যা কিছু বলতে চাই তা ইবনে আম্মারের মুখের ওপরই বলতে চাই। আশা করছি একদিনের মধ্যেই আমি মুতামিদের দরবারে হাজির হবার সুযোগ পাবো।"

"তুমি খুবই জেদী সাদ! আচ্ছা, চল।"

সাদ ও তার দু'ভাই ইদ্রিসের সঙ্গে বাগীতে সওয়ার হল। ইদ্রিস টাকশালের নিকট নেমে গিয়ে মেহমানদের সরাইখানা পৌছে দেবার জন্য কোচম্যানকে নির্দেশ দিল।

৬

পরের দিন সাদ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শাহী মহলের চারদিকে ঘুরাফেরা করলো। কিন্তু মুতামিদের দরবারে হাজির হবার কোন সুযোগই সে পেল না। শাহী দরবারের অধ্যক্ষের সামনে সে যে আবেগময় বক্তৃতা করল, তা অরণ্যে রোদনেরই নামান্তর।

অধ্যক্ষ জবাব দিল, "সুলতানুল মুয়াজ্জম বর্তমানে উৎসব নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এ সময় যদি গ্রানাড়ার শাসনকর্তাও আসেন, তবুও তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন। তুমি এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর। তারপর আমি তোমার আবেদন বাদশাহ্‌র কাছে পেশ করে দেবো। তিনি যদি সঙ্গত মনে করেন, তা'হলে তোমাকে সাক্ষতের অনুমতি দেবেন। আর তুমি যদি খুব শীঘ্রই দেখা করতে চাও, তা হলে শাহী মেহমান খানার দারোগার নিকট যাও। তাঁর সুপারিশে হয়তো বা তোমাকে বিজয়োৎসবে যোগদানের অনুমতিও দেয়া হতে পারে।"

সাদ শাহী মেহমানখানার দারোগার সঙ্গে দেখা করলে দারোগা বললো, "আমি শুধু বিদেশী, বিখ্যাত ও বিশেষ ভাবে পরিচিত কবি ও গায়কদের জন্য সুপারিশ করতে পারি। তবে এ রূপ সুপারিশ করার আগে আমাকে ভালভাবে যাচাই করে দেখতে হবে; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিজয়োৎসবে যোগদানের যোগ্য কি না।"

দিনের তৃতীয় প্রহরে সাদ সাহস করে কবিদের একটি দলের সঙ্গে শাহী মহলে প্রবেশ করল। কিন্তু মহলের ভিতরে অপর একটি প্রবেশদ্বারে কয়েকজন পুলিশ অফিসার আমন্ত্রণ পত্র যাচাই করে দেখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সাদ তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে জনৈক অফিসার ডাক দিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, "আপনার আমন্ত্রণ পত্রটি কোথায়?"

সাদ নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো, "আমি গ্রানাডা থেকে সুলতানুল মুয়াজ্জমের জন্য

www.pathagar.com

একটি জরুরী খবর নিয়ে এসেছি।"

"অনুমতি পত্র অথবা দাওয়াতনামা ছাড়া কেউ ভেতরে যেতে পারে না।"

"সুলতানুল মুয়াজ্জমের সাথে আমার সাক্ষাত অত্যন্ত জরুরী। যদি আমার সম্পর্কে আপনাদের মনে কোন সন্দেহ হয় তা'হলে আমাকে গ্রেপ্তার করে সুলতানুল মুয়াজ্জমের সামনে নিয়ে চলুন।"

"আপনার পরামর্শ মোতাবিক কাজ করার ক্ষমতা আমাদের নেই, আপনি বাইরে যান। দ্বিতীয়বার এ পথ দিয়ে ভেতরে যাবার চেষ্টা করবেন না।"

সাদ পুলিশের সঙ্গে যখন তর্ক করছিল, সে সময় কোতওয়াল সেখানে এসে পৌছল। সাদের চারদিক থেকে পুলিশরা সরে গেল। কোতওয়াল প্রশ্ন করল, "এখানে কি হচ্ছে?"

একজন পুলিশ অফিসার বলল, "এ যুবককে গ্রেপ্তার করে সুলতানুল মুয়াজ্জমের সামনে হাজির করার জন্য সে নিজেই জিদ করছে।"

কোতওয়াল বললো, "ইছাবেলায় সম্প্রতি পাগলের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। তোমরা ফটকের বাইরে অনুমতি পত্র দেখে নিও।"

অফিসার বললো, " এ মহলের পাগলরা শাহী মহলের আদব কায়দা সম্পর্কে অজ্ঞ নয় । ইনি গ্রানাডা থেকে এসেছেন।"

তা'হলে দু'জন সিপাইকে বল, ওকে শহরের বাইরে রেখে আসুক, নিয়ে যাও ওকে।"

সাদ নীরবে কোতওয়ালের দিকে তাকাচ্ছিল। তার মোটা তাজা দেহ খানার মধ্যে যে অতীতের একটি অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠছিল। অকস্মাত সে অন্তরে লোকটির প্রতি বিরূপ অনুভূতি বোধ বরল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দিকে রওনা হয়ে গেল।

"দাঁড়াও!" কোতওয়াল গর্জে উঠল।

সাদ দাঁড়িয়ে পুনরায় তার দিকে তাকাতে লাগল।

কোতওয়াল দু'কদম এগিয়ে এসে সাদকে যেন খুঁটে খুঁটে দেখল। তারপর বললো, "সম্ভবত তোমাকে আমি এর আগেও কোথায়ও দেখেছিলাম।"

সাদ শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কখনো গ্রানাডা গিয়েছিলেন।"

" না, তবে তোমাকে যে দেখেছিলাম এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

"দু'দিন ঘুরার পরও কি তুমি বুঝতে পারনি যে, ইছাবেলার শাহীমহল সরাইখানা নয়। ভবঘুরে লোকের জন্য এর ফটক খোলা থাকেনা। তুমি কি চাও?"

"আমি সুলতানুল মুয়াজ্জমের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমি জানতে চাই সুলতানুল মুয়াজ্জমের ওপর তোমার এত অনুগ্রহ কি জন্য?"

"আমি গ্রানাডা থেকে একজন স্বেচ্ছাসেনা হিসাবে ইছাবেলার পক্ষে লড়তে এসেছিলাম। ফিরে যাবার আগে..."

কোতওয়াল তার কথার মাঝখানে বলে উঠল, "আমি সুলতানুল মুয়াজ্জমের পক্ষ থেকে

www.pathagar.com

তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন তুমি চলে যাও। এখানে অনর্থক ধাক্কা খেয়ে তোমার লাভ কি? যাও।"

সাদ কিছু বলল না। ধীরে ধীরে হেঁটে বাইরে চলে গেল।

পুলিশ অফিসাদের সঙ্গে কোতওয়াল সে সময় বলছিল, "এ লোকগুলোর ধারণা, ইছাবেলার প্রতিটি গাছের পাতায় পাতায় সোনা রূপা লেগে রয়েছে। সে যদি পুনরায় এখানে আসে, তা' হলে তাকে সোজা কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেবে।"

৭

রাত্রিকালে সাদ সরাইখানার একটি কামরায় নিজের ভাই ও সঙ্গীদেরকে তার সারাদিনের তৎপরতার বিবরণ শোনাচ্ছিল। কথা শেষ করে সাদ আহমদকে জিজ্ঞেস করল, "আহমদ! তোমার কি মনে আছে যে, ছোটবেলায় মদীনাতুজ-জোহরায় একদল ছেলের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়েছিল এবং আমি একটি মোটাতাজা ছেলেকে খুব পিটিয়েছিলাম?"

আহমদ বললো, "জি হ্যাঁ, ভাইজান! তার নাম ছিল জিয়াদ। যদি আমি চিনতে ভুল না করে থাকি তা' হলে সে এখানেই আছে। আমি তাকে এখানে এসে একবার দেখেছি।"

সাদ বললো, "আজ সে ইছাবেলার পুলিশ বাহিনীর একজন বড় অফিসার। সৌভাগ্যবশত সে আমাকে আজ চিনতে পারেনি।"

ইলিয়াস বললো, "আমার মনে হয় এখন আমাদের গ্রানাডা ফিরে যাবার প্রস্তুতি নেয়া দরকার। অনর্থক এ নেকড়ের লেজে খোঁচা মারার কোন অর্থই হয় না।"

সাদ চিন্তায় ডুবে গেল। আহমদ ও হাসান প্রথম বারের মত তার চেহারায় নৈরাশ্যের চিহ্ন দেখতে পেল। আহমদ বললো, "ভাইজান, যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, মুতামিদের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতে সুফল হবে তা' হলে এটা তেমন কঠিন কাজ নয়।"

সাদ বললো, "আমার এখন কোন কিছুতেই আস্থা নেই। আমি হয়তো শূন্যে প্রাসাদ তৈরী করছি। সম্ভবত স্পেনের প্রতি দরদী প্রতিটি যুবক এ ধরনের শূন্য প্রাসাদ তৈরীর কাজে ব্যস্ত আছে।"

আহমদ বললো, "কিন্তু আপনি যদি সত্যিই দেখা করতে চান তা' হলে সে বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।"

সাদ এবার আহমদের মুখের দিকে তাকাল। আহমদ ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে শান্তভাবে তার ভাইকে দেখছিল। তার এ মৃদু হাসি সাদের নিকট অর্থহীন মনে হল। একটু কর্কশ স্বরেই সে বলল, "তাহলে দয়া করে বলেই ফেল, তুমি কি উপায় করতে পার?"

আহমদ বললো, "আমি যা ভেবেছিলাম, সে পথে কিছুটা কাজও করেছি। যদিও ওতে

www.pathagar.com

কোন লাভ হবেনা, তথাপি আপনার কর্তব্য পালনের কাজটুকু সমাধা হয়ে যাবে। আজ আমিও কিছু চেষ্টা-তদ্বির করেছি এবং আমার চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলে যায়নি।

কথা হচ্ছে এই যে, আজকাল শাহী মহলের দরজা শুধু কবি ও গায়কদের জন্যই খোলা রয়েছে। গায়ক তো আপনি হতে পারবেন না। তবে কবির অভিনয় করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না।"

সাদ আরও কর্কশ স্বরে বললো, "এর অর্থ?"

আহমদ নিজের জেব থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে সাদকে দেখিয়ে বললো, "দেখুন, মুতামিদের মহলে প্রবেশ করার চাবি এটি।"

সাদ বললো, "এটা কি তামাশা করার উপযুক্ত সময়?"

"তামাশা নয় ভাইজান! আপনার কাছে আমি পুরস্কার দাবী করছি না। এটা রেমিকার প্রশংসা সূচক কবিতা। যদি আমার ধারনা ভ্রান্ত না হয় তা' হলে এতক্ষণে এ কবিতার একখানা নকল রাণীর পড়া হয়ে গেছে এবং সে মুতামিদকে হুকুম দিচ্ছে যে, গ্রানাডা থেকে আগত বিখ্যাত কবিকে তালাশ করে দরবারে হাজির করতেই হবে।"

এটুকু বলে আহমদ কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করল। ঐ অংশটুকুর অর্থ হচ্ছে, "হে ইছাবেলার জনপ্রিয় রাণী! তোমার রূপ সৌন্দর্য মুতামিদের রঙ্গীন স্বপ্নেরই প্রতিচ্ছবি। যদি মুতামিদের কবিতা থেকে পক্ষীকুল সুর শিখে থাকে, তা' হলে বাগানের পুস্পরাজি তোমারই মিষ্টি হাসি চুরি করে আকর্ষনীয় রূপ ধারণ করেছে।"

সাদ বললো, "ভারী দুষ্টু তুমি! এ কবিতা তুমি কোথায় শুনেছিলে?"

"আমি নিজেই কষ্ট করে ওটা রচনা করেছি। কিন্তু আপনি সে জন্য চিন্তিত হবেন না। আমি কবি নই। প্রয়োজনের তাগিদে ঐটুকু খেদমত করেছি মাত্র। যদি অনুমতি দেন তা' হলে সবটাই শুনিয়ে দিতে পারি।"

"কবিতা পরে শুনবো। আগে বল, তুমি তোমার এ কাজের খেদমত কোথায় কোথায় পৌঁছিয়েছ?"

"সকল বস্তুই নিজ নিজ কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। এসব বাজে কাজের একমাত্র কেন্দ্র হচ্ছে মুতামিদের দরবার। আমি এ কবিতা নিয়ে শাহী মেহমান খানার দারোগার নিকট গিয়েছিলাম। সে তো প্রথমে আমার সঙ্গে কথাই বলতে চায়নি। কিন্তু এ কবিতা পড়া শেষ হবার পর সে উচ্চঃস্বরে বলতে শুরু করে "কোথায় সে কবি? সে এখনো আমার কাছে আসেনি কেন? তাকে আমার সালাম বলবে। আমি আজই এ কবিতা সুলতানুল মুয়াজ্জমের খিদমতে পেশ করব। আমার বিশ্বাস, তিনি শীঘ্রই এ মহান কবিকে ডেকে পাঠাবেন।"

"তা' হলে তুমি সত্যি সত্যি এ কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"ভাইজান, আপনার সাথে ঠাট্টা করার মত দুঃসাহস আমার নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই আপনাকে ডেকে উৎসবে নেবে।"

www.pathagar.com

"আমাকে? এ কবিতা তুমি আমার নামে পাঠিয়েছ? দেখাও তো আমাকে ওটা?"

সাদ কাগজখানা আহমদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। কিছুক্ষণ ওটাকে মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তারপর বললো, "বোকা কোথাকার। এ বুড়ী পেত্নী নিজের সম্বন্ধে এ ধরনের প্রশংসা পছন্দ করবে?"

আহমদ শান্তভাবে বললো, "আপনি সে বিষয়ে মোটেই চিন্তা করবেন না। এ সরাইখানারই একটি কামরায় কর্দোভার একজন কবি আছেন। কাল সন্ধ্যায় তিনি আমাকে তাঁর কবিতা দেখিয়েছিলেন। আজ দরবারে তা শুনিয়ে পাঁচশত দীনার পুরস্কার নিয়ে এসেছেন। তাঁর কবিতার প্রথম চরণ ছিলঃ

"কালের করাল গ্রাসে সকল চেহারাই বিকৃত হয়ে গেছে,
কিন্তু হে রেমিকা! শুধু তুমি
ত্রিশ বছর আগে যা ছিলে আজও তাই রয়েছ।"

"রেমিকার ওপর লানৎ হোক।" সাদ সরল মুখে বলল।

সবাই তার বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

"তা' হলে তুমি বলছ যে, আমি সত্যি সত্যিই একজন কবি সেজে শাহী দরবারে যাচ্ছি।"

"আমি জানতাম যে, আপনি সংকল্প ত্যাগ করবেন না।"

"তুমি ভারী দুষ্ট হয়েছ!"

"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।" আহমদ মৃদু হেসে বলল।

রাত্রিতে যখন তিন ভাই পরস্পরের কাছাকাছি নিজ নিজ বিছানায় শুয়েছিল, তখন সাদ আস্তে ডাকল "আহমদ!"

"কি ব্যাপার ভাইজান?"

"তুমি কবিতা লেখা কোথায় শিখেছ?"

"আপনার নিকট থেকে।" সে নিঃসংকোচে জবাব দিল।

"কি বললে?"

"ভাইজান আপনি স্পেনের কবিদের ঘৃণা করতেন। আপনার ঘৃণার কারণে তাদের প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মে যায়। আমি ভাবতাম ইসলামের স্বর্ণ যুগেও তো কবি ছিল। তাদের এরূপ দূর্ণাম তো ছিলনা। তা' হলে নিশ্চয় ওসব কবিদের কোন বৈশিষ্ট ছিল।

আমি তাই তাদের কবিতা পড়তে পড়তে অনুভব করলাম যে, তারা সে যুগের নকীব ছিলেন। তারা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তুলতেন। তারা জাতির নিস্প্রাণ দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চার করতেন। আর বর্তমানের কবিগণ জাতির পিঠ চাপড়িয়ে তাদের গভীর নিদ্রায় অভিভূত করে দিচ্ছেন।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি আরও কোন কবিতা লিখেছ?"

আহমদকে ইতঃস্তত করতে দেখে হাসান বলল, "জিঁ হ্যাঁ, ভাইজান! আজ আমাকে

www.pathagar.com

আরও একটি কবিতা শুনিয়েছেন। ইছাবেলার লোকদের সম্পর্কে তিনি খুব উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন।"

আহমদ সঙ্গে সঙ্গে সাফাই পেশ করার দরকার বোধ করল। কিন্তু বালিশ থেকে মাথা উপরে উঠিয়ে চেরাগের আলোতে ভাইয়ের চেহারা দেখার পর ভয় কেটে গেল। সাদের অসন্তুষ্টির পরিবর্তে তার চেহারায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সাদ বললো, "আহমদ, আমি জানতাম যে, তুমি কবি।"

"না, না, ভাইজান!" আহমদ উঠে বসতে বসতে বলল, "আমি কখনও তামাশা করার জন্য কবিতা লিখি না।"

সাদ বলল, "ভয় পাবার কিছু নেই, যে সব কবি জাতির সংস্কার সাধনে সক্ষম তাদের আমি অপছন্দ করি না। নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন না হলে কবি যুগের নকীব হতে পারে। তুমি ইছাবেলার লোকদের সম্পর্কে কি লিখেছ তা আমাকে শোনাও।"

আহমদ বললো, "ভাইজান! ওটা আপনাকে শোনানোর উপযোগী নয়।"

পাশের কামরায় বসে ইলিয়াস এ আলোচনা শুনছিল। এবার সে সাদের কামরায় এসে বললো, "আমিও কবিতা শুনবো ভাই।"

"শোনাও আহমদ।" সাদ পুনরায় বলল।

আহমদ কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলে তাদের সকল সঙ্গীই অন্যান্য কামরা থেকে এসে এখানে ভিড় করল। আহমদের কবিতাটির ভাবার্থ ছিল নিম্নরূপঃ

"ইছাবেলার সংস্কারপন্থীরা শব্দের প্রাচীন অর্থ বদলে দিয়েছে,
তাই বর্তমানে কাপুরুষদের বীর ও খেক শিয়ালদের সিংহ আখ্যা দিয়েছে।
এখন মুতামিদের সেনাবাহিনী কোন যুদ্ধেই পরাজিত হবে না।
কারণ, ইছাবেলার কবিগণ প্রতিটি পরাজয়কেই বিজয় বলে আখ্যা দিবেন।
এক নগন্য দুশমন মুতামিদকে যখন সম্মুখ সমরে ডাকল,
মুতামিদ তখন আড়ম্বর পূর্ণ ভোজ সভায় তাকে আমন্ত্রণ জানালো।
বর্তমানে ইছাবেলা বাসীদের তরবারির নেই কোন প্রয়োজন,
কারণ ইবনে আম্মার দাবা খেলায় করেছে দক্ষতা অর্জন।
এখন ইছাবেলার মহিলাদের দুশমনের হাতে বেইজ্জতীর কোন ভয় নেই,
কেননা নারী সুলভ লজ্জা-সম্ভ্রমের পরদা ছিঁড়ে দিয়েছে রেমিকা নিজেই।
এখন ইসলামের মশাল কুফরীর তুফানে নিভে যাবার কোন ভয় নেই,
ইসলামের ধ্বজাধারীরা এ মশাল নিভানোর চেষ্টা করছে নিজেরাই।"

www.pathagar.com

৮

ঐ রাত্রিতে শাহী মহলের এক কামরায় শাহজাদা রশীদ ধীরে ধীরে পায়চারী করছিল। তার চেহারায় কখনও গোস্বা আর কখনও অস্থিরতার চিহ্ন ফুটে উঠছিল। একটি পরিচারিকা ভেতরে এসে বললো, " জিয়াদ হাজির হবার অনুমতি চায়।"

রশীদ গর্জন করে উঠল, বললো, "আমার কাছে তার আসার জন্য অনুমতির কি প্রয়োজন?"

পরিচারিকা পেছনে হটে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর জিয়াদ কামরায় প্রবেশ করল।

"মাফ করবেন। আমার আসতে দেরী হয়ে গেল। মনে করেছিলাম হয়ত বা এত রাত্রিতে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই পরিচারিকাকে পাঠিয়ে আগে জেনে নিলাম।"

রশীদ বললো, "আচ্ছা, বল কি খবর নিয়ে এসেছ?"

" জিয়াদ বললো কোন সন্তোষজনক খবর নিয়ে আসতে পারিনি।"

"আমি জানতাম, ও বড় জেদী; বসো।"

জিয়াদ একটি চেয়ারে বসতে বসতে বললো, "ও জেদীর তুলনায় আহাম্মক বেশী। নিজের পক্ষ থেকে আমি সাম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই সে রাজী হয় না।"

"তুমি কি ওকে বলেছ যে, আমি কর্দোভার গর্ভনর হয়ে যাচ্ছি?"

"জ্বি, হ্যাঁ! সে বলে যে আপনি যদি সমগ্র স্পেনের সম্রাটও হয়ে যান, তা' হলেও তার ঐ একই উত্তর।"

"কিন্তু কেন?"

রশীদ একটি চেয়ার টেনে নিয়ে জিয়াদের নিকট বসতে বসতে প্রশ্ন করল।

"সে বলে যে, সে এখানে চাকরী করে মাত্র। তার বোনের ইজ্জত বিক্রি করতে এখানে আসেনি।"

"অর্থাৎ সে মনে করে যে, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তার বোনের বেইজ্জতি হবে। তুমি কি তাকে বলনি যে, স্পেনের শাসক পরিবারগুলোর শত শত কুমারী এ সম্মান লাভ করার জন্য লালায়িত?"

জিয়াদ বললো, "শাহজাদা! সে সবকিছুই জানে। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার তো কোন চিকিৎসা নেই। আমি বুঝতে পারছিনা, আপনি তার বোনের জন্য এত অস্থির হলেন কি জন্য? আপনি যদি পছন্দ করেন, তাহলে স্পেনের বাইরেও অনেক বাদশাহ আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা করে নিজেদের ধন্য মনে করবে। আর এ মেয়ের ব্যাপারে তো ইদ্রিস সম্মত হলেও সুলতানুল মুয়াজ্জম পছন্দ করবেন কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।"

রশীদ বললো, " আমার বিশ্বাস, ইদ্রিস রাজী হয়ে গেলে আব্বাজান দু'চার দিন ইতস্তত করার পর সম্মতি দেবেন। কর্দোভার গভর্নর হবার পর তো আমার মর্যাদা অন্য ধরনের

www.pathagar.com

হবে। তখন আমি আব্বাজানকে সম্মতিদানে বাধ্য করতে পারবো। কিন্তু ইদ্রিসের অস্বীকৃতির দরুন আব্বা একটি অজুহাত পেয়ে যাবেন এবং তার অস্বীকৃতিকে ভিত্তি করে এ বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করতে পারেন।"

জিয়াদ বললো, "শাহজাদা! যদি আপনি বেয়াদবী মনে না করেন তা' হলে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এ মেয়েটির মধ্যে আপনি কি গুণ দেখলেন? আমার তো ধারনা এই যে, জীবনের অসংখ্য ভুলের মধ্যে এটিও আপনার একটি ভুল। সুলতানুল মুয়াজ্জম যদি রাজী হয়েও যান তবুও তিনি এই ভেবে মনে ব্যথা পাবেন যে, শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের উপেক্ষা করে আপনি একটি সাধারন ঘরের মেয়েকে পছন্দ করেছেন?"

রশীদ ব্যথিত স্বরে বললো," জিয়াদ! তুমি জাননা, মায়মুনা সাধারণ মেয়ে নয়। ক্রোধ ও লজ্জাশীলতার রেখা ফুটে ওঠা সে আকর্ষনীয় চেহারাখানা আমি কোন দিন ভুলতে পারবো না। সে দিন তার চোখে বিজলীর যে ঝলক ছিল তাও তুমি দেখনি। সেদিন আমার সামনে অন্যান্য মেয়েরা যখন তার মুখের আবরণ ছিঁড়ে ফেলেছিল তখন লজ্জায় সে নিজের শরীরটিকে কুন্ডলী পাকিয়ে ফেলেছিল।

আমি মনে করেছিলাম, সে কেঁদে ফেলবে। কিন্তু আমি যখন মহলের সিঁড়িতে তার পথ আগলে দাঁড়ালাম, তখন খোদাই জানেন কোথা থেকে তার দেহে বাঘিনীর মত সাহস এসেছিল। আমি তাকে ভুলতে পারিনা। কখনও তার আশা ত্যাগ করতে পারিনা। তা' হলে এটাই হবে আমার জীবনের শোচনীয়তম পরাজয়। আমারই একজন সাধারণ কর্মচারীর বোনের কাছে এ জাতীয় পরাজয় আমার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে দূর্বিসহ করবে তুলবে।

জিয়াদ! তুমি আমার বন্ধু! আমি তোমার সাহায্য চাই। তুমি আমাকে একটি সাধারণ মেয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিও না। আমি যে কোন মূল্যে তাকে পেতে চাই।"

জিয়াদ বললো, "আমি জানতাম না যে, বিষয়টিকে আপনি এত বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অন্যথায়....."

রশীদ আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করল, " অন্যথায় কি?"

"এ কাজ খুব কঠিন নয়।"

"আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বল, আমার জন্য এ জীবন-মরণের প্রশ্ন।"

জিয়াদ হেসে বললো, "আমি জানি এটা আপনার জীবন-মরণ প্রশ্ন মোটেই নয়। সে দিন আপনার আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছে, আপনি তারই প্রতিকার করতে চাচ্ছেন।"

"আচ্ছা তাই মনে কর। তবুও আমাকে বল, কি করা যেতে পারে।"

জিয়াদ বললো, "দেখুন, বিষয়টি এখন সুলতানুল মুয়াজ্জমের কাছে পেশ করা দরকারী নয়। আপনি সুলতানকে বলবেন, আমাকে কর্দোভা পাঠানো আপনার দরকার। আমি এ মেয়েকে কর্দোভা পৌছানোর ব্যবস্থা করবো। কর্দোভাতে মায়মুনাকে সম্পূর্ন রূপে আপনার

www.pathagar.com

করুনার ওপর নির্ভর করতে হবে। দরকার বোধ করলে, ইদ্রিসকেও রাজী করে নেয়া যাবে। অন্যথায় কর্দোভার গভর্নরের প্রাসাদ থেকে তার ফরিয়াদ কোন দিন বাইরে আসবেনা।"

"ইদ্রিসের উপস্থিতিতে তাকে কি করে অপহরণ করবে?"

জিয়াদ বললো, "সে বিষয়েও আমি চিন্তা করেছি। আগামী কাল আমাদের অর্থমন্ত্রী আলফানসুর খেরাজের টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি তাকে বলবেন, ইদ্রিসকে সে যেন সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আপনি বললে, সে কখনো অন্যথা করবেনা। রাত্রির বৈঠক এখনও শেষ হয়নি। আপনি এক্ষুণি গিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। ইদ্রিস কয়েক দিনের জন্য বাইরে চলে গেলে আমি তার ফিরে আসার আগেই মায়মুনাকে কর্দোভা পৌছানোর কাজ সমাধা করে ফেলব।"

রশীদ বললো, " জিয়াদ, খোদার কসম করে বলছি, তুমি উত্তম পুরস্কারের হকদার। যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তাহলে তোমাকে মর্সিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করতাম।"

জিয়াদ বললো, " আমি সানন্দে সে শুভদিনের প্রতীক্ষা করব, যে দিন মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা আপনার হাতে আসবে।"

৯

দুপুর বেলা সাদের কাছে এক সরকারী পেয়াদা এসে বলল, "সুলতানুল মুয়াজ্জম আপনাকে আজ রাত্রিবেলা কবিদের মজলিশে যোগদানের জন্যে দাওয়াত দিয়েছেন। শাহী মেহমানখানার দারোগা বহের জানিয়েছেন যে, আজ থেকে আপনি শাহী মেহমানখানায় থাকুন এটাই তাঁর ইচছা। সেখান থেকে রাত্রিতে আপনাকে শাহী মহলে পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। আপনার জন্য আমি বাগী নিয়ে এসেছি।"

সাদ সঙ্গীদের দিকে একবার তাকিয়ে পেয়াদাকে বলল, "আমি সরাইখানাতেই থাকতে চাই।"

পেয়াদা বললো, "তিনি বলেছেন যে, সুলতানুল মুয়াজ্জম যদি জানতে পারেন যে, আপনি সরাইখানায় রয়েছেন, তা' হলে শাহী মেহমানখানার দারোগার ওপর তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। উজীর ইবনে আম্মারও হুকুম দিয়েছেন, যেন, আপনার সেবা যত্নের কোন ত্রুটি না হয়।"

সাদ বললো, "বেশ ভাল! যদি ওখানে আমাকে যেতে হয়, তা' হলে সন্ধ্যা নাগাদ আমি নিজেই মেহমানখানায় পৌছে যাবো।"

পেয়াদা বললো, "আপনার হুকুম পেলে আমি সন্ধ্যার সময় আবার বাগী নিয়ে আসবো।"

"না, বাগীর কোন দরকার নেই, আমি নিজেই পৌছে যাবো"

www.pathagar.com

পেয়াদা সালাম করে চলে গেল। সাদ কিছুক্ষণ মাথা নত করে বসে থাকার পর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললো, "এখন আমি তোমাদের একটি অনুরোধ করছি। তোমরা সকলেই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাও। যে কাজের জন্য মাত্র একজনই যথেষ্ট সেখানে সকলেই বিপদের সম্মুখীন হওয়া আমি পছন্দ করিনা।"

ইলিয়াস প্রতিবাদের সুরে বলল, "সাদ তুমি আমাদের ভীরু আখ্যা দিচ্ছ। তোমার এ রূপ করার কোন অধিকার নেই।"

সাদ একটু নরম সুরে বলল, "আমাকে ভূল বুঝোনা। এখানে আসার আগে আমার ধারনা ছিল যে, আমরা সবাই এক সঙ্গে মুতামিদের সঙ্গে দেখা করতে পারবো। কিন্তু এখন আমি একা যাচ্ছি। মুতামিদ আমাকে তার শুভাকাংখী মনে করার পরিবর্তে জঘন্যতম দুশমন মনে করবে সেই আশংকাই প্রবল। আমি জীবনভর অহেতুক মুতামিদের কারাগারে আবদ্ধ থাকাও পছন্দ করিনা। যে কোন উপায়ে আমি পালাবো। কিন্তু তখন সরকারী পুলিশ এসে এই সরাইখানাটি ঘেরাও করবে এবং তোমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। অবশেষে তোমাদের উদ্ধার করার জন্য আমি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবো।"

ইলিয়াস বললো, "কিন্তু তুমি যদি গ্রেপ্তার হয়ে যাও, তা' হলে আমরা গ্রানাডা ফিরে গিয়ে কি করে মুখ দেখাবো?"

সাদ বললো, "ইবনে আমার যদি এ অপমানজনক পথ গ্রহণ না করত, আলফানসুর সাথে যুদ্ধ বেঁধে গেলে আমি যদি শহীদ হয়ে যেতাম, তা' হলে তোমরা কি করতে?"

ইলিয়াস কতকটা নিরুত্তর হয়ে বললো, "এ সরাইখানা ছেড়ে দিয়ে আমরা কি অন্য কোথাও তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারব না?"

দীর্ঘ তর্কবির্তকের পর সিদ্ধান্ত হল যে, আহমদ ও হাসান ইদ্রিসের বাড়ীতে চলে যাবে। আর অবশিষ্ট সঙ্গীগণ ইছাবেলা থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী একটি সরাইখানায় গিয়ে সাদের জন্য অপেক্ষা করবে। যদি মুতামিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলাফল ভাল হয়, তা' হলে পরের দিন সকলেই ইদ্রিসের বাড়ীতে একত্রিত হবে। আর যদি সকালে সাদ ইদ্রিসের বাড়ীতে ফিরে না আসে তা' হলে আহমদ ও হাসান পাঁচ মাইল দূরবর্তী সরাইখানায় গিয়ে সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবে।

এ সিদ্ধান্তের পর সাদ নিজের ভাইদের বললো, "আমাদের কারণে ইদ্রিসের কোন ক্ষতি হোক এটাও আমি চাইনা। তোমরা ওখানে গিয়ে খুব সতর্ক থাকবে। তোমাদের পক্ষে রাত্রিতে ওখানে যাওয়া ভাল। আমি কাজ শেষ করেই ওখানে আসব। যদি ওখানে ফিরতে আমার দেরী হয়ে যায়, তা' হলে এর অর্থ হবে এই যে, তোমাদের পক্ষে ইছাবেলা থাকা কিছুতেই নিরাপদ হবেনা। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে ইলিয়াসকে খবর পৌছানো এবং তাদের সঙ্গে গ্রানাডা চলে যাওয়া। আমার সঙ্গে মুতামিদ কি ব্যবহার করে, তা ইদ্রিসই তোমাদের জানিয়ে দেবে।"

www.pathagar.com

আমার আর্তনাদ সমগ্র জাতির আর্তনাদ

এশার নামাজের পর সাদ শাহী মহলের জনৈক প্রহরীর সঙ্গে মর্মর পাথরের তৈরী পথের ওপর দিয়ে হেঁটে একটি প্রশস্ত হল ঘরে উপস্থিত হল। শাহী মহলের সকল দিকে মেশ্‌ক ও আম্বরের সুগন্ধ ভুর ভুর করছে। স্থানে স্থানে উজ্জ্বল ফানুসের বাতি জ্বলছে। প্রশস্ত হল ঘরে সুলতানের সিংহাসন থেকে শুরু করে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত দামী কার্পেট বিছানো রয়েছে।

মুতামিদের সভাসদ ও কবিগণের মনি-মানিক্য খচিত জোব্বা ও টুপীগুলো দেখে সাদ নিজের পোশাক সম্পর্কে কিছুটা বিব্রতবোধ করতে লাগল। কর্দোভার জনৈক কবির নিকট থেকে সে যে টুপীখানা ধার করে এনেছিল, তা মাথার তুলনায় কিছুটা ছোট মনে হচ্ছিল। গায়ের জোব্বাটিও ছিল অনেকটা খাটো। সাদের মনে হলো, তার প্রতি নজর পড়া মাত্রই দরবারের সকল লোক উচ্চ স্বরে হেসে উঠবে।

এ ধরণের অদ্ভুত পোষাকে তাঁকে সাজিয়ে দেবার দরুণ মনে মনে সঙ্গীদের তিরস্কার করতে লাগল। কিন্তু মাহফিলের লোকদের নজর তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তারা পোষাকের দিকে মোটেই লক্ষ্য করেনি। কবির নিকট থেকে ধার করা টুপি ও জোব্বা তার পৌরুষ মাখানো দেহ চাপা দিতে পারেনি। মাহফিলের ব্যবস্থাপকদের একজন সামনে এগিয়ে এসে সাদের নাম জিজ্ঞেস করল। তারপর সাদরে করমর্দন করে কবিদের তৃতীয় সারিতে একটি আসনে তাকে বসিয়ে দিল।

সামনের বেদীটির ওপর সুলতানের সিংহাসন তখনও শূণ্য। উপস্থিত সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় আলাপ আলোচনা করছিল। সিংহাসনের পিছনের দিকে ভারী মূল্যবান পর্দার আড়াল থেকে যন্ত্র সংগীতের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে।

হঠাৎ ইবনে আম্মার কামরায় প্রবেশ করলে সকলে উঠে দাঁড়াল। ইবনে আম্মার শাহী মসনদের বাম পাশে রাখা একখানা আসনে বসে পড়ল। মাহফিলের লোকজনও নিজ নিজ আসনে বসল। মসনদের পশ্চাত দিক থেকে নকীব এসে হাজির হল এবং সুলতান মুতামিদ ও সুলতানা রেমিকার আগমনের সংবাদ ঘোষণা করল।

মাহফিলের সকলেই আবার উঠে দাঁড়াল। মুতামিদ ও রেমিকা বহু মূল্যবান মনিমুক্তা খচিত পোষাকে সজ্জিত হয়ে দরবারে পৌছলেন এবং মসনদে আসন গ্রহণ করলেন। তাদের ডাইনে বাঁয়ে ও পেছনে সুলতানের বিশেষ প্রিয় মহিলাগণ ও শাহী খান্দানের অন্যান্য

www.pathagar.com

সদস্যগণ বসল।

রাণী রেমিকার পোষাকে শত শত মনি-মানিক্য ঝকমক করছিল। তার যৌবন বহু আগেই বিদায় নিয়েছে। প্রসাধনীর ভারী প্রলেপ থাকা সত্ত্বেও চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। তবুও তার চোখ মুখ ও অঙ্গভঙ্গি যেন সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, "তোমরা আমাকে দেখ ও আমার প্রশংসা কর। আমার উপস্থিতিতে তোমাদের অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। এ মাহফিল শুধু আমাকে দেখার জন্যই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।"

মুতামিদের বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। তাঁর চেহারা একখানা খোলা ইতিহাস গ্রন্থের মত জীবনের সকল উত্থান-পতনের কাহিনী প্রকাশ করছে। তাঁর উজ্জ্বল কপাল ও প্রশস্ত বুক বুদ্ধিমত্তা ও উদার হৃদয়ের প্রমাণ বহন করছে। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে সুলতানের বড় বড় চোখ দুটির চারদিকে কালিমা পড়ে গিয়েছে।

ইছাবেলায় স্বল্পকালীন অবস্থানের সময়ে সাদ লোক মুখে শুনতে পেয়েছিল যে, মুতামিদ একজন মহান ব্যক্তি। কিন্তু হায়! যদি ইবনে আম্মারের মত লোকের খপ্পর থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন!

যন্ত্র সংগীতের সুর থেমে গেল। কবিগণ মুতামিদের বলবিক্রম, রেমিকার নারী সুলভ সৌন্দর্য ও ইবনে আম্মারের দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আসমান জমিন একাকার করে দিচ্ছে। প্রত্যেক কবির কবিতা শোনার পর তাকে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। কোন ভাগ্যবান কবির আবৃত্তিকালে রেমিকার মুখে প্রশংসা সূচক কোন শব্দ উচ্চারিত হলেই, তাকে মোটা পুরস্কারের যোগ্য বিবেচনা করা হত।

ইবনে জায়দুন কবিদের একের পর এক নাম ধরে ডাকছিলেন ও উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রায় দশজন কবি নিজ নিজ কবিতা পেশ করার পর ইবনে জায়দুন ঘোষণা করলেন, "এখন সুলতানুল মুয়াজ্জমের অনুমতি ক্রমে গ্রানাডা থেকে আগত তরুন কবি সাদ ইবনে আবদুল মুনীম তার কবিতা পেশ করবেন।"

প্রথা মাফিক প্রত্যেক কবি মসনদের নিকটে গিয়ে সুলতান মুতামিদ ও রাণী রেমিকার সামনে নত হয়ে সালাম করতো। তারপর কয়েক কদম পেছনে হটে এসে কবিতা আবৃত্তি শুরু করত। কিন্তু সাদ বীরত্বব্যাঞ্জক পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে মসনদ থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে বললো, "সুলতান মুতামিদ ও মাহফিলে হাজির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। সম্ভবত আপনারা শুনে নিরাশ হবেন যে, আমি কবি নই। আমি একজন সৈনিক এবং সৈনিকের দায়িত্ব অনুভূতিই আমাকে এ মাহফিলে আসতে বাধ্য করেছে। আমি জানি, আমার মনের কথা প্রকাশ করার উপযুক্ত স্থান এখানে নয়। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখেই আমি এখানে হাজির হয়েছি। আমি এখন যে টুপী ও জোব্বা পরিধান করেছি তা এমন কোন

www.pathagar.com

জাতির জন্য শোভনীয় নয় যাদের শাসনকর্তা ভিন্ন জাতির প্রভাবাধীন।

ইছাবেলার কবি ও শাসনকর্তাগণ! আপনারা সাক্ষী থাকুন।! যুগের প্রলয়ংকরী তুফানের ধ্বংসকারিতা থেকে উদাসীন হয়ে আপনারা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তখন এক ব্যক্তি আপনাদের জাগানোর প্রয়াস পায়।"

রাণী রেমিকা অবাক হয়ে মুতামিদের দিকে এবং মুতামিদ অস্থির ও চঞ্চল অবস্থায় উপস্থিত মাহফিলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ইবনে আম্মার নিজের ঠোঁট কামড়ে উঠল, এবং তার হাতের ইংগিতে দরজায় দাঁড়ানো কয়েকজন প্রহরী সাদের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু মুতামিদ হাত উঠিয়ে তাদের বিরত করলে তারা পেছনে হটে গেল।

মুতামিদ বললেন, "দুনিয়াতে সকল প্রকার নির্বুদ্ধিতাই দন্ডনীয় নয়। আমি এ যুবককে তার বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিচ্ছি।"

সাদ পূর্বের মতই নির্ভীকভাবে দরবারের লোকদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, তারপর মুতামিদকে লক্ষ্য করে তার বক্তৃতা পুনরায় শুরু করল।

সে বললো, "সুলতান মুতামিদ! সত্য কথা বলার দরুণ আমাকে যত কঠিন দন্ডই দেয়া হোক না কেন, আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। ইছাবেলার দুশমনদের মুসলিম জাতির জঘন্যতম দুশমন মনে করে যে শত শত যুবক আপনার পতাকা তলে সমবেত হবার জন্য বিভিন্ন শহর থেকে ছুটে এসেছিল, আমি তাদের একজন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইছাবেলাবাসী ও কাসটিলাবাসীদের তরবারীর সংঘর্ষে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হলে স্পেনের হাজার হাজার মুসলমান আমাদের অনুসরণ করবে এবং ইসলাম ও কুফরের লড়াই এক সিদ্ধান্তকারী পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

ঐ অবস্থায় জনসাধারণের জাগ্রত চেতনা খন্ড রাজ্যের শাসনকর্তাগনকেও এ যুদ্ধে শামিল হতে বাধ্য করতো। কিন্তু আমাদের আশা ছিল এক মরীচিকা। আমরা জানতাম না যে, একটি পতনোন্মুখ দেয়ালের আড়ালে আমরা যুদ্ধের মোর্চা তৈরী করছি। যে বীর সেনানীগণ বিভিন্ন রাজ্য থেকে দেহের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে আজাদী ও সম্ভ্রম রক্ষা করতে এসেছিল তারা অনুশোচনার ঘাম মুছতে মুছতে ফিরে চলে গেছে।

তাদের ধারণা ছিল, উত্তর দিক থেকে আগমনকারী এ সয়লাব প্রতিরোধ করার জন্য লাশের প্রাচীর খাড়া করতে হবে। কিন্তু ইছাবেলার যে সিপাহসালারের পতাকাতলে তারা এসে জমায়েত হয়েছিল তিনি এক সর্বগ্রাসী বন্যার সামনে দাবার গুটি খাড়া করে দেয়া যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন।"

ইবনে আম্মার ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়াল এবং মূর্তিমান প্রতিবাদ হয়ে সুলতান মুতামিদের মুখের দিকে তাকাল। মাহফিলের সকলেই পরস্পরের সঙ্গে কানে কানে কথা বলা শুরু করে দিল।

মুতামিদ হাতের ইশারায় তাদের সকলকে নিরস্ত করে বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে

www.pathagar.com

বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিয়েছি। কিন্তু তোমার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি গুলোর জন্য চিরতরে তোমার মুখ বন্ধ করে দিতে আমাকে তুমি বাধ্য করো না।"

"আপনি এক ব্যক্তির মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু একটি জাতির আওয়াজ কখনো বন্ধ করতে পারবেন না। এ প্রাসাদের চার দেয়ালের বাইরে হাজার হাজার লোক আমার মতেরই সমর্থক। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে এ আর্তনাদ নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হবার দুঃসাহস করেছি। আমার এ আওয়াজ এ সময় আপনাদের নিকট খুবই ক্ষীণ মনে হতে পারে। কিন্তু সে দিন দুরে নয়, যেদিন এ লৌহ প্রাচীর ভেদ করে গোটা জাতির আওয়াজ আপনার কানে এসে আঘাত করবে। সে দিন শহীদানের কবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত এ প্রমোদ ভবনের ভিত্তি নড়ে উঠবে।

সুলতানুল মুয়াজ্জম! আপনি এবং আপনার কওমের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে রয়েছে তা দুর করার জন্য আমি দুঃসাহস করে এখানে হাজির হয়েছি। অন্যথায় পর্ণ কুটিরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের আর্তনাদ এ মর্মর প্রস্তর নির্মিত নাচ-গান ও পান-ভোজনের বিলাস বহুল ভবনে পৌছার কোনই উপায় ছিলনা। আমার এ আর্তনাদ একটি জাতির আর্তনাদ। এমন এক জাতির আর্তনাদ যারা অনুভব করছে যে, দুশমনের তরবারী তাদের ঘাড়ের শাহ রগ স্পর্শ করে রয়েছে। অথচ তাদের শাসনকর্তা গাফলতির নিদ্রায় বিভোর রয়েছেন।

জাতির চরম দুর্ভাগ্যের দরুণ চিন্তাবিদ, কবি ও সাহিত্যিকগণ ঘুমন্ত বাদশাহকে জাগিয়ে তোলার পরিবর্তে তাঁর পিঠ চাপড়ে তাঁকে আরও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন করার খেদমত আনজাম দিচ্ছেন। জাতির সৈনিকদের মনে এ বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে যে, জাতির ভাগ্য নির্ধারনের জন্য তরবারী পরিচালনাকারী হাতের পরিবর্তে দাবা খেলার গুটি চালনার দক্ষ হাতই অধিকতর কাম্য।"

মুতামিদের চেহারা গোস্বায় লাল হয়ে উঠেছিল। রাণী রেমিকা মাহফিলের লোকদের প্রতি তার মিষ্ট হাসির পুষ্প বর্ষণ স্থগিত করে দিয়ে বলে উঠল, "আত্মহত্যা করার জন্য তোমার এখানে আসার কোন দরকার ছিলনা। জীবনের মায়া যদি তুমি ত্যাগ করেই থাক, তাহলে ওয়াদীউল কবীরের পানি খুবই গভীর।"

সাদ এবার একটু রেগে গেল। সে পুনরায় বলতে শুরু করল, "একটি জাতির জীবনের তুলনায় আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কোন গুরুত্বই দেইনা। এ জন্যই আমি এখানে এসেছি। আমার জাতির গৌরবোজ্জ্বল নৌকা একটি শরাবের মটকায় ডুবে যাচ্ছে দেখে আমি তা বরদাস্ত করতে পারছি না। ইছাবেলার অধিবাসীদের শোচনীয়তম পরাজয়কে আমি বিজয় আখ্যা দিতে পারছিনা। কারণ আমি জানি যে, দাবার গুটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দুশমনের পথ আগলে থাকতে পারবে না।

আমি জানি যে দুশমন প্রথমে ইছাবেলা এবং তারপর সমগ্র স্পেনের মুসলমানদের ওপর

www.pathagar.com

মরণ আঘাত হানার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমি এ আত্মপ্রবঞ্চনা মেনে নিতে প্রস্তুত নই যে ইছাবেলার শাসকবর্গ এবার পূর্বের তুলনায় কয়েকগুন বেশী খেরাজ দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে চিরদিনের জন্য আলফানসুর বন্ধুত্ব অর্জন করে নিয়েছে। দুশমন আগামী বছরে আরও বেশী খেরাজ দাবী করবে এবং তার পরের প্রতিটি বছরেই তার দাবী ক্রমেই বেড়ে যাবে।

তার দাবী পূরণ করতে গিয়ে ইছাবেলার রাজকোষে একটি কানাকড়িও অবশিষ্ট থাকবেনা। তার দাবী পূরণ করার জন্য জনসাধারণের ওপর অবৈধ ভাবে করের বোঝা চাপানো হবে। ফলে জনগণও এক টুকরো রুটির অভাবে ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে মরবে। তারপর একদিন আলফানসু বলবে, ইছাবেলার রাজকোষে খেরাজ দেয়ার মত অর্থ নেই, তাই খেরাজের পরিবর্তে ইছাবেলার রাজ্যটিই তার হাতে তুলে দেয়া হোক।

এ দাবী মেনে না নিলে সে আক্রমণ করতে আসবে। খেরাজ স্বরূপ তাকে যে সব ঘোড়া দেয়া হয়েছে, সে গুলোর পিঠে সওয়ার হয়েই তার সৈন্যগণ লড়াই করবে। ইছাবেলা থেকে দেয়া সোনা ও রূপার বিনিময়ে যে সব তরবারী খরিদ করা হয়েছে, তাই হাতে নিয়ে তারা ইছাবেলা বাসীর বিরুদ্ধে লড়বে। তখন দাবা খেলায় নিপুন সেনাপতি ওদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবেন না।

সে সময় আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা এত বেশী হবে যে, ওয়াদী উল কবিরের পানিও সম্ভবত এত লোক গ্রাস করে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।"

মুতামিদের ধৈর্য শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি গর্জন করে বললেন, "খামোশ যুবক! তুমি নিজেকে কঠোর দন্ডের উপযোগী করে ফেলেছো।"

মজলিশের সকলে পুনরুক্তি করতে শুরু করল, "খামোশ! খামোশ!।"

সাদ চীৎকার করে বললো, "সুলতান মুতামিদ! আমি খামোশ হতে পারিনা। স্পেনের বাগিচায় আমাদের পূর্ব-পূরুষেরা রক্ত সিঞ্চন করে গেছেন। এ জাতির ইজ্জতও আজাদী আমার ইজ্জত ও আজাদী। এ জাতির পরাজয় ও গোলামী আমার পরাজয় ও গোলামী ডেকে আনবে। এ জাতির অতীত আমারই অতীত। এ জাতির বর্তমান আমারই বর্তমান ও এজাতির ভবিষ্যৎ আমারই ভবিষ্যৎ।"

ইবনে আম্মারের ইংগিতে ছয় সাত জন প্রহরী সাদের চারধারে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার তারা তাকে বাইরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল। সাদ চীৎকার করে বলতে লাগল, "তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমি মুতামিদের কানে জাতির আওয়াজ পৌছে দিয়েছি। তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে, তাঁর আজাদী বিপন্ন। আজ যে ভাবে তুমি জাতির রক্ত শোষন করে বিজয়োৎসব পালন করছ, ঠিক এভাবে কাল আলফানসু তোমাদের অস্থির ওপর তার রঙমহল কায়েম করবে। সুলতান মুতামিদ! নিজের চোখ বন্ধ করে রাখলেই যুগের প্রলয়ংকরী তুফান তোমাকে রেহাই দেবে না।"

www.pathagar.com

২

প্রহরীরা সাদকে দরজার বাইরে নিয়ে গেল। দুজন বলিষ্ঠ লোক তার কনুই ধরে রেখেছিল এবং অন্য প্রহরীরা পেছন থেকে ধাক্কা দিতে লাগল। মহলের বিভিন্ন স্থান থেকে বর্শা ও তরবারী হাতে নিয়ে আরও প্রহরীরা এসে তার চার ধারে জমায়েত হতে লাগল। মনে হচ্ছিল, সাদের সকল উৎসাহ উদ্দীপনা শেষ হয়ে গেছে। এখন সে প্রহরীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা না করে নীরবে তাদের সঙ্গে চলতে লাগল।

দেউড়ী থেকে প্রায় ত্রিশ কদম দূরে দুহাতে হঠাৎ ঝটকা মেরে সাদ প্রহরী দুজনকে মাটিতে ফেলে দিল। অন্যান্য প্রহরীদের তরবারী ও বর্শা নিয়ে তাকে আক্রমণ করার সময় না দিয়ে সে চক্ষের নিমিষে এক লাফ দিয়ে সামনের দিকে অনেক দূরে চলে গেল। আর তারপরেই উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

সিপাইগণ চীৎকার করতে করতে তার পেছনে ধাওয়া করল। দেউড়ীতে প্রবেশ করেই সাদ দু'জন বর্শাধারী প্রহরীকে সামনে দেখতে পেল। পেছন দিক থেকে ধাওয়াকারীদের পনর বিশটি তরবারী ও বর্শা মুহূর্তের মধ্যে তার দেহকে ছিন্ন ভিন্ন করতে উদ্যত।

দেউড়ীর আলোতে সে বাম দিকে একটি সিঁড়ি দেখতে পেল। মূহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সাদ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল এবং অতি দ্রুত মহলের আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের ওপর উঠে গেল। এ প্রাচীরটি এত প্রশস্ত ছিল যে অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও সে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দৌড়াতে কোন অসুবিধা বোধ করলনা।

সাদ নিরাপদে পলায়ন করতে পারবে কি না তা তখনও জানতোনা। সে শুধু এতটুকু জানতো যে, সে যে দিকে দৌড়াচ্ছে সে দিকে নদী রয়েছে। ধাওয়াকারী সিপাইগণ সামান্য সময় হৈ চৈ করে সিঁড়ি পথে উপরে উঠতে থাকে। এদিকে প্রায় পঞ্চাশ গজ যাবার পর সাদ তার সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁমে সব দিকে প্রহরীদের চীৎকার শুনতে পেল। তারা বলছিল, "ঐ যাচ্ছে। পাকড়াও কর, ধরে ফেল। বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও।" ইত্যাদি।

সাদ ভারী জোব্বাটি খুলে ফেলে নিজেকে হালকা করতে চাইল। জোব্বা খুলতে গিয়ে দেখতে পেল তার সামনের দিক থেকে এক জন প্রহরী আসছে। প্রহরীর ডান হাতে তরবারী ও বাম হাতে মশাল। পেছন থেকে ধাওয়াকারীদের নিকটে আসতে দেখে সাদ এগিয়ে গিয়ে সামনের প্রহরীর ওপর তার জোব্বা নিক্ষেপ করল এবং তার বলিষ্ঠ হাতে জোব্বা সহ প্রহরীকে জড়িয়ে ধরে প্রাচীরের নীচে নিক্ষেপ করল।

প্রহরী একটি গাছের শাখার উপরে পড়ল এবং শাখাটি ভেঙ্গে গিয়ে বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করল। এ আওয়াজ শুনে পেছন দিক থেকে ধাওয়াকারীগণ হঠাৎ থেমে গেল। একজন প্রহরী উচ্চঃস্বরে বললো, "হুশিয়ার, দুশমন বাগিচার ভেতর লাফিয়ে পড়েছে।"

www.pathagar.com

তত্ক্ষণে সাদ বেশ কিছুদুর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সামনে আবার কয়েকজন মশালধারী সিপাইকে আসতে দেখা গেল। সে পেছনের দিকে ফিরে তাকাল। সৌভাগ্যবশত পেছনের সিপাইরা পরস্পরকে গালাগাল করার পর প্রাচীর গাত্রে আঁটা একটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে বাগিচায় প্রবেশ করতে শুরু করলো।

সাদও তাদের মত হৈ চৈ করতে করতে সিপাইদের পেছনে চলত শুরু করল। এ দলে যে তিন জনের হাতে মশাল ছিল তারা আগে আগে যাচ্ছিল। তাই পেছনের কেউ সাদকে লক্ষ্য করতে পারেনি। বাগিচায় প্রবেশ করেই সাদ একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করল। যে দিক থেকে গাছের শাখা ভাঙ্গার শব্দ এসেছিল, সিপাইরা প্রাচীরের গা ঘেঁসে ওইদিকে যাচ্ছিল।

প্রহরীদের একটি নবাগত দলও আগের সিঁড়ি দিয়ে বাগিচায় প্রবেশ করল। এ ছাড়া বাইরের চৌকিতে প্রহরারত সিপাইগণও মশাল হাতে ওইদিকেই আসছিল। সাদ চিন্তা করল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরীরা আহত প্রহরীকে দেখতে পাবে। তারপরই তারা অত্যন্ত কড়াকড়ি ভাবে তাকে খুঁজতে শুরু করবে। বহিঃপ্রাচীরে ও মশালধারী প্রহরীদের পাহারা দিতে দেখা গেল। সাদ তাই গাছের আড়ালে আড়ালে দৌড়াতে শুরু করল।

এখন সাদ মহলের কোন দিকে যাচ্ছে তা নিজেই বলতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর প্রহরীদের নতুন হৈ চৈ শুনে বুঝতে পারলো যে, তারা আহত প্রহরীকে দেখতে পেয়েছে। তত্ক্ষণে সাদ বাইরের প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে গিয়েছে। তার জানা ছিল যে, বাইরের প্রাচীরের সকল দরজাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

যদি সে প্রাচীরের ওপর আরোহণ করতে সক্ষম হয় এবং প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যদি নদী ও প্রাচীরের মিলন স্থলে পৌছতে পারে তবে হয়ত তার পলায়নের পথ সুগম হতে পারে বলে সে চিন্তা করে দেখল। সে প্রাচীরের গা ঘেঁসে চলতে লাগল। প্রহরীদের কোন দল দেখতে পেলেই সে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতো। তারা চলে যাবার পর আবার দৌড়াতে শুরু করতো।

কিছুক্ষণ পর আট দশ জন মশালবাহী প্রহরীদের একটি দল দেখা গেল। সে প্রাচীরের নিকটস্থ একটি গাছের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করল কিন্তু অপর দিক থেকেও দুজন মশাল ধারী দেখা দিল। তারা ঐ গাছটির দিকেই আসছে। সাদ তাড়াতাড়ি গাছের একটি শাখা ধরে উপরে উঠে গেল। সিপাইরা চলে গেল। সাদ কিছুক্ষণ গাছের উপরেই বসে রইল। তারপর কি চিন্তা করে গাছের উঁচু শাখায় উঠে গেল।

হঠাৎ সে হাল্কা আলোর রশ্মি দেখতে পেয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে প্রাচীরের উপরে টহলদার জনৈক সিপাইকে যেতে দেখতে পেল। আলো নিকটে এলে সাদ দেখতে পেল যে, তার শাখার ওপর গাছের একটি শাখা প্রাচীরের প্রায় গা ছুঁয়ে রয়েছে।

মশাল ধারী প্রহরী দূরে চলে গেল। সাদ সামান্য চেষ্টা করে প্রাচীরের গা পর্যন্ত প্রসারিত

www.pathagar.com

শাখায় পৌঁছে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। কালো মেঘের একটি টুকরো সরে যাবার ফলে আসমানে তৃতীয় প্রহরের চাঁদ দেখা দিল। সাদ প্রাচীরের অপর পাশে চাঁদের কিরণে নদীতে ঝক্‌ঝকে পানি দেখতে পেল। সে অনুভব করল, খোদায়ী শক্তি তাকে সাহায্য করছে।

যদি গাছের শাখা থেকে সে লাফিয়ে প্রাচীরের ওপর যেতে পারে, তাহলে সেখান থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয়া তার জন্য কঠিন নয়। কিন্তু গাছের শাখাটি প্রাচীরের থেকে বেশী উঁচু। ঘন পাতার আড়াল ভেদ করে সে শাখাটির প্রান্ত ভাগ এবং প্রাচীরের মধ্যস্থ দূরত্বের সঠিক আন্দাজ করা কঠিন। মশালধারী টহলদার সিপাই আবার এলে মশালের আলোতে সাদ অনুমান করল যে, গাছের শাখাটি প্রাচীরের সাত হাত উপরে রয়েছে।

একটি ছোট শাখা বেয়ে যদি সে কোন উপায়ে তিন হাত পরিমাণ জায়গা এগিয়ে যেতে পারে তাহলে সে প্রাচীরের উপরে পৌঁছতে পারবে এবং সেখান থেকে শাখা ধরে ঝুলে পড়ে প্রাচীরে নেমে যেতে পারবে। টহলদার সিপাই এগিয়ে গিয়ে তীরন্দাজদের একটি দলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করল এবং শাখাটিও ক্রমে ঝুঁকে যেতে লাগল। হঠাৎ শাখাটি কড়কড় শব্দে ভেঙ্গে গেল এবং সাদ ঠিক প্রাচীরের উপরেই গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন প্রহরী তীর নিক্ষেপ করল। এ দিকে সাদও প্রায় দশ গজ ওপর থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি তীর সাদের বাম উরুতে এসে বিঁধে গেল। তীরবিদ্ধ সাদ পানির নীচ দিয়ে ডুব মেরে কিছুদূর এগিয়ে গেল। পুনরায় মাথা তুলে শ্বাস নিয়ে আবার ডুব দিল। এভাবে কয়েকবার ডুব দেয়ার পর সে প্রহরীদের নিক্ষিপ্ত তীরের নাগালের বাইরে চলে গেল। প্রহরীগণ তখনও পরস্পরকে সাবধান করে হাঁক ডাক করছিল।

সাদের পক্ষে এটা বুঝা মোটেই কষ্টকর ছিলনা যে, অল্পক্ষণ পরেই প্রহরী দল ছাড়াও পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী নদীর কিনারায় এসে পৌঁছবে। তাই সে দ্রুত গতিতে স্রোতের অনুকূলে সাঁতার কাটতে শুরু করল। মহলের প্রাচীর যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই বাগবাগিচার বিস্তৃত এলাকা শুরু হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা এ সব বাগানে অসংখ্য নারী-পুরুষ অবসর বিনোদন করার জন্য জমায়েত হয়। সাদ নদী থেকে উঠে এসে বাগিচায় প্রবেশ করে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু তার উরুতে ভীষণ ব্যথা শুরু হয়ে গেল। সাদ একটু দাঁড়িয়ে সজোরে টেনে তীরটিকে উরু থেকে বের করে এক দিকে নিক্ষেপ করল এবং পুনরায় দৌড়াতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর সে বাগিচার শেষ প্রান্তে একটি খোলা ময়দানে এসে পড়ল। ময়দানের মাঝখান দিয়ে পাঁচটি সেচ-নহর বয়ে যাচ্ছিল। সাদ নহরের কিনারা ধরে হাটতে লাগল। হঠাৎ সে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে নহরে নেমে গেল এবং নাকটিকে কোন মতে পানির উপরে রেখে হাঁটু পরিমান পানিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।.পনর জন অশ্বারোহীর একটি দল ক্রমে নহরের নিকটে এসে থামলো।

একজন বললো, "সে এদিকে এসে থাকলে নিশ্চয় কোন বাগানের ভেতর লুকিয়ে

www.pathagar.com

রয়েছে। পদাতিক বাহিনী এখানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা এদিকে খেয়াল রেখো। আর পাঁচজন আমার সঙ্গে এসো। নদীতে কোন নৌকার ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে কিনা তা দেখে আসা দরকার।"

সাদ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নহরের ভেতর পড়ে রইল। কয়েকজন অশ্বারোহী তার কাছাকাছি টহল দিচ্ছিল। উরুতে তীরের আঘাতটি গভীর ছিল। ঐ আঘাত দিয়ে অনেক রক্ত বের হয়ে গিয়েছে। তাই সাদ দুর্বলতা অনুভব করছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুভব করছিল যে, পদাতিক সৈন্য পৌঁছে যাবার পর তার পক্ষে নিরাপদে এখান থেকে বের হয়ে যাবার সম্ভাবনা মোটেই থাকবে না।

হঠাৎ বাগিচার দিক থেকে গোলমাল শোনা গেল। একজন উচ্চস্বরে বলতে লাগলঃ "পলাতক বাগানের ভেতরেই রয়েছে। এখন আমাদের বাগানটি ভাল করে পাহারা দেয়া দরকার।"

আওয়াজ শোনামাত্র অশ্বারোহীগণ সে দিকে ছুটে গেল। সাদ আবার আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। সে হাত ও পায়ের ওপর ভর করে নহরের ভেতরে ভেতরে চলতে থাকল। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর নহর থেকে বের হয়ে দৌড়াতে শুরু করল।

ময়দান পার হয়ে যাবার পর সাদ দেখতে পেল, শহরের ধনী লোক ও সরকারী কর্মচারীগণ যে মহল্লায় বাস করেন সেটিই তার সামনে পড়েছে। একটি গলিপথ ধরে সে প্রশস্ত সড়কে উঠল। সড়কটি ঘুরে নদীর দিকে গেছে।

হঠাৎ একটি মসজিদ তার দৃষ্টিগোচর হল। সাদ বুঝতে পারল যে, তার গন্তব্য স্থল বেশী দূরে নয়। ইদ্রিসের বাড়ী এ মসজিদ থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে। কিন্তু সাদের চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। ব্যথায় পা অবশ হয়ে আসছিল। চোখের সামনে অন্ধকার দেখা যাচ্ছিল। প্রায় একশো গজ চলার পর সে পেছনের দিকে কয়েকজন মানুষের হেঁটে আসার আওয়াজ শুনতে পেল। চাঁদের আলো থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার জন্য সে উঁচু বাড়ী গুলোর ছায়ায় ছায়ায় চলতে লাগল।

সাদ হিম্মত করে আরও দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। একটি উঁচু গাছের নিকটে এসে সে দাঁড়াল। সামনেই ইদ্রিসের বাড়ী। সাদ ঘুরে দেখল চারজন টহলদার প্রহরী ঐ দিকেই আসছে। ইদ্রিসের বাড়ীর দেউড়ী তার সামনেই ছিল। তারপরই মেহমানখানার ফটক দেখা যাচ্ছে।

সাদের পক্ষে সোজা গিয়ে ফটক খোলার চেষ্টা বিপজ্জনক। প্রহরীগণ ক্রমেই নিকটে আসছে দেখে সাদ মনে করল এ সময় ফটক খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলেও প্রহরীদল তাকে দেখে ফেলবে। এবং পরে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনই উপায় থাকবে না। তাই সে দেয়ালের গা ঘেঁসে চলতে চলতে একটি গলিপথে প্রবেশ করল এবং ইদ্রিসের বাড়ীর পশ্চাত দিক থেকে দেয়াল টপকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল।

www.pathagar.com

৩

অভ্যাস মাফিক মায়মুনা তাহাজ্জুদ নামাজের ওজু করার জন্য কামরা থেকে বের হয়ে রাস্তার দিকে কয়েকজন মানুষকে কথাবার্তা বলতে শুনতে পেল। একজন বলছিল, "ভাই, ওটাতো মানুষ নয়, জ্বিন-ভূত কিছু একটা হবে। এটা অসম্ভব নয় যে, সে হয়তো, এখনো শাহী মহলেরই কোন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, "কিন্তু আমি নিজ কানে কোতওয়ালকে বলতে শুনেছি যে, সে বাইরের প্রাচীর থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"

তৃতীয় ব্যক্তি বললো, "আমার মতে আমাদের এখন ফিরে না গিয়ে নদীর তীর ধরে বাগানের দিকে যাওয়া দরকার।"

"না, না, ওদিকে সৈন্য বাহিনী পৌঁছে গেছে। আমাদের এখন সারা রাত এ মহল্লারই সবগুলো রাস্তা পাহারা দেয়া উচিত।"

"কিন্তু সে যদি সাঁতার কেটে নদীর ওপার চলে যায়?"

"আমার বিশ্বাস সে বাইরের প্রাচীর থেকে নদীতেও লাফিয়ে পড়েনি। সাঁতার কেটে ওপারেও যায়নি। বরং প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে সে দরজার বাইরে চলে গেছে। এখন শুধু শুধু আমাদের আহাম্মক বানাচ্ছে।"

"কিন্তু কে সে?"

"খোদাই জানেন! আমাদের শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, সে একজন লম্বা সুদর্শন যুবক। গ্রানাডার বাসিন্দা।"

"ইছাবেলায় গ্রানাডার শত শত লোক রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কাল সকালে শুনতে পাবে যে, গ্রানাডার যুবকদের কুড়ি হিসাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।"

মায়মুনার মনে নানা প্রকার সন্দেহ দোলা দিচ্ছিল। সে নিঃশব্দ পদে দেউড়ীর দিকে যেতে শুরু করল। দেউড়ীর সাথের কামরা থেকে ভৃত্যদের নাক ডাকানি শুনে মায়মুনা বুঝতে পারল যে তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন রয়েছে। মায়মুনা দেউড়ীতে প্রবেশ করল। যে বুড়ো ভৃত্যটিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিল সে দেউড়ীতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছিল।

মায়মুনা ঐখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ প্রহরীদের কথাবার্তা শুনল। প্রহরীদল একদিকে চলে যাবার পর মায়মুনা বুড়ো ভৃত্যকে জাগিয়ে বললো, "দেখ, তুমি খুবই দায়িত্ববোধহীন মনে হচ্ছে। সিপাইগণ সাদকে তালাশ করছে। তিনি এখানে এসে হয়তো দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেছেন।"

ভৃত্য বলল, "দরজা ভেতর থেকে খোলাই রয়েছে। আমি দরজার খিল লাগাইনি। তিনি

www.pathagar.com

এখানে আসেন নি। আমি মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

মায়মুনা বললো, "ওরা রাস্তায় ঘুরাফিরা করছে। আমি ওদের কথাবার্তা শুনেছি।"

হঠাৎ দেউড়ীর যে দরজাটি মেহমানখানার দিকে রয়েছে তা খুলে হাসান ঘরে এসে বলল, "বোন মায়মুনা! আমরা জেগে রয়েছি, ভাইজান এদিকে আসেননি।"

"তুমি প্রহরীদের কথাবার্তা শুনতে পেয়েছ?"

"হ্যা, আমি ফটকের সঙ্গেই দাঁড়িয়েছিলাম। আপনি ভেতরে চলে যান। এখানে কথাবার্তা বলা ঠিক নয়।"

মায়মুনা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে গেল। সে ভাবল যে, বাড়ীর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকের সবকিছু দেখতে পাওয়া যাবে। সে দ্রুত হেঁটে আঙ্গিনা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ আঙ্গিনার এক কোণে কোন ভারী কিছু পতনের শব্দ শুনতে পেল।

মায়মুনা চমকে উঠল। স্থানুর মত নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে সে সামনের দিকে তাকাল। দেয়ালের ছায়া থেকে একটি লম্বা লোক কম্পিত পদে বের হয়ে এল। চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে মানুষটির চেহারা দেখতে পেয়ে মায়মুনার সমগ্র দেহের চেতনা যেন তার চোখে এসে কেন্দ্রীভূত হল।

আগন্তুক আর্তস্বরে বললো, "ঘাবড়াবেন না। আমি সাদ।"

মায়মুনা যেন স্বপ্ন দেখছিল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বের হল না। যে সাদকে মায়মুনা নিজের জীবনাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক হিসাবে বিবেচনা করে আসছে সে আহত অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরিধানের সকল কাপড়ই কাদা ও পানিতে চপ চপ করছিল।

"সম্ভবত আমার ভাইয়েরা ওইদিকে আছে।"

মায়মুনা চঞ্চল হয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, "আপনি আহত। ওরা আপনাকে তালাশ করছে। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বাড়ীর ওই দিকটি আপনার জন্য নিরাপদ নয়। আমি আপনার ভাইদের এখানে ডেকে নিয়ে আসবো।"

সাদের চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে আসছিল। কোন উত্তর না দিয়ে সে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল এবং একটি স্তম্ভের গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল।

মায়মুনা এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বললো, "আসুন।"

সাদ নিম্নস্বরে বললো, "আপনি কষ্ট করবেন না। আমার মাথা ঘুরছিল। এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে।"

হঠাৎ আঙ্গিনার অপর দিক থেকে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। হাসান এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "বোন, ভাইজান কি এখানে আছেন?"

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সে সাদকে দেখতে পেল। আর কোন কথা না বলে সে এগিয়ে গিয়ে এক হাতে সাদের বাহু ধরল এবং অপর হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললো,

www.pathagar.com

"আপনি ভাল তো?"

"আল্লার শোকর আমি ভাল আছি।"

মায়মুনা বললো, "না,তিনি অসুস্থ। ওপর তলায় নিয়ে এসো। আমি তাঁর জন্য বিছানা তৈরী করছি।"

মায়মুনা একথা বলেই নিজের কামরা থেকে প্রদীপ উঠিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে শুরু করল। ততক্ষণে আহমদও এসে পৌছে গেল এবং সে সাদের অপর হাত ধরল।

৪

অল্পক্ষণ পরেই নিকটের মসজিদে ফজরের নামাজের আযান হল। আহমদ ও হাসান ততক্ষণে ভাইয়ের আহত স্থানে পট্টী বেঁধে তাকে ইদ্রিসের অতিরিক্ত কাপড় থেকে এক জোড়া কাপড় পরিয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। মায়মুনা পাশের কামরা থেকে আধ ভেজা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল।

সাদ কিছুটা সুস্থবোধ করতেই ভাইদের জিজ্ঞেস করল, "ইদ্রিস কি ঘুমিয়ে রয়েছে?"

আহমদ উত্তর দিল, "তিনি এখানে নেই। কাল টলেডো রওনা হয়ে গেছেন।"

"কেন?"

"অর্থমন্ত্রী আলফানসুর জন্য খেরাজের অর্থ নিয়ে সেখানে গেছেন এবং যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন।"

সাদ বললো, "কিন্তু আমাকে তো ইদ্রিস একথা বলেনি যে সে টলেডো যাচ্ছে।"

এ সময় মায়মুনা কিছু বলা দরকার বোধ করল। এবং দরজার আড়ালে থেকে সসংকোচে বললো, "অর্থমন্ত্রীর হুকুম অপ্রত্যাশিত ভাবে এসেছিল। এ জন্যই তিনি আপনার সাথে দেখা করে যেতে পারেননি। এখানে আপনার কোন কষ্ট হবেনা।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সাদ আহমদকে লক্ষ্য করে বললো, "আহমদ, তুমি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওখানে রওনা হয়ে যাবে। ইলিয়াসের নিকট গিয়ে তাকে বলবে যেন সে ইছাবেলার সীমানা ছেড়ে চলে যায়। ইছাবেলার অনেকেই তাকে আমার সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখেছে। হয়তো কেউ তাকে দেখে চিনে ফেলতে পারে। দুএকদিন তো গ্রানাডার সড়কে যাতায়াতকারীদের ওপর পুলিশের খুব কড়া নজর থাকবে। এ জন্য তার চলে যাওয়া খুবই দরকার। আর তুমিও তার সঙ্গে চলে যাবে এবং বাড়ী গিয়ে আম্মাজানকে শান্ত্বনা দান করবে।"

আহমদ বললো, "ভাইজান! যতদিন আপনার শরীর এরূপ থাকবে ততদিন আমি কিছুতেই বাড়ী যাব না। ইলিয়াছকে আপনার নির্দেশ পৌছে দিয়ে আমি এখানে ফিরে

www.pathagar.com

আসবো।"

সাদ দৃঢ়স্বরে বললো, "না, তোমাকে ফিরে আসার অনুমতি দিচ্ছি না। আমার সঙ্গী হিসাবে তুমি শাহী মেহমান খানার দারোগার সঙ্গে দেখা করে এসেছ। সেখানে তোমাকে আরও অনেকে দেখে থাকবে। তাছাড়া সরাইখানার মালিক ও তার চাকরেরাও রয়েছে। যদি কেউ তোমাকে সন্দেহ করে তাহলে সনাক্ত করার জন্য সরাইখানায় নিয়ে যাবে।"

"ভাইজান! আমাদের সকলের ওপরই তো বিপদ এসেছে!"

"তাই বলে, আমাদের সকলকে এক সঙ্গে বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে তার কি দরকার আছে? আমি তো হাছানের এখানে থাকাও পছন্দ করি না। কিন্তু দুজনকে একই সঙ্গে চলে যেতে বললে, তোমরা বিদ্রোহ করে বসবে। এ জন্য তা বলিনি। আমার জখম সম্পর্কে তোমাদের দুশ্চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। শরীর থেকে বেশী পরিমাণে রক্ত বের হয়ে যাবার দরুশ কিছু দূর্বলতা বোধ করছি বটে, তবে দু' একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবো। ততক্ষণের জন্য আমার দেখা শোনা করার জন্য হাসানই যথেষ্ট। যদি এখানে লড়াই করার কোন প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করতাম তাহলে তোমাকে বাড়ী যেতে বলতাম না। এখানে আমাদের লুকিয়ে থাকতে হবে। তিনজনের স্থলে দু'জন লুকিয়ে থাকলে কি অসুবিধা হবে। অবশ্য তুমি আমার অসুখের জন্য চিন্তিত থাকবে তা আমি জানি। কিন্তু আম্মাজানের দুশ্চিন্তার কথাটাও আমাদের খেয়াল করা উচিত।"

আহমদ কিছুক্ষণ মাথা নত করে চিন্তা করল। তারপর বললো, "আচ্ছা ভাইজান! আমার জায়গায় যদি আপনি হতেন তাহলে কি করতেন?"

সাদ হাসতে চেষ্টা করল, "আমি জানতাম। তুমি এ প্রশ্নটি আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে অনর্থক সময় নষ্ট করা কিছুতেই পছন্দ করতাম না।"

"আচ্ছা ভাইজান! আমি যাচ্ছি।"

সাদ বললো, "এক্ষুণি নয়। তুমি সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা কর। এখন তারা খুবই সর্তক রয়েছে। ইদ্রিসের সহিসকে বল সে যেন তোমার ঘোড়াটি শহরের দক্ষিণ দিকের ফটকের বাইরে নিয়ে যায়। তুমি একটি সাধারণ ভৃত্যের পোশাক পরে হেঁটে শহরের ফটক পার হয়ে যাও। আর তোমার বর্ম ও পোশাক এখানে থাকুক।"

মায়মুনা পাশের কামরা থেকে বললো, "আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সাদ বললো, "যাও আহমদ! প্রস্তুত হও।"

সূর্যোদয়ের পর আহমদ ইদ্রিসের একজন ভৃত্যের পোশাক পরে সাদের নিকট থেকে বিদায় নিল। কামরা থেকে বের হয়ে কয়েক ধাপ নীচে নামার পর কি চিন্তা করে আবার ফিরে এলো এবং পাশের কামরার দরজার নিকট গিয়ে বলল, "বোন মায়মুনা! আপনার কি মনে হয় যে, ভাইজানের এখানে থাকাটা যথেষ্ট নিরাপদ হবে? অর্থাৎ আপনার ভৃত্যদের কি

www.pathagar.com

বিশ্বাস করা যেতে পারে?"

মায়মুনা বললো, "আপনি চিন্তা করবেন না। ভৃত্যদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।"

"হাসানের চেহারা অনেকটা ভাইজানেরই মত। আপনি যথা সম্ভব তাকে বাইরে যেতে দেবেন না।"

মায়মুনা বললো, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হাসান খুবই বুদ্ধিমান। আপনার আম্মার নিকট আমার সালাম বলবেন এবং তাঁকে শান্ত্বনা দেবেন।"

আহমদ নীচে নেমে দেখলো হাসান আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছে। আহমদকে দেখতে পেয়ে সে বললো, "ভাইজান! আম্মাকে এমন কোন কথা বলবেন না যাতে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। আর চাচা আলমাসকে এখানে আসতে নিষেধ করবেন। ভাইজান সুস্থ হলেই আমরা বাড়ী পৌঁছে যাবো।"

আহমদ বললো, "হাসান! যা কিছু হয়েছে সে জন্য আমি অপরাধী। যদি ভাইজানের কোন কষ্ট হয় তাহলে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তারা ভাইজানের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। কাল থেকে ওরা আবার বিজয়োৎসবে মত্ত হয়ে যাবে।"

আহমদ বললো, "আমি একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছি যদি সফল হয়, তাহলে তারা ভাইজানকে ইছাবেলায় তালাশ করবে না।"

হাসান চমকে উঠে বললো, "দেখুন ভাইজান! আবার আপনি কোন বিপদের ঝুঁকি নেবেন না যেন। ওয়াদা করুন যে আপনি সোজা বাড়ী যাবেন।"

আহমদ হেসে বললো, "তুমি চিন্তিত হয়োনা। আমি সোজা বাড়ী যাচ্ছি। তুমি মায়মুনার কাছ থেকে দোয়াত ও কলম নিয়ে এসো। শীগগীর যাও।"

হাসান দ্রুত গিয়ে ওপর থেকে দোয়াত ও কলম নিয়ে এলো। আহমদ জেব্ থেকে একটি কাগজের টুকরা বের করল। ঐ কাগজে সে মুতামিদ ও ইবনে আম্মারের উদ্দেশ্যে বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখেছিল। কাগজটিতে আরও কয়েকটি শব্দ যোগ করে তা পুনরায় জেবে রাখল। হাসান বললো, "ভাইজান আপনি কি করতে যাচ্ছেন, তা আমাকে বলে যান!"

আহমদ দেউড়ীর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, "তুমি যখন গ্রানাডা ফিরে যাবে তখন তোমাকে সব কথা বলব।"

হাসান ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। আহমদ বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবার পর সে আধ–ভেজা দরজার ফাঁক দিয়ে বহুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

www.pathagar.com

সাদ প্রকৃতিগত দিক থেকেই একজন নির্ভীক সৈনিক। জাতির ভবিষ্যত চিন্তায় সে তার নিজের জীবনের কোন গুরুত্বই দিতো না। মুতামিদের প্রহরীদের বেষ্টনী থেকে যখন সে পলায়ন করে তখনও তার মনে মৃত্যু ভয় প্রাধান্য বিস্তার করেনি। সে সময়ও সাদ চিন্তা করছিল যে, একটি মহান আদর্শের জন্য তার বেঁচে থাকা দরকার। আর ইদ্রিসের বাড়ীতে আহত অবস্থায় যখন দিন কাটাচ্ছিল তখনও মুতামিদের সিপাইদের হাতে ধরা পড়ে যাবার দুশ্চিন্তায় সে অস্থির হয়নি।

সে শুধু স্পেনের ভবিষ্যত চিন্তা করেই মনে মনে ব্যথা অনুভব করছিল। ইদ্রিসের বাড়ী থেকে বের হয়ে কি করে গ্রানাডায় নিজের বাড়ী পৌছা যাবে, সে বিষয়ে তার মোটেই চিন্তা ছিল না। বরং পতনোম্মুখ জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের সুগভীর গর্তের প্রান্ত থেকে উদ্ধার করে কি উপায়ে উন্নতি ও কল্যাণের পথে আনা যায়, সে বিষয়ে সে চিন্তা ভাবনা করছিল। মুতামিদের দরবারে যা কিছু দেখতে পেয়েছে তা থেকে সে বুঝতে পেরেছে যে, তার মনোনীত জীবন যাত্রার চলার পথটি খুবই কঠিন।

মায়মুনা সম্পর্কে সে শুধু এতটুকু ভেবেছে যে, জীবন পথের আরও একটি দুর্ঘটনা উভয়কে আরও বেশী কাছাকাছি টেনে এনেছে। কিন্তু তার বিপদসংকুল জীবন পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মায়মুনাকে সঙ্গিনী হিসেবে আশা করার কোনই অবকাশ নেই। তবুও সে মনে করছিল যে, ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যদি কোন সুখ–স্বপ্ন দেখার অবকাশ হয় তবে তখন মায়মুনাই তার জীবন সঙ্গিনী হতে পারে।

সাদ কয়েক বৎসর পর মায়মুনাকে সে রাত্রিতে চাঁদের আলোতে দেখতে পায়। সে সময় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সে চোখে অন্ধকার দেখছিল। তারপর এক রাত্রিতে তার গায়ে প্রবল জ্বর দেখা দিল। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে হাসান পাশের চেয়ারে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল আর সাদ পিপাসায় কাতর হয়ে আর্তস্বরে পানি চাইল। সে সময় পাশের কামরা থেকে মায়মুনা ছুটে আসে। মনে হয় সে সারা রাত ঐ কামরায় জেগে বসে ছিল। সাদ পানি পান করে কয়েক মুহূর্ত মায়মুনার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে নেয়। মায়মুনা নিজের কামরার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এখন আপনি কেমন আছেন?"

"আমি ভাল আছি। আপনাকে এত কষ্ট দেয়ার জন্য দুঃখিত।"

www.pathagar.com

"হায়! যদি আমি আপনার কষ্টের অংশীদার হতে পারতাম।"

মুখ ফসকে মায়মুনার অন্তর থেকে বেরিয়ে এল কথা কয়টি। এটুকু বলেই মায়মুনা দ্রুত তার কামরার দিকে ছুটে গেল। তারপর যে কয়দিন সাদ অসুস্থ ছিল, মায়মুনা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসানের নিকট সাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞেস করতো।

তার মিষ্টি সুরেলা আওয়াজ অনেক্ষণ পর্যন্ত সাদের কানে প্রতিধ্বনিত হতো। বারান্দায় বা পাশের কামরায় মায়মুনার চলার আওয়াজ শুনতে পেলেই তার হৃদয় স্পন্দনের গতি বেড়ে যেতো এবং কিছুক্ষণের জন্য সে কল্পনার রাজ্যে সুদৃশ্য প্রাসাদ তৈরী করতে শুরু করতো। হঠাৎ সে কঠোর বাস্তবের ধাক্কায় চমকে উঠতো, আর তার কল্পনার প্রাসাদ ধুলায় মিশে যেতো। ধূলার এ স্তুপ থেকে স্পেনের ভয়ানক চিত্র ফুটে উঠতো।

সে কল্পনার চোখে দেখতে পেতো যে স্পেনের হৃদয়হীন শাসকরা সারিবদ্ধ হয়ে শকুনের মত জনসাধারণের দেহের গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। স্পেনের মুসলমানদের ধরা পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য দুশমনের যে সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছিল তাও সাদ দিব্য চোখে দেখতে পেতো। অস্থির হয়ে সাদ মনে মনে বলতো, "আমি কতকাল এখানে পড়ে থাকবো? আমার শীঘ্রই এখান থেকে রওনা হয়ে যাওয়া দরকার।"

মায়মুনার অনুভূতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। সাদ যে দিন তাদের সাহায্যকারী হয়ে কর্দোভা পৌঁছে ছিল, সেদিন থেকে মায়মুনা তাকে একান্ত ভাবেই আপনজন মনে করতো। বয়স তখন কম ছিল। কিন্তু কর্দোভা থেকে আসার সময় সাদের প্রতি তার মনে এক শ্রদ্ধা পূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল।

যৌবনে পদার্পন করার পর যখন সে বান্ধবীদের নিকট ইছাবেলার যুবকদের সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনা শুনতো, তখন সে মনে মনে ভাবতো যে, দুনিয়াতে তার পরিচিত মাত্র একজন মানুষ রয়েছে। তিনি সকলেব চাইতে অধিক সুদর্শন, সাহসী, সচ্চরিত্র এবং দয়ালু। ভবিষ্যত সম্পর্কে মায়মুনা যখনই কোন চিন্তা করতো, তার মন দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠতো, "সাদ অবশ্যই একদিন এখানে আসবে।"

মায়মুনা তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তার এ প্রতীক্ষায় অস্থিরতার চাইতে সুখানুভূতিই ছিল প্রবল। প্রত্যেক নামাজের পর সে সাদের জন্য দোয়া করতো এবং দোয়ার পর অন্তরে একথা ভেবে শান্তি লাভ করতো যে, সাদ তারই। সে বিশ্বাস করতো, দীর্ঘ সময় ও স্থানের দূরত্ব তাদের মধ্যখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সাদ অবশ্যই আসবে। তারপর শাহজাদা রশীদ তার প্রতি আকৃষ্ট হবার পর থেকে মায়মুনা নিজের অন্তরে খুবই অস্থিরতা অনুভব করছিল। কোন কোন সময় দোয়ার উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে সে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলতো, "সাদ! তুমি কোথায়? তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ? কবে তুমি আসবে?"

সাদ এখন মায়মুনার বাড়ীতেই আছে। মায়মুনা ভাবছে, সাদের ইছাবেলা আগমন ও আহত অবস্থায় তাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ নিছক দুর্ঘটনা নয়। তার বিশ্বাস, প্রতি রাত্রির

www.pathagar.com

শেষ প্রহরে সে যে মহান শক্তির দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করতো, তিনিই সাদকে নিয়ে তাদের বাড়ীতে তুলে দিয়েছেন।

মুতামিদের সিপাইগণ সাদকে খুঁজে বেড়াচ্ছে একথা জানা সত্বেও মায়মুনা নিশ্চিন্ত ছিল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, যে মহান শক্তি সাদকে মায়মুনার বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন তিনি কিছুতেই অন্য কোন শক্তিকে সাদের অনিষ্ট করতে দেবেন না। সে কখনো তার মনের কথা সাদের নিকট প্রকাশ করার দরকার বোধ করেনি। নিজের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কল্পনার রাজ্যে মায়মুনা এক প্রাসাদ তৈরী করেছিল এ প্রাসাদের কখনো ধূলায় লুটিয়ে পড়ার আশংকা তার মনে জাগেনি।

২

মায়মুনা প্রথম দিনই সাদের চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক ডাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সাদ এ প্রস্তাবের বিরোধী ছিল। সে শুধু বার বার বলছিল, "আমার আঘাত অত্যন্ত সামান্য। এ জন্য ঘরে যে সব ঔষধপত্র আছে শুধু তাই ব্যবহার করা হোক।"

কিন্তু দ্বিতীয় দিন সাদের অসুখ বেড়ে গেল, তার গায়ে জ্বরও এলো। মায়মুনা ভৃত্যকে পাঠিয়ে একজন বৃদ্ধ চিকিৎসক ডেকে আনলো। তার মা মৃত্যুর পূর্বে এ চিকিৎসকেরই চিকিৎসাধীন ছিলেন। মায়মুনা ও ইদ্রিসের জন্য বৃদ্ধের মনে একটা মমতা জন্মেছিল। তারা ভাইবোন তাঁকে চাচাজান বলে ডাকতো।

চিকিৎসক সাদের ঘা পরিস্কার করে ঔষধ লাগানোর পর মায়মুনা পর্দায় মুখ ঢেকে তার সামনে এসে বললো, "চাচাজান ইনি ভাইজানের বন্ধু। তাঁরই চেষ্টার ফলে আমরা কর্দোভা থেকে বের হয়ে এখানে পৌছতে পেরেছিলাম। তিনি এক দূর্ঘটনায় আহত হয়ে এখানে পৌছেছেন। শুনতে পেয়েছি পুলিশ একজন বিদেশীকে তালাশ করছে। যদি আপনি কারো নিকট বলেন যে, একজন বিদেশী লোক আমাদের বাড়ীতে আপনার চিকিৎসাধীন রয়েছে, তাহলে পুলিশ অনর্থক তাঁকে নিয়ে টানাটানি করতে পারে।"

চিকিৎসক নীরবে মায়মুনার কথা শুনছিলেন। হাসান একজন ভৃত্যের পোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। চিকিৎসকের নিরবতার দরুন সে খুবই অশ্বস্তি বোধ করছিল। চিকিৎসক ঘায়ের ওপর পটী বেঁধে দিয়ে হাসানের দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এ ছেলেটি কে?"

মায়মুনা জবাব দিল, "ছেলেটি ওর সঙ্গে এসেছে।"

চিকিৎসক আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "বাছা! আমাকে না বুঝিয়ে তোমার ভৃত্যদের সতর্ক করে দাও যেন বাইরের কোন লোকের কাছে এদের সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ পর্যন্ত না

www.pathagar.com

করে। আমাকে ডাকার জন্য ভৃত্য পাঠানোর প্রয়োজন নেই। আমি যথা সময়ে নিজেই এসে দেখে যাবো। ইনি যদি ইদ্রিসের বন্ধু নাও হতেন, তবুও তার চিকিৎসা ও নিরাপত্তা বিধান করা আমার কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। স্পেনে আজ এ ধরণের যুবকদেরই দরকার।"

"তাহলে আপনি তাঁকে চেনেন! মাফ করবেন আমি......"

তার কথার মাঝখানেই চিকিৎসক বললেন, "তাঁকে একবার দেখার পর চিনতে কারো পক্ষেই কষ্ট হবার কথা নয়। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, পুলিশ ধারণাও করতে পারবে না যে, ইনি আহত অবস্থায় এখানে আছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ইছাবেলার সীমানা ছেড়ে গেছেন। আমার মনে হয়, যারা গেছেন তারা তাঁরই সঙ্গী।"

সাদ হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করে বললো, "পুলিশ কি করে জানে যে, আমার সঙ্গীগণ ইছাবেলার সীমানা ছেড়ে গেছে?"

"আপনি উঠতে চেষ্টা করবেন না।"

চিকিৎসক সাদকে পুনরায় শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, "আমি আপনাকে সমস্ত ঘটনাই বলছি। আমার মনে হচ্ছে স্পেনের মায়েরা বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। এখানে অদ্ভুত ঘটনাবলী ঘটবে বলে বুঝা যাচ্ছে। আমি পুলিশের একজন আহত সিপাইকে দেখতে গিয়েছিলাম। তার মুখে শুনতে পেলাম, কাল সকালে শহরের দক্ষিণ দিকের ফটকের বাইরে একটি মাদ্রাসার দরজায় একটি কাগজ লাগানো ছিল। ঐ কাগজে মুতামিদ ইবনে আম্মার ও রাণী রেমিকা সম্পর্কে খুবই কৌতুক জনক একটি পদ্য লেখা ছিল। মাদ্রাসায় প্রবেশ করার সময় জনৈক ছাত্র তা দেখে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অনেক ছাত্র সেখানে জমায়েত হয়।

সাহসী কবি তার পদ্যের শেষাংশে লিখেছেন, "গত রাত্রিতে মুতামিদের দরবারে প্রথম বারের মত সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। এখন ইছাবেলাবাসীর দায়িত্ব হচ্ছে, এ সত্য প্রকাশের ধারা অব্যাহত রাখা। যদি সুযোগ পেতাম, ইছাবেলা ত্যাগ করার আগে এ পদ্য মুতামিদকে শুনিয়ে যেতাম। কিন্তু আমি এখন যাচ্ছি। যাবার সময় ইছাবেলার প্রতিটি যুবকের ওপর আমি দায়িত্ব অর্পণ করে যাচ্ছি তারা যেন এ কবিতাটিকে মুতামিদের দরবার থেকে শুরু করে দরিদ্রের কুটির পর্যন্ত পৌছে দেন।"

অনেক ছাত্র পদ্যটি নকল করে নেয়। দরজায় ছাত্রদের ভিড় দেখে উস্তাদগণ সেখানে পৌছেন। জনৈক উস্তাদ ছাত্রদের এদিক সেদিক সরিয়ে দিয়ে কাগজটি দরজা থেকে খুলে নিয়ে নিকটস্থ পুলিশ ফাঁড়িতে পৌছে দেন। পুলিশ তদন্ত করলে এক ব্যক্তি জানায় যে, সে মাদ্রাছা খোলার কিছু আগে ময়লা কাপড় পরিহিত জনৈক ঘোড়সওয়ারকে সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় একটি কাগজ লাগাতে দেখেছিল। নিরক্ষর বিধায় সে ঐ বিষয়ে কোন কৌতুহল প্রকাশ করেনি।

সে আরও জানায় যে, একটি খঞ্জরের সাহায্যে কবিতাটি ওখানে লাগিয়ে দিয়ে ঘোড়সওয়ার অমুক সড়কের দিকে চলে যায়। পুলিশ তার পেছনে ধাওয়া করে শহর থেকে

www.pathagar.com

চার–পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি সরাইখানা পর্যন্ত পৌঁছার পর জানতে পারে যে, কিছুক্ষণ আগে ঐ সরাইখানা থেকে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার বিদায় হয়ে গেছে। সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, ঐ লোকগুলি কাল থেকে সরাইখানায় ছিল। আজ সকালে ইছাবেলা থেকে তাদের জনৈক সঙ্গী ফিরে আসার পরই সকলে এক সঙ্গে রওনা হয়ে যায়।

পুলিশ তাদের পেছনে ধাওয়া করলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দুপক্ষের মুকাবিলা হয় এবং ছয়জন পুলিশ আহত হয়ে ফিরে আসে। তাদেরই একজন কে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। তারা দাবী করে যে, অপর পক্ষের একটি ঘোড়ার পা পুলিশের আঘাতে অবশ্যই আহত হয়েছে।"

হাসান এতক্ষণ চিন্তিতভাবে বসেছিল। এবার সে হাসি সংবরণ করতে পারল না।

সাদ জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তারা ইছাবেলার সীমানা অতিক্রম করে গেছে?" চিকিৎসক জবাব দিলেন, "আমার চাইতে পুলিশদেরই এ বিশ্বাস অধিক মজবুত। আজ সকালে আমি মসজিদে গিয়েছিলাম, সেখানে এ বিষয়েই চর্চা হচ্ছিল।"

"পুলিশের আর কোন দল ওদের পশ্চাদ্ধাবন করেনি?"

"পুলিশ বাদ দিয়ে তারা সম্ভবত সামরিক বাহিনীই পাঠিয়ে দিত। কিন্তু তাদের অন্য একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কাল এ পদ্যটির নকল শহরের সব মাদ্রাছায় পৌঁছে যায়। দুপুর পর্যন্ত মসজিদ, মাদ্রাছা, বাড়ী এমনকি রাস্তার পাশের সকল দরজায় এ পদ্যের নকল ঝুলতে থাকে।

পুলিশ সারা দিন এগুলো সরাতে থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, অপসারণ কারীদের তুলনায় পদ্য লিখে বিভিন্ন স্থানে যারা লাগাচ্ছিল তারা অধিকতর তৎপর। আজ সকালে তো মসজিদের আঙ্গিনাতেও এ ধরনের কয়েক খানা ইশতেহার ছড়িয়ে পড়েছিল। রাত্রিতে আমার বাড়ীর সদর দরজায়ও কে যেন একটি ইশতেহার লাগিয়ে দিয়েছে। ওটা আমি খুলে ফেলেছি। সম্ভবত এখনও আমার জেবে আছে।"

সাদ হাত বাড়িয়ে বললো, "আমাকে দিন।"

চিকিৎসক জেব থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে সাদের হাতে দিল। সাদ ওটা হাতে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। প্রথম শ্লোকটির মর্ম ছিল নিম্নরূপঃ

ইছাবেলার সংস্কারবাদীগণ শব্দের অর্থ বদলে দিয়েছে,

তাই ভীরু ও কাপুরুষেরা বীর এবং শৃগালেরা সিংহ বনে গেছে।

সাদের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বললো, "আহমদ! তুমি ভারী দুষ্ট হয়েছ।"

হাসান কাগজটি সাদের হাত থেকে নিয়ে তার ওপর একবার নজর বুলিয়ে মায়মুনার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো, "আপা, এটি সেই পদ্য।"

চিকিৎসক বললেন, "আমার মনে হয়, এখন আমাদের মধ্যে আর কোন গোপনীয়তা

www.pathagar.com

নেই। মায়মুনা আপনাদের আশ্বাস দিতে পারে যে, আমি নির্ভর যোগ্য। আপনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু পরবর্তী চারদিন পর্যন্ত মোটেই নড়াচড়া করবেন না। আমি শুধু মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য জিজ্ঞেস করছি, এ কবিটি কে ছিল?"

সাদ শান্তভাবে বললো, "সে আমার ভাই।"

"আমার ধারণাও তাই ছিল। আর এ ছেলেটিও সম্ভবত আপনার ভাই!"

হাসানের দিকে ইশারা করে চিকিৎসক বললেন।

হাসান বললো, "দেখুন! আপনি নিজের মাথায় বিরাট দায়িত্ব নিয়েছেন।"

চিকিৎসক বললেন, "বাবা! তুমি কোন চিন্তা করোনা।"

সাদের অবস্থার ক্রমেই উন্নতি হতে থাকে। সাদ একটু সুস্থবোধ করতেই আবদ্ধ ঘরে থাকা খুবই কষ্টকর মনে করতে শুরু করে। মায়মুনার অনেক বান্ধবী শহর থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। মায়মুনা এ জন্য সাধারণত নীচের ঘরেই থাকতো।

মেহমানের জন্য সে নিজের হাতেই রান্না করতো। প্রথম দিকে সাদ যখন বেশী অসুস্থ ছিল তখন সে দিনের বেলা কয়েকবার উপরে এসে পাশের কামরা থেকে হাসানের নিকট সাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করতো। দুরাত সাদের প্রবল জ্বর ছিল। সে সময় মায়মুনা পাশের কামরায় সারা রাত জেগে কাটিয়েছিল।

সাদ যখন ক্রমেই সুস্থ হতে থাকে তখন বার বার উপরে আসতে মায়মুনার সংকোচ হতে থাকে। তবুও সকালে ঘুম থেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং রাত্রিতে শুতে যাবার আগে হাসানের নিকট সাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তার মন শান্ত হতো না। যদি কোন কারণে তার বিলম্ব হতো তাহলে হাসান নিজেই নীচে নেমে এসে মায়মুনার কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে বলতো, "আপাজান! ভাইজানের অবস্থা আজ ভাল।"

৩

একদিন দুপুর বেলা জিয়াদের বোন মায়মুনার কাছে এসে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কথাবার্তা বললো। হঠাৎ সাদ ও হাসান নীচের ঘরে গোলমাল শুনতে পেল। হাসান তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। নীচে মায়মুনাকে উচ্চঃস্বরে বলতে শোনা গেল, "আমি তোমাকে সেদিনই বলে দিয়েছিলাম যে, ঐ নির্লজ্জ লোকটি সম্পর্কে আমি কোন কথা শুনতে চাইনা। তোমার ভাই যদি তার সমর্থক হয়ে থাকে তাহলে সেও নির্লজ্জ। তুমিও নির্লজ্জ। না হলে এক নির্লজ্জকে খুশী করার জন্য অপরের মান ইজ্জত নিয়ে দালালী করতে আসতে না। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি এখান থেকে চলে যাও। অন্যথায় তোমার ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

জিয়াদের বোন বারান্দার সিঁড়ি থেকে আঙ্গিনায় নেমে গেল। তারপর মায়মুনাকে

www.pathagar.com

বললো, "মনে রেখো! তুমি লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হয়ে একদিন তার পায়ে মাথা রেখে কাঁদবে। আমি তোমাকে তার রাণী বানাতে চাচ্ছি। এখন তুমি রাজী হচ্ছোনা। কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তুমি তার দাসী হতে পারলেও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে। স্পেনের কোন সুরক্ষিত দূর্গই তোমাকে তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।"

মায়মুনা বিজলীর মত দ্রুততার সঙ্গে বারান্দা থেকে আঙ্গিনায় নেমে গিয়ে চিৎকার করে বললো, "বের হয়ে যাও। আর তাকে বলে দিও, পাগলা কুকুরের উৎপাত দীর্ঘস্থায়ী হয় না।"

ততক্ষণে সাদও নিজের কামরা থেকে বারান্দায় এসে হাসানের নিকট একটি স্তম্ভের পেছনে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাচ্ছিল। মায়মুনা রাগে কাঁপছিল। জিয়াদের বোন অপ্রস্তুত হয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দেউড়ীর নিকটে গিয়ে পুনরায় মুখ ফিরিয়ে বললো, "তুমি অনুতপ্ত হবে মায়মুনা!"

"সে জন্য তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তুমি এখন যাও।" বলতে বলতে মায়মুনা কয়েক পা এগিয়ে গেল।

জিয়াদের বোন ছুটে পালাল। মায়মুনা কয়েক মুহূর্ত দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। পরিচারিকা এগিয়ে গিয়ে মায়মুনার কাঁধে হাত রেখে বললো, "তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা আপনার উচিত হয়নি।"

মায়মুনা এক ঝট্‌কায় তার হাত সরিয়ে দিল এবং তড়িৎ গতিতে বারান্দার দিকে চলে গেল। তার চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল।

সাদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বললো, "যাও হাসান, ওকে শান্তনা দাও।"

হাসান যখন নীচে পৌছল তখন মায়মুনার কামরা থেকে কান্নার শব্দ আসছিল।

"কি হয়েছে আপা।"

হাসান ভারাক্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

মায়মুনা কোন উত্তর দিল না। হাসান সসংকোচে কামরায় প্রবেশ করল। মায়মুনা দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিল।

"আপাজান! আপনি কাঁদছেন। খোদার কছম করে বলছি, যদি কোন পুরুষ ছেলে আপনার মনোকষ্টের কারণ ঘটাতো তাহলে প্রমাণ করে দিতাম, আপনার এ ভাই নির্লজ্জ নয়। কিন্তু কি করব ইনি ছিলেন মহিলা।"

"তুমি জান না হাসান.....।" বলে মায়মুনা পুনরায় ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

হাসান বললো, "আমি শুধু এতটুকু জানি যে, ইদ্রিসের অনুপস্থিতিতে আপনার আরও দুজন ভাই এখানে রয়েছে। আর আমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়ে না এসে এ বাড়ীতে কেউ প্রবেশ করতে পারবেনা।"

মেঝের ওপর কতগুলো কাগজের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়মুনা নিজের চোখ মুছে টুকরো গুলো জড়ো করল এবং হাসানকে লক্ষ্য করে বললো, "ওই মেয়েটি এ চিঠি খানা

www.pathagar.com

নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমি রাগ করে তা ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তুমি এ টুকরোগুলো ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাও।"

কিছুক্ষণ পর সাদ কাগজের টুকরো গুলিকে সাজিয়ে নিয়ে চিঠিখানা পড়ছিল। চিঠিতে লেখা ছিলঃ

"বোন মায়মুনা!

আমি আপনার নিকট আমার বোনকে পাঠাচ্ছি। আপনার দুঃখজনক আচরণের জন্য ইদ্রিসের যে সব বিপদের আশংকা রয়েছে তা আমার বোনের মুখ থেকে শুনবেন। শাহাজাদা রশীদ নিজের অপমান সহ্য করতে অভ্যস্ত নন। আপনি যদি তার মোহাব্বত্‌কে বিদ্রুপ করার মত দুঃসাহস করেন, তাহলে তার প্রতিহিংসা হবে অত্যন্ত ভয়ানক। আপনি এক সৌভাগ্যবতী মহিলা! কর্দোভার গভর্নর আপনার পায়ে শিকল পরিয়ে তাঁর কাছে হাজির করতে পারেন। যদি তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সংকল্প করেন, তাহলে আপনি ও আপনার ভাইয়ের জন্য ইছাবেলায় কোন নিরাপদ স্থান থাকবে না। আপনি কি ইদ্রিসকে চিরদিনের জন্য কারাগারের অন্ধকার কক্ষে নিক্ষেপ করা পছন্দ করেন?

আমি ইদ্রিসের বন্ধু। এ জন্যই এ চিঠি লিখছি। বন্ধুর বোনের প্রতি যে সহানুভূতি থাকা উচিত, আমারও আপনার প্রতি পূর্ণ মাত্রায় সে সহানুভূতি রয়েছে। আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, কর্দোভা যাবার আগে শাহজাদা রশীদ ইদ্রিস সম্পর্কে তার নির্মম সিদ্ধান্তের আভাস দিয়ে গেছেন। সম্ভবত ফিরে আসার সময় তাকে পথেই গ্রেপ্তার করা হবে। যে সরকারী কর্মচারীর প্রতি শাহজাদা রশীদের মত প্রভাবশালী ব্যক্তি অসন্তুষ্ট, তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য অসংখ্য বাহানা খুঁজে বের করা যেতে পারে। আর তার গ্রেপ্তারীর পর আপনার কি দশা হবে তা নিজেই কল্পনা করে নিন।

আপনি যদি শাহজাদা রশীদের জীবন সঙ্গিনী হতে সম্মত হন তাহলে আপনিই নিজের সৌভাগ্যের জন্য গর্ব করবেন। শুধু তাই নয়, উপরন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, ইদ্রিসের জন্য পদোন্নতি ও মান সম্ভ্রম বৃদ্ধির পথ খোলাসা হয়ে যাবে।

আমার সম্পর্কে আপনি কোন ভুল ধারণা করবেন না। আমি শুধু আমার অতি প্রিয় বন্ধু ও তার বোনের কল্যাণ কামনা করছি। আপনি তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন না। বরং আপনার সঙ্গে আমাকে একবার কথা বলার সুযোগ দিলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি। আপনি রাজী হলে সন্ধ্যার আগে আমি নিজেই এসে আপনার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা রাখি। আমি আশা করি আপনি ইদ্রিসের জন্য বিপদ ডেকে আনবেন না"

আপনার অধম খাদেম

জিয়াদ

চিঠি পড়া শেষ করে সাদ কিছুক্ষণ অনড় হয়ে বসে রইল। হাসান মনোযোগের সঙ্গে

www.pathagar.com

তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা চেহারায় কখনো ক্রোধ আবার কখনো চিন্তার রেখা ফুটে উঠছিল। সিড়িতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। হাসান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, "তিনি আসছেন।"

সাদ বললো, "হাসান, তুমি গ্রানাডা যাবার জন্য তৈরী হয়ে যাও। ইদ্রিসের ঘোড়া ও বাগী এখানেই আছে।?"

"জ্বি হ্যাঁ।"

"তুমি মায়মুনার সঙ্গে বাগীতে যাবে, আর আমি টাঙ্গায় যাব।"

এ কথা বলে সাদ উঠল এবং পাশের কামরার দরজার নিকটে দাঁড়িয়ে বললো, "মায়মুনা! এ জায়গা তোমার জন্য নিরাপদ নয়। তুমি হাসানের সঙ্গে গ্রানাডা যাবার জন্য তৈরী হয়ে যাও। আমি খুব তাড়াতাড়ি ইদ্রিসকে নিয়ে সেখানে পৌছে যাব। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাত্রিতে সফর করা তোমার জন্য নিরাপদ নয়। তোমাকে কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমি তার আগেই এখান থেকে চলে যাবো এবং শহরের দক্ষিণ দিকের ফটকের বাইরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। ওখান থেকে কিছু দূর পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। তারপর টলেডো অভিমুখে চলে যাবো। তুমি তোমার চাকর চাকরাণীদের বলে দাও যে, তোমার খোঁজ করতে যদি কেউ আসে তাহলে তারা যেন বলে দেয় যে, তুমি কোন বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছ। তাহলে তুমি অন্তত একদিন নিরাপদে সফর করার সুযোগ পেয়ে যাবে।"

মায়মুনার নিরবতা লক্ষ্য করে সাদ বললো, "আমার প্রস্তাব শুনে তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। অবস্থাদৃষ্টে আমি অন্য কোন উপায় চিন্তা করছিনা। ইছাবেলা বর্তমানে নেকড়েদের আবাস স্থলে পরিণত হয়েছে। তোমার এখানে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। আমি জিয়াদকে জানি। তার নিকট থেকে সকল প্রকার হীন কার্যের আশাই করা যেতে পারে।"

মায়মুনা দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, "আমি জানি যে আমার অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য এখনো সফরের উপযোগী হয়নি।"

সাদ জওয়াব দিল, "আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। হাসান ও তোমার বুড়ো ভৃত্য সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আগামী কাল এখান থেকে বিদায় হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

মায়মুনা বললো, "আমি প্রস্তুত।"

৪

এশার নামাজের কিছু সময় পর মায়মুনা ওপর তলার কামরা থেকে তার সফরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে নীচে নেমে আসছে। এমন সময় দেউড়ীর দিক থেকে বুড়ো ভৃত্যের

www.pathagar.com

উত্তপ্ত স্বর শুনতে পেল। সে বলছিল, "আপনি জানেন যে ইদ্রিস বাড়ীতে নেই। এত রাতে কোন সম্ভ্রান্ত মানুষের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা অন্যায়।"

একজন গর্জন করে উঠলো, "বদমায়েশ! তুমি জান না আমি কে? চুপ থাক, নইলে তোমাকে হত্যা করতে বাধ্য হব।"

"আমি জানি আপনি শহরের কোতওয়াল এবং ইদ্রিসের বন্ধু। আপনার জন্য বাড়ীর অপর অংশ খোলা রয়েছে। এদিকে তাঁর বোন থাকেন। সেখানে আপনি কেন যাবেন?"

মায়মুনা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেউড়ীর দিকে তাকাল। অস্পষ্ট আলোতে সে দেখতে পেল আগন্তুক বুড়ো ভৃত্যকে ধাক্কা মেরে বাড়ী থেকে বের করে দিল। অন্যান্য ভৃত্যরাও আঙ্গিনায় জমায়েত হল কিন্তু সশস্ত্র লোকদের বিরুদ্ধে তারা কিছুই করার সাহস পাচ্ছিলনা।

একটি লোক ভৃত্যদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, "ভয় পেয়োনা! আমি ইদ্রিসের বোনের জন্য একটি খবর নিয়ে এসেছি। সে কোথায়?"

মায়মুনার পরিচারিকা বারান্দার এক কোণে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মায়মুনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই সাদ ও হাসানকে সিঁড়ির দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পেল। মায়মুনা তাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে এক কামরায় প্রবেশ করে তীর ধনুক উঠিয়ে নিল এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি তীর বের করে ধনুকের ছিলায় লাগাতে শুরু করল।

সাদ এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বললো, "মায়মুনা! দাঁড়াও। আমার কথা শুন! ওরা সংখ্যায় অনেক বেশী। আমার বিশ্বাস বাড়ীর বাইরেও অনেক লোক রয়েছে। তুমি কোন কৌশলে জিয়াদকে উপরে ডেকে নিয়ে এসো। খুব তাড়াতাড়ি কর অন্যথায় ওরা সকলে এসে যাবে। আমি নিজের কামরায় থাকবো এবং আশা করি জিয়াদের ভীরু স্বভাব থেকে পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবো।"

সাদ হাসানকে নিজের কামরায় নিয়ে গেলো এবং বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

নীচে জিয়াদ চীৎকার করছে, "বলছনা কেন মায়মুনা কোথায়? আচ্ছা, যদি তোমরা অগত্যা না-ই বল তাহলে আমি নিজেই তালাশ করে নিচ্ছি।"

মায়মুনা কম্পিত স্বরে বলে উঠলো "কে?"

জিয়াদ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারই ভৃত্য জিয়াদ আপনার খেদমতে হাজির হবার অনুমতি চায়।"

তার উচ্চারিত শব্দগুলোর মধ্যে অসহনীয় বিদ্রুপ ছিল। কিন্তু মায়মুনা নিজের ক্রোধ সংবরণ করে বললো, "একটি বালিকাকে জ্বালাতন করার জন্য তোমার একটি সৈন্য বাহিনী নিয়ে আসার কোন দরকার ছিল না।"

"এরা মাত্র কয়েকজন সিপাহী। আপনার সম্মানার্থেই তারা এসেছে। আপনি কি এক

www.pathagar.com

মুহূর্তের জন্য নীচে তশরীফ আনবেন। না, আমিই স্বয়ং আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যাবো?"

"আমি জানি যে, আমি তোমাকে বাধা দিয়ে বিরত রাখতে পারব না। পরিচারিকা, ওকে উপরে আসার রাস্তা দেখিয়ে দাও।"

জিয়াদ সঙ্গের সিপাইদেরকে দরজার নিকট দাঁড়াতে বলে পরিচারিকার সঙ্গে উপরে উঠে এল। মায়মুনা পরিচারিকাকে লক্ষ্য করে বললো, "ওকে নিয়ে কামরায় বসাও। আমি পাশের কামরা থেকে কথা বলব।"

জিয়াদ মায়মুনার ব্যবহারে আশ্চার্য হচ্ছিল, আবার খুশীও। সে নিশ্চিন্তে কামরায় প্রবেশ করে একখানা চেয়ারে বসল। মায়মুনা পাশের কামরায় গেল। ঐ কামরায় সাদ ও হাসান লুকিয়ে বসেছিল।

মায়মুনা দরজার নিকট দাঁড়িয়ে বললো, "তুমি আরও একবার আমার ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে এসেছ?"

জিয়াদ বললো, "আমি আপনার সঙ্গে বেশী কথা বলব না। আপনাকে সসম্মানে কর্দোভা পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করা হয়েছে। বাইরে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য বাগী দাঁড়িয়ে আছে। আর যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে আপনাকে জানিয়ে দেয়া দরকার বোধ করছি যে, শাহাজাদা রশীদ এখান থেকে যাবার আগে নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন যেন কাসটিলা থেকে ফিরে আসার সময় ইছাবেলার সীমান্ত চৌকিতে ইদ্রিসকে গ্রেপ্তার করে কর্দোভায় পৌছে দেয়া হয়। তার পর তাকে উচ্চ পদে পদোন্নতি দান অথবা কারাগারে প্রেরণ আপনার ইচ্ছাধীন।"

মায়মুনা বললো, "আমি শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, আমার জায়গায় যদি তোমার বোন হতো তাহলে তুমি কি করতে?"

জিয়াদ নিজের ক্রোধ দমন করার চেষ্টা করে বললো, "আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি। আমি শুধু জানতে চাই, আপনি যেতে প্রস্তুত আছেন, না আমি সিপাইদের ডেকে আনবো?"

সাদ হাসানের কানে কানে কি বললো। তারপর ধীর পদে এগিয়ে মায়মুনাকে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ দরজা খুলে দিল। জিয়াদ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু তার মুখ থেকে কোন শব্দ উচ্চারিত হবার আগেই সাদের তরবারীর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ জিয়াদের বুক স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার দরজাটি খুলে হাসান কামরায় প্রবেশ করল এবং তার তরবারীর অগ্রভাগ জিয়াদের পায়ে মৃদু খোঁচা দিল। জিয়াদ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সাদ বললো, "যদি তুমি গোলমাল কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, এ তরবারী দুখানা তোমার মুখের কথার চেয়ে অনেক বেশী ধারাল। ভাল মানুষটির মত বসে যাও।"

জিয়াদ কিছু না বলে বসে পড়ল। সে অবাক হয়ে হাসান ও সাদকে দেখতে লাগল। তার

www.pathagar.com

মুখের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল।

সাদ বললো, "দাঁড়াও।"

জিয়াদ সে আদেশ পালন করল।

সাদ ঘৃণা মিশ্রিত হাসি হেসে বলল, "তুমি সব সময় কাপুরুষ ছিলে।"

হাসান এগিয়ে জিয়াদের খাপ থেকে তরবারী ও তার খঞ্জর খুলে নিলো।

সাদ বললো, "ভয় পেয়ো না জিয়াদ! একজন ভীরু কাপুরুষের রক্ত দিয়ে আমার হাত অপবিত্র করবো না। তুমি বাইরে চল। তোমার সঙ্গীদের বলে দাও যে, তাদের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে রেখো! সামান্য একটু শয়তানী করার চেষ্টা করা মাত্র চোখের নিমিষে তুমি তোমার মৃত পূর্ব পুরুষদের নিকট পৌছে যাবে। হাসান! তুমি বাতি উঠিয়ে পাশের কামরায় নিয়ে যাও। আর মায়মুনাকে শীগগীর তৈরী হতে বল। চল জিয়াদ।"

সাদের কথার চাইতে তার তরবারীই জিয়াদকে বেশী প্রভাবিত করে। সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও সাদের আগে হেঁটে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সাদ নিজেকে সংকুচিত করে জিয়াদের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। তার তরবারীর অগ্রভাগ তখনও জিয়াদের পাঁজরের হাড় স্পর্শ করছিল।

জিয়াদ কম্পিত স্বরে বললো, "তুমি কি ওয়াদা করছ যে, তোমার কথামত কাজ করলে আমার জীবন রক্ষা পাবে?"

সাদ বললো, "আমি ওয়াদা করছি যে, আমরা যখন এ বিপদজনক এলাকার বাইরে চলে যাবো তখন তুমিও নিরাপদে নিজের বাড়ী যেতে পারবে।"

জিয়াদ সামান্য এগিয়ে নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সঙ্গীদের ডেকে বললো, "এখন তোমাদের এখানে কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা চলে যাও।"

নীচে থেকে একজন সিপাই বললো, "বাগী এখানেই থাকবে?"

জিয়াদ পেছন ফিরে সাদের দিকে তাকাল। সাদ আস্তে "হ্যা" বলে দিল।

জিয়াদ আবার হেঁকে বললো, "হ্যা, বাগী এখানেই থাকবে।"

"আমরা সবাই চলে যাবো?"

জিয়াদ আবার সাদের দিকে তাকাল।

সাদ জিজ্ঞেস করল, "বাইরে কতজন লোক আছে?"

সে জানাল, " দুজন অশ্বারোহী।"

"তাদের বল, অশ্বারোহী ওখানেই থাকবে।"

জিয়াদ উচ্চঃস্বরে বলল, "অশ্বারোহী ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।"

সিপাই বের হয়ে যাবার পর সাদ হাসানকে বললো, " তুমি নীচে গিয়ে দেখে এসে তো, সে ফাঁকি দিয়েছে কিনা! আর দুজন ভৃত্যকে উপরে পাঠিয়ে দাও। মায়মুনা! কোণের কামরাটিতে একটি আলো জ্বেলে দাও। চল জিয়াদ।"

www.pathagar.com

জিয়াদকে কোণের কামরায় নিয়ে গিয়ে সাদ তার গায়ের জোব্বা খুলে নিলো। ততক্ষণে মায়মুনার দুজন ভৃত্য উপরে উঠে এসেছে। সাদ তাদের শক্ত দড়ি নিয়ে আসতে হুকুম দিল।

হাসান রাস্তায় দুজন অশ্বারোহীকে দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে এসে বললো, "ভাইজান! বাগীর কোচম্যান ও দুজন অশ্বারোহী ছাড়া সেখানে আর একটি লোক রয়েছে। আমি বাগীর নিকটে যেতে পারিনি। কিন্তু ভেতরে কেউ বসে আছে বলে মনে হয়।"

সাদ তরবারীর অগ্রভাগ জিয়াদের ঘাড়ে লাগিয়ে বলল, "জিয়াদ! আমাদের ধোঁকা দিয়ে তুমি জীবনে বাঁচতে পারবে না। অন্য কোন বিপদের সম্মুখীন হবার আগে আমরা তোমাদের জীবন শেষ করে দেবো।"

জিয়াদ অত্যন্ত মিনতির সঙ্গে বললো, "আপনি বিশ্বাস করুন আমি মিথ্যা বলিনি। ও ভাল করে দেখেনি। ওটা শাহজাদা রশীদের খোজা ভৃত্য। ভেতরে আর কেউ নেই।"

সাদ বললো, "আমি এক্ষুণি দেখে নিচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে বাইরে গিয়ে তাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো। উপরে এসে প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে যেতে তাদের আদেশ দেবে। হাসান! তুমি নীচে যাও।"

জিয়াদ সাদের তরবারির ইশারায় আবার কামরা থেকে বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উচ্চঃস্বরে তার সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। ওদিকে খোজা ভৃত্য তার মোটা গলার আওয়াজে অশ্বারোহীদের একটি গল্প শোনাচ্ছিল। তাই তারা জিয়াদের ডাক শুনতে পায়নি। হাসান নীচে গিয়ে ওদিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। অশ্বারোহীগণ সহিসের নিকট ঘোড়া রেখে ভেতরে চলে এলো। খোজা তাদের আগে আগে ছিল। সে আঙ্গিনায় পৌঁছেই গোলমাল শুরু করল, "এ আল্লা, এ সব কী হচ্ছে? অর্ধেক রাত চলে গেল। শাহাজাদা সম্ভবত পথে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত তিনি খাবেন না।"

জিয়াদের নীরবতা দেখে সাদ তরবারীর সূঁচালু অগ্রভাগ দিয়ে তার ঘাড়ে খোঁচা মেরে বললো, "তাকে ডাক।"

জিয়াদ তার সঙ্গীদের বললো, "তোমরা এখান থেকে প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে বাগীতে রাখো। আমরা তৈরী হচ্ছি।"

খোজা জিজ্ঞেস করল, "উপরে যাবার রাস্তা কোথায়? অন্ধকারে আমি কিছুই ঠাহর করতে পারছিনা। কর্দোভার আনন্দময় মাহফিল গুলোর ভবিষ্যৎ আলোকদায়িণী চেরাগ খানা কোথায়?"

হাসান এগিয়ে গিয়ে বললো, "আমার সঙ্গে এসো।"

www.pathagar.com

৫

সাদ জিয়াদকে ধাক্কা মেরে কামরার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে মায়মুনার ভৃত্যকে ইশারা করলে তারা তাকে রশিতে বাঁধতে শুরু করল।

সিঁড়িতে খোজা হৈ চৈ করছিল, "তওবা! তওবা! কি অন্ধকার। আরে আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছ কেন?"

একজন সিপাই বললো, "তুমি আরামে বাগীতে বসে রইলে না কেন?"

ওপরের বারান্দায় পৌছে খোজা ও তার সঙ্গীগণ এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। হঠাৎ সাদ অন্ধকার কামরা থেকে বের হয়ে এসে অতর্কিত আক্রমণ করে একজন সিপাইর গলা টিপে ধরল। দ্বিতীয় সিপাই তরবারী বের করতে যাচ্ছিল। হাসান পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে তার ঘাড় ধরে ফেলল এবং অন্য হাতে তার পিঠে খঞ্জর ছুঁয়ে বলল, "তোমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। যদি নির্বুদ্ধিতা না কর, তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না।"

খোজা এতক্ষণ আলোর জন্য চেঁচামেচি করছিল। এখন আলোর প্রতি তার ভীতি জন্মে গেল। আলোকিত কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে সে কাঁপছিল। মায়মুনা কামরা থেকে বের হয়ে এল এবং চকচকে তরবারীখানার অগ্রভাগ খোজার ভূড়িতে ঠেসে ধরে বলল, "যদি তোমার মুখ থেকে একটি শব্দ উচ্চারিত হয় তাহলে ....." নিজের কথা শেষ করার পরিবর্তে তরবারীটি একটু সামনে ঠেলে দিল।

খোজা ভীত হয়ে তার চোখ বন্ধ করে ফেললো।

কিছুক্ষণ পরে সাদ, হাসান ও মায়মুনার ভৃত্যগণ এ তিনজনকেও জিয়াদের পাশে শুইয়ে দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দিল।

মায়মুনা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে অতীতের সেই দিনটি স্মরণ করছিল, যেদিন সাদ তাদের সাহায্য করার জন্য কর্দোভা পৌছেছিল। কর্দোভায় তার শৈশব ও ইছাবেলায় যৌবন কালের মধ্যবর্তী বছর ও মাস গুলোর দূরত্ব আজ পূরণ হয়ে গেল। মায়মুনা অনুভব করলো, সাদ সর্বদা তার সঙ্গেই ছিল। তার জীবন সাদের উপস্থিতিতে সর্বদাই পরিপূর্ণ ছিল।

হাসান বললো, "এখন শুধু কোচম্যান বাকী আছে। আমি তাকে নিয়ে আসছি।"

সাদ বললো, "তাকে নীচেই কোন কামরায় বন্ধ করে দাও। এখন আমাদের সময় নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নয়।"

হাসান একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে গেল। সাদ বাকী দুজনকে বললো, "আমরা অনেক দূর যাচ্ছি। তোমাদের মধ্য থেকে যে আমাদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক, চট্‌পট আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে নিয়ে তৈরী হয়ে যাও।"

বুড়ো ভৃত্য বললো, "আমরা কেউ এ শহরের বাসিন্দা নই। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে

www.pathagar.com

যাব। আস্তাবল থেকে বেশী ঘোড়া নেবার দরকার নাই। অশ্বারোহী সিপাইদের দুটো ঘোড়া নীচে দাঁড়িয়ে আছে। সহিসও সম্ভবত বাগীতেই আছে। "

"খুব ভাল, শুধু হাসানের ঘোড়ার ওপর জ্বিন লাগিয়ে দাও।"

এ কথা বলে সাদ পরিচারিকার দিকে তাকাল।

সে বললো, "আমার বাড়ী ঘর নেই। আমি মায়মুনার সঙ্গে যাবো।"

সাদ মায়মুনাকে বললো, " তুমি শীগগীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তৈরী হয়ে যাও। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।"

"আমি কখন থেকে তৈরী হয়ে রয়েছি।"

একথা বলে মায়মুনা একজন ভৃত্যকে নিয়ে কামারায় গেল এবং একটি ছোট বাক্স তার হাতে তুলে দিল।

দড়িতে মজবুত ভাবে বাঁধা সিপাইদেরকে সাদ পৃথক পৃথক কামরায় রেখে বন্ধ করে দিল। আর খোজাকে ছাদের দিকে উঠার সিড়িতে আবদ্ধ করল। হাসান নীচ থেকে উঠে এসে খবর দিল যে, সে কোচম্যানকে নীচে আবদ্ধ করে এসেছে।

"হাসান, তুমি মায়মুনা ও পরিচারিকাকে বাগীতে বসিয়ে দাও। ভৃত্যদের বল, তারা যেন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যায়। আমি এক্ষুণি আসছি।"

একথা বলে সাদ কোণের ঘরে গেল। এ কামরায় আলো জ্বলছিল। জিয়াদ উপুড় হয়ে মেঝের উপর পড়ে ছিল। সাদ তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বললো, " জিয়াদ, আমি যাচ্ছি। তোমার মনিব কাল পর্যন্ত তোমাকে খুঁজে এখান থেকে উদ্ধার করে নিতে পারবে। তাকে বলে দিও যে, আমার পেছনে ধাওয়া করার কোন দরকার নেই। আমি আবার যখন ফিরে আসবো তখন আমার সঙ্গে এক তুফান ও ভূমিকম্প আসবে। আর তা ইশ্বাবেলার শাসক গোষ্ঠীর সুখের প্রাসাদের ভিত্তি টলটলায়মান করে দেবে।

আমি তোমাকে শৈশব কাল থেকেই জানি। তোমার কাছে সকল প্রকার অসৎ কার্যেরই আশা করা যেতে পারে। কিন্তু মনে রেখো, যদি ইদ্রিসের দেহের একটি চুলও কেউ স্পর্শ করে, তাহলে মুতামিদের কোন সুরক্ষিত দূর্গই তোমার জন্য নিরাপদ হবে না। তাই অন্তত নিজের প্রাণের নিরাপত্তার খাতিরে শাহজাদা রশীদকে কোন কু মন্ত্রণা দান থেকে বিরত থাকাটাই তোমার উচিত।"

জিয়াদের হাত-পা শক্তভাবে দড়িতে বাঁধা ছিল। তার মুখে কাপড় ঠাসা থাকায় সে কিছুই বলতে পারছিল না। তার প্রসারিত চক্ষু দুটি যেন বলছিল, "আমি তোমাকে জানি। সেদিন শাহী মহলের সদর দরজায় তোমার সঙ্গে আমার যে সাক্ষাত হয়েছিল, তা আমাদের প্রথম সাক্ষাত ছিল না। এর আগেও আমি তোমাকে কোন স্থানে দেখেছি। কিন্তু কোথায়? কবে? "

অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি তার এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম ছিল। সাদ বাতি নিভিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

www.pathagar.com

৬

অল্প সময় পরেই বাগী সেখান থেকে রওনা হয়ে গেল। মায়মুনা, তার পরিচারিকা এবং সাদ ভিতরে বসল। হাসান এবং দুজন ভৃত্য বাগীর পেছনে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছিল। ইদ্রিসের সহিস সম্ভবত বাগী চালাচ্ছিল এবং বিপজ্জনক হওয়া স্বত্বেও শাহী আস্তাবলের চারটি সাদা দ্রুতগামী ঘোড়া চালিয়ে নিতে বেশ আনন্দ অনুভব করছিল।

কোন প্রকারের বাধার সম্মুখীন না হয়েই তারা ইছাবেলার বাইরে চলে গেল। অন্ধকারের দরুন কোচম্যান বাগী ধীরে ধীরে চালাতে থাকে। ইছাবেলা থেকে আট ক্রোশ দূরে একটি নদীর পুলের নিকট একজন অশ্বারোহীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাত হয়। সে উচ্চঃস্বরে ডেকে ডেকে বাগী থামাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোচম্যান'গাড়ী থামালোনা। তখন সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘোড়া রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। বাগী এগিয়ে যাবার পর সে পেছনের ঘোড় সওয়ারদের সঙ্গে মিলিত হয়। হাসান নিজের ঘোড়া নিকটে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

অশ্বারোহী প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এ বাগীতে জিয়াদ আছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"একাই আছেন না তার সঙ্গে অন্য কেউ আছেন?"

"তার সঙ্গে একজন মহিলাও আছেন? কিন্তু তুমি কে?"

"আমাকে শাহজাদা রশীদ পাঠিয়েছন।"

"তিনি কোথায়?"

"বেশ নিকটেই আছেন। এখান থেকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে তিনি অপেক্ষা করছেন। সামনের মোড় ঘুরলে তোমরা তার শিবিরের আলো দেখতে পাবে।"

কিছু দূর যাবার পর কোচম্যান বাগীটিকে অন্য এক সড়কে চালিয়ে দিল। অশ্বারোহী চীৎকার করে বললো, "দাঁড়াও! বাগী ফিরাও। এ সড়ক অন্য দিকে যাচ্ছে।"

তার হৈ চৈ ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখে সে নিজের ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে বাগীর সামনে চলে গেল। হাসান নিজের ঘোড়া বাগীর সঙ্গে লাগিয়ে বললো, "বাগী থামাও।"

কোচম্যান গাড়ী থামাতেই অশ্বারোহী দরজার নিকট গিয়ে বলল, "দেখুন, কোচম্যান আপনাকে অন্য সড়কে নিয়ে যাচ্ছে।"

সাদ বললো, "এ কোচম্যান নতুন। সে রাস্তা চেনে না। তুমি ঘোড়া থেকে নেমে কোচম্যানের পাশে বসে যাও এবং ঘোড়াটি সিপাইদের নিকট দিয়ে দাও।"

অশ্বারোহীর নিকট সাদের স্বর অপরিচিত মনে হল। সে জিজ্ঞেস করল "আপনি কে?"

www.pathagar.com

ততক্ষণে হাসান ও তার দুজন সঙ্গী অশ্বারোহীকে ঘিরে ফেলেছিল। হাসান নিজের তরবারী দিয়ে তার উরুতে আস্তে খোঁচা মেরে বললো " নেমে যাও।"

অশ্বারোহী দেখতে পেল হাসানের তরবারী ছাড়া আরও দুটি বর্শা তার দিকে তাক করে আছে। সাদ বাগী থেকে লাফিয়ে পড়ে নবাগতের ঘোড়ার বাগ ধরে ফেলল। সে বাধ্য হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে গেল। সাদ পাগড়ী দিয়ে তার হাত পা ভাল করে বেঁধে বাগীর ভিতর ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বললো, "মায়মুনা, তুমি তার দিকে খেয়াল রেখো। আমি ঘোড়ায় চড়ে আসছি।"

হাসান বললো, "ভাইজান, আমরা যা আশা করছিলাম, তার চাইতেও বেশী সময় পেয়ে যাব। ভোর হবার আগে রশীদ আর কোন দূত পাঠাবে না। আর সে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও দুপুরের আগে ইদ্রিসের বাড়ীতে তল্লাশী করবে না। একটি মাত্র বিপদের আশংকা আছে, আর তা হচ্ছে এই যে, জিয়াদের ভৃত্য অথবা কোতওয়ালের কোন সিপাই হয়তো তার খোঁজে সেখানে পৌঁছতে পারে।"

"আমি অবশ্য এ আশংকা করিনা। কারণ তারা সবাই জানে যে, জিয়াদ কর্দোভা যাচ্ছে। বাড়ীর সদর দরজায় কাকেও দেখতে না পেয়ে দূর থেকেই মনে করবে, জিয়াদ এখান থেকে রওনা হয়ে গেছে। দুপুরের আগে জিয়াদকে কেউ তালাশ করবেনা।"

খুব ভোরে তারা একটি জনমানবহীন এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। কোচম্যান বাগী থামিয়ে বললো, "আমার বিবেচনায় কয়েদীকে এখানে ছেড়ে দেয়া উচিত।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, "এখানে নিকটতম লোকালয় কতদূরে?"

"তিন মাইলের ভেতরে কোন বড় লোকালয় নেই। কোন কোন স্থানে পশু পালক ও রাখালদের দু একটি ঘর অবশ্য রয়েছে। তারা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে না। নিকটতম থানার দূরত্ব এখান থেকে অন্তত আটক্রোশ।"

সাদ কয়েদীকে বাগী থেকে নামিয়ে প্রথমে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধার ইচ্ছা করল। কিন্তু পরক্ষণে কি মনে করে বলল, "মনুষ্যত্ব বোধের কারণেই আমার মনে হচ্ছে যে, তোমাকে বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। তোমাকে আমি মুক্ত করে দিচ্ছি। তুমি সোজা ইছাবেলা যাও। সেখানে ইদ্রিসের বাড়ীতে তোমাদের কোতওয়াল বন্দী আছে। তুমি যদি অন্য সকলের আগে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করতে পারো তাহলে সে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তোমার ঘোড়ার পরিবর্তে তার আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়াও হয়ত পাবে। আর শাহজাদা রশীদের সাক্ষাত হলে তাকে বলো, সে যেন হিসাবের দিনের প্রতীক্ষায় থাকে।"

সাদ কয়েদীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয় এবং বাগী সেখান থেকে রওনা হয়ে যায়। কিছুদূর যাবার পর সাদ এগিয়ে গিয়ে বাগীটি থামিয়ে দিয়ে বললো, "ঘোড়া খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সকাল হয়ে যাবার পর আমাদের পক্ষে সরকারী বাগীতে সফর করা কিছুতেই ঠিক হবেনা। পরবর্তী শহর গুলোর ভেতর দিয়ে যাবার সময় আমাদের লোকের মনোযোগ

www.pathagar.com

আকর্ষন না করে চলতে হবে।"

হাসান বললো, "এরূপও হতে পারে যে রশীদ তার দূত ফিরে যাবার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই ইছাবেলায় চলে গেছে এবং সবকিছু জানার পর আমাদের পেছনে রওনা হয়েছে। ঘোড়া গুলোকে বিশ্রাম করাতে হবে। আমরা ঘোড়া গুলোকে ছেড়ে দিয়ে বাগী এখানে ফেলে যেতে পারি। আর এ সড়ক ধরে না চলে অন্য পথ ধরতে পারি।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম।"

কোচম্যান বললো, "এখান থেকে সামান্য দূরে একটি গ্রাম্য পথ আছে। ওই পথ সোজা আমাদের গ্রামে চলে গেছে। সেখানে পৌঁছা গেলে আমাদের আর কোন বিপদের আশংকা নেই।"

সাদ বললো, "আমি যদি জানতাম যে, এসব পথ তোমার পরিচিত তাহলে এত চিন্তিত হতাম না।"

অল্প সময়ের মধ্যে তারা ঘোড়া গুলোকে খুলে দিয়ে বাগীটি রাস্তার পার্শ্বের একটি গভীর গর্তে নিক্ষেপ করল। বুড়ো ভৃত্য বাক্স থেকে মায়মুনার মালপত্র বের করে একটি গাঁটরী বেঁধে নিল এবং তার সামনে রাখল। হাসান ও একজন ভৃত্য তাদের ঘোড়া মায়মুনা ও পরিচারিকাকে দিল। আর নিজেরা বাগীর ঘোড়া দুটোর শূন্য পিঠে বসে গেল। কোচম্যান বাগীর অপর একটি ঘোড়ায় সওয়ার হল। চতুর্থ ঘোড়াটিকে তারা মুক্ত করে দিল।

সড়ক ছেড়ে গ্রাম্য পথে কিছু দূর যাবার পর তারা কৃষকদের একটি ছোট পল্লীতে পৌঁছল। কোচম্যানের গ্রাম তখনো কয়েক মাইল দূরে। কিন্তু ঘোড়া আর চলতে পারছিলনা। বাধ্য হয়ে তারা ঘোড়া থেকে নামল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তারা পুনরায় রওনা হল এবং কোচম্যানের গ্রামে পৌঁছে সেখানে রাত কাটাল। শেষ রাত্রিতে পুনরায় তারা যাত্রা শুরু হল।

৭

পরের রাত্রিতে তারা লূশা পৌঁছে গেল। লূশার কয়েক জন যুবক সাদের সঙ্গে গ্রানাডার সামরিক কলেজে পড়েছিল। এদের মধ্যে লূশার কাজী সাহেবের এক ছেলেও ছিল। সাদ কোন সরাইখানায় না গিয়ে কাজী সাহেবের বাড়ী তালাশ করে নিল। তার সহপাঠি তাকে ও তার সঙ্গীগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। মায়মুনা ও তার পরিচারিকা অন্দর মহল এবং সাদ, হাসান ও সঙ্গীগণ মেহমান খানায় রইল।

সাদের এই বন্ধু ও তার পিতা মনোযোগের সঙ্গে সাদের তৎপরতার বিবরণ শুনলো। কিন্তু সাদ যখন পরের দিন ভোরে রওনা হয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো তখন কাজী সাহেব বললেন, "বাবা! এত দীর্ঘ কষ্টকর সফরের পর তোমার ও মেয়েদের বিশ্রাম দরকার।

www.pathagar.com

তোমরা দু তিন দিন এখানে থাক। এখন বিপদ সীমা থেকে বহু দূরে চলে এসেছ। সাদের বন্ধু জোর করে বললো, "তোমাকে অন্তত আরও একদিন এখানে থাকতে হবে।"

অবশেষে সাদ বললো, "হাসান ও অন্যান্য সঙ্গীদের এখানে থাকার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে রাত্রির শেষ প্রহরে রওনা হয়ে কাসটিলা যেতেই হবে। আমাকে একটি অপরিশ্রান্ত ঘোড়াও দিতে হবে।"

কাজী বললেন, "ঘোড়ার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবেনা। কিন্তু তুমি কাসটিলা যাবে কি জন্য?"

"আমি আপনাকে বলেছি যে, এ মেয়েটির ভাই কাসটিলা গিয়েছে। আমার বিশ্বাস তাকে সময় মত সতর্ক করতে ব্যর্থ হলে তারা তাকে গ্রেপ্তার করে কর্দোভা পাঠিয়ে দেবে। আর সেখানে শাহজাদা রশীদ ও তার দুশ্চরিত্র মোসাহেবগণ তার সঙ্গে অত্যন্ত হীন ব্যবহার করবে।"

কাজী বললেন, "তাহলে তোমার যাওয়াই উচিত। দরকার হলে তোমার সঙ্গে কয়েক জন লোকও দিতে পারি।"

সাদ বললো, "না, এ কাজের জন্য একজনের বেশী লোক যাবার কোন দরকার নেই।"

কাজী বললেন, "চলতি মাসের পনর তারিখ কাজী আবুল ওলিদের দাওয়াতে ভিগায়, জাতির নেতা ও আলেমগণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আমিও সেখানে আমন্ত্রিত। গ্রানাডা থেকে সম্ভবত কাজী আবু জাফর আসবেন। কাজী আবুল ওয়ালিদ সম্প্রতি স্পেন সফর করে এসেছেন। সম্ভবত তিনি স্পেনের বিভিন্ন শহরের প্রভাবশালী আলেমদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করার প্রস্তাব দেবেন। আলেমদের এ দল স্পেনের খন্ড রাজ্যাধিপতিদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করবেন।"

সাদ বললো, "আমার বিশ্বাস, বর্তমানে খন্ড রাজ্যের শাসকগণই ইসলামের বড় দুশমন। তারা দুনিয়ার সকল প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করতে প্রস্তুত কিন্তু ইসলামের নামে কখনো একতাবদ্ধ হবেনা।"

"আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এ জন্যই আমি তোমাকে ঐ সম্মেলনে দেখতে চাই।"

সাদ বললো, "আমি পনেরো তারিখের মধ্যে ভিগায় পৌঁছে যেতে চেষ্টা করবো।"

৮

বাড়ীর ভেতরের অংশে মায়মুনা এশার নামাজ পড়ে রাত্রির খাবার খেয়ে পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন

www.pathagar.com

ছিল। পরিচারিকা তাকে ডেকে জাগাল।

"মায়মুনা, উঠ, নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।"

মায়মুনা তাড়াতাড়ি উঠে ওজু করে নামাজ পড়ল। তারপর পরিচারিকাকে বললো, "তুমি আমাকে আরও আগে জাগিয়ে দিলেনা কেন? তিনি বলেছিলেন, আমাদের খুব ভোরেই রওয়ানা হতে হবে। এখনতো অনেক দেরী হয়ে গেল। তুমি গিয়ে তাঁকে বলে এস যে, আমি তৈরী হয়ে গেছি।"

সাদের বন্ধুর বোন মায়মুনার সঙ্গে খুব হৃদ্যতা কায়েম করে ফেলেছিল। সে বললো, "তৈরী হবার কোন দরকার নেই। আজ আপনি এখানেই থাকবেন। আব্বাজান রাত্রে তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছেন।"

মায়মুনা পরিচারিকাকে বললো, "এ ঠাট্টা করছে। তুমি গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করে এসো।"

পরিচারিকা বললো, "তিনি তো তৃতীয় প্রহর রাত্রিতেই কাসটিলা চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি এখন হাসানকে জিজ্ঞেস করে এসেছি।"

মায়মুনা হঠাৎ উদাসীন হয়ে পড়ল। সাদ পথেই তাকে বলেছিল যে, লুশা থেকে সে কাসটিলা রওয়ানা হয়ে যাবে। কিন্তু সে ভাবতেও পারেনি যে, সে যাবার আগে মায়মুনার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাবে না। তার ধারণা ছিল, এক সঙ্গে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে শহরের কোন চৌরাস্তায় পরস্পরের নিকট থেকে বিদায় নেবে।

সাদের কাসটিলা যাত্রা সম্পূর্ণ বিপদ মুক্ত ছিল না। বিদায়ের সময় কি কি কথা বলে সাদকে বিদায় দেবে তা বার বার মনে মনে আবৃত্তি করার চেষ্টা করে মায়মুনা অনুভব করছিল যে, ভাষার সাহায্যে তার মনের অবস্থা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। আর এখন বিদায় না নিয়ে সাদের চলে যাবার পর শত শত বাক্য তার মনে উঠানামা করছিল। "আপনি কবে ফিরে আসবেন? আপনি একা একা এত দূর সফর করতে যাচ্ছেন? হায়! যদি আমি আপনার সাথে যেতে পারতাম। হায়।"

মায়মুনার দু চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে।

www.pathagar.com

সাদের আম্মা জোহরের নামাজের পর মুনাজাত করছিলেন। এমন সময় আঙ্গিনায় কারো পায়ের আওয়াজ শুনে দোয়া খতম করে দরজার দিকে তাকিয়ে হাসানকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। মুহূর্তের মধ্যে মায়ের মলিন চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি উঠতেই হাসান এগিয়ে এসে সালাম করল। মা জিজ্ঞেস করলেন, "সাদ কোথায়?"

"আম্মাজান, তিনি আমাদের লুশা পৌছিয়ে দিয়ে কাসটিলা চলে গেছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই এসে যাবেন। ইদ্রিসের বোন আমার সঙ্গে এসেছেন। তিনি আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

"কে, মায়মুনা?" বলতে বলতে তিনি এগিয়ে গেলেন।

আঙ্গিনায় মায়মুনা ও তার পরিচারিকা দাঁড়িয়েছিল। তিনি মায়মুনাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন এবং হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন।

হাসান আস্তাবলে ঘোড়াগুলোকে বাঁধলো এবং ভৃত্যদেরকে দেউড়ীর পাশের কামরায় বসিয়ে দিল। আহমদ এবং আলমাস পাশের মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিল। তারাও ততক্ষণে ফিরে এলো।

আলমাস হাসানকে দেখে উচ্চঃস্বরে বলে উঠল, "হাসান! খোদার কসম! আজ যদি তোমরা না আসতে, তাহলে দুনিয়ার কেউ আমাকে ইছাবেলা যাওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারতো না। আমি আজ ভোরে কছম খেয়েছিলাম যে, সূর্যাস্তের পূর্বে তোমাদের খবর না পেলে আমি রওয়ানা হয়ে যাবো।"

হাসান বললো, "তাহলে ভাইজানের হুকুম অমান্য করা হতো।"

"আচ্ছা বাবা! আল্লাহর শোকর! তোমরা এসে গেছ। সাদ কোথায়।"

"তিনি ইদ্রিসকে আনার জন্য কাসটিলা চলে গেছেন।"

"সত্য বল।"

"হ্যাঁ, চাচা! তিনি আমাদের লুশা পৌছে দিয়ে সেখানে রওয়ানা হয়ে গেছেন।"

"তাহলে আমিও যাবো।"

"তোমার যাবার দরকার নেই চাচা। তিনি আট-দশ দিনের মধ্যে এসে পড়বেন।"

"তাহলে আমাকে সব কথা বল। সাদের কোন বিপদ হবে না তো?"

"না, চাচা! তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।"

www.pathagar.com

এ কথা বলে হাসান ইছাবেলা থেকে আহমদের রওনা হয়ে আসার পরবর্তী সব ঘটনা সংক্ষেপে বললো। বাড়ীর ভেতরে এক কামরায় বসে সাদের আম্মাও মায়মুনার কাছে এ সব কথাই শুনছিলেন।

সাদের মায়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই মায়মুনা অনুভব করল যে, এ ঘরে সে অপরিচিতা নয়। সন্ধ্যায় সাদের খালা আসলেন। তিনি মায়মুনাকে দেখে খুব খুশী হলেন। পরের দিন তিনি আবার এলেন এবং সারাদিন মায়মুনার কাছেই বসে রইলেন। এর পর থেকে দিনে অন্তত একবার এসে মায়মুনাকে দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হল। একদিন তিনি মায়মুনার জন্য চার জোড়া নতুন কাপড় নিয়ে এলেন।

মায়মুনা বললো, "খালাজান! আপনি অহেতুক কষ্ট করেছেন। আমার কাছে প্রয়োজনের অধিক কাপড় রয়েছে। তাছাড়া আম্মাজানও কাল দু জোড়া কাপড় এনে দিয়েছেন।"

সকিনা বললেন, "বাছা! হাসানের খালাজান এ কাপড় গুলো দিয়েছেন। তিনি তোমাকে নিজের কন্যা বানিয়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তোমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন।"

"কিন্তু এটাও তো আপনাদেরই ঘর খালা আম্মা!"

এ কথা বলে মায়মুনা আসমানী রঙের একজোড়া রেশমী কাপড় উঠিয়ে স্থানুর মত সে দিকে তাকিয়ে রইল। হাসানের খালা বললেন, "বাছা! এ রঙটা আমিই পছন্দ করেছি।"

মায়মুনার চোখে অশ্রু দেখা দিল। সে বললো, "আমার আম্মাও এ রঙ পছন্দ করতেন। তিনি সব সময় আমাকে এ রঙের কাপড় পরতে বাধ্য করতেন।"

হাসানের খালা বললেন, "বাছা! আমাকেও তোমার মা মনে কর।"

মায়মুনা সকিনাকে বললো, "আম্মাজান! আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি খালাম্মার খেদমত করা নিজের জন্য সৌভাগ্য বিবেচনা করব।"

"তুমি যদি এদের মনতুষ্টি করতে পারো, তাহলে আমি খুবই খুশী হবো।"

পরের দিন সকালবেলা মায়মুনা হাসানের খালা ও নিজের পরিচারিকার সঙ্গে তার খালার বাড়ীতে প্রবেশ করে খুবই খুশী হল। হাসানের খালা অল্পক্ষণের মধ্যে পাড়া-প্রতিবেশী মহিলাদের ডেকে এনে বললেন, "আল্লাহতায়ালা আমার সারা জীবনের দোয়ার জওয়াবে আমাকে এক যুবতী কন্যা দান করেছেন।"

এরপর থেকে মায়মুনা রাত্রিতে হাসানের খালার কাছে থাকতো এবং দিনের বেলা কখনও কখনও হাসানের মায়ের নিকট চলে আসতো। ইদ্রিসের দুজন ভৃত্য তিন দিন সাদের বাড়ীতে থাকার পর চলে যাবার অনুমতি চাইল। আহমদ তাদের প্রত্যেককে একটি ঘোড়া এবং মায়মুনা নিজের পুঁজি থেকে পঞ্চাশটি করে দীনার দিয়ে বিদায় করল। বুড়ো ভৃত্যকে মায়মুনার সুপারিশে হাসানের খালু নিজের বাড়ীতে রেখে দিলেন।

www.pathagar.com

২

শেখ আবু সালেহ ও তার বিবি সম্ভাব্য সকল উপায়ে মায়মুনার মনস্তুষ্টির চেষ্টা করতেন। হাসান, আহমদ এবং সকিনা, তাকে খুবই সমাদর করতেন। কিন্তু তবুও মায়মুনাকে কোন কোন সময় খুবই পেরেশান মনে হত।

সাদ ও তার ভাই সম্পর্কে তার মনে নানাবিধ আশংকা জেগে উঠতো। যদিও সে জানতো যে, কাসটিলা অনেক দূরে এবং সেখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসা সম্ভব নয়। তবুও সকাল সন্ধ্যায় তার মনের চাঞ্চল্য বেড়েই চললো। কোন সময় কোন বিষয়ে যদি হাসতো তাহলে পরক্ষণে একটা বিষাদের ছায়া তার মুখের ওপর নেমে আসতো।

একদিন বিকাল বেলা সে আঙ্গিনায় বসেছিল। হঠাৎ হাসান প্রবেশ করে বললো, "আপাজান! ভাই এবং ইদ্রিস ফিরে এসেছে।"

"কোথায় তারা?"

নিজেকে সংযত রেখে সে জিজ্ঞেস করলো।

ইদ্রিস বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে মায়মুনা ভাইকে জড়িয়ে ধরল। ইদ্রিস তার মাথায় হাত রেখে বললো, "মায়মুনা! তুমি কাঁদছ, পাগলী!"

মায়মুনা একপা পেছনে গিয়ে ভাইয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে বললো, "ভাইজান! আপনি কি আনন্দাশ্রু চেনেন না?"

হাসানের খালা এক কামরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হাসান, সাদ কোথায়?"

হাসান জবাব দিল, "খালাজান, তিনি আসেন নি।"

মায়মুনার আনন্দাশ্রু শুকিয়ে যাবার পর সে এখন বিস্ময়ের চোখে তার ভাইকে দেখতে থাকলো। তার গোলাপী চেহারা এখন ক্রমে হলুদ রং ধারণ করছিল।

খালা সামনে এগিয়ে এসে বললো, "কি বললে! সাদ আসেনি?"

ইদ্রিস জবাব দিল, "জ্বি, আসেনি। ভিগায় রয়ে গেছে। সেখানে একটি সম্মেলন হচ্ছে। তিন দিন পর এসে যাবে।"

মায়মুনার চেহারায় সুখ ও আনন্দের চিহ্ন ফুঠে উঠল। বৃদ্ধা খালার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ইনি আমার ভাই।"

"তুমি কি মনে কর আমি তোমার ভাইকে দেখে চিনতে পারিনি। এসো বাবা! ভেতরে এসে বসো।"

ইদ্রিস বললো, " নামাজের সময় হয়ে আসছে। আমি এক্ষুণি আসছি।"

"আচ্ছা, আমাকে বলে যাও, সাদ ভাল আছে তো?"

"জ্বিহ্যাঁ, সম্পূর্ণ রূপে ভাল আছে।"

www.pathagar.com

মায়মুনা জিজ্ঞেস করল, "তিনি কাসটিলা গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?"

ইদ্রিস জবাব দিল, "না, আমি ফিরে আসার পথেই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়।"

মায়মুনা বলল, "ভাইজান, আমাকে আপনার সফরের সব বিবরণ শুনিয়ে যান।"

ইদ্রিস বললো, "আমি কাসটিলা থেকে ফিরে আসছিলাম। ইছাবেলার সীমান্ত ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট থেকে আমি ইছাবেলার পরিবর্তে কর্দোভা রওয়ানা হয়ে যাবার নির্দেশ পেয়েছিলাম। আমি জ্বিদ করেছিলাম যে, প্রথমে আমি নিজের বাড়ীতে যাবো। তাই আদেশ লংঘন করার অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর চারজন সিপাহীর প্রহরায় আমাকে কর্দোভা পাঠানো হয়। প্রায় দশক্রোশ সফর করে যাবার পর পেছনের দিক থেকে এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী এসে আমার সঙ্গে মিলিত হল। তারপর সে কর্দোভার রাস্তা জিজ্ঞেস করার বাহানায় ঘোড়া থামালো এবং তার মুখের মুখোশ সামান্য একটু সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। এ অশ্বারোহী ছিল সাদ।"

"তারপর কি হল?" বৃদ্ধা খালা অস্থির হয়ে প্রশ্ন করলো।

"তারপর কিছুদূর যাবার পর সে আমাকে গ্রেপ্তারী থেকে মুক্ত করল। আমরা কতগুলো গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি গাছের আড়াল থেকে তীর আসতে শুরু করল। দু জন সিপাই আহত হল। আর দুজন পালিয়ে গেল।"

বুড়ী খালা বললেন, "বাবা! এত তাড়াতাড়ি বললে চলবেনা। তুমি নামাজ পড়ে এসো। আমি তোমার মুখে সব কথা শুনবো।"

৩

ভিগায় কাজী আবুল ওহিদের বাড়ীর সামনে একটি খোলা ময়দানে জাতীয় নেতাদের সম্মেলনের অধিবেশন চলছিল। এ অধিবেশনে প্রায় দুশো প্রভাবশালী ও বিখ্যাত আলেম কাজী আবুল ওলিদের আমন্ত্রণে স্পেনের বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ আলেমই বেশ কিছুকাল যাবত স্পেনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গ্রানাডার বিখ্যাত আলিম কাজী আবু জাফরের সভাপতিত্বে কাজী আবু ওলিদের উথাপিত একটি প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। তিনি ওলামাদের একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে স্পেনের সকল শাসকদের নিকট খৃষ্টানদের আক্রমণের মুখে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হবার আবেদন নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার প্রস্তাব পেশ করেন। প্রথম দিনে যারা বক্তৃতা করেছেন, তাদের বেশীর ভাগই এ প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিলেন।

কেউ কেউ এ অভিযানের সফলতা সম্পর্কে নৈরাশ্যও প্রকাশ করেছিলেন। তবে এ

www.pathagar.com

প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নি। তারা বলেছিলেন যে, খন্ড রাজ্যের শাসকদের নিকট কোন আশা করাই উচিত নয়। তবুও চেষ্টা করার স্বপক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

সাদ প্রথম দিন একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবে এ সম্মেলনের সব বক্তৃতা শুনল। মাঝ রাতের কিছু পরে প্রথম দিনের অধিবেশন মুলতবী হয়ে যায়। সাদ রাত্রিতে এক সরাইখানায় রইল। পরের দিন ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে গিয়ে কাজী আবু জাফরের সাক্ষাত পেল। তিনি তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কখন এসেছ?"

"আমি পরশু এখানে এসেছি।"

"গ্রনাডায় আহমদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে তোমার তৎপরতার কাহিনী শুনিয়েছে। এখন তোমার জখম কেমন?"

"আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"এ সম্মেলনের গতিধারা সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?"

"আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, এখনো আমাদের মুরুব্বিগণ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছেন। আমি এ প্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মতামত শোনার জন্য এখনও অপেক্ষা করছি।"

"তুমি আমার কাছে কি আশা কর?"

"আমি আপনার কাছে সঠিক পথের দিশা পেতে আশা করি। ইবনে আম্মার ও মুতামিদ আমাদের যে ছবক শিখিয়েছেন তার আলোকে আপনি সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।"

কাজী আবু জাফর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, "আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, এ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে আমাকে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। কিন্তু তোমার মত একজন যুবককে এ সম্মেলনে নিরব বসে থাকতে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হচ্ছি।"

"আমার ভয় ছিল এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বড় বড় আলেমগণের উপস্থিতিতে আমার কথা কেউ শুনতে পছন্দ করবে না।"

"আজ এ সব বৃদ্ধ ও স্থবির মুরুব্বিদের পরিবর্তে যে সব তরুণদের শিরায় জিন্দেগীর গরম রক্ত বয়ে চলছে তাদের কাছে জাতি নেতৃত্ব চায়। আমি তোমাকে সম্মেলনে মতামত ব্যক্ত করার জন্য আহবান করবো। চল।"

সাদ কাজী আবু জাফরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে সম্মেলন স্থলে পৌঁছে গেল। লোকজন কেবল জড় হচ্ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হল। যে সব আলেম এখনও বক্তৃতা করেন নি তাঁরা আজ একের পর এক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করতে থাকেন। সকল আলেম তাদের বক্তব্য পেশ করার পর কাজী আবু জাফর সাদকে লক্ষ্য করে বললেন, "সাদ, তুমি কিছু বলবে?"

www.pathagar.com

সাদ উঠে দাঁড়ালো এবং সসংকোচে তার বক্তৃতা শুরু করল।

"বুজর্গানে মিল্লাত!

স্পেনের চরম দূর্ভাগ্য এই যে, কয়েক বছর আগে যে কাজ শুরু করা দরকার ছিল, সে বিষয়ে চিন্তা করার জন্য আজ আপনারা একত্রিত হয়েছেন। আমাদের সমষ্টিগত চেতনাশক্তি লোপ পেয়ে যাবার ফলে স্পেনের গর্দানে সে সমস্ত লোক চেপে বসেছে যাদের নিকট কোন ভাল কাজের আশা করা প্রবঞ্চনারই নামান্তর।

খৃষ্টানদের অত্যাচারের মুকাবিলা করার জন্য আপনারা খন্ড রাজ্যের শাসকদের একতাবদ্ধ ও সংগঠিত করতে ইচ্ছুক। তারা ক্রুশ অংকিত পতাকার মুকাবিলায় ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করবে বলে আপনার আশা করেন। অথচ একটি বাস্তব সত্য আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে, ইসলামের মর্যাদা ও জাতির স্বাধীনতার চাইতে আলফানসুর বন্ধুত্বই খন্ড রাজ্যের শাসকদের নিকট অধিকতর কাম্য।

যে শাসকগণ প্রজা সাধারণের রক্ত শোষণ করে আলফানসুর খেরাজ আদায় করে, তাদের কাছে আবার কি আশা করতে পারেন? এ সব শাসকদের নিকট কোন কল্যাণকর পদক্ষেপ আশা করার অর্থ হচ্ছে, অতীত থেকে মুখ এবং বর্তমান থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া।

আমার শ্রদ্ধেয় বুজর্গগণ!

আপনাদের আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা আমি গুনাহ মনে করি। কিন্তু আপনারা যদি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার আশা করেন, তাহলে সেটা হবে আত্ম প্রবঞ্চনা। এরা মরে গেছে। এদের পচা লাশ থেকে দূর্গন্ধ বের হচ্ছে। এ দূর্গন্ধময় পচা লাশ গুলোকে কবর থেকে বের করে ইসলামের গাজীদের সারিতে দাঁড় করানো শুধু অলৌকিক শক্তি বলেই সম্ভব হতে পারে।

এরা আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমান। অতীতে যদি মনুষ্যত্বের কিছু অংশ এদের কারো মধ্যে দেখা গিয়ে থাকে, তবে তা কবি, অভিনেতা ও ভাঁড়দের সংসর্গে আজ সম্পূর্ন রূপে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

হযরত!

আপনাদের এ অভিযানের কোন সাফল্যই আমি আশা করতে পারিনা। যদি আমরা কাব্যচর্চার সভা, পেশাদার নারীদের দ্বারা বেহায়াপনার প্রদর্শনী ও দস্তরখান সাজিয়ে শাহী জাঁকজমক দেখানোর মাধ্যমে দুশমনকে ভীত করতে পারবো বলে আশা করি, তাহলে এসব শাসকবর্গ আমাদের উপকারে আসতে পারে।

যদি যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের খুরধার তরবারীর পরিবর্তে কবিদের খোশামোদপূর্ণ কবিতামালা অধিকতর ফলপ্রদ বিবেচনা করা হয় তাহলে শুধু মুতামিদের দরবারের কবিগণই সারা দুনিয়ার কবিদের নিরুত্তর করে দিতে পারে। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, এ সব বিষয়ের কোনটিই জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম নয়। তাই এ সব লোকের

www.pathagar.com

পেছনে ঘুরে আমাদের নিরাশ হওয়া ছাড়া অন্য কোন ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। যারা জনসাধারণের চোখে অশ্রু বইয়ে দিয়ে নিজেদের হাসি খুশীর উপকরণ সংগ্রহ করে, তারা কখনো যুদ্ধের ময়দানে জাতির পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না।"

এক ব্যক্তি উঠে প্রশ্ন করল, "তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, খন্ডরাজ্যের শাসকগণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে আমাদের মনে করে নিতে হবে যে, স্পেনের মুসলমানদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে এবং দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই?"

সাদের চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠল। সে গর্জন করে বললো, "না, আমার সম্পর্কে আপনাদের মনে ভুল ধারনা সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়। আমি স্পেনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এ দেশের প্রতিটি ইঞ্চি মাটির মুকাবিলায় আমার দেহের রক্ত ঢেলে দেব। আমি আপনাদের ভ্রান্ত আশার ছলনা থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে খন্ডরাজ্য শাসকদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দেবার যে প্রস্তাব আপনারা বিবেচনা করছেন, আমি তার বিরোধী।

যদি আপনারা ইসলামের জন্য বেঁচে থাকতে চান তাহলে মাত্র একটি পথই খোলা রয়েছে। সে পথটি হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে এসব আরাম প্রিয় শাসকগণের নিরাপত্তা বিধানের পরিবর্তে ইসলামের নিরাপত্তার জন্য জাগিয়ে তোলা। যারা মুসলমান হিসাবে জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, স্পেনের স্বাধীনতার সমস্যা তাদের জীবন-মরণ সমস্যা, মর্মর পাথরের তৈরী প্রাসাদের অধিবাসীগণের পরিবর্তে ঘাস ও পাতায় ছাওয়া কুটীরের দরিদ্র বাসিন্দাদের প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

আজই এ কাজ শুরু করা আমাদের আশু কর্তব্য। আমাদের এ পথে অনেক বাধা বিপত্তি অবশ্যই আসবে। শাসক শ্রেণী ইসলামের নামে গণ জাগরণকে তাদের জন্য বিপদ মনে করবে। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আমরা যদি নিষ্ঠা ও অবিচল দৃঢ়তা সহকারে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলীকে সম্বল করে অগ্রসর হই, তাহলে এসব বিপদ আপদের মুকাবিলায় আমরা এক অলংঘনীয় প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারবো।

বুর্জগানে দ্বীন!

দুশমন সকল প্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আমাদের মুকাবিলা করার জন্য আহবান করছে। আর আমরা মরা ঘোড়ার পিঠে জিন লাগানোর পরামর্শ করছি। আমি আবার বলছি, আপনাদের নিয়তের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খন্ডরাজ্য শাসকগণকে পর্যবেক্ষণ করলে আপনারা অনুভব করবেন যে, আমাদেরই উদাসীনতার ফলে দুনিয়ার সকল প্রকার বিলাসিতাকে কয়েকটি গাঁটরীতে বেঁধে সে গাঁটরী গুলো জাতির পিঠে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আসুন, জাতিকে কঠোর কৃচ্ছতার পথ দেখান। তাদের পিঠ থেকে এ অপমানকর বোঝা সর্ব প্রথম নামিয়ে দিন।"

www.pathagar.com

৪

সাদের বক্তৃতার পর আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। অনেকেই সাদের জোর সমর্থন করে বক্তৃতা করল। কিন্তু বেশীর ভাগ ওলামা তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কয়েক জন বিরোধিতাকারীর উৎসাহ ও প্রেরণা দেখে কাজী আবুল ওলিদ কাজী আবু জাফরের নিকট আবেদন জানিয়ে বললেন, "যদি আমাদের সুযোগ দেন তবে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে আমাদের প্রচেষ্টা কি পরিমাণ ফলপ্রসূ হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট দিতে পারবো।"

কাজী আবু জাফর আবেদনের জওয়াবে বললেন, "আপনারা সকলে আমার মতামত অবগত আছেন। সাদ ইবনে আবদুল মুনীম আমার অন্তরের কথা অনেকখানি প্রকাশ করেছে। তবুও আমি খন্ডরাজ্যের শাসকগণের সংশোধন করার জন্য শেষ চেষ্টা করতে নিষেধ করব না। এদের প্রতি আমার অন্তরের ঘৃণা ও বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করার জন্য আমি বহুবার আমার লেখনী ও জিহ্বা ব্যবহার করেছি। এতদসত্ত্বেও আমি দোয়া করি যেন এ সব আল্লাহ ও রসূলের নাফরমান ব্যক্তিগণ সহজ সরল পথে ফিরে আসে এবং জাতিদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পরিবর্তে তারা গাজীদের সারিতে এসে তাদের স্থান গ্রহণ করতে পারে।

ওলামা প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে আমি কাজী আবুল ওলিদকেই উত্তম ব্যক্তি বিবেচনা করি এবং তিনি নিজের পছন্দ মাফিক দলের সদস্য বাছাই করে নিলে ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু যারা আমার মত এ অভিযানের সফলতা সম্পর্কে খুব বেশী আশাবাদী নয় তাদের নিস্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা কিছুতেই সমিচীন হবে না। এ অভিযানের ব্যর্থতার পর উদ্ভুত পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য জাতিকে জাগিয়ে তোলার কাজও আমাদের শুরু করে দিতে হবে। যদি খন্ডরাজ্যের শাসকগণ নিজেদের সংশোধন করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। একই সঙ্গে বাহির ও ভিতরের দুশমনদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের খুবই বিরাট শক্তির প্রয়োজন হবে। আর সে শক্তি সংগ্রহ করার জন্য আমাদের এ মূহূর্ত থেকেই কাজে নেমে যাওয়া উচিত।

আমার একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করেছি তা ছিল প্রদর্শনীমুলক। আর তারই ফলে আমাদের আযাদী ও মান-ইজ্জতের আভ্যন্তরীন ও বাইরের দুশমনগণ অনেক বেশী সতর্ক হবার সুযোগ পেয়েছে। এ সভায় অনেক যুবক উপস্থিত রয়েছে। আমি তাদের পরামর্শ দেব, জাতিকে অলসতার গভীর নিদ্রা থেকে জাগানোর জন্য তোমরা দিন রাত পরিশ্রম কর। যুগের নকীব জীবনের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমাদের ডাকছে। তোমাদের ধনুক ঠিক করে নাও। তুনে তীর ভরে নাও। তোমাদের লক্ষ্য কি, তা বলে দেবার সুযোগ হয়তো আমাদের আর নাও ঘটতে পারে।"

কাজী আবুল ওলিদ দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিনিধি দলের সাতজন সদস্যের নাম ঘোষণা করলেন। তারপর এ অধিবেশন সমাপ্ত হল।

www.pathagar.com

অধিবেশন সমাপ্ত হবার সাথে সাথেই কতক লোক সাদের চারিদিকে সমবেত হল। তারা যখন জানতে পেল যে, সে এক সরাইখানায় রয়েছে তখন বেশ কয়েক জন তাকে তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু সাদ বললো, "আমি আজই এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে চাই।"

কাজী আবু জাফরের চারদিকেও অনেক লোক ঘিরে রেখেছিল। তিনি সকলকে সরিয়ে সাদের নিকট পৌছলেন এবং তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সাদ। এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবার আগে তুমি আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবে। তোমাকে আমি একটি জরুরী কথা বলব। জোহরের নামাজের পরই যদি সম্ভব হয়, চলে এসো।"

কাজী আবু জাফর আবুল ওলিদের মেহমান ছিলেন। সাদ নামাজের পর সেখানে হাজির হল। তিনি আসন থেকে উঠে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং নিজের কাছে একটি চেয়ারে তাকে বসিয়ে বললেন, "আমার আশা হচ্ছে যে কয়েক মাস পর আলেমগণ যেখানেই সম্মিলিত হোক, সেখানে তাদের ঘোষণা করতে হবে যে তারা অনর্থক সময় নষ্ট করেছেন মাত্র। যদিও এ অভিযানের সাফল্য কামনা করে দোয়া করছি বারবার, তবুও এর সাফল্য সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু আশা করতে পারছিনা।

খন্ডরাজ্যের শাসকবর্গ ইসলাম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের নিকট ভাল কাজ আশা করা বাতুলতা মাত্র। আমাদের জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে। আর তা হচ্ছে, জনগণকে জাগিয়ে তোলা। প্রত্যেক শহরে কর্মীদের গুপ্ত সংগঠন কায়েম করা উচিত। তারা ইসলামের জন্য জনগণকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জান যে; এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য দীর্ঘ সময় দরকার। স্পেনে ইসলামের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টাকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক মনে করে খন্ডরাজ্যের শাসকগণ আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে।

তারা জানে যে, ইসলামের ঝান্ডা বহনকারী হাত একদিন তাদের জোব্বা ছিঁড়ে ফেলতে দ্বিধাবোধ করবে না। তবুও আমরা যদি কয়েক বছর ধৈর্য ও একাগ্রতা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের ব্যর্থ হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু উত্তর দিক থেকে যে গতিতে খৃষ্টানদের বন্যা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় তারা আমাদের বেশী সময় কাজ করার সুযোগ দেবে না। এ অবস্থায় আমাদের শেষ আশা ভরসার স্থল হবে, আফ্রিকার মুসলমানগণ।

বর্তমানে সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামী শক্তি ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু আফ্রিকায় মুসলমানদের একটি নতুন শক্তি জেগে উঠেছে। আমি মুরাবিতীনের আমির ইউসুফ বিন তাশফীন সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। তিনি আলজিরিয়া থেকে তানজা পর্যন্ত বিস্তৃত সকল বার্ব্বার উপজাতীয় লোকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা ও সদুদ্দেশ্যের কারণে আফ্রিকার সকল সৎচরিত্র ব্যক্তিগণ তার চার পাশে এসে জমায়েত হচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিনি শত শত দুষ্ট প্রকৃতির বিদ্রোহী গোত্র

www.pathagar.com

প্রধানদের তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেছেন। হাজার হাজার অমুসলিম ইউসুফ বিন তাশফিনের চারিত্রিক মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে কালেমায়ে, শাহাদাত পড়েছেন। উচ্চ মনোবলের অধিকারী এ মুজাহিদ অদূর ভবিষ্যতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে পরিগণিত হবেন বলে আমার ধারনা হচ্ছে।

দুবছর আগে আমি যখন হজ্জে গিয়েছিলাম, তখন আফ্রিকার বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ ও শায়খের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। তারা ইউসুফ বিন তাশফীনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। হজ্জ থেকে ফিরে এসে আমি তিন জন ছাত্রকে তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে ছিলাম। ইউসুফ বিন তাশফীন সে সময় সাবৃতা থেকে শত শত মাইল দক্ষিণে কয়েকটি বিদ্রোহী গোত্রের দমন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এ তিন জন ছাত্র সাবৃতায় তাঁর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

কয়েক সপ্তাহ পরে তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফিরে আসে। বাকী দুজন দীর্ঘ প্রতীক্ষা সহ্য করতে না পেরে তাঁর মরুভূমির বাস স্থলে পৌছে যায়। কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে একজন স্পেনের আবহাওয়া স্মরণ করে অস্থির হয়ে পড়ে এবং সেও ফিরে চলে আসে। তৃতীয় জন সাহস করে ইউসুফের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং ওখানেই ইসলামী দাওয়াতী কাজ করার জন্য তার কাছে আবেদন জানান। সে তিন মাস কাল ইউসুফ বিন তাশফীনের সংসর্গে থাকার পর একথা বলে ফেরত চলে আসে যে, ওখানে বার্বারী ভাষা জানা লোকের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এরা সব আরাম প্রিয় ছিল। শুধু কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিরাই এ কাজ করতে পারে। যদি আমার বয়স ও দুর্বল স্বাস্থ্য আমাকে বাধা না দিতো তাহলে আমি নিজে সেখানে গি মুজাহিদ গণের সঙ্গে মরুভূমিতে ও জংগলে বসবাস করতাম।"

সাদ বললো, "আমি সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত আছি। আর আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনি আমার ওপর কাজের যে দায়িত্ব অর্পণ করবেন তা পূর্ণ না করে আমি ফিরে আসবো না। আমি বার্বার উপজাতিদের ভাষাও জানি।"

আবু জাফর চমকে উঠে বললেন, "তুমি বার্বারী ভাষা জান! আমি এ কথা জানতাম না। তা না হলে এক বছর আগেই আমি এ অভিযানের দায়িত্ব তোমাকে অর্পন করতাম। আমি এখন অনুভব করছি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমার নিকট এ জন্যই পৌছে দিয়েছেন। তুমি অবিলম্বে মরক্কো যাবার জন্য তৈরী হয়ে যাও। সেখানে সর্ব প্রথম তুমি ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবে। তারপরে তুমি যখন বুঝতে পারবে যে, ইউসুফ বিন তাশফীন তোমার কথার গুরুত্ব দিচ্ছেন, তখন তুমি তাঁকে ইসলামী জাহানের বিরুদ্ধে আলফানসুর জঘণ্য অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করবে। যদি ইউসুফ বিন তাশফীনের তরবারী ইসলামের জন্য কোষ মুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে স্পেনের মুসলমানদের এ ধ্বংসলীলায় তিনি নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন না।"

www.pathagar.com

"স্পেনের উচ্চ–নীচ সকল শ্রেণীর লোক বার্বারদেরকে মূর্খ ও রক্ত পিপাসু মনে করে। বর্তমানে দুর্দশায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত তারা স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে বার্বারদের হস্তক্ষেপ মোটেই পছন্দ করবে না। কিন্তু আলফানসূর সৈন্যবাহিনী যদি ইছাবেলা ও কর্দোভা পর্যন্ত পৌছে যায় তখন স্পেনের প্রতিটি মুসলমানই তাদের ত্রানকর্তা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। হতে পারে খন্ডরাজ্যের শাসকগণও সে সময় তাদেরকে স্পেনের জন্য সর্বশেষ আশা ভরসার পাত্র বিবেচনা করতে পারেন। সাদ, আমি জানি, এ অভিযান খুবই কষ্ট সাধ্য। নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে সুদূর আফ্রিকার জংগল ও মরুভূমিতে গিয়ে দিন কাটাতে আগ্রহী যুবকের সংখ্যা স্পেনে খুবই কম। কিন্তু মনে রেখো, অখ্যাত মুজাহিদগনের শেষ রক্ত দিয়েই জাতির আজাদী ও ইজ্জতের ইতিহাস লিখিত হয়।

আফ্রিকায় পৌছে যদি তুমি সফলতার কোন সম্ভাবনা দেখতে না পাও তাহলে ফিরে এসো। কিন্তু যদি তুমি মনে করো যে, কয়েক মাস বা কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করে তুমি ইউসুফ বিন তাশফীনকে স্পেনের মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে রাজী করতে পারবে। তাহলে সেখানেই থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি একদিন স্পেনের মুক্তিদাতা হয়ে ফিরে আসবে! যদি ইউসুফ বিন তাশফীন সম্পর্কে আমার সকল আশাই ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলেও আমি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে বলতে পারি যে, জীবনের যে আগুন স্পেনে শীতল হয়ে গেছে–আফ্রিকায় তা এখনও জ্বলন্ত রয়েছে। সেখানে তুমি কোন না কোন মর্দে মুজাহিদের সাক্ষাত অবশ্যই পাবে।"

কাজী আবু জাফরের কথা শুনতে শুনতে সাদের মন–মগজ অনত্র চলে গিয়েছিল। সে তখন কল্পনায় আফ্রিকার জংগল, মরুভূমি ও পাহাড়ে বিচরণ করছিল। আফ্রিকার মহান মানবটির বিভিন্ন রূপ তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

৫

শেখ আবু সালেহ ইদ্রিসকে নিজের ব্যবসায়ে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। ইদ্রিস সাধারণত সারা দিন বাইরে থাকতো। শেখ আবু সালেহর বাড়ী সাদের বাড়ী থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে ছিল। মায়মুনা প্রতিদিন শেখের বিবি অথবা নিজের পরিচারিকার সঙ্গে সাদের মায়ের কাছে চলে যেতো। কোন দিন তার আসতে দেরী হয়ে গেলে সকিনা তাকে দেখতে চলে যেতেন।

একদিন ফজরের নামাজের পর মায়মুনা সাদের বাড়ী যাবার জন্য পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে সামান্য দূরে সাদকে দেখতে পেল। সে এক মূহূর্তের জন্য থামল তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ফিরে এসে বাইরের দরজার আধভেজা কপাটের আড়ালে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাতে থাকল। সাদ পরিচারিকার নিকট এসে দাঁড়াল এবং তাকে প্রশ্ন করল, "মায়মুনা কেমন আছে? খালাজান কেমন?"

মায়মুনা বেশী সময় ওখানে দাঁড়াতে পারে নি। শেখ আবু সালেহ্‌র স্ত্রী হঠাৎ নিজের কামরা থেকে বের হয়ে বললেন, "মায়মুনা! তুমি এখনও যাওনি! আচ্ছা, দাঁড়াও। আমিই তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

মায়মুনা ঘুরে পেছনের দিকে তাকাল। তার চেহারা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। সে লজ্জায় ও সংকোচে জড়সড় হয়ে এগিয়ে আসল এবং বহু চেষ্টা করে বললো, "আম্মাজান, তিনি .....তিনি এসে গেছেন।"

"কে?"

"হাসানের ভাই।"

একথা বলেই সে দ্রুত পদে কামরার ভেতর চলে গেল। সাদ সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। বৃদ্ধা খালার চেহারা স্মিত হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। সাদ এগিয়ে এসে খালাকে সালাম করলে তিনি তাকে দোয়া করতে করতে বললেন, "তুমি কখন এসেছ বাবা?"

"খালাজান! আমি শেষ রাত্রিতে এখানে এসে পৌঁছেছি।"

সে বারান্দার একটি চেয়ারে বসল। মায়মুনা কামরার ভেতরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার সব কথা শুনছিল। খালা সাদকে তিরস্কার করে বলতে শুরু করলেন, "তুমি কত নির্বোধ! এত দিন যাবত তোমার কোন পাত্তা নেই। জিহাদ তো একটা দ্বীনি ফরজ ছিল। কিন্তু মুতামিদ ও রেমিকাকে ওয়াজ শুনানোর জন্য কেন গেলে?"

"খালাজান, ওটাও একটা ফরজ ছিল।"

"কিন্তু সারা দুনিয়ার সব ফরজ তোমার নিজের মাথায় নিয়েছ কি কারণে? ঐ ফরজ আদায় করার জন্য অন্য কোন লোক ছিল না?"

সাদ মৃদু হেসে বললো, "এ সৌভাগ্যজনক কাজ আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়াই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল।"

"কিন্তু এতে লাভ কি? তুমি কি মনে কর তোমার বক্তৃতা শুনে আল্লাহ্ ও রসুলের নাফরমানরা নিজেদের সংশোধন করে ফেলেছে?"

"না, আল্লাহ ও রসুলের নাফরমানদের হেদায়াত করার শক্তি আমার নেই। আমি তাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, তাদের হিসাব নিকাশের দিন আর বেশী দূরে নয়। আমি শুধু একটি কাজের সূচনা করে দিয়েছি। এখন দেখতে পাবেন, ইছাবেলার হাজার হাজার মুখ তাদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠবে। হাসান আপনাকে বলেনি যে, আহমদের ছোট একটি কবিতা আজ ইছাবেলার সকল দেয়ালেই লাগানো রয়েছে? এমনকি মুতামিদের শাহী মহলের দেয়ালেও এ ধরনের ইশতেহার লাগানো হচ্ছে।"

খালা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন, "তোমরা সবাই তোমাদের বাপের মত।"

www.pathagar.com

"খালাজান! তাঁর পুত্র হবার জন্য আমি গর্ববোধ করি। অচিরেই সমগ্র স্পেন তাঁকে নিয়ে গর্ব করবে।"

খালার চোখে অশ্রু দেখা দিল। তিনি আলোচনার মোড় পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করে বললেন, "আচ্ছা, এখন তোমার কি করার ইচ্ছা?"

"খালাজান! আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে আমি অনেক দূরে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

খালা অস্থির হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"আমি আফ্রিকা যাচ্ছি।"

"না, না, তা হতে পারে না।"

"সত্যকথা বলছি, খালাজান! আমি কাল ভোরে রওয়ানা হয়ে যাবো। এখন আমার অনেক কাজ আছে। রাত্রে আবার আসবো।"

একথা বলে সাদ উঠে দাঁড়াল।

খালা বললেন, "তুমি সত্যি সত্যি আফ্রিকা যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মায়ের অনুমতি নিয়েছ?"

"জ্বি হ্যাঁ, তিনি আনন্দের সাথে আমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।"

"কিন্তু সেখানে তোমার কি কাজ?"

"যদি আলফানসু দক্ষিণ মুখে তার বিপুল সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে আফ্রিকা থেকে আমরা কি সাহায্য পেতে পারি তাই জানতে আমি সেখানে যাচ্ছি। এবার অনুমতি দিন।"

খালা কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে বললেন, "সাদ! তুমি মায়মুনার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলে না?"

সাদ চোখ মুখ নত করে বললো, "বাড়ী পৌছে আম্মাজানকে আমি সর্ব প্রথম তার বিষয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনি তাকে আমার সালাম বলে দেবেন।"

সাদ বের হয়ে গেলে খালা মায়মুনার কামরায় প্রবেশ করলেন। মায়মুনা অটল অচল হয়ে কাঠের পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়েছিল। তার যে সুশ্রী চোখ গুলোতে কিছুক্ষণ আগেও আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল সেখানে এখন ছিল অশ্রুর বন্যা।

খালা বললেন, "বাছা! তুমি কোন চিন্তা করো না। রাত্রিতে তার খালু ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বিরত করতে পারবেন।"

"না, না।" মায়মুনা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, "কর্তব্য পালনে তাঁকে কখনো বাধা দেবেন না।"

www.pathagar.com

৬

গ্রানাডার কোতওয়াল শহরের প্রধান প্রশাসকের নিকটে গিয়ে যথারীতি অভিবাদন করে বললো, "ভিগা থেকে আমাদের গোয়েন্দা তাৎপর্য পূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে।"

প্রশাসক তার সুপ্রশস্ত টেবিলের অপর পাশের চেয়ারটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "বসুন।"

কোতওয়াল বসল এবং প্রশাসক তাড়াতাড়ি কিছু কাগজ পত্র দেখে নিয়ে তার দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বলুন তো সে কি খবর নিয়ে এসেছে?"

এ প্রশ্নের জবাবে কোতওয়াল ভিগা সম্মেলনের পূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করল এবং তার জেব থেকে এক খন্ড কাগজ বের করে প্রশাসকের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো, "এটা সাদ ইবনে আবদুল মুনীমের বক্তৃতা। এটা পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন, গ্রানাডায় এ ধরণের যুবকেরা কত সাংঘাতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে।"

প্রশাসক কাগজ দেখার পর জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু দিন আগে ইছাবেলার সাহায্য করার জন্য যে যুবক এখান থেকে স্বেচ্ছাসেনাদের নিয়ে গিয়েছিল,এ কি সেই?"

"জ্বি, হ্যাঁ! আমি জানতে পেরেছি যে, সে গ্রানাডা পৌছে গেছে। আমি তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য অনুমতি নিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস ওলামাদের প্রতিনিধি দল শাসকদের সঙ্গে তাদের ব্যর্থ সাক্ষাতের পর শাসকদের বিরুদ্ধে একটি মজবুত সংগঠন কায়েম করবে। আর এ ধরণের বিদ্রোহী যুবকেরাই ঐ সংগঠনে নেতৃত্ব দিবে। জনসাধারণও নিঃসন্দেহে তাদের ডাকে সাড়া দেবে। সাদ তার বক্তৃতায় স্পেনের শাসকদেরই কঠোর সমালোচনা করেছে। কিন্তু আমারা যদি গ্রানাডাকে তার তৎপরতার কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ দিই, তাহলে সর্বপ্রথম আমরাই বিপদগ্রস্থ হবো।"

প্রশাসক বললেন, "এ জাতীয় লোককে গ্রেপ্তার করার জন্য আমার অনুমতি নেবার কোন দরকার ছিল না। এখানে পৌছা মাত্রই তাকে গ্রেপ্তার করলে ভাল হত।"

"আমাদের গোয়েন্দা ফিরে আসার আগেই সে এখানে পৌছে গিয়েছিল। কাজী আবু জাফরের মত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এ যুবককে প্রেরণা যোগায়। এ জন্যই আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার বোধ করছি। তিনি সোজা আমির আবদুল্লাহর নিকট যুবকের মুক্তির সুপারিশ করতে যাবেন। আর আমির আবদুল্লাহ তাকে এত বেশী ভয় করেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তির আদেশ দান করবেন। ফলে আমার ভাগ্যে অপমান ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।"

প্রশাসক বললেন, "কাজী আবু জাফরের সঙ্গে আমির আবদুল্লাহর সম্পর্ক বর্তমানে খুবই খারাপ। বিশেষত তিনি যখন থেকে জানতে পেরেছেন যে, কাজী আবু জাফরই

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাসেনাদের সংগঠিত করেছিলেন, তখন থেকে তিনি তাঁকে তাঁর ঘোরতর শত্রু বিবেচনা করছেন। যদি আমির আবদুল্লাহর মা কাজী আবু জাফরের পক্ষে সুপারিশ না করতেন তাহলে তিনি এখন কারাগারের কোন অন্ধকার কক্ষে বাস করতে বাধ্য হতেন।"

কোতওয়াল বললো, "তবুও সুলতানের সঙ্গে আপনার একবার দেখা করে আসা ভাল। সাদকে গ্রেপ্তার করার পর শহরের যুবকেরা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে পারে। এখন আমাদের আরও বেশী দমনমূলক ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। আপনি তো জানেন, আমীর আবদুল্লাহ কোন বিষয়ে দিশেহারা হয়ে গেলে অনেক সময় কয়েদীদের খালাস করে দিয়ে কোতওয়ালকে জেলে পাঠিয়ে দেন।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি এক্ষুণি সুলতানের নিকট যাচ্ছি। আপনি খুব শীগগীরই সুলতানের লিখিত আদেশপত্র পেয়ে যাবেন বলে আমি আশা করি।

৭

এশার নামাজের পর সাদ, আহমদ, হাসান ও ইদ্রিসকে সঙ্গে নিয়ে ইলিয়াসদের বাড়ীতে পৌছল। সেখানে একটি প্রশস্ত কামরায় প্রায় পনের জন যুবক তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তারা সকলেই উঠে একে একে সাদের সঙ্গে কোলাকুলি করল। তাদের প্রশ্নের জবাবে সাদ অতি সংক্ষেপে তার নিজের তৎপরতা ও ভিগায় অনুষ্ঠিত ওলামা সম্মেলনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল যে, পরের দিন অতি প্রত্যুষেই সে আফ্রিকা রওয়ানা হয়ে যাবে।

তারপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্পেনের ও আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। সাদ তাদের বলছিল, "মুরাবিতীনের আমির ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে অনেক আশা নিয়ে যাচ্ছি। তিনিই আমাদের মুক্তিদাতা হয়ে আসতে পারেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থাকবে। জাতিকে গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার জন্য তোমাদের নিজেদের তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে।"

কতিপয় যুবক আফ্রিকা সফরে সাদের সঙ্গী হতে চাইল। কিন্তু সাদ বললো, "যতক্ষণ পর্যন্ত আফ্রিকার সঠিক অবস্থা জানতে না পারি ততক্ষণ অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমি পছন্দ করব না।"

মধ্যরাত্রে এ বৈঠক সমাপ্ত হল। সাদ তার বন্ধুদের নিকট থেকে বিদায় নেবার জন্য তাদের সঙ্গে করমর্দন করছিল, এমন সময় ইলিয়াসের ভৃত্য খবর দিল যে, আলমাস নামক এক ব্যক্তি সাদ বিন আবদুল মুনীমের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সাদ বললো, "তাকে নিয়ে এসো।"

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পর আলমাস ঘরে প্রবেশ করল। সাদ তাকে চঞ্চল দেখে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার চাচা, খবর ভালতো?"

আলমাস বললো, "পুলিশ আপনাকে তালাশ করছে। তারা আপনার এবং আপনার খালুর বাড়ীতে খানা তল্লাশী করছে। এখনও কয়েক জন পুলিশের সিপাই সেখানে পাহারা দিচ্ছে। আমাদের কারো জন্য বাড়ী থেকে বের হবার অনুমতি ছিল না। আমি অতি কষ্টে বাড়ীর পেছনের প্রাচীর টপকে এসেছি। আপনার কয়েকজন বন্ধুর বাড়ীতে খোঁজ করে অবশেষে এখানে এসে পৌছেছি।"

কামরায় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে এল। অবশেষে সাদ বললো, "মনে হচ্ছে তারা ভিগায় প্রদত্ত আমার বক্তৃতার বিবরণ জানতে পেরেছে।"

আলমাস বললো, "প্রথমে একজন দারোগা দুজন সিপাই সঙ্গে নিয়ে এসে আমাকে বললো যে, সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে শহরের প্রধান প্রশাসক ডেকেছেন। আমি যখন বললাম যে, সাদ বাড়ীতে নেই, তখন তারা চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর আট দশ জন সিপাই নিয়ে আবার ফিরে এল।"

সাদ জিজ্ঞেস করলো, "তারা কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি তো?"

"না, তবে আমাকে ধমকিয়েছে।"

"সাদ তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললো, এখন তারা আমাকে শহরের সব জায়গায় তালাশ করবে। আমাদের অনতিবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া দরকার।"

ইলিয়াস বললো, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"এখান থেকে বের হয়ে আমি গন্তব্য স্থলের দিকে চলতে শুরু করবো। এখন আর আমি বাড়ী যেতে পারবো না।"

"উত্তম আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে যান।"

"আমাকে তোমার তরবারি এবং বর্মও নিয়ে যেতে হবে।"

ইলিয়াস বললো, "আপনি নদীর পূলের নিকট গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করুন। আমি আপনার সফরের সকল সরঞ্জাম নিয়ে সেখানে আসছি।"

সাদ তার ভাইদের দিকে তাকিয়ে বললো, "তোমরা এখন বাড়ীতে চলে যাও। তারা আমার পরিবর্তে তোমাদেরও গ্রেপ্তার করতে পারে। ইদ্রিসকে এখানে না নিয়ে এলেই ভাল হত।"

ইদ্রিস বললো, "আহমদ ও হাসান যে শাস্তি ভোগ করতে পারবে তা আমার জন্যও অসহনীয় হবে না।"

ইলিয়াস বললো, "আপনি তাদের জন্য চিন্তা করবেন না। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, পুলিশ তাদের গায়ে হাত দেবে না। আর যদিও বা তাদের গ্রেপ্তার করে তবুও তারা যখন জানতে পারবে যে, আপনি গ্রানাডায় নেই, তখন এদের ছেড়ে দেবে। অন্যথায় কয়েক জন

www.pathagar.com

নিরপরাধ মানুষকে তাদের কয়েদখানা থেকে উদ্ধার করার শক্তি আমাদের আছে। এখন আমাদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, আপনি আফ্রিকা পৌছে যান। এখন কথা বলার সময় নেই। আপনি পুলের নিকট চলে যান। সেখানে কোন নিরাপদ জায়গায় বসে আলাপ করতে পারবো।"

সাদ দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল করে মুখ ঘুরিয়ে আলমাসের দিকে তাকাল এবং বললো, "চাচা, তোমার সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই আমার হয়নি। তোমারই জন্মভূমিতে যাচ্ছি। অবস্থা অনুকূল হলে তোমাকেও সেখানে ডেকে নিতে পারি। এখন হাসান ও আহমদের আগে তোমার বাড়ী পৌছা দরকার। যেভাবে এসেছিলে ঠিক সেভাবে পেছনের প্রাচীর টপকে বাড়ীতে যাবে। তাহলে পুলিশ কোন সন্দেহ করতে পারবে না।"

অল্পক্ষণ পরে সাদ পুলের ওপারে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সঙ্গীগণ তিন তিন ও চার চার জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথ ধরে তার পাশে এসে জমায়েত হচ্ছিল। ইদ্রিস, আহমদ এবং হাসানও সেখানে পৌছে গিয়েছিল।

চাঁদের আলোকে সকলেরই দৃষ্টি সাদের চেহারার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সাদ বললো, "আমরা যে পথ বেছে নিয়েছি তাতে এ ধরণের অনেক বিপদই আসবে। তোমাদের আমার চাইতে আরও বেশী বিপদের সম্মুখীন হবার প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। কিন্তু তোমাদের পা যদি অকম্পিত থাকে তাহলে এ ক্ষুদ্র দলটিই একদিন স্পেনের মুক্তি দাতা হতে পারে। এসো আমরা সত্য ও ন্যায়ের বিজয় কামনা করে দোয়া করি।"

সাদকে অনুসরণ করে সকলেই হাত উঠাল। সাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করুণাময়ের উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন বের হয়ে আসছিল। তার অশ্রু জাতির দেহ থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার দাগ ধুয়ে দিচ্ছিল। আর সম্ভবত এক রহমতের ফেরেস্তা আফ্রিকার এক মরুবাসীর অন্তরে এ খবর পৌছে দিচ্ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার দৃঢ়তা ও সাহসের পরীক্ষার জন্য এমন এক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন যেখানে এক সময় তারিক ও মুসার মত বিশ্ববিখ্যাত মুজাহিদগণ ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে ছিলেন।

দোয়া শেষ হল। এদিকে ইলিয়াস ঘোড়ায় চড়ে এসে পৌছল। ঘোড়া থেকে নেমে ইলিয়াস সাদকে তরবারী ও তুন,তীর, ধনুক পেশ করে বললো, "আমি বর্ম ও দুজোড়া কাপড় থলের মধ্যে রেখে দিয়েছি। কাপড়ের একটি একটি থলেতে আড়াইশো দীনার আছে। এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সাবতায় আপনার কাছে লোক পাঠাবো। তার মুখে পুলিশের তৎপরতার খবর পেয়ে যাবেন। আপনিও আমাদের আপনার কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রাখবেন। আরও অর্থের প্রয়োজন হলে বিনা দ্বিধায় আমাকে জানাবেন।"

সাদ বললো, "আমার জন্য এ অর্থই প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী।"

"আচ্ছা, আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যান।"

www.pathagar.com

সাদ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলে হাসান ঘোড়ার বাগ ধরে আগে আগে চলতে শুরু করল। কয়েক কদম যাবার পর সাদ ঘোড়া থামাল এবং বললো, "যাও হাসান। আম্মাজানকে শান্ত্বনা দিও। যদি তোমার ওপর কোন বিপদ আসে তাহলে মনে করবে, প্রত্যেক মুমীনের জীবন একটি মহান লক্ষ্যের জন্য উৎসর্গ কৃত।"

হাসান বললো, "ভাইজান! আমি বাড়ী যাবার আগে খালাজানের কাছে যাবো। আপনি কি মায়মুনার জন্য কোন খবর বলবেন না?"

সাদ অত্যন্ত শান্ত স্বরে বললো, "মায়মুনাকে বলবে যে আমি আজ রাত্রি বেলায় এ আশা নিয়ে যাচ্ছি যে যখন ফিরে আসব তখন তার জন্য এক নব প্রভাতের আগমনী সংবাদ নিয়ে আসব। আর শুধু মায়মুনার জন্যই নয়, সেই শুভ প্রভাত স্পেনের লক্ষ লক্ষ যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ সকলের জন্য আনন্দের পসরা নিয়ে আসবে।"

"খোদা হাফেজ।" বলে সাদ ঘোড়া চালিয়ে দিল।

মুরাবিতীন

স্পেনের মুসলমানগণ যখন এক কেন্দ্রহীনতা, পরস্পর বিচ্ছিন্নতা, বিপদ ও মুছিবতের চাপে একজন উদ্ধারকারীর প্রতীক্ষা করছিল, সে সময় আফ্রিকার দিড়ন্ত রেখায় সন্ধ্যাকাশের গোধূলি একজন ঘোড় সওয়ারের আগমন বার্তা ঘোষণা করছিল। কর্দোভা, ইছাবেলা ও গ্রানাডার বিশাল ও সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর অধ্যাপকগণ যখন জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় আফ্রিকার মরুবাসীদের পত্রাচ্ছাদিত পর্ণ কুটীর গুলোতে জীবনী শক্তি নতুন উদ্যমে জেগে উঠছিল।

স্পেনে উমাইয়া শাসন শিথিল হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্য সাগরের অপর পারে একটি নতুন শক্তি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইসলামের জনৈক অজ্ঞাতনামা মুবাল্লিগের প্রচেষ্টায় বার্বারদের একটি উচ্ছৃংখল ও যুদ্ধ পিপাসু গোত্র মুসলমান হয়ে যায় এবং তারা মুরাবিতীন নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আবুবকর বিন ওমর এ রাষ্ট্রের প্রথম আমীর নির্বাচিত হন।

আবুবকরের দ্বীনদারী ও পরহেজগারীতে আকৃষ্ট হয়ে প্রথম হিজরী শতাব্দীতে মারাকাশে

www.pathagar.com

যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদেরও কয়েকটি গোত্র তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়। অবশ্য আলজিরিয়া থেকে শুরু করে তানজা পর্যন্ত অসংখ্য বার্বার গোত্র আফ্রিকার কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে তাদের স্বাধীনতার জন্য বিপজ্জনক বিবেচনা করতো। এদের মধ্যে যে সব গোত্র মুসলমান ছিল তাদের সর্দারগণও ইসলামী ঐক্যের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র বিলীন করে দিতে রাজী ছিল না।

মুরাবিতীনের আমীর তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার অভিযান শুরু করায় তারা মুরাবিতীনের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। যে সব অমুসলমান গোত্র ইসলামী শক্তির উত্থানকে তাদের জন্য ক্ষতিকারক মনে করতো তারাও ঐক্যজোটে যোগদান করল। তারা জংগল, পাহাড় ও মরুভূমি থেকে বের হয়ে এসে আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলের শান্তিপূর্ণ শহর ও জনপদ গুলোতে আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তপাত শুরু করে দেয়। বার্বারীদের গোত্রীয় বিদ্বেষ এ গৃহবিবাদে আরও ইন্ধন যোগায়।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে এক স্থির সংকল্প ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটল। তাঁর এক হাতে ছিল পবিত্র কোরআন ও অপর হাতে মুক্ত তরবারি। জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও স্নিগ্ধ প্রভাতী শিশির বিন্দুর সংমিশ্রন ঘটেছিল এ মুরাবিতীনের আমীর আবুবকর বিন ওমরের ভ্রাতুষ্পুত্র তেজস্বী যুবক ইউসুফ বিন তাশফীনের মধ্যে। তাঁর সহচর ছিল একদল গাজী যাদের চাকচিক্যময় খুরধার তরবারী ইসলামের দুশমনদের জন্য মৃত্যুর পরওয়ানা ছিল। অপর দিকে আফ্রিকার সুদূরবর্তী এলাকা গুলোতে যে সব ওলামা ও ফিকাহবিদ ইসলামের প্রদীপ জ্বালানোর কাজে লিপ্ত ছিলেন তারাও ইউসুফ বিন তাশফীনের গুণে মুগ্ধ ছিলেন।

মুরাবিতীন সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হিসাবে ইউসুফবিন তাশফীন বড় বড় যুদ্ধ জয় করেন এবং মুরাবিতীন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধিকারী হয়। তবুও তাঁর সামনে একটি বিরাট কাজ ছিল। বিদ্রোহী ও উচ্ছৃংখল লোকগুলো আফ্রিকার বিরাট বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। তাদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন ছিল।

আফ্রিকার পাহাড়, জংগল ও মরুভূমি ছাড়া ভূমধ্যসাগর এলাকায়ও বার্বারদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আফ্রিকা ও ইউরোপের সমুদ্রোপকুল তাদের লুটতরাজ থেকে নিরাপদ ছিল না। ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপগুলো ও আফ্রিকার উপকুল ভাগে বেশ কয়েকটি শহর তারা দখল করে নিয়েছিল।। এদের শায়েস্তা করার জন্য ইউসুফ বিন তাশফীন একটি সামরিক নৌবহর গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

৪৬২ হিজরী সালে আবুবকর বিন ওমর ইনতেকাল করেন। এ সময় মারাকাশের ওলামাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বার্বার সরদার গণের সকলে একমত হয়ে ইউসুফ বিন তাশফীনের হাতে বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন। সর্ব প্রথম বাইয়াত গ্রহণ করেন তাঁর চাচাতো ভাই সিয়ার বিন আবুবকর।

মুরাবিতীনের আমীর নির্বাচিত হয়ে ইউসুফ বিন তাশফীন আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী

www.pathagar.com

আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এ অসীম সাহসী অশ্বারোহী আফ্রিকার সেসব দূর দূরান্তে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন যেখানে ইতিপূর্বে ইসলামের বাণী পৌছেনি। যে সব অঞ্চলে অর্ধ-উলঙ্গ অসভ্য লোকেরা বাস করতো, সে সব অঞ্চল নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

২

সাবতায় পৌছে সাদ শুনতে পেল, আমির ইউসুফ বিন তাশফীন দক্ষিণ- পশ্চিম আফ্রিকার এক দূরতম যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পথে তিনি তানৃজায় কিছুকাল অবস্থান করবেন। সাব্‌তার সরকারী মেহমানখানা সকল নবাগতের জন্যই খোলা ছিল।

সাদ পনর দিন সেখানে রইল। ইদ্রিস ও তার ভাইদের খবর জানার জন্য সে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে, তারা তাকে তাদের কুশল বার্তা জানাতে বিলম্ব করবে না। সে অতি ভোরে উঠেই বন্দরে চলে যেতো এবং স্পেন থেকে আগত প্রতিটি জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে নিজের লোক তালাশ করতো। একদিন একটি জাহাজ থেকে একজন বয়স্ক লোক নামল। সাদ তাকে দেখে চিন্‌তে পারল। এ ছিল তার বন্ধু ইলিয়াসের ভৃত্য। সাদ এগিয়ে গেল এবং লোকটির হাত ধরে একদিকে টেনে নিয়ে গেল।

সাদের প্রশ্নের জবাবে বুড়ো ভৃত্যটি জানাল, "আপনি যে রাত্রে গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন সে রাত্রিতেই ইদ্রিস, আহমদ ও হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছয় দিন পর্যন্ত তাদের ওপর কঠোর নির্যাতন করা হয়। কিন্তু সরকার যখন বুঝতে পারল যে আপনি গ্রানাডায় নেই, তখন তাদের মুক্ত করে দেয়। আমি আহমদ ও ইলিয়াসের পক্ষ থেকে আপনার উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিও নিয়ে এসেছি।"

সাদ খুব তাড়াতাড়ি চিঠিগুলো পড়লো। ইলিয়াস, আহমদ, হাসান ও ইদ্রিছের গ্রেপ্তারী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উপসংহারে লিখেছে " তারা যে পরিমাণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়। আপনার অবস্থান ও আমাদের দলের সদস্যদের নাম প্রকাশ করার জন্য তাদের প্রতি নির্মম ভাবে দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। তারা সামান্য দুর্বলতার পরিচয় দিলেই আমরা অনেকে আজ কারাগারের বাসিন্দা হয়ে যেতাম। সব চাইতে বেশী জুলুম করা হয়েছে হাসানের ওপর। কারণ সে গালাগাল করার জন্য কোতওয়ালের মুখের ওপর এক প্রচন্ড ঘুসি মেরেছিল। আমি নিজের চোখে তার শরীরে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখেছি। স্পেনের মজলুম মানবতা এক মহান দিনের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। আর আমরা আপনার অভিযানের সফলতা সম্পর্কে গভীর আশা পোষণ করছি।"

www.pathagar.com

আহমদের চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। সে তার নিজের কষ্ট সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করার পরিবর্তে পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে সাদকে নিশ্চিন্ত রাখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে বেশী। সে লিখেছিল, "আম্মা, খালা, বোন মায়মুনা এবং আলমাস চাচা আপনার সাফল্যের জন্য দোয়া করছে।"

পরের দিন সাদ ইলিয়াছের ভৃত্যের হাতে নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের নামে চিঠি দিয়ে তাকে বিদায় করল এবং নিজে তান্‌জা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল।

তারপর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সাদ এদিক ওদিক ঘুরাফিরা করতে থাকে এবং এ সময় নিজের সম্পর্কে গ্রানাডায় সে কোন খবরই পাঠাতে পারেনি। তার ভাই-বন্ধুগণ মনে করছিল সে অনেক দূরে চলে গেছে। প্রায় দেড় মাস পরে একদিন সাব্‌তার একজন ব্যবসায়ী আহমদ ইবনে আবদুল মুনীমের খোঁজ করে তাদের বাড়ী পৌছল এবং সাদের চিঠি দিল। চিঠিতে সাদ লিখেছিলঃ

"আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

ইলিয়াসের ভৃত্যকে রওয়ানা করে দিয়ে আমি তান্‌জা চলে গিয়েছিলাম। দু সপ্তাহ তান্‌জা থাকার পর জানতে পারলাম যে, সাহারা মরুভূমির অসংখ্য অমুসলিম ও অসভ্য গোত্র আলজিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে এবং ইউসুফ বিন তাশফীন সোজা সে দিকে চলে গেছেন। কয়েক দিন তান্‌জায় থাকার পর চিন্তা করে দেখলাম যে, সেখানে বসে সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে অনুচিত।

সাহারা মরুভূমি এবং আলজিরিয়া এলাকায় আমীর ইউসুফের তৎপরতা সম্পর্কে সাব্‌তা থেকে খবরাখবর সংগ্রহ করা অধিকতর সহজ। সত্য কথা এই যে, আফ্রিকার এ মুজাহিদের সঙ্গে আমি তাঁর রাজধানীতে সাক্ষাত করার পরিবর্তে যুদ্ধের ময়দানে পরিচিত হতে পছন্দ করেছিলাম। তাই আমি সাব্‌তায় ফিরে এসেছি। এখানে এসে জানতে পারলাম যে সাব্‌তায় যে সব সৈন্য ছিল তারাও জাহাজ যোগে আলজিরিয়া চলে গেছে। এক সপ্তাহ আগে ফিরে এলে আমিও তাদের সঙ্গে যেতে পারতাম।

কাল জানতে পারলাম যে, রসদ পত্রাদি নিয়ে এখান থেকে একটি মাল্‌বাহী জাহাজ আলজিরিয়া যাচ্ছে। আমি জাহাজের কাপ্তানের সঙ্গে দেখা করে ঐ জাহাজে ভ্রমণের অনুমতি চাইলাম। কাপ্তান বললেন যে, জাহাজে এ যাত্রায় সফর করার মত কোন জায়গাই নেই। আর জায়গা থাকলেও তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে জাহাজে ভ্রমণের অনুমতি দিতে পারেন না।

এ পর্যায়ে তান্‌জার জনৈক ফকীহ্ আমার সাহায্য করেন। তিনি আমাকে শহরের প্রশাসকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। বহু কষ্টে আমি তাঁকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি যে আমি একজন স্বেচ্ছাসেনা হিসাবে মুরাবিতীন বাহিনীর সাহায্য করতে চাই। শহরের প্রশাসক

www.pathagar.com

আমাকে একখানা সুপারিশপত্র দিয়েছেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাহাজের কাপ্তান আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছেন।

ইনশাআল্লাহ আমি আগামীকাল তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে যাবো। কাপ্তান আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি সমুদ্রোপকুলের একটি দূর্গে রসদপত্রাদি নিয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে আমীর ইউসুফের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে একটি শুস্ক ও উত্তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে সফর করতে হবে। হয়তো কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ মানবের সাক্ষাত লাভ করব। অথবা এমনও হতে পারে যে, আমি সেখানে পৌছে দেখতে পাবো যে তিনি অন্য কোন রনাঙ্গনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তাঁর দ্রুতগ্রামী ঘোড়ার পায়ের আঘাতে উড়ন্ত ধূলা দেখেই হয়ত আমাকে তখন পরিতৃপ্ত হতে হবে।"

"আফ্রিকার মটিতে পা রেখেই আমি অনুভব করেছিলাম, আমি এক নতুন জগতে এসে পড়েছি। আজ যে সময় স্পেনে মর্মর পাথরের তৈরী সুরম্য প্রাসাদে বসবাসকারীদের মধ্যে চেতনাহীনতা ও নিস্ক্রিয়তা বিরাজমান ঠিক সে সময়ে এখানকার মাটির তৈরী ঘর ও ঘাস পাতার তৈরী কুটির গুলোতে একটি বীর্যবান জাতি জন্ম নিচ্ছে। স্পেনের ঐতিহাসিকদের কলম শুস্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আফ্রিকার মুজাহিদ তরবারীর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে শুরু করেছেন।"

এরা কি বিপদের সময় আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেনা? আমি একজন সরলপ্রাণ বারবারীকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। সে জবাবে বলেছিল, আমীরের হুকুম পেলে বারবার বাহিনী তাদের ঘোড়া সমুদ্রে নামিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যা বুঝতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই যে, আফ্রিকায় আমীর ইউসুফের কাজ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি আলজিরিয়া থেকে সেনেগাল পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এলাকার সকল গোত্র গুলোকে একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে আনার স্থির সংকল্প করেছেন।

এ কাজ সম্পন্ন করতে হয়ত দীর্ঘ সময় দরকার হবে এবং সে জন্যই তিনি তাঁর পরিকল্পিত কাজ সমাধা করার আগে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ হয়ত পাবেন না। যাইহোক, আমি তার সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করতে যাচ্ছি। স্পেনের আজাদী সংগ্রাম আজ আফ্রিকাতেই চলছে বলে আমি মনে করছি। তোমরা সকলে আমার সাহস ও দৃঢ়তা কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করো।

তোমাদেরই ভাই

"সাদ"

www.pathagar.com

৩

এক সন্ধ্যায় সাদ ইবনে আবদুল মুনীম জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিগন্তে আবছা আবছা যে সব পাহাড় দেখা যাচ্ছিল সে দিকে তাকিয়েছিল। কাপ্তানের নিকট সে শুনতে পেয়েছিল যে, জাহাজ গন্তব্য স্থলের নিকট এসে গেছে। দূর দিগন্তের আবছা পাহাড় গুলো রাতের অন্ধকারে ডুবে গেছে। সাদ আসমানের তারকারাজির দিকে তাকাল। জাহাজের কাপ্তান দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে মাল্লাদের আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন মাল্লা চীৎকার করে বললো, "হুশিয়ার! উপকূলে আলো দেখা যাচ্ছে।"

কাপ্তান ও মাল্লাগণ চঞ্চল হয়ে দক্ষিণ দিগন্তে একটি অস্বাভাবিক আলো দেখতে পেল। আলো ক্রমেই বিস্তার লাভ করছিল। এবং অল্পক্ষণ পর মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্রোপকূলে একটি বিরাট অগ্নিকুন্ড জ্বলছে। কাপ্তান বললো, "এ আগুন আমাদের দূর্গ থেকে দূরে হতে পারে না। মনে হচ্ছে আমাদের কোন জাহাজে আগুন লেগেছে।"

কাপ্তানের অনুমান সঠিক ছিল। সামান্য সময় পরেই একটি জ্বলন্ত জাহাজের কাঠামো দৃষ্টিগোচর হল। এ আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেল। কিন্তু পুনরায় কয়েক মূর্হূত পরেই আরও দুটো জ্বলন্ত জাহাজ এবং জাহাজ গুলোর আশে পাশে অন্য কয়েকটি জাহাজ ও নৌকাকে ছুটাছুটি করতে দেখে কাপ্তান চীৎকার করে বললো, "জাহাজের পাল নামিয়ে এখানেই নোঙর কর। আমরা সামনে যেতে পারবো না।"

সাদ কাপ্তান ও মাল্লাদের চাইতে কম ব্যস্ত ছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে কাপ্তানকে জিজ্ঞেস করল, "এ সব কি হচ্ছে?"

কাপ্তান জবাবে বললো, "দুশমন আমাদের নৌবহরের ওপর আক্রমণ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা শুধু জাহাজের ওপর আক্রমণ চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তারা অবশ্যই উপকূলে উঠে আমাদের দূর্গ ঘিরে ফেলেছে।"

"কিন্তু এত জাহাজ কোথা থেকে নিয়ে এল?"

"আপনি সম্ভবত জানেন না যে, ইউরোপের বহু জলদস্যু আমাদের শত্রুদের মিত্র হয়ে গেছে।"

"আপনি এখন কি করতে চান?"

"আমার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দুশমনের হাত থেকে এ জাহাজটিকে রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালার অশেষ শোকর, আমরা আগে ওখানে পৌছে যাইনি। এ জাহাজ তো একটি নৌকার বিরুদ্ধেও লড়াই করার উপযোগী নয়।"

www.pathagar.com

সাদ বললো, "কিন্তু যতগুলো জাহাজে আগুন লেগেছে ওগুলো সবই যে আমাদের তা কি করে বুঝা গেল? এ গুলো শত্রুর জাহাজও তো হতে পারে?"

কাপ্তান বললো, "আমি জানি যে, এখানে শুধু রসদ বাহী জাহাজ প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের সামরিক নৌবহরের কতক জাহাজ তিউনিসিয়ার উপকুলে রয়েছে এবং কতগুলো সমুদ্রোপুলে টহল দিচ্ছে। তবুও আমি নৌকা যোগে লোক পাঠিয়ে খোঁজ খবর সংগ্রহ করছি। যদি অবস্থা বিপজ্জনকই হয়, তাহলে আমাদের জন্য ফিরে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় তালাশ করা ছাড়া উপায় নেই।"

কিছুক্ষণ পর যখন জাহাজ থেকে নৌকা নামিয়ে দিয়ে কাপ্তান মাল্লাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল এবং মাল্লাগণও নৌকায় নেমে গেল তখন সাদ বললো, "আমিও এদের সঙ্গে যেতে চাই। আপনি এদের বলে দেন, অবস্থা প্রতিকুলে হলেও যেন তারা আমাকে উপকূলের কোন এক স্থানে নামিয়ে দেয়।"

কাপ্তান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি করতে চাচ্ছেন?"

"আমি দূর্গ পর্যন্ত যেতে চেষ্টা করব।"

"দেখুন, আপনি ভয়ানক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিচ্ছেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস শত্রু দল স্থলপথে দূর্গ ঘিরে রেখেছে। যদি আমার লোকেরা আপনাকে উপকূলের কোন নিরাপদ স্থানে নামিয়ে দেয় তবুও শত্রুদের বেষ্টনী ভেদ করে আপনার পক্ষে দূর্গের নিকটে যাওয়া শুধু অলৌকিক ক্ষমতাবলেই সম্ভব।"

কাপ্তানের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হবার পর সাদ দৃঢ়তা সহকারে বললো, "আমি দূর্গে যেতে চাই এবং এ জন্য যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে আমি তৈরী আছি।"

কাপ্তান বললো, "আপনি যেতে পারেন। তবে যদি আমার মাল্লাগণ উপকূল পর্যন্ত নৌকা নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করে তাহলে তাদের ফিরে আসতে হবে।"

সাদ বললো, "আমি সাঁতার কাটতে জানি।"

কাপ্তান মাল্লাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "দেখ, এখন প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের নিকট মূল্যবান। যদি তোমরা দেখতে পাও যে শত্রু দল ডাঙ্গায় উঠে দূর্গ ঘিরে রেখেছে, তাহলে তৎক্ষণাত ফিরে এসো। অন্যথায় দূর্গের জিম্মাদারকে জানিয়ে এসো যে, বর্তমান অবস্থায় জাহাজ উপকুলে ভিড়তে পারবে না। এখান থেকে দেড়শো মাইল পেছনে আমাদের একটি সামরিক নৌ-ঘাটি রয়েছে। সেখান থেকে আমি যুদ্ধ জাহাজের বহর নিয়ে শীঘ্রই ফিরে আসতে চেষ্টা করব। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে শত্রু দল পালিয়ে গেছে এবং জাহাজ উপকূলে ভিড়ানো নিরাপদ হবে তাহলে দূর্গের উপরে আলো জ্বালিয়ে দেবে।"

www.pathagar.com

৪

উপকূল ভাগকে বিভক্ত করে একটি সংকীর্ণ উপ-সাগর দূর্গের পাদদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। মুরাবিতীনের তিনটি জাহাজ জ্বালানো এবং নিজেদের একটি হারানোর পর আক্রমণকারীগণ এ উপ-সাগরটি দখল করে ফেলেছিল। এখন তারা নৌকার সাহায্যে তাদের বিপক্ষ দলের যে দু চার জন এদিক ওদিক আত্মগোপন করেছিল তাদের তালাশ করছিল। উপকূলেও একদল প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল। কোন সিপাহী প্রাণপন শক্তিতে সাঁতার কেটে কিনারায় পৌছতে সক্ষম হলে কূলের কাছে এসে তারা শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরে প্রাণ হারাতো।

সাদ ও তার সঙ্গীগণ উপকূল থেকে কিছু দূরে নৌকা থামিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করল। অবশেষে জনৈক বুড়ো মাল্লা বললো, "আমাদের কাপ্তানের অনুমান সত্যি। শত্রু দল শুধু আমাদের জাহাজের ওপরই আক্রমণ করেনি। বরং তারা দূর্গটিকে অবরোধ করে রেখেছে। নৌকা পশ্চিম দিকে নিয়ে যাও। সেখানে আমরা সাদকে কোন নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে দিয়ে ফিরে চলে যাবো।"

দূর্গের পশ্চিম দিকে প্রায় দু মাইল যাবার পর মাল্লাগণ নৌকাটিকে কিনারায় নিয়ে এল এবং সাদ সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে 'খোদা হাফেজ' বলে বালুকাময় উপকূল বরাবর কোমর পানিতে নেমে পড়ল।

বুড়ো মাল্লা বললো, "দেখ, বাবা! যদি সুর্যোদয়ের আগে তুমি দূর্গের ভেতর প্রবেশ করতে ব্যর্থ হও তাহলে দিনের আলোকে কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাবেনা। সমুদ্রের কিনারায় দুশমন খুবই সতর্ক থাকবে। তাই তুমি অতি দ্রুত গতিতে দূর্গের দক্ষিণ প্রান্তে পৌছে যেতে চেষ্টা করো। সেদিকে দুশমনের সংখ্যা বেশী হলেও রাত্রির অন্ধকারে তারা তোমাকে তাদের দলের নও বলে বুঝতে পারবে না। কি করে তুমি দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করবে তাতো আমি বলতে পারছিনা। যদি তারা স্থল ভাগেও দূর্গ বেষ্টনা করে থাকে, তাহলে রাত্রিতে দূর্গের সদর দরজা খুলতে কেউ রাজী হবে না। আর সকালের সূর্যালোকে তোমার পরিনতি কি হবে, তা আমি ভাবতে পারছিনা। তাই আমার অনুরোধ, তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরে চল।"

"আপনি আমার জন্য চিন্তা করবেন না।" বলেই সাদ সে স্থান ত্যাগ করল।

সাদ ডাঙ্গায় পৌছেই উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং অনেক সময় পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানোর পর বালুর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করল। কয়েক গজ এভাবে চলার পর সে একটি শিলা খন্ডের সামনে পৌছে গেল।

অন্ধকারের দরুণ শিলা খন্ডের উপরে যাবার কোন রাস্তা দেখা গেল না। দূর্গের দিকে

www.pathagar.com

যাওয়া বিপজ্জনক মনে করে সে শিলাখন্ডের আড়ালে পশ্চিম দিকে চলতে থাকল। এক জায়গায় থেমে শিলা খন্ডের উপরে উঠার উদ্যোগ করতেই সে তার ডান পাশে কয়েক গজ দূরে কি যেন দেখতে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদ পিন্ডের স্পন্দন বেড়ে গেল। সে তূণ থেকে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করল এবং নরম বালুর ওপর শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে দেখতে পেল যে ওটা একটা নৌকা এবং নৌকাটির আশে পাশে কয়েকটি মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সাদ বুঝতে পারল, জ্বলন্ত জাহাজের কয়েক জন মাল্লা ঐ নৌকাটির সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল এবং আক্রমণকারী সৈন্য দলই তাদের হত্যা করেছে। সে আরও বুঝতে পারল, দুশমনেরা বহু দূর পর্যন্ত সমুদ্রোপকূলে পাহারা দিচ্ছে।

সাদ শিলা খন্ডের উপরে না উঠে আরও কিছু দূর পশ্চিম দিকে যাবার সিদ্ধান্ত করে চলার উদ্যোগ নিচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেল যে, বালুর ওপর একটি জীব নড়াচড়া করছে। ভাল করে লক্ষ্য করার পর সাদ দেখতে পেল, একটি মানুষ তার হাঁটু ও কনুইয়ের ওপর ভর করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সাদ একটি লাশের আড়ালে গিয়ে ধনুকে সংযোজিত তীরটি আগন্তুকের দিকে ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু তার ভূল ধারণা দূর হয়ে গেল এবং সে দেখতে পেল যে, লোকটি নৌকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নৌকার নিকটে গিয়ে লোকটি এদিক ওদিক দেখে নিল। তারপর নৌকাটিকে ঠেলে পানিতে নামনোর চেষ্টা করল। নৌকা পানি থেকে কয়েক কদম দূরে বালুতে আটকে রয়েছিল। ওটাকে সমুদ্রে নিয়ে যাবার জন্য একাধিক মানুষের শক্তির দরকার ছিল।

লোকটি কিছুক্ষণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর নিরাশ হয়ে বসে বড়ল। পানির একটি ঢেউ নৌকার দিকে এগিয়ে এলে লোকটি চট্পট উঠে আবার নৌকা ঠেলা দিল। কিন্তু ঢেউটি তেমন বড় ছিল না বলে নৌকাটি নড়ল না। হঠাৎ উপকুলের শিলা খন্ডের ওপর থেকে কিসের আওয়াজ শোনা গেল। আগন্তুক তৎক্ষণাত নৌকার আড়ালে বালুর ওপর শুয়ে পড়ল।

বারবারী ভাষায় শিলা খন্ডের ওপার থেকে একজন বলছিল, "আমি অনেক দূর পর্যন্ত তালাশ করে এসেছি। আমার মনে হয় লোকটি কাছেই কোথায়ও লুকিয়ে আছে। একজন লোকের জন্য আমাদের এত অস্থির হবার কোন কারণ নেই। আমরা অনেক মানুষ শিকার করেছি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, "কিন্তু সে আমাদের তিনজন লোককে হত্যা করেছে। যদি আমি জানতাম যে, সে নৌকার ভেতরে লুকিয়ে বসেছিল, তাহলে সে এরূপ করতে পারতো না। সে হঠাৎ চিতা বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল এবং চক্ষের নিমিষে তিনজনকে হত্যা করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

অন্য এক ব্যক্তি বললো, "এখন হৈ চৈ করে কোন লাভ নেই। সে পালাতে পারবে না। যদি সে সমুদ্রের মাছ না হয়ে থাকে, তাহলে সকাল বেলা দিনের আলোতে তাকে খুঁজে বের

www.pathagar.com

করব। এখন দুজন প্রহরী ওখানে থাক। সে নৌকার দিকে আসতে পারে।"

কিছুক্ষণ নিরবতার পর একজন বললো, "নৌকাটিকে আমাদের জাহাজের কাছে নিয়ে যাওয়াই কি ভাল ছিল না?"

একটু দূর থেকে অপর একজনের স্বর শোনা গেল, "না, আমরা নৌকাটিকে টেনে বালুর ওপর এনে রেখেছি। একা কোন লোকই ওটাকে ঠেলে পানিতে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। ঐ লোকটি শত্রু পক্ষের নৌ-সেনাপতি হতে পারে।"

সাদ যখন বুঝতে পারল যে, শিলা খন্ডের উপরে মাত্র দুজন প্রহরী রয়েছে তখন এক মুঠো ভিজা বালু উঠিয়ে নৌকার দিকে ছুঁড়ে দিল। নৌকার অপর পাশে শায়িত লোকটি মাথা উঠিয়ে এদিক ওদিক দেখল। সাদ ফিস্ ফিস্ করে আরবী ভাষায় বললো, "ভয় পেওনা। আমি তোমারই বন্ধু। তুমি ওখানে থাক। আমি তোমার নিকটে আসছি।"

সাদ হামাগুড়ি দিয়ে তার নিকটে গেল এবং বললো, "সাবতা থেকে যে জাহাজ রসদ নিয়ে এসেছে আমি ঐ জাহাজেই এসেছি।"

লোকটি আরবীতেই জিজ্ঞেস করল, "সে জাহাজটি কোথায়?"

"বিপদ দেখে সে জাহাজ ফিরে গেছে। জাহাজের কাপ্তান আমাকে নৌকা যোগে এখানে নামিয়ে দিয়েছেন। এখন থেকে আপনি আমার পরিচালক।"

লোকটি নৌকার আড়ালে হামাগুড়ি দিয়ে সাদের খুব কাছে এসে বললো, "যদি তুমি আমাদের সঙ্গী হয়ে থাক, তাহলে তুমি জাহাজ ছেড়ে এখানে এসে খুব ভূল করেছ। অল্পক্ষণ পরে প্রভাতের সূর্যালোকে তুমি এখানকার প্রতিটি শিলা খন্ডের পেছনে তীরন্দাজদের অপেক্ষামান দেখতে পাবে।"

সাদ বললো, "সূর্যোদয়ের আগে আমরা অনেক কিছু করার চিন্তা করতে পারবো।"

লোকটি বললো, "এখন সম্ভবত সকালে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। আমি ডুবন্ত জাহাজ থেকে নৌকা যোগে এখানে পৌছেছি। শত্রু দল আমাদের প্রতীক্ষায় ছিল। পাঁচ জন সঙ্গীর মৃতদেহ এখানে ছেড়ে আমি এগিয়ে শিলা খন্ডের ওপর উঠে দেখতে পেলাম, অসংখ্য সৈন্য চারদিকে টহল দিচ্ছে। তারপর অনেক সময় পর্যন্ত আমি একটি গর্তের ভেতরে পড়েছিলাম। নৌকাটিকে আমার শেষ আশা ভরসার সম্বল মনে করে এদিকে এসেছিলাম। কিন্তু তারা দুজন প্রহরীকে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের কোন দিকে যাবার উপায় নাই।"

সাদ বললো, "এখন এ দুজন প্রহরীর কবল থেকে উদ্ধার প্রাপ্তি আমাদের প্রথম কাজ। আমি একটি ফন্দি এঁটেছি। আপনি আক্রমনের জন্য তৈরী হোন।"

এ কথা বলে সাদ তরবারী কোষ মুক্ত করল এবং নৌকা থেকে সামান্য দূরে সরে গিয়ে আহত লোকের মত কাৎরাতে শুরু করল।

শিলা খন্ডের ওপর থেকে একজন প্রহরী তার সঙ্গীকে বললো "ওই শোন, এখনও কোন

www.pathagar.com

কমবখত বেঁচে আছে।"

সাদ কাৎরাতে কাৎরাতে উচ্চস্বরে বললো, " পানি।"

প্রহরীরা বললো, "থামো, এক্ষুণি তোমাকে পানি পান করাচ্ছি।"

একথা বলে দুজন প্রহরী দ্রুত গতিতে শিলা খন্ড থেকে নেমে এল। সাদ নিরব হয়ে গেল। প্রহরীরা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো পরীক্ষা করে দেখছিল। সাদ ও তার সঙ্গী প্রহরীদের ওপর অতর্কিত হামলা করে দিল। চক্ষের পলকে দু প্রহরীর লাশ মাটিতে ছটফট করছিল।

দুজন প্রহরীকে হত্যা করার পর সাদ ও তার সঙ্গী কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চার দিকে তাকাল। দূর্গের দিক থেকে হৈ চৈ এর শব্দ ভেসে আসছিল। সঙ্গী সাদকে জিজ্ঞেস করল, "এখন আপনার কি ইচ্ছা?"

সাদ জবাবে বললো, "আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আমি দূর্গে প্রবেশ করার কথা চিন্তা করছিলাম। এখন আমার মনে হয়, আপনিই আমার পরিচালক।"

লোকটি বললো, "আমরা দুজনেই আল্লাহর পরিচালনার মুখাপেক্ষী। শত্রু সৈন্য দূর্গের চারদিক ঘিরে রেখেছে। উপ-সাগর তাদেরই জাহাজের দখলে। চারদিকের শিলা খন্ড ও পর্বত গুলোতে তাদেরই পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ পাহারা দিচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কোন উপায়ে যদি আমরা দুর্গ প্রাচীরের নিকটে যেতে পারি তাহলেও শত্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের পক্ষে দূর্গে প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। যদি নৌকাটিকে ঠেলে পানিতে নেবার চেষ্টা করি তবু সুর্যোদয়ের আগে আমরা বেশী দূরে যেতে পারবো না। সকালে নৌকাটি এখানে না পেয়ে তারা অবশ্যই আমাদের তালাশ করতে শুরু করবে।

কিছুক্ষণ আগে আমি ভেবেছিলাম যে, নৌকার সাহায্যে পশ্চিমে গিয়ে উপকূলে অবতরণ করবো এবং তারপর স্থল পথে চলতে শুরু করব। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে, ওটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। তাই এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করা। এখান থেকে চল্লিশ ক্রোশ দূরে আমাদের সেনানিবাস। যদি কোন উপায়ে সেখানে পৌছে দূর্গের অবস্থা সম্পর্কে তাদের খবর দিতে পারি তাহলে সম্ভবত দূর্গের সৈন্যগণকে রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে।"

সাদ বললো, "চলুন, তাহলে আর দেরী করবেন না।"

লোকটি বিনা বাক্য ব্যয়ে সাদের আগে আগে চলতে শুরু করল। কিন্তু কিছু দূর যাবার পর সাদ অনুভব করল যে, লোকটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। সে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বললো, "আপনি কি আহত?"

লোকটি জবাবে বললো, "জ্বলন্ত জাহাজ ছেড়ে যে সময় আমি নৌকায় নেমে আসছিলাম সে সময় দুশমনদের একটি তীর এসে আমার পায়ে বিঁধে যায়। একজন সঙ্গী ওটা বের করেছিল। এখন সেখানে ব্যথা অনুভব করছি। কিছু দূর হাঁটার পর ঠিক হয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

একটি বড় শিলা খন্ডের কাছে গিয়ে সাদ তার সঙ্গীকে ঐখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে শিলাটির ওপর উঠে গেল এবং চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। তার পর নীচে নেমে এসে বললো, "চলুন।"

প্রায় দেড় মাইল চলার পর সঙ্গীর শ্লথ গতি দেখে সাদ অনুভব করলো, লোকটি বেশ আহত এবং তার হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর লোকটি নিজেই বললো, "আমার জন্য আপনি বিপদের ঝুঁকি নেবেন না। আমি আপনার সঙ্গে সমতা রেখে হাঁটতে পারছি না। আমাকে এখানেই ছেড়ে দিন। দুজনে প্রাণ হারানোর চেয়ে একজন নিরাপদে চলে যাওয়া অনেক ভাল। আপনি হয়তো সৈন্য বাহিনীর আমীরের নিকটে পৌছে গিয়ে দূর্গটিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারবেন।"

সাদ বললো, "আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। হয়ত বেশী দূর পর্যন্ত পায়ে হাঁটার প্রয়োজন নাও হতে পারে।"

সাদের উৎসাহব্যঞ্জক কথায় সঙ্গী লোকটির সাহস ফিরে এলো এবং সে অতি কষ্টে সাদের সঙ্গে গতির সামঞ্জস্য রেখে চলতে শুরু করল।

প্রভাতের আলো ফুটে উঠছিল। আধ মাইল যাবার পর একটি উপত্যকায় শত্রু সৈন্যের বিশাল শিবির দেখা গেল। তাদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের গোপন করার জন্য সাদ ডান দিকে ঘুরে গেল এবং টিলা ও পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বন্ধুর পথে অগ্রসর হল। সূর্যের আলো বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে সাদের চলার গতিও বাড়ছিল। সাদ ফিরে সঙ্গীর দিকে তাকাল। তার চেহারা অত্যন্ত আকর্ষনীয় ছিল। বয়সে সে সাদের থেকে খুব বেশী বড় নয়। সঙ্গীর নিখুঁত বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের উজ্জল গৌর বর্ণ এবং সন্ধানী দৃষ্টি সাদকে মুগ্ধ করল।

সে বললো, "আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আর কিছু দূর যেতে পারলেই আমরা বিপদ সীমার বাইরে চলে যাবো। দেখুন, আল্লাহ কিভাবে আমাদের সাহায্য করেন। রাত্রিতে দুশমন অত্যন্ত সতর্ক ছিল। অথচ এখন তারা খুবই উদাসীন।"

সঙ্গী শুস্ক ঠোঁটে জিহ্বা বুলিয়ে নিয়ে বললো, "এখন তাদের মনোযোগ দূর্গের প্রতিই নিবদ্ধ রয়েছে। তবুও মরু অঞ্চলে না পৌছা পর্যন্ত নিজেদের নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। পানির পিপাসা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আমি শুনেছিলাম, দূর্গ থেকে পশ্চিম দিকে কিছু দূরে পানির একটি ঝর্ণা আছে। সম্ভবত তা এখান থেকে বেশী দূরে হবে না। যদি দু এক ঢোক পানি পান করতে পারি তাহলে আরও অনেক দূর পর্যন্ত আপনার সঙ্গে চলতে পারবো।"

হঠাৎ একটি আওয়াজ শূনে উভয়ে উৎকর্ণ হল। সাদ চঞ্চল কণ্ঠে বললো, "আমার মনে হচ্ছে এটা উটের মুখের শব্দ। আপনি এখানেই দাঁড়ান। আমি দেখছি।"

সাদ একটি উঁচু টিলার ওপর উঠে গেল এবং তার সঙ্গী একটি পাথরের আড়ালে বসে রইল। সাদ অল্পক্ষণ পরে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বললো, "আসুন, আমি আপনার জন্য

www.pathagar.com

পানি ও সওয়ারীর বন্দোবস্ত করে এসেছি। এ টিলাটির অপর পাশেই পানির ঝর্ণা। সেখানে একটি লোক উটের পিঠে পানি বোঝাই করছে। আমরা আরও একটু আগে পৌছতে পারলে তাকে টিলার মাঝখানে সংকীর্ণ পথে ধরে ফেলতে পারতাম। এখন হয়তো সামনে এগিয়ে গিয়েছে। আমাদের পরবর্তী কোন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।"

কিছুক্ষণ পর সাদ ও তার সঙ্গী একটি সংকীর্ণ পথের মোড়ে পৌছল। পথটি ঝর্ণা পর্যন্ত গিয়েছে। সাদ তার সঙ্গীকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে পূনরায় টিলার উপরে উঠে গেল। ঝর্ণা থেকে উটের একটি নতুন কাফেলাকে রওয়ানা হতে দেখে সে তার সঙ্গীকে হাতের ইশারা করে নীচে নেমে এল।

"দুজন লোক চারটি উট নিয়ে আসছে।" সাদ ধনুকে তীর সংযোজন করতে করতে বললো।

সঙ্গী তরবারী বের করে বললো, " ঝর্ণার কাছে কতজন লোক রয়েছে?"

"পনর বিশ জন হবে। উটের সংখ্যা তাদের দ্বিগুন হতে পারে। কিন্তু ঝর্ণা এখান থেকে অনেক দূর। দ্বিতীয় কাফেলা আসার আগে আমরা অন্তত আধ মাইল চলে যাবো। এখন পথ দেখানো আপনার কাজ।"

আল্লাহ যদি আমাদের জন্য সওয়ারী পাঠান তাহলে পথ দেখাবার ব্যবস্থাও করবেন। মরুভূমিতে এদের চাইতে উত্তম পথ প্রদর্শক আর কেউ নয়। আমরা উটের সঙ্গে সঙ্গে লোক গুলোকে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।"

একটু দূরে দুজন লোকের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে সাদ ও তার সঙ্গী রাস্তার পাশে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল। একটি মরুবাসী লোক নাকের রশি ধরে উটের আগে আগে চলছিল। দ্বিতীয় লোকটি পেছনে ছিল। পেছনের লোকটি পথের মোড়ে আসা মাত্রই সাদের সঙ্গী হঠাত বের হয়ে লোকটির বুকে তরবারীর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ চেপে ধরল আর সাদ সামনের লোকটির দিকে তীর সোজা করে বার্বারী ভাষায় বললো, "থামো।"

সে চমকে উঠে পেছনের দিকে তাকাল এবং ঘাবড়ে গিয়ে উটের রশিটি হাত থেকে ছেড়ে দিল।

সাদ বললো, "উটের রশি হাতে নাও এবং ডান দিকে চল। পালাতে কিংবা চীৎকার করতে চেষ্টা করলে মারা যাবে। খঞ্জরটি আমার হাতে দিয়ে দাও। জল্‌দী কর।"

বার্বারী তার সঙ্গীকে তারই মত বিপদগ্রস্ত দেখতে পেয়ে হুকুম তামিল করল এবং খঞ্জরটি সাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে উটের নাকের রশিটি হাতে নিল এবং ডান দিকে চলতে শুরু করল।

সাদ ও তার সঙ্গী ওদের ধমক দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে উটগুলো দ্রুত চালাবার জন্য তাদের বাধ্য করছিল। একটি বন্ধুর পথে তিনশো গজের মত চলার পর একটি টিলার আড়ালে গিয়ে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

www.pathagar.com

বার্বারীগণ সাদের আদেশে উটগুলোকে শুইয়ে দিল এবং সাদ তার সঙ্গীকে পানি পান করে নিতে বললো।

"আমাদের খুব তাড়াতাড়ি চলা দরকার। মোশকের মুখ খোলা ও বন্ধ করা বেশ সময়ের প্রয়োজন। আমি আরও কিছু দূর যাবার পর পানি পান করব।"

সাদ বলল, "চার উটের পিঠে আমাদের প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী পানি রয়েছে, কিছু কমিয়ে নিলে হয় না?"

"না, অতিরিক্ত পানি উটগুলোর দরকার হবে। আমাদের সফর হয়তো দীর্ঘও হতে পারে।"

সাদের সঙ্গী বার্বারীদের লক্ষ্য করে বললো, "দেখ, যদি তোমরা শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর, তাহলে তোমাদের জীবন রক্ষা পাবে। আমরা আমীর ইউসুফের সৈন্য শিবিরে যেতে চাই। যদি তোমরা সে পর্যন্ত আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও তাহলে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এ উটগুলোও ফিরে পাবে। আর যদি আমাদের ধোঁকা দিতে বা পালাতে চেষ্টা কর, তাহলে মারা যাবে।"

একজন বার্বারী বললো, "আমরা সর্দারের আদেশে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করেছিলাম। যদি আপনি ওয়াদা করেন যে, মুরাবিতীনের আমীরের কাছে আমরা আশ্রয় পাবো তাহলে আমরা আপনাদের সঙ্গে যাবো।"

"আমি ওয়াদা করছি। তোমরাও উটের ওপর সওয়ার হয়ে যাও এবং আমাদের আগে আগে চল।"

এ কথা বলে সে সাদকে লক্ষ্য করে আরবী ভাষায় বলল, "আপনি সতর্ক থাকবেন। এদের ওপর ভরসা করা যায় না।"

সাদ একটি উটের পিঠে লাফিয়ে উঠে বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার একটি তীরও ব্যর্থ হবে না।"

৫

প্রায় তিন ক্রোশ পথ চলার পর সাদ ও তার সঙ্গী উট থেকে নেমে একটি মোশক খুললো এবং পানি পান করে আবার উটের ওপর সওয়ার হয়ে গেল। সাদের সঙ্গী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "এখন আমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। দূর্গের সৈন্য বাহিনী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। যদি শত্রুদল দূর্গটি দখল করে ফেলে তাহলে মরু অঞ্চলে যুদ্ধরত আমাদের সৈন্য, রসদ ও সাহায্য প্রেরণের পথ বিপজ্জনক হয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

সাদের প্রশ্নের উত্তরে তার সঙ্গী বললো, "আমি মুরাবিতীন নৌ বাহিনীর একজন অফিসার। আমি দুটি জাহাজসহ ভূমধ্য সাগরের একটি দ্বীপে ডাকাত দলের এক আড্ডায় হামলা করে তাদের একটি জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের অপর একটি জাহাজ জ্বালাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু হঠাত লুণ্ঠনকারীদের আরও চারটি জাহাজ এদিকে এসে যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে চলার হুকুম দিলাম।

দূর্গ রক্ষার জন্য দুটি জাহাজ রেখে গিয়েছিলাম। আশা করেছিলাম যে, ফিরে এসে সেখানে পৌছতে সক্ষম হলে সহজে দুশমনদের দমন করতে পারবো। দূর্গটি বেশী দূরেও ছিলনা। কিন্তু দুশমনদের তাড়া থেকে আত্মরক্ষা করে উপকূলের নিকটে এসেই জানতে পারলাম যে, তাদের অন্য কয়েকটি জাহাজ আমাদের জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়ে উপ-সাগরটি দখল করে নিয়েছে। তখন আমাদের এগিয়ে যাবার অথবা পেছনে হটে যাবার কোন পথই ছিল না। আমাদের পেছনে ধাওয়াকারী পাঁচটি জাহাজও নিকটে এসে গিয়েছিল। অগত্যা জয়-পরাজয়ের কোন পরোয়া না করে আমি উপ-সাগরের নিকটে জমায়েত জাহাজ গুলোর ওপর আক্রমণ করলাম এবং শত্রুদের দুটি জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমরা চারদিক থেকে তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছি।

অল্পক্ষণ পর আমাদের একটি জাহাজে আগুন ধরে গেল। আমি অন্ধকারে নিজের জাহাজটিকে অন্য দিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু জ্বলন্ত জাহাজের অগ্নি শিখা দুশমনদের জন্য মশাল হয়ে গেল। তারা আমার জাহাজেও আগুন ধরিয়ে দিল। তখন আমি আমার জ্বলন্ত জাহাজটিকে ঘুরিয়ে নিকটতম শত্রু জাহাজের সঙ্গে ঠোকর লাগিয়ে দিই। শত্রু দল চেষ্টা করেও তাদের জাহাজটিকে আগুনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না। তাই উভয় জাহাজের মাল্লারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। গোলমালের ভেতর আমি কয়েকজন সঙ্গী সহ অন্ধকারে একটি নৌকা নিয়ে উপকূল পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হই। কিন্তু শত্রুদল সেখানেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমার সঙ্গীদের লাশ আপনি দেখেছেন। তাদের চার জন উত্তম জাহাজ চালক ছিল। যেহেতু দুশমন জল-স্থলে সর্বত্র অত্যন্ত তৎপর ছিল, সে জন্য আমার বিশ্বাস, আমাদের অপরাপর সঙ্গীদের মধ্য থেকে যারা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে উপকূল পৌছে ছিল তাদের মধ্যে কেউ সম্ভবত জীবিত নেই। যদি আল্লাহ আপনাকে না পাঠাতেন, তাহলে সম্ভবত আমিও এতক্ষণে মওতের নিকটবর্তী হয়ে যেতাম। আমি যদি ভুল না করে থাকি তাহলে আমার বিশ্বাস, আপনি স্পেনের বাসিন্দা।"

সাদ জবাবে বললো, "আপনার অনুমান ঠিক। আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি। সৌভাগ্যবশত আমি সাবতা থেকে আগমনকারী একটি জাহাজে ভ্রমনের সুযোগ পেয়েছিলাম। অন্যথায় স্থল পথে এসে আমীর ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাত করার সংকল্পও আমার ছিল।"

সাদের সঙ্গী অনুভব করছিল যে, এ যুবক গ্রানাডার সুরম্য শহর ছেড়ে অহেতুক এ

www.pathagar.com

কষ্টকর স্থানে আসেনি। তবুও সাদকে সে সরাসরি এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত বিবেচনা করেনি।

দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত তারা উটগুলোকে খুব দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। জন মানবহীন মরুভূমিতে কখনও কখনও মরুদ্যান পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এ সব মরুদ্যানের বাসিন্দাদের বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কোন কিছুর প্রতি সাদের সঙ্গী আস্থাশীল ছিল না। এ জন্য সে এ সব মরুদ্যানের লোকালয় গুলো থেকে বেশ দূরত্ব রক্ষা করে চলছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে তারা যখন একটি লোকালয় থেকে একটু দূরত্ব রক্ষা করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তখন সাদ তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি শিবিরের সঠিক স্থান চেনেন?"

"না, তবে আমি এতটুক জানি যে, আমরা যেদিকে যাচ্ছি ঠিক সে দিকেই শিবির রয়েছে।"

এ কথা বলে সঙ্গী বার্বার কয়েদীদের ডেকে বললো, "দেখ, তোমরা যদি আজ রাত্রিতে আমাদের শিবিরে পৌছে দিতে পাব তাহলে অনেক পুরস্কার দিব।"

একজন বার্বার জবাব দিল, "যদি আপনাদের সৈন্যগণ স্থান পরিবর্তন না করে থাকে, তাহলে আশা করছি আজ সূর্যাস্তের কিছু পরেই আমরা সেখানে পৌছে যাবো।"

সাদ সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, "আমার মনে হয় আক্রমণকারীদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে। আপনি কি বলেন?"

সঙ্গী বললো, "আমি তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বেশী চিন্তিত নই। তারা মনে করেছে, আমাদের সৈন্যবাহিনী অন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত রয়েছে তাই কোন সাহায্য পৌছার আগেই তারা দূর্গটি দখল করে নেবে। যদি দূর্গ রক্ষক দুদিন পর্যন্ত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করে রাখতে পারে, তাহলে আমাদের সাহায্যকারী সৈন্য বাহিনী সেখানে পৌছে যাবে। তখন তুফানের সামনে গাছের শুকনো পাতার যে অবস্থা হয় তাদেরও সেই অবস্থাই হবে।"

সাদ বললো, "মরুবাসী লোকেরা এতগুলি জাহাজ কি করে সংগ্রহ করল তাই আমি ভেবে পাচ্ছিনা।"

আগন্তুক বললো, "আপনি যে কয়টি জাহাজ দেখেছেন সেগুলো শত্রু নৌবহরের সামান্য অংশ মাত্র। ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের নৌবহর এসব লুণ্ঠনকারীদের সাহায্য করছে। অনেক খৃষ্টান শাসনকর্তাও নানা উপায়ে তাদের সাহায্য করে। তারা সবাই আফ্রিকার মুসলিম জাগরণকে ভয়ের চোখে দেখছে। আমার আশংকা হচ্ছে যে, এ সব এলাকায় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হলে রোম, গ্রীস ও উত্তর স্পেনের খৃষ্টান শাসনকর্তাগণ আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে প্রকাশ্য আক্রমণ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। এ জন্যই আমরা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবার আগে এতদঞ্চলে আমাদের অবস্থা সুদৃঢ় করা দরকার বোধ করছি। আমার বিশ্বাস, স্থল ও নৌ-পথে একসঙ্গে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু পক্ষ পরখ করে দেখছে যে আমরা

www.pathagar.com

উপকূল অঞ্চল সংরক্ষণের মত শক্তিশালী কি না। যদি বিদ্রোহী গোত্রগুলো দুর্গ দখল করে নিতে পারে, তাহলে উত্তরাঞ্চলের দেশগুলোর খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে তাদের রসদ ও সাহায্য আসার পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, " এ সব বিদ্রোহী গোত্রগুলির মধ্যে কি মুসলমানও আছে।"

"হ্যাঁ, কতগুলো নামধারী মুসলমান গোত্রও এদের সঙ্গে শামিল রয়েছে। এসব গোত্রের সর্দার ও শেখগণ আফ্রিকায় ইসলামী শক্তির প্রতিষ্ঠাকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে। তাই আমরা এ মুসলমানদের অমুসলমানদের চাইতে কম ক্ষতিকারক মনে করিনা।"

৬

রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। ক্লান্ত উটগুলো পা ফেলছে ধীরে ধীরে। ক্ষুধা আর শ্রান্তিতে চুর হয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র কাফেলা। আচম্বিতে একটি বালিয়াড়ি পার হতেই আলো দেখা গেল। বারবারি কয়েদী বলল, "নিন, আপনাদের মঞ্জিল এসে গেছে। বস্তির ওপাশেই ফৌজি ছাউনী।"

ওরা বস্তি এক দিকে রেখে খর্জুর বীথি পেরিয়ে হতবাক হয়ে গেল। ফৌজ দূরের কথা ক্ষুদ্র কাফেলারও চিহ্ন নেই। দ্বিধা জড়ানো চোখে অন্ধকারেই একে অপরের দিকে চাইতে লাগল। সাদ ধনুকে তীর জুড়তে জুড়তে আরবী ভাষায় বললো, "সাবধান! এরা সম্ভবত, আমাদের ধোকা দিয়েছে।"

সাদের সংগীটি কয়েদীদের দিকে ফিরে ঝাঁঝের সাথে বললো, "তোমরা আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছ? ছাউনী কোথায়?"

এক কয়েদী পেরেশানী চেপে বলল, "আমরা জানি, পাঁচ দিন পূর্বেও এখানে ছাউনী ছিল। নীচে নেমে দেখুন ছাউনীর কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে। আর না হয় বস্তির লোকদের জিজ্ঞেস করুন, সৈন্যরা কোথায় গেছে হয়তো বলতে পারবে।"

"যদি আমাদের কিছু হয় তোমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।" বলে সাদ সংগীর দিকে ফিরলো। "আপনি আশপাশটা চক্কর দিয়ে দেখুন। আমি এদের খেয়াল রাখছি।"

হঠাৎ এক দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল, "কে?"

এদিক থেকে প্রতি জবাব না পেয়ে আওয়াজ আরো বুলন্দ হল, "কে ওখানে? কথা বলছনা কেন?" সাথে সাথে কয়েকজনের সম্মিলিত কণ্ঠ ভেসে এল।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কার সাথে কথা বলছ?"

সাদের সংগী বললো, "সৈন্যরা যাবার সময় ছাউনী বিলকুল খালি করে গেছে, তা

www.pathagar.com

হতেই পারে না। রোগী, যখমী এবং পাহারাদাররাতো থাকবে কমপক্ষে।"

বারবারী কয়েদী অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, "এখনো কি মনে করছেন আমরা আপনাদের ধোকা দিচ্ছি?"

"না, সাদের সংগী নিশ্চিত হয়ে কয়েক কদম এগিয়ে এলেন। পরস্পর বিতর্ককারী সৈন্যদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "এখানেই কি মুরাবিতীনের সেনা ছাউনী।"

"তোমরা কারা? ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক।" ওপক্ষ থেকে জবাব এল।

"আমরা একটা জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছি।"

মুহূর্তের মধ্যে আট দশজন লোক তাদের ঘিরে ফেলল। একজন প্রশ্ন করল, "তোমরা কোথেকে এসেছ?"

সাদের সংগী ওদের কথার জবাব না দিয়ে বললো, "তোমরা কেউ সিয়ার বিন আবু বকরকে চেন?"

এক পাহারাদার অবাক কণ্ঠে বলল, "নৌ প্রধান সিয়ার বিন আবু বকর? খোদার কসম! আপনার কণ্ঠ শুনেই আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু এ সময় আপনি এখানে আসবেন তা কল্পনাও করতে পারিনি।"

"আমীর ইউসুফ কোথায়?"

"গত পরশু পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আজ শুনেছি এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে তাঁরা বিশাল এক দুশমন বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। দশ পনর জনকে বন্দীও করা হয়েছে। খুব সম্ভব এক দুদিনের মধ্যেই এখানে ফিরে আসবেন।"

"তোমরা এখানে কজন?"

"শ তিনেক যখমী এবং রুগী রয়েছে।"

সাদ এবং নৌ প্রধান উট থেকে নেমে ওদের অনুগমন করলেন। ক্যাম্পে ঢুকতেই দুজন মশালবাহী নৌ প্রধানের দুপাশে এসে দাঁড়াল। তিনি ক্যাম্পের সেনাপতির সাথে কথা বলতে লাগলেন। সাদ ধারণাও করতে পারেনি তার সফর সংগী ইউসুফ বিন তাশফীনের চাচাতো ভাই। তিনি নিঃশব্দে মশালের টিম টিমে আলোয় তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সিয়ার বিন আবু বকর ক্যাম্পের সালারকে বললেন, "এ মুহূর্তে ইউসুফ বিন তাশফীনের কাছে পৌঁছা অত্যন্ত জরুরী। ঘোড়া তৈরী করুন। পথ ঘাট চেনে এমন চারজন লোকও আমার সাথে যাবে। এ ফাঁকে খাবারের ব্যবস্থা করুন। যা কিছু আছে তাই নিয়ে আসুন, বাড়াবাড়ির দরকার নেই। আমাদের সময় অত্যন্ত মূল্যবান।"

এরপর সাদের দিকে ফিরে বললেন, "আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। আমার মঞ্জিল আরো অনেক দূরে।"

"না, আমিও আপনার সাথে যাব। আপনিই বরং বিশ্রাম করুন। আমি আমীরকে সংবাদ পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আশংকা হচ্ছে, বেশী সফর করলে আপনার যখম মারাত্মক হতে

www.pathagar.com

পারে।"

সিয়ার বিন আবু বকর মৃদু হেসে বললেন, "যখমের কথা তো আমার মনেই ছিল না।"

খেজুর, বজরার শুকনো রুটি এবং পনির সহযোগে আহার সেরে তারা আবার সফরের জন্য তৈরী হলেন। ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার পুর্বে সিয়ার বিন আবু বকর বারবারী কয়েদীদের সম্পর্কে সালারকে বললেন, "এরা তিন দিন এখানে মেহমান থাকবেন। তিন দিন পর সসম্মানে তাদের বিদায় করবেন। উট ছাড়াও আমাদের পক্ষ থেকে একটি করে ঘোড়া এবং পঞ্চাশটি করে স্বর্ণমুদ্রা এনাম দেবেন। তবে অবশ্যই তিন দিন এখানে রাখতে হবে।"

৭

ফজরের খানিক পর সিয়ার বিন আবু বকর ছাউনীতে ঢুকেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন। সাদ তার অনুসরণ করল। সাথে সাথে তাদের পাশে জমায়েত হল কজন সিপাই।

নৌ প্রধান হাত তুলে তাদের সালামের জবাব দিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আমীর ইউসুফ কোথায়?"

"আসুন! তিনি তাবুতে।" একজন সিপাই বলল।

সিয়ার বিন আবুবকর সাদকে সাথে নিয়ে সৈন্যটির অনুগমন করলেন। সাদের হৃদয়ে চলছিল তুমুল আলোড়ন। আফ্রিকার মহামানবের বিভিন্ন ছবি তার কল্পনার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সিপাহীটি একটি প্রশস্ত তাবুর কাছে থামল। দরজার পর্দা তোলাই ছিল। তাঁরা দুজন ভিতরে প্রবেশ করলেন।

আমীর ইউসুফ খেজুর পাতার বিছানায় বসে লেখককে দিয়ে কিছু লেখাচ্ছিলেন। সিয়ার সালাম দিলেন। সালামের জবাব দিয়ে মাথা তুললেন আমীর। চকিতে দৃষ্টি পড়ল চাচাতো ভাইয়ের দিকে। তাঁর চেহারার সরলতা ও নম্রতা ছাড়াও অসাধারণ গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্ব খেলা করছিল। তার দৃষ্টি ছিল গভীর ঘুম থেকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলা সিংহের মত। "আমীর। আমি বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।" সিয়ার বললেন।

"সাগরের পরিবর্তে তুমি ডাংগায় এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর কি হতে পারে? ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কি হয়েছে জলদি বল।"

সিয়ার বিন আবুবকর সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বললেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে কথা শুনছিলেন মুরাবিতীনের আমীর। সাদ এতটা আশা করেনি। তাঁর প্রশস্ত চেহারায় উদ্বেগের হঠাৎ ছিল না। তিনি যখন তাঁর চাচাতো ভাইকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন সাদের মনে

www.pathagar.com

হয়েছিল সাগরের শান্ত জলরাশির গহীনে ঘুরপাক খাওয়া একটি পানির ঘূর্ণি গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। যখন তিনি খিমার বাইরে গম্ভীর কণ্ঠে সালার এবং সিপাইদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, সে অনুভব করছিল যিন্দেগীর সকল ব্যস্ততা এই দরবেশ শাসকের গোটা অস্তিত্ব দখল করে নিয়েছে। সুন্দর যে দুচোখে খানিক পূর্বে স্নেহ প্রীতি আর ভালবাসার স্রোত বইছিল সেখানে এখন বিদ্যুতের অমিত তেজ। একটু পরে পাঁচ হাজার সওয়ার তার হুকুমের ইন্তেজার করতে লাগল। পদাতিক সৈন্যদেরকে সামনের তাবুতে গিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলা হল। সিয়ারকে বললেন, "তুমি যখমী, এখানেই বিশ্রাম কর।"

"আমার যখম অত্যন্ত মামুলী। এখন তো টেরই পাই না।"

সিয়ার বিন আবুবকর পুর্বেই সাদের পরিচয় করিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমীর তাকে কিছু বলছেন না দেখে আবার বললেন, "আমাদের সাথে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য ও গ্রানাডা থেকে এসেছে।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "নওজোয়ান, তুমি যে ময়দানে পা রাখতে চাইছ তা অনেক প্রশস্ত। বাহুর শক্তি পরীক্ষার জন্য অনেক সময় পাবে। কিন্তু এখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। চেহারা বলছে তুমি খুব ক্লান্ত।"

"আপনার হুকুম তামীল করা আমার জন্য জরুরী," বলল সাদ "কিন্তু আপনার সাথে যেতে আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে। হায়! আমার চেহারায় যদি হৃদয়ের আবেগ ফুটে উঠতো।"

আমীর ইউসুফ একজন সালারকে ডেকে বললেন, "একে ভাল জাতের একটি ঘোড়া দাও।"

খানিক পর নাকাড়া বেজে উঠলো। পাঁচ হাজার আত্মত্যাগী সৈনিক অশ্ব পদাঘাতে উথিত ধূলিকনার চাদরে তাদের ঢেকে ফেলল। সাদ বিন আবদুল মুনীম ছিল আফ্রিকার ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে। আল্লাহ আশাতীত ভাবে তার সামনে খুলে দিয়েছে জিহাদের দুয়ার। তার কানে বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ইউসুফ বিন তাশফিনের কণ্ঠ, "তুমি যে ময়দানে পা রেখেছো তা অনেক প্রশস্ত।" অতীতের পর্দা ছিড়ে সে আরবদের কল্পনা করছিল, যারা নিরস মরু প্রান্তর থেকে বেরিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সে মুসলিম বিশ্বের জন্য কোন খালিদ তারিকের আগমন প্রার্থনা করেছিল। সে তাকে বলবে আমি তোমাদের ফৌজের একজন সৈনিক। আমি এতসব সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছি শুধু তোমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য।"

আমীর ইউসুফ বিভিন্ন সেনাদলকে জরুরী নির্দেশ দেয়ার জন্য কয়েকবার তাকে অতিক্রম করলেন। তার মনে হল এই কি সেই ঘোড়সওয়ার, তারিককে স্মরণ করার জন্য আল্লাহ যাকে বাছাই করেছেন? এই কি সেই মুজাহিদ, যিনি হবেন স্পেনের মুসলমানদের মুক্তির দিশারী। তারিক যেমন রডারিকের বিরুদ্ধে তরবারী ধরেছিলে এ ব্যক্তিও কি তেমনি আলফানসুর বিরুদ্ধে তরবারী উঠাবেন। ও বুঝতে পেরেছিল আফ্রিকায় আমীরের কাজ অনেক। আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। শুধু স্পেনেই ন বরং ক্রুশের নীচে সমবেত হওয়া ইউরোপকেও তিনি শায়েস্তা করতে পারেন।

www.pathagar.com

৮

হামলাকারীরা কিল্লায় চূড়ান্ত আক্রমণ করেছে। কিল্লার মুহাফিজ তিন তিনবার ওদের কিল্লার চারদেয়াল থেকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। ওরা তৃতীয়বার হামলা করেছিল রাতের শেষ প্রহরে। সিঁড়ি বেয়ে কজন কিল্লায় ঢুকেও পড়েছিল। কিন্তু এখনো কিল্লা দখল করতে পারেনি। সৈন্যরা প্রাণপন যুদ্ধ করে ওদের হটিয়ে দিয়েছিল। এতে একশো জনের মধ্যে কিল্লার চল্লিশ জন সৈন্যই শহীদ হয়েছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ওদের শেষ হামলার সময় ষাটজনের একজনও ভাবেনি আজকের সূর্যাস্ত দেখবে। তূনীর তীর শূন্য এমন নৈরাশ্যের মধ্যেও মুহাফিজ হামলা কারীদের ঠেকানোর চেষ্টা করছিলেন।

দক্ষিণের দিগন্তে দেখা দিল ধূলির ঝড়। কিল্লার যখমী সালার বুরুজে দাঁড়িয়ে সৈন্যদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিলেন। চিৎকার দিয়ে বললেন, "সাহস হারিও না। আমাদের ফৌজ এসে গেছে। জান বাজি রেখে লড়াই করো।"

সৈন্যদের ভেতর দেখা দিল নতুন উদ্দীপনা। তারা নেজা, তরবারী আর পাথর দিয়ে হামলা কারীদের রুখতে লাগল।

ধুলোর আস্তরণ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেই মুজাহিদগণ অর্ধ বৃত্তের আকারে কিল্লার তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হামলাকারীদের পদাতিক আর সওয়াররা দক্ষিণের ঢালে ছাউনী পাহারা দিচ্ছিল। ভয়ে ওরা সাগর তীরের পাহাড় ও টিলার দিকে ফিরে যেতে লাগল। মুরাবিতীনের অর্ধেক ফৌজ ঘোড়া থেকে নেমে কিল্লার আশপাশের বালিয়াড়ি ও পাথরের আড়ালে ব্যূহ রচনা করলো। কজন রইলো ঘোড়াগুলোর দেখাশুনায়। বাকীরা ছুটলো পলায়নপর দুশমনের পিছনে। হামলাকারীরা এখন জীবন বাঁচাতেই ব্যস্ত। পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে গিয়ে তারা কখনো মুজাহিদদের তীরের আওতায় এসে পড়ছিল। আবার কখনো ছুটে যাচ্ছিল কিল্লার চার দেয়ালের পাশে।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে দেড় হাজার দুশমন নিহত হল। বাকীরা সরে যাচ্ছিল সাগরের দিকে। তাদের জন্য সাগরে পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ অপেক্ষমান। কেউ সাগরে ঝাপিয়ে পড়ে জাহাজে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু অনেকেই তীরের আঘাত থেকে বাঁচতে পারল না। প্রতিকূল অবস্থা দেখে তিনটি জাহাজ মাঝ সাগরের দিকে বেরিয়ে গেল। জংগী কয়েদীরা পরে আমীর ইউসুফকে বলেছিল, এই তিন জাহাজের দুটো ছিল ইটালীর এবং একটি ফরাসী জলদস্যুদের। অন্য জাহাজ দুটি কিল্লা থেকে একটু দূরে উপসাগরের প্রশস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। তারা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া লোকদেরকে নৌকার সাহায্যে উপরে তোলার চেষ্টা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাগরের উভয় তীর কব্জা করে নিল মুরাবিতীনরা। সূর্য ডোবার

www.pathagar.com

খানিক পূর্বে বাকি দুশমন হাতিয়ার সমর্পন করল। গুনতিতে হাজার চারেক। জাহাজ দুটি এবার খোলা সাগারের দিকে চলে গেল।

কিল্লায় ঢুকে মাগরিবের নামাজ পড়লেন ইউসুফ বিন তাশফীন। পাঁচশত সৈন্য কিল্লায় রেখে বেরিয়ে এলেন তিনি। দুশমনদের শূন্য ছাউনীতে উঠলেন। কয়েক হাজার ঘোড়া, উট এবং অঢেল রসদ এল মুজাহিদদের হাতে। কয়েদীদের ব্যবস্থা করা হল ছাউনীর পাশে।

রাতে খাবারের সময় ইউসুফ বিন তাশফীন সিয়ার বিন আবুবকরকে বললেন, "তোমার স্পেনীয় বন্ধু কোথায়? আজকের লড়াইয়ে আমি বিশেষভাবে তাকে লক্ষ্য করেছি। তার একটা তীরও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। ফিরতি পথে এতো আমাদের সাথেই ছিল। এখন কোথায়?"

"এখানে এসেই জমিনের বিছানায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।" সিয়ার বললেন, "ও খুব ক্লান্ত বলে জাগাইনি।"

"আহত হয়নি তো?"

"দেখিনি। ওতো কিছু বলেনি।"

একজন সালার বললেন, "তাঁর আস্তিনে রক্ত দেখে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বললেন মামুলী যখম।"

"সিয়ার!" আমীর ইউসুফ বললেন, "ওর প্রতি তোমার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। এ সব যুবকদেরই আমাদের বেশী প্রয়োজন।"

খাওয়া শেষে পানি পান করে উঠতে উঠতে সিয়ার বললেন, "আমি তাকে দেখছি।"

৯

সাদ গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলো। মশালের আলোয় দেখলো তার চারপাশে বেশ কয়েকজন লোক। একজন ঝুঁকে পড়ে তার জামার আস্তিন উপরের দিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। তিনি ছিলেন মুরাবিতীনের আমীর। সাদ ভীত চকিত হয়ে উঠে বসলো।

ইউসুফ বিন তাশফীন বললেন, "আহা, তুমি শুয়েই থাকো। আমি তোমার ক্ষতস্থান দেখতে চাচ্ছিলাম।"

সাদ একটু লজ্জা জড়িত স্বরে বললো, "ও কিছু নয়, সামান্য আঁচড় লেগেছে।"

আমীর ইউসুফ আঘাত দেখে বললেন, "তবুও আঘাত আঘাতই, তার প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। আমি পটি বেঁধে দিচ্ছি।"

সাদের বহুতে পটি বাঁধার পর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমীর ইউসুফ বললেন, "সিয়ার! তুমি একে সাথে করে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাও। আমি অন্য আহতদের দেখে আসি।"

www.pathagar.com

পরদিন সাঁঝের বেলা মুরাবিতীনের নৌ ঘাঁটিতে দশটি জাহাজ পৌঁছে গেলো।

নায়েবে আমীরুল বাহার সুখবর শুনালেন, "এখান থেকে তিন মাইল দূরে আমরা দুশমনের তিনটি জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছি। একটি জাহাজের গ্রীক ক্যাপ্টেনকে জীবন্ত পাকড়াও করে এনেছি।"

চতুর্থ দিন ফজরের নামাজের পর আমীর ইউসুফ সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে নিজের খিমায় ডেকে এনে বললেন, "নওজোয়ান, তোমার সাথে কথা বলার সুযোগই করতে পারিনি। তোমার আসার কারণ জানা আমার কর্তব্য ছিল। কোনো ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সাদ বললো, "তওহীদের পতাকাবাহীদের ফৌজের একজন সিপাহী হবার সৌভাগ্য লাভ করার চাইতে বেশী কিছু আমি চাই না। আমি চাই, আমার রক্ত ও ঘাম ইসলামী দুনিয়ার প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণে ব্যয়িত হোক, যার বুনিয়াদ আপনি গড়ে তুলেছেন। স্পেনের মুসলমানরা আজ জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত। আমি জানতে এসেছিলাম সামনের সংকট সংক্ষুদ্ধ দিনগুলোয় আফ্রিকায় আমাদের ভাইয়েরা আমাদের কেমন সাহায্য করতে পারবেন। এখানে এসে আমি জানলাম স্পেনের প্রতিরক্ষার লড়াই এখন চালানো হচ্ছে আফ্রিকার ময়দানে। যে সব মুজাহিদ আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের বিজয় কেতন উড়াতে চান তারা এই মহা অভিযান শেষে স্পেনের মুসলমানদের মজলুমী ও অসহায়তা দেখে নিজেদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। সেই অভিযানে আপনার সাথে থাকতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।"

ইউসুফ বিন তাশফীন বললেন, "কিন্তু যদি আমি স্পেনের মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা পছন্দ না করি?"

"আমি বিশ্বাস করি, আলফানসুর তলোয়ার যখন তাদের কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাবে তখন আপনি সাহায্য করতে বাধ্য হবেন। স্পেনের মুসলমান জনসাধারণ আপনার কাছে আবেদন জানাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য। আমি বলছিনা আপনি আফ্রিকায় নিজের কাজ অসমাপ্ত রেখে স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করুন। কিন্তু আফ্রিকায় যখন আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে তখন আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারবো যে, স্পেনই হচ্ছে আপনার পরবর্তী মনজিল। সে সময় পর্যন্ত আমি একজন সিপাহী হিসাবে আপনার পাশে থাকতে চাই।"

ইউসুফ বিন তাশফীন বললেন, "অতি উচ্চ আকাংখা জড়িত করছো আমার সাথে তুমি নওজোয়ান। আমি বলতে পারিনা সেগুলি কতদূর আমি পূরণ করতে পারবো। তবে তোমাকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি, যতদিন আলজিরিয়া থেকে সেনেগাল নদী পর্যন্ত আফ্রিকার জনতা এক পতাকা তলে সমবেত হবে না ততদিন আমি স্থির হয়ে বসবো না। আমি চাইনা রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে আফ্রিকা বাসীরাও একদিন ঠিক তেমনি বিপদের সম্মুখীন হোক যেমন হয়েছে আজ স্পেনের মুসলমানরা। এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য

www.pathagar.com

আমি এমন ধরণের সিপাহী চাই যারা পেটে পাথর বেঁধে লড়াই করতে পারে। সিপাহীদের চাইতে আমার প্রয়োজন এমন সব নিবেদিত প্রাণ দৃঢ় সংকল্প মুবাল্লিগের যারা ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে পারে।"

"জিহাদ ও তাবলীগ উভয়ের জন্য আপনি আমাকে তৈরী পাবেন।"

"আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, আপাতত স্পেনের ব্যাপারে আমি তোমার কাছে কোনো ওয়াদা করতে পারছিনা। অবশ্য আমি দোয়া করতে থাকবো কোনো উপযুক্ত সময় এলে আল্লাহ যেন আমাকে আন্দালুসিয়া সম্পর্কে সঠিক ফায়সালা করার তওফীক দান করেন।"

সাদ বললো, "আপনার কাছে আমার কোনো দাবী নেই। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যতদিন আমি আফ্রিকায় আছি ইসলামের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আপনার সাথে আমার সহযোগিতা হবে শর্তহীন।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "এবার আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই। আমি আশা করি তুমি পরিস্কার ভাষায় তার জবাব দেবে। আমি জিজ্ঞেস করি তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেছো, না কেউ তোমাকে পাঠিয়েছে?"

সাদ জবাব দিল, "এখানে আসার ব্যাপারে আমি গ্রানাডার কাজী আবু জাফরের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু যদি আপনি সন্দেহ করে থাকেন আমি কোনো শাসনকর্তার ইংগিতে এসেছি তাহলে আমাকে নিজের পিছনের সমস্ত ঘটনা বলার অনুমতি দেয়া হোক।"

ইউসুফ বিন তাশফীন বললেন, "তোমার পিছনের ঘটনাবলী তোমার কপালে লেখা আছে। তোমার শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে বাহদুর বাপের রক্ত। তুমি পান করেছো কোনো নেকবখত মায়ের দুধ। তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কোনো মুহতারাম উস্তাদ। তোমার বয়সের একজন নওজোয়ান গ্রানাডার মত শহরের আড়ম্বর ও জৌলুশ ত্যাগ করে যে কারণে এই বিরাণ এলাকায় চলে এসেছে তা শুনতে অবশ্যই আমি আগ্রহী হবো।"

বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথেই কর্ডোভার বিপ্লবের ঘটনাবলী সাদকে স্পেনের জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য করেছিল, সেগুলি সে সংক্ষেপে আমীরের সামানে তুলে ধরলো।

১০

আফ্রিকায় অবস্থান কালে সাদ বিন মুনীম নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ সিপাহী ও সফল মুবাল্লিগ প্রমান করতে থাকলো। কোনো সামুদ্রিক বা স্থল অভিযান শেষ করার পরই সে আফ্রিকার উলামায়ে কেরামের সাথে চলে যেতো প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী অমুসিলম

www.pathagar.com

গোত্রগুলির মধ্যে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে। মরু এলাকায় বসবাসকারী গোত্রগুলির ভাষায় সে দ্রুত ও অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতো।

আফ্রিকায় জিহাদী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার পরও সাদের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসতো যখন প্রবাস জীবনের অনুভূতি তাকে পেরেশান করে দিতো। কখনো নির্জনে বসে বসে সে ভাবতো গ্রানাডার কথা। মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব যেন তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতো। কল্পনার রাজ্যে সে কথা বলতো তাদের সাথে, "তোমরা মনে করছো আমি তোমাদের কথা ভুলে গেছি। না, আমি তোমাদের কথা ভুলিনি। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তোমাদের দেখার জন্য। খুব শিগগিরই এসে যাচ্ছি আমি তোমাদের কাছে।" তারপর তার মনে পড়তো মায়মুনার কথা। তার হৃদয়ের গভীর তলদেশে সূক্ষ্ম, মিষ্টি ও মধুর ধ্বনি গুঞ্জরিত হতো। রাতের নির্জনতায় কোনো বালুর ঢিবির ওপর বসে সে আকাশের আলো ঝলমল তারকারাজির দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতো মায়মুনা হয়তো এই মুহূর্তে এই তারকাগুলির কাছে জিজ্ঞেস করছে, স্পেনের আকাশে কবে উদিত হবে আজাদীর সূর্য? আর শুধু মায়মুনা একাই বা কেন বরং কওমের লাখো লাখো যুবতী কন্যা প্রতি রাতে এই তারকাগুলিকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে কওমের নওজোয়ানরা কবে এই আঁধারের রাজ্যে আজাদীর চেরাগ জ্বালাবে!

কখনো সে ভাবতো কিছু দিনের জন্য আমার ঘরে যাওয়া উচিত। গ্রানাডা সরকার যদি এখনো আমাকে তালাশ করে ফিরতে থাকে তাহলে আমি ছদ্মবেশে সেখানে চলে যেতে পারি। তবে বেশী দিন সেখানে থাকবোনা। আমীর ইউসুফ সানন্দে আমাকে যাবার অনুমতি দিয়ে দেবেন। একথা ভেবে সে উঠলো এবং আমীর ইউসুফের খিমার দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু তাঁর মজলিশে সেনাপতিদেরকে নতুন যুদ্ধ এবং আলেমদেরকে তাবলীগী অভিযানের কথা আলোচনা করতে শুনে তার চিন্তার মোড় ঘুরে গেলো এবং কানে বাজতে লাগলো পিতার এ কথাগুলোঃ "আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের জীবনের চেয়ে বড়।"

সাদ রমজান মাসটি কাটিয়ে দিল সাবতায়। দূর দূরান্তে কয়েকটি মাস কাটিয়ে দেবার কারণে নিজের ঘরের কোনো খবর সে আর পায়নি। আহমদের নামে সে একটি পত্র লিখলো এবং শীরিন বিন আবু বকর গ্রানাডায় একটি বিশেষ দূত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঈদের দুদিন পরে দূত ফিরে এলো। সে দুটি পত্র পেশ করলো। একটি লিখেছিল মায়মুনা এবং দ্বিতীয়টি শায়খ আবু সালেহ। মায়মুনা লিখেছিলঃ

"আমার মুহতারাম,

আহমদ, হাসান ও আমার ভাই ইদ্রিস ঘরে নেই। কাজেই আপনার মুহতারাম আম্মাজানের হুকুমে আমি এ পত্র লিখছি। স্পেনের উলমায়ে কেরামের ব্যর্থতার পর কাজী আবু জাফর গ্রানাডায় ফিরে এসেই স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন শহরের দিকে রওয়ানা করে দিয়েছেন। হাসান সারকাস্টায় ও আহমদ টলেডোয় চলে গেছেন। আপনার আরো কয়েকজন

www.pathagar.com

বন্ধুও বিভিন্ন এলাকায় রওয়ানা হয়ে গেছেন। তারা আমাকে তাদের বিস্তারিত বিবরণ জানায়নি। আমি কেবল এতটুকু জানতে পেরেছি যে তারা স্থানীয় কর্মীদের সাথে করে নিয়ে জনসাধারণকে সামষ্টিক বিপদের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ করবেন। ইদ্রিস ব্যবসায় উপলক্ষে মালাগায় গিয়েছেন। আপনার আম্মাজানের একাকীত্ব অনুভব করে খালাজান আমাকে তাঁর সাথে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের পরে এ দোয়া করেন, "হে আল্লাহ! আমার ছেলেদেরকে ইসলামের পতাকা বুলন্দ করার হিম্মত দাও।" আমিও সব সময় আপনার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করছি। আমার মাত্র একটি অভিযোগ, আপনি নিজের জন্য যে যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন তা আমাদের নাগালের অনেক দূরে। আল্লাহ্ জানেন রাতের মুসাফির কবে আনবেন সুবহে সাদিকের পয়গাম!"–

মায়মুনা।

শায়খ আবু সালেহ নিজের পত্রে গ্রানাডা ও স্পেনের অন্যান্য এলাকার তাজা খবরাখবরের ওপর মন্তব্য করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, মুতামিদের হাতে ইবনে আম্মার নিহত হয়েছেন। টলেডোর অধিবাসীরা তাদের শাসক ইয়াহইয়া জান্নুনের প্রতি ভীষণ বিরক্ত। সেখানে গণ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আলফানসুর সেনাবাহিনী সারকষ্টা, ভ্যালেন্সিয়া ও ইছাবেলার সীমান্তে জমায়েত হচ্ছে। স্পেনের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও হাতাশা ছড়িয়ে পড়ছে। কাজী আবু জাফরের নয়া অভিযানের কামিয়াবীর তেমন কোনো সম্ভাবনা আমি দেখিনা। স্পেনের জ্ঞানী বিচক্ষণ লোকেরা মনে করছেন এখন একমাত্র আফ্রিকার মুরাবিতীনরাই তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে। কাজী আবু জাফর কয়েকদিন গ্রানাডায় অবস্থান করার পর টলোডোয় চলে গেছেন। তিনি সম্ভবত এক মাস পরে ফিরে আসবেন। তিনি চাইছিলেন ইতিমধ্যে তুমি তোমার কাজের বিস্তারিত বিবরণ পাঠাবে। তুমি আহমদের কাছে যে পত্রটি লিখেছো সেটি আমি কাজী আবু জাফরকে দেখিয়ে ছিলাম। কিন্তু তিনি খুব বেশী নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলে মনে হয় নি।

www.pathagar.com

টলেডোয় আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম

সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে আফ্রিকার প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন স্পেনের ইতিহাসের আর একটি পাতা ওলটাচ্ছি। ইবনে আম্মারের বড়াই হাস্যাম্পদ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তোশামোদকারীরা একজন উজিরের পরিবর্তে তাকে বাদশাহ নামদার বলে সম্বোধন করতো। সেও তার প্রশংসা করে যারা কবিতা লিখতো তাদেরকে মুতামিদের সভা কবিদের তুলনায় বেশী ইনাম দিতো। মুতামিদের নায়েবে সালতানাত হিসাবে যখন সে মার্সিয়ার শাসনভার গ্রহণ করার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলো তখন তোষামোদকারী বান্ধবদের একটি বিরাট গোষ্ঠীও তার সংগ নিল। দুশ খচ্চরের পিঠে তার বিলাস দ্রব্যাদি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। পথে প্রত্যেকটি বড় শহরে দরবার অনুষ্ঠান করলো। লোকদের অর্থ সম্পদ দিল ও পুরস্কৃত করলো। এ সব দরবারে সে মুতামিদের মতো মূল্যবান ঢিলা শাহী পোশাক ও মনি মুক্তা খচিত টুপি পরতো।

ইছাবেলায় তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোক ছিল। মুতামিদের দরবারের আর একজন কবি ইবনে ফরিদুন তাকে নিজের উন্নতির পথের সবচেয়ে বড় বাধা মনে করতো। ইবনে আম্মারের অনুপস্থিতির সুযোগের সে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলো। ইবনে আম্মারের ক্ষমতালাভের কারণে যারা জ্বলে পুড়ে মরছিল তাদের সবাইকে সে হাত করলো। মুতামিদের মতো আবেগ প্রবণ বাদশাহের মন ইবনে আম্মারের প্রতি বিষিয়ে তুলতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হলোনা। মার্সিয়া থেকে এমন সব খবর আসছিল যা থেকে একথা প্রকাশ পাচ্ছিল যে ইবনে আম্মার তার প্রভূর হুকুম অমান্য করে চলছে এবং মার্সিয়ায় বসে প্রত্যেকটি বিষয়ের ফয়সালা করছে নিজের মর্জিমাফিক।

মার্সিয়ার সাবেক শাসক ইবনে তাহের ছিল ইবনে আম্মারের কয়েদী। নিজের অনুগত করার জন্য ইবনে আম্মার তার কাছে একটি জমকালো পোশাক পাঠালো। ইবনে তাহের ইবনে আম্মারের পাঠানো উপহার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো এবং তার দূতকে বললো, "আমি এমন ব্যক্তির তাবেদার হতে চাইনা যে কাল পর্যন্ত এক টুকরো রুটির জন্য মানুষের প্রশংসা গীতি রচনা করতো।"

ইবনে আম্মারের মতো আত্ম অহংকারীর পক্ষে এধরণের অবমাননাকর কথা অসহনীয়

www.pathagar.com

ছিল। কাজেই সে কসম খেলো ইবনে তাহের তার পদচুম্বন না করা পর্যন্ত সে তাকে মুক্তি দেবেনা।

ভ্যালেনসিয়ার শাসক ইবনে আবদুল আযীয ইবনে তাহেরের পুরাতন বন্ধু ছিল। মুতামিদের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল বড়ই মধুর। কাজেই সে মুতামিদের কাছে পত্র লিখলো। তাতে ইবনে তাহেরের জন্য সুপারিশ করলো। ফলে মুতামিদ ইবনে তাহেরকে মুক্ত করে দেবার জন্য ইবনে আম্মারকে হুকুম দিল। ইবনে আম্মার মুতামিদের এ হুকুমের পরোয়া করলো না। কিন্তু ইবনে তাহের একদিন কয়েদখানা থেকে পালিয়ে ইবনে আবদুল আযীযের কাছে আশ্রয় নিল। ইবনে আম্মার ক্রোধান্ধ হয়ে ইবনে আবদুল আযীযের কুৎসা গীতি রচনা করলো। ইবনে আবদুল আযীযের কাছে এ কবিতা পেঁছে গেলে সে মুতামিদের কাছে অভিযোগ করলো। হঠাৎ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ইবনে আম্মারের বিরুদ্ধে একটি কবিতা লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর জবাবে ইবনে আম্মারও কলম ধরলো। সে লিখলো এমন কবিতা[১] যার পরিণতি হলো তার পতন এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু।

ইবনে আম্মার এ কবিতাটি[২] লিখেছিল ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে বা নেশায় বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে। তবুও সে নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া আর কাউকেই এ কুৎসা মূলক কবিতা শুনায় নি। কিন্তু এই বন্ধুদের একজন ছিল ইহুদী এবং সে ছিল ইবনে আবদুল আযীযের চর। সে এ কবিতা ইবনে আবদুল আযীযের কাছে এবং ইবনে আবদুল আযীয তা

১। মুতামিদের কবিতার কোনো কোনো ছত্রের অর্থ নিম্নরূপঃ "গতকাল পর্যন্তও বনি আম্মার দুটো পয়সার জন্য প্রত্যেক ধনীর পায়ে মাথা ঠেকাতো। তার প্রভূ যদি তাকে দিয়ে দিতো রুটির দুটো মাত্র টুকরো তাহলে তার গৃহে চলতো ঈদের উৎসব। হীন সেবা কর্মের বিনিময়ে লাঞ্ছিত ও অবমাননাকর অবস্থা থেকে উঠিয়ে তাকে বড় বড় পদে বসিয়ে দেয়া হয়।"

২। ইবনে আম্মারের এ কুৎসামূলক কবিতার অর্থ ছিল, "হে মুতামিদ! কওমের মেয়েদের মধ্য থেকে তুমি এমন একজনকে পছন্দ করেছো যে ছিল রেমিকার বাঁদী। আর সে এমন হীন বাঁদী ছিল যে তার মালিক উটের একটি এক বছরের বাচ্চার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দেয়। তোমাকে লজ্জা দেবার জন্য তার পেট থেকে বের হয়ে আসে তিন ব্যভিচারিণী কন্যা ও দুই বদমাশ পুত্র। হে মুতামিদ! তোমার বেইজ্জতিকে আমি সারা দুনিয়ায় মশালের মত উজ্জ্বল করে দেবো এবং তোমার পাপকে লুকিয়ে রেখেছে যে সব পর্দা সেগুলি সব উঠিয়ে দেবো।

www.pathagar.com

মুতামিদের কাছ পৌঁছিয়ে দিল। এখন ইবনে আম্মার ও মুতামিদের মাঝখানে এক দূর্লংঘ প্রাচীর খাড়া হয়ে গিয়েছিল। তোশামোদকারী বন্ধুরা তার পতনের আলামত দেখে তার সংগ ত্যাগ করলো। ইবনে আম্মারের লোক দেখানো বিরাট বিরাট ভোজ সভা ও আয়েশী জীবন যাপনের কারণে মার্সিয়ার অর্থ ভান্ডার খালি হয়ে গিয়েছিল। সিপাহীরা কয়েক মাস থেকে বেতন পাচ্ছিল না। তারা অনন্যোপায় হয়ে ইবনে আম্মারকে হুমকি দিল। এখনই তাদের পাওনাগন্ডা আদায় না করলে তারা তাকে মুতামিদের হাতে সোর্পদ করে দেবে। জনসাধারণ তাকে কর দিতে অস্বীকার করলো। যারা গতকাল পর্যন্ত তার প্রশংসা গীতি গাইতো তারা এখন তার কুৎসা গাইতে শুরু করলো।

ইবনে আম্মারের কর্তৃত্বের নেশা ছুটে গিয়েছিল। সে মার্সিয়া ত্যাগ করে আলফানসুর কাছে পৌঁছে সাহায্যের আবেদন করলো। কিন্তু পতনোন্মুখ প্রাসাদের পতন ঠেকাতে সাহায্য করার প্রবণতা আলফানসুর ছিলনা। সেখান থেকে নিরাশ হয়ে ইবনে আম্মার একের পর এক গেলো স্পেনের বিভিন্ন শাসকদের কাছে। অবশেষে সাহ্‌ল তাকে গ্রেফতার করে দিল মুতামিদের হাতে। এক সময় ছিল যখন ইবনে আম্মার ইছাবেলায় প্রবেশ করতো বাদশাহী জৌলুশ নিয়ে। অথচ এবার প্রবেশ করলো কয়েদী রূপে। তার পোশাক ছিল ছিন্ন ভিন্ন। শিকলের বোঝা বহন করতে করতে তার হাত পা যখম হয়ে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এক সময় যে সব ভক্তের দল আবেগাপ্লুত হয়ে তার হাতে চুমো দিতো তারা এখন তাকে বিদ্রুপ করছিল। যে মস্তকে সে একদিন এক বিঘত উচু মনি মুক্তা ও কারুকার্য খচিত টুপি পরতো সে মস্তক এখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিল।

মুতামিদ তার বাপের মতো চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলনা। সম্ভবত ইবনে আম্মারের অতীতের অবদানের দরুণ সে তাকে মাফ করে দিতো কিন্তু রেমিকা ও তার ছেলেরা ছিল তার খুনের পিয়াসী।

ইবনে আম্মার কিছুদিন থাকলো মুতামিদের কয়েদখানায়। তারপর একদিন মুতামিদ নিজ হাতে তাকে হত্যা করলো।

২

টলেডোয় মামুন জান্নুনের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইয়াহইয়া আল কাদের খিলাফতের মসনদে বসলো। ইয়াহইয়া আল কাদের ছিল একজন দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির নওজোয়ান। বাদশাহী মহলের খোজা প্রধানদের অংগুলি হেলনে সে চলতো। মৃত্যুর পূর্বে তার পিতা কর্ডোভা বিজয়ের জোশে টলেডোর অর্থ ভান্ডার খালি করে দিয়েছিল। এখন পুত্রের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল আলফানজুকে বার্ষিক কর আদায় করার অর্থ সংগ্রহ করা। সে

www.pathagar.com

প্রজাদের ওপর কর বৃদ্ধি করলো। কিন্তু আলফানজু প্রতি বছর আগের তুলনায় বেশী কর চাইতে লাগলো। তার চাহিদা পূরণ করার জন্য ইয়াহইয়া প্রতি বছর নিজের প্রজাদেরকে বেশী করে লুটতে লাগলো। জনসাধারণ যখন রুটির মুখাপেক্ষী হয়ে গেলো তখন সে ধনীদের দিকে নজর দিল। ধনীরা অর্থের যোগান দিতে অস্বীকার করলো। ইয়াহইয়া হুমকি দিল তোমরা যদি এখনই টাকা না দাও তাহলে আমি তোমাদের সন্তানদের আলফানসুর হাতে তুলে দেবো।

টলেডোর জনগণের ধৈর্যের পেয়ালা পূর্বেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে লাগলো। ইয়াহইয়ার পুলিশ ও সেনাবাহিনী জনগণের মধ্যে সাধারণ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখতে পেয়ে নেতৃস্থানীয়দেরকে গ্রেফতার করতে শুরু করলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টলেডোর কয়েদখানা ভরে গেলো। কিন্তু জনতার আবেগ-উদ্দীপনা প্রশমিত হলোনা। নতুন কয়েদী সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দেখে ইয়াহইয়া পুরাতন কয়েদীদেরকে সীমান্তের একটি কিল্লায় স্থানান্তরিত করে দিল। এই কয়েদীদের মধ্যে আবদুল মুনীম ও তার দুজন সংগীও ছিলেন। ইবনে আক্কাশা ও মামুন কর্ডোভা দখল করার পর তাদের সেখান থেকে টলেডোর কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। টলেডোয় তাদেরকে কয়েদখানার ভূগর্ভস্থ কক্ষে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকে কারোর ফরিয়াদ বাইরে আসার কোনো উপায় ছিলনা এবং কয়েদী মুক্তি লাভের পরিবর্তে বেশী করে ইন্তেজার করতো মৃত্যুর। তাদের পাহারাদাররা ছিল বোবা ও কালা। যে সব পাহারাদার কথা বলতে বা শুনতে পারতো তাদের অনুমতি ছিলনা কয়েদখানার এই এলাকায় পা রাখার। কয়েদখানার দারোগার রেজিষ্টারে তাদের সম্পর্কে লেখা ছিল; নাম-ওমুক, আপরাধ-মারাত্মক, শাস্তি-পরবর্তী হুকুম না আসা পর্যন্ত কয়েদখানায় কড়া রক্ষণাবেক্ষণে থাকবে।

টলেডোর কয়েদখানা থেকে আবদুল মুনীম ও তার সাথীদের ছাড়া আরো প্রায় নব্বই জন কয়েদীকে সীমান্ত কিল্লায় স্থানান্তরিত করা হলো। দু সপ্তাহে টলেডোর কয়েদখানা আবার ভরে গেলো। সেখান থেকে আবার দেড়শ কয়েদীকে পাঠানো হলো সীমান্ত কিল্লায়। এই কয়েদীদের মুখে আবদুল মুনীম ও তার সাথীরা জানতে পারলো ইয়াহইয়া টলেডোর স্বাধীনাচেতদের দমন করার জন্য আলফানসুর কাছে সাহায্য চেয়েছে। ফলে তার সেনাদলের কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান টলেডোয় পৌছে জনগণের ওপর জুলুম নিপীড়ন ও মারধর শুরু করে দিয়েছে।

৩

আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম কাজী আবু জাফরের হুকুমে টলেডোর পথে রওয়ানা হয়েছিল। টলেডোর সীমান্তে পা দিতেই সে জানতে পারলো ইয়াহইয়ার সরকার

www.pathagar.com

আলফান্সুর করের বর্ধিত পরিমাণ আদায় করার জন্য সাধারণ লোকদের পাশাপাশি এবার ধনীদেরকেও লুটতে শুরু করেছে। এর ফলে ইতিপূর্বে যে ধনিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ব্যাপারে কোনো প্রকার আগ্রহ ছিলনা এখন নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে তারা জনগণের কাতারে শামিল হয়ে গেছে। কাজেই এখন শহরের অলিতে গলিতে ইয়াহইয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ হচ্ছে। ইয়াহইয়ার পুলিশ ও সৈন্যরা বিদ্রোহীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করছে। শত শত প্রভাবশালী লোক কারাগারে বন্দী হয়েছে। কিন্তু জনগণের রোষ বেড়েই চলেছে।

টলেডো শহরের দুমনযিল দূরত্বের মধ্যে প্রবেশ করার পর আহমদ জানতে পারলো ইয়াহইয়ার আবেদনে আলফানসু তার সেনাদলের কয়েকটি ব্যাটালিয়ান টলেডোয় পাঠিয়ে দিয়েছে। এই খৃষ্টান সিপাহীদের মারধর ও নির্মম অত্যাচার জনগণকে বিহ্বল করে দিয়েছে।

আহমদের কাছে কাজী আবু জাফর টলেডোর একজন দ্বীনি আলেম আবু ইয়াকুবের নামে একটি পত্র দিয়েছিলেন। আবু ইয়াকুব শহরতলীর একটি পল্লীতে থাকতেন। সফরের শেষ দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে আহমদ শহরের বাইরে একটি ছোট সরাইখানার দরোজায় ঘোড়া থেকে নামলো। তের চৌদ্দ বছরের একটি কিশোর সামনে এগিয়ে এসে তার ঘোড়ার লাগাম ধরল। আহমদ তাকে জিজ্ঞেস করলো "আমি কি এখানে অবস্থান করতে পারবো?"

কিশোরটি জবাব দিল, "থাকতে তো পারবেন কিন্তু ....!" ছেলেটি কিছুটা অস্থিরভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো।

আহমদ বললো, "কিন্তু কি? ......।"

"কিচ্ছু নয়। যদি আপনি সরকারী চাকুরে হন তাহলে এখানে থাকতে চান কেন?"

"আমি একজন মুসাফির।"

"শহরে আপনার পরিচিত কেউ নেই?"

"হয়তো খুঁজলে কাউকে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সরাইখানার মালিক কোথায়?"

"আমি তার ছেলে।"

"বেশ, তাহলে তুমি আমার ঘোড়াকে পানি ও ঘাস দাও। আমি এখনি নামায পড়ে আসছি।"

কিশোরটি আহমদের ঘোড়ার গর্দানে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, "আপনার ঘোড়াটি বড়ই সুন্দর।"

আহমদ বললো, "তা বটে, তবে এ মুহূর্তে তার আদরের চাইতে বেশী দরকার খাবারের।"

কিশোরটি মুচকি হেসে হাতের ইশারা করে বললো, "মসজিদ ওদিকে।"

www.pathagar.com

আহমদ মসজিদে প্রবেশ করলো। নামাযীর সংখ্যা পনের জনের বেশী ছিলনা। একজন মুসল্লীকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলো। জবাবে সে বললো, "মনে হচ্ছে জনাব এ এলাকায় নবাগত। আজকালতো এখানে এতগুলো লোকের জমায়েত হওয়াই কঠিন ব্যাপার। যেদিন থেকে কাষ্টিলার সিপাহীরা এখানে এসে নির্মম নিপীড়ন শুরু করেছে সেদিন থেকে সূর্যাস্তের পর থেকে নিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত খুব কম লোকই ঘরের বাইরে বের হয়।" আহমদ নামায পড়ে বাইরে বের হয়েই দেখলো সরাইখানার মালিকের কিশোর ছেলেটি দৌড়ে তার দিকে আসছে।

"আসুন!" সে আহমদের কাছে এসে বললো।

আহমদ থেমে গেলো। মসজিদের বাইরে বেরিয়ে আসা অন্য মুসুল্লিরা এদিক ওদিক চলে গেলে সে বললো, "আপনি যদি সত্যিই নবাগত হয়ে থাকেন তাহলে আর সরাইখানায় যাবেন না।"

"কেন?"

"সিপাহীরা আপনার ঘোড়া নিয়ে গেছে। তারা আপনার ঠিকানা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বলে দিয়েছি, আপনি নিজের কোনো আত্মীয়ের সাথে দেখা করার জন্য শহরে গেছেন। এখন সিপাহীরা সেখানে আপনার অপেক্ষায় বসে আছে।"

"কিন্তু কেন? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি।"

"অপরাধের প্রশ্নই ওঠেনা। আপনার কাছে ছিল একটি সুন্দর সুদর্শন ঘোড়া। এখানে একটি সুন্দর ঘোড়া রাখার জন্য তার মূল্যের চাইতে বেশী মূল্য দিতে হয়। তাই তারা ঘোড়া নিয়ে গেছে। যদি আপনি থানায় গিয়ে নিজেকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে আপনার ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই ধরণের ঘোড়ায় সাধারণ লোক চড়েনা। তাই আপনি সরাইখানায় গেলেই তারা আপনার দেহ তল্লাশী করবে। আপনার কাছে যা কিছু পাওয়া যাবে তা সবই সরকারী কোষাগারে চলে যাবে। আর সম্ভবত সশস্ত্র অবস্থায় বের হবার অপরাধে আপনাকে বন্দী করা হবে। পুলিশের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন বলে যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলে আপনি সরাইখানায় যান অন্যথায় এখান থেকেই নিজের কোনো পরিচিত জনের কাছে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই শহরের প্রবেশ দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে। তখন বাজারে ও অলিতে গলিতে কাষ্টিলার রক্ত পিপাসু সিপাহীদের ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবেন না।"

আহমদ বললো, "আমি তোমার শোকর গুজারী করছি। শহরে আমার কোনো আত্মীয় বা পরিচিত জন নেই। কিন্তু যদি তুমি আমাকে শহরের পূর্ব দিকে নতুন পল্লীতে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও তাহলে হয়তো সেখানে আমার কোনো পরিচিত জন বেরিয়ে আসতে পারে।"

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললো, "আসুন।"

আহমদ ছেলেটির সাথে চলতে লাগলো।

www.pathagar.com

৪

চাঁদনী রাতে শহরতলীর সমস্ত সড়ক ও গলি গুলি নির্জন ও বিরাণ দেখাচ্ছিল। কোথাও কোথাও টলেডো ও কাষ্টিলার অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীর কোনো টুপী দেখা গেলে আহমদের পথ প্রদর্শক ছেলেটি অন্যপথ ধরতো। একটি চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি নিজের বাঁদিকের রাস্তাটির দিকে ইশারা করে বললো, "দেখুন এ সড়কটি সোজা এদিকে গেছে। আধা মাইল যাওয়ার পর নতুন পল্লী শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু খুবই সতর্ক থাকবেন। ঐ পল্লীর কয়েকজনকেই গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে এবং কয়েকজনের ফাঁসী হয়ে গেছে। কাষ্টালার সিপাইরা যদি এ সময় কোনো সশস্ত্র ব্যক্তিকে দেখে তাহলে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাকে হত্যা করে ফেলবে। তবুও আপনি চাইলে আমি বিপদ মাথায় নিয়েও আপনার সাথে যেতে প্রস্তুত আছি।"

আহমদ বললো, "না, এখন তুমি যাও।"

কিশোরটি বললো, "এই সড়কের ডান হাতে আপনি একটি মসজিদ দেখতে পাবেন, সেখানে চলে যান। সম্ভবত সেখানে কোনো পথ প্রদর্শক পেয়ে যাবেন।"

আহমদ বললো, "তুমি একাকী গেলে কোনো বিপদ আপদ হবে না তো?"

কিশোরটি বললো, "না, আমার কেবল আপনার সাথে চললে বিপদ।"

আহমদ মসজিদের কাছে পৌছে চারজন সিপাহী দেখতে পেলো। সে দ্রুত সড়কের কিনারে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। সিপাহীরা মসজিদের কাছে এসে থামলো এবং তারপর কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেলো। আহমদ গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লো। ভিতরে মশালের আলোয় এক বৃদ্ধ নামায পড়ছিলেন। আহমদও এশার নামায পড়ে নিল। তার নামায শেষ হবার পর বৃদ্ধ নামাযী গভীর ভাবে তাকে দেখতে লাগলেন।

আহমদ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি এ মসজিদের খতীব?"

বৃদ্ধ পেরেশান হয়ে জবাব দিলেন, "না, এ মসজিদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। দরিয়ার ওপারে আমার গ্রাম। একটি জরুরী কাজে আমি শহরে গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে দেরী হয়ে গেলো। এখানে কাছেই আছে আমার এক দূরবর্তী আত্মীয়। তার বাড়িতে গেলাম। সে আমাকে সেখানে থাকতে দিতে চাইলোনা। কাজেই বাধ্য হয়ে মসজিদে চলে এসেছি।"

আহমদ বললো, "আমি এ এলাকায় একজন নবাগত। আজই সন্ধ্যায় এখানে পৌছেছি। যদি আপনার কষ্ট না হয় তাহলে আমাকে শায়খ আবু ইয়াকুবের বাড়িতে যাবার পথ বাতলে

www.pathagar.com

দিন।"

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আহমদকে দেখতে লাগলেন। এক লহমা ভেবে নিয়ে বললেন, "এ সময় তাঁর বাড়ি পর্যন্ত আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারবোনা। তবে যদি আপনার খুবই জরুরী কাজ থাকে তাহলে মসজিদ থেকে বের হয়ে ডান হাতে সোজা সড়কের ওপর দিয়ে চলে যান। আনুমানিক চারশ কদম চলার পর আপনি দরসগাহ পাবেন। এই দরসগাহের চিহ্ন হচ্ছে, এর দরোজার মাথায় পাঁচ ব্যক্তির লাশ ঝুলছে। দরসগাহের একেবারে সামনে দিয়ে ডান হাতে একটি গলি চলে গেছে। এই গলিতে পনের বিশ কদম চলার পর আপনি বাঁদিকে একটি তিন তলা বাড়ি দেখতে পাবেন। এটি শায়খ আবু ইয়াকুবের বাড়ি। কিন্তু তিনি .... !" বৃদ্ধ আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোনো কথা ভেবে খামুশ হয়ে গেলেন।

আহমদ জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু কি?"

"না, কিছু নয়। যদি আপনি বিশ্বাস করেন সশস্ত্র থাকার পরও কাষ্টালার সিপাহীরা আপনাকে কিছু বলবেনা, তাহলে আপনি যান।"

আহমদ আর কোনো কথা না বলে মসজিদ থেকে বাইরে বের হয়ে এলো। দরসগাহের দরোজার সামনে দুটি কাঠের উঁচু উঁচু খুঁটি পোঁতা ছিল। তাদের মাথায় বসানো ছিল একটি লম্বা কড়িকাঠ। ততে রশি বেঁধে পাঁচজনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। সিপাহী এবং কবি এমন এক নওজোয়ানের জন্য এ দৃশ্য ছিল বড়ই হৃদয় বিদারক। আহমদ গভীর কণ্ঠে বললো, "টলেডোর স্বাধীনতাকামীরা! আমি তোমাদের সালাম জানাই।" তারপর এদিক ওদিক দেখে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

৫

তিনতলা বাড়ির দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। সে আস্তে আস্তে দরোজায় টোকা দিল। কিন্তু কোনো জাবাব পেলোনা। হঠাৎ গলির অন্য দিকে দুজন সিপাহী দেখা গেলো। তারা কাষ্টালার ভাষায় কথা বলতে বলতে গলির দিকে যাচ্ছিল। আহমদ তলোয়ার বের করে সিঁড়ির ছায়ায় সিটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। একজন সিপাহী তার সাথীকে বলছিল, "আজ তো কোনো শিকার পাওয়া গেলোনা। আজ এ এলাকার লোকেরা সন্ধ্যা হতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কারোর নিশ্বাসের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছেনা।"

অন্যজন বললো, "গতকাল যে আমরা পাঁচজনকে ফাঁসিতে লটকেছি তার বিরাট প্রভাব পড়েছে।"

"কিন্তু দোস্ত, এরা তো এলাকা খালি করে পালিয়ে যাচ্ছে। আমি তো কখনো ভাবি,

www.pathagar.com

যখন সারা শহর খালি হয়ে যবে তখন আমরা এখানে কি করবো?"

"তখন আমরা এখানে এসে যাবো। আমি তো ঐ তিনতলা বাড়িটি নিজের জন্য বেছে নিয়েছি।"

তারা দরোজার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এবং আহমদের হৃদস্পন্দন শুরু হয়েছিল।

একজন সিপাহী দরোজার সামনের চত্বরে বসতে বসতে বললো, "আরে ইয়ার! একটু বসো, জিরিয়ে নাও। আমি একবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

দ্বিতীয় সিপাহীটি তার পাশে বসে পড়লো। তাদের দুজনের পিঠ ছিল আহমদের দিকে। একজন বললো, "তুমি শুনেছো, শহরে আজ তিন জনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে।"

দ্বিতীয় জন বললো, "সেখানে আমাদের সাথীরা বেশ মজায় আছে। তারা স্থানীয় পুলিশদেরকে কোনো না কোনো ভাবে এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়ে কোনো ঘরের দরোজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ছে আর আমাদের এখানে মদ খেয়ে চলাফেরা করারও অনুমতি নেই।"

প্রথম জন বললো, "শহরে আমাদের সিপাহীদের সংখ্যা অনেক। কাষ্টালা থেকে আরো সিপাহী এসে গেলে তখন আমাদের সব ধরণের আজাদী থাকবে। তখন এই ধরণের বিরান বাড়িগুলি সব আমাদের হয়ে যাবে। চলো এবার যাওয়া যাক।"

এক সিপাহী উঠে নিজের সাথীর হাত ধরে টানতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি দরোজার ওপর পড়লো। "কে ওখানে?" সে নিজের তলোয়ার কোষ মুক্ত করে চিৎকার করে উঠলো।

আহমদ বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এলো এবং তলোয়ার সোজা তার বুকে আমূল বিদ্ধ করলো। দ্বিতীয় জন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। আহমদ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কাষ্টালার সিপাহী নিজের তলোয়ারের ওপর একের পর এক আহমদের আঘাত ঠেকাতে ঠেকাতে পিছে হটছিল এবং সাথে সাথে নিজের সংগীদের সাহায্য করার জন্য চিৎকার করে ডেকে চলছিল। আচানক আহমদের তলোয়ার তার কাঁধে আঘাত করলো। একটি হৃদয় বিদারক চিৎকার করে সে লুটিয়ে পড়লো জমিনের ওপর। দ্বিতীয় আঘাতে আহমদ তার দফারফা করে দিল। মহল্লার লোকেরা নিজেদের ঘরের জানালা খুলে গলির মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল। আহমদ আবার দ্রুত দরোজার সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। হঠাৎ সে অনুভব করলো দরোজা ভেতরের দিকে সরে যাচ্ছে। সে সাথে সাথেই জোর দিতেই দরোজা খুলে গেলো। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর সে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

অন্ধকার ঘরের এক কোণ থেকে নারী কণ্ঠের আওয়াজ এলো, "তুমি কে?" আহমদ জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলো, "এটা কি শায়খ আবু ইয়াকুবের বাড়ি?"

অন্ধকারে অবস্থানকারী নারী জবাব দেবার পরিবর্তে সামনে এগিয়ে এসে বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, "তোমার এই বাহাদুরীর জন্য অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে এ মহল্লার লোকদেরকে। তারা কাউকে জীবিত ছাড়বেনা। এখন দ্রুত যাও। লাশগুলি ভেতরে আনো।

www.pathagar.com

নয়তো ওদের অন্য সাথীরা এসে যাবে। আর ওহে আলী! তুমি কি ভাবছো?"

আহমদ কিছু না বলেই বাইরে বের হলো এবং একটি লাশের ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে এলো। দেউড়ি থেকে এক বৃদ্ধ ভয়ে ভয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। সে দ্বিতীয় লাশটি টেনে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার শক্তিতে কুলালোনা। আহমদ দ্বিতীয় বার বাইরে এসে বললো, "ছেড়ে দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওদের তলোয়ারগুলি উঠিয়ে নাও।"

দ্বিতীয় লাশটি ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় আর একটি বাড়ির দরোজা খুলে গেলো এবং একজন লোক বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বললো, "আলী! জলদি ভেতরে গিয়ে দরোজা বন্ধ করে দাও। মনে হচ্ছে, সিপাহীরা সড়কের ওপর এসে গেছে। চাঁদ একটু নীচে নেমে গেলে আমি তোমাদের ডাকবো। সকাল হবার আগেই ওদের রক্তের চিহ্ন ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। যদি তাদের সাথীরা ধারে কাছে কোথাও থেকে থাকে তাহলে তারা তাদের চিৎকার শুনে থাকবে। লাশগুলিকে কোথাও ভালোভাবে লুকিয়ে ফেলো।"

আলী ভিতরে ঢুকেই দরোজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিল।

আহমদ কিছুক্ষণ খামুশ দাঁড়িয়ে রইলো। অন্ধকারে সে কেবল অনুভব করছিল এক বৃদ্ধ এবং একটি মেয়ে তার ধারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ চুপিচুপি বললো, "এখন এই লাশ দুটি নিয়ে কি করা যায়?"

মেয়েটি বললো, "আপাতত ও দুটিকে কুতুবখানার পাশের কামরায় রেখে এসো। না, থামো, সম্ভবত ওরা এদিকেই আসছে।"

আহমদ কপাটের ফাঁকে কান লাগালো। সড়কের দিকে থেকে কয়েকজন লোকের আওয়াজ আসছিল। মেয়েটি আহমদের কাছে দ্বিতীয় কপাটটির ফাঁকে কান লাগিয়ে দাঁড়ালো। গলির কোণে কারোর পায়ের আওয়াজ শুনা গেলে সে চুপিচুপি বললো, "ওরা এদিকেই আসছে।"

আহমদ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। গলির কোণে কেউ কাস্টালার ভাষায় বললো, "এদিকে তো কেউ নেই। তুমি খামাখা আমাকে পেরেশান করলে।"

"সত্যি বলছি, আমি কারোর চিৎকার শুনেছি। আমি এই গলিটা দেখেছি। আপনি অন্য গলিগুলি দেখুন।"

দুজন লোকের দ্রুত গলির মধ্যে চলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। তারা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এলো এবং একই গতিতে অগ্রসর হয়ে সড়কের দিকে চলে গেলো। একজন তার সাথীকে বলছিল, "হতে পারে আমার ভুল। তবুও আমাদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কাল থেকে আমি এই জন বসতির মধ্যে একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করছি। সকালে যারা কাজ করতে বাইরে-বের হয় তাদের অধিকাংশই আর সন্ধ্যের সময় ঘরে ফেরেনা। এখানে এখন বৃদ্ধদের ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না।"

দ্বিতীয় জন বললো, "কথা ঠিকই। জোয়ানরা পালাতে পারে, বুড়োরা পালাতে পারে না।"

www.pathagar.com

৬

আহমদ কুতুব খানায় প্রবেশ করে দেখতে পেল একটি যুবতী মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ অনুভব করল, অন্ধকারে সে এ যুবতীর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের মনে যা যা কল্পনা করেছিল তা সবই ভ্রান্ত। দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়া সত্বেও তার মুখমণ্ডল অত্যন্ত কমনীয় ছিল। আহমদকে দেখা মাত্রই যুবতী অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আহমদ আলীকে লক্ষ্য করে বললো, "লাশগুলো কি বাইরে কোথাও দাফন করে দেওয়া ভাল নয়?"

আলী জবাব না দিয়ে যুবতীর দিকে তাকাল। যুবতী বললো, "না, এত সময় হাতে নেই। আপনি জলদি করুন।"

আলী কামরার পেছন দিকে একটি সংকীর্ণ কুঠরী খুললো এবং আহমদের সাহায্য নিয়ে লাশগুলো সেখানে নিক্ষেপ করলো।

আহমদ বললো "এখনো আমার বিশ্বাস লাশগুলো এখানে বেশী সময় পর্যন্ত রাখা বিপজ্জনক হতে পারে। কাল পর্যন্ত এগুলো থেকে এত দূর্গন্ধ বের হবে যে, বাড়ীতে থাকাই দায় হয়ে যাবে। আর কাষ্টিলার সিপাইগণ যদি তাদের তালাশ করে তবে দূর্গন্ধের দরুণ অতি সহজেই তাদেরকে বের করে ফেলতে পারবে। অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ ডুবে যাবে এবং আমি এ লাশগুলো কাঁধে করে নিয়ে চৌরাস্তায় ফেলে আসবো।"

যুবতী বললো "আমরা এখানে থাকবো না এবং কাল পর্যন্ত এগুলো আমাদের জন্য বিশেষ কোন বিপদের কারণ হবে না।"

"আপনারা কোথায় যাবেন?"

"এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি উদ্দেশ্যে এ সময় এখানে এসেছেন?"

আহমদ বললো, "আমাকে গ্রানাডা থেকে কাজী আবু জাফর এখানে পাঠিয়েছেন। শেখ আবু ইয়াকুবের নামে তিনি আমাকে একখানা পরিচয় জ্ঞাপক পত্রও দিয়েছেন। এখনই আপনার ভৃত্য আমাকে বলেছে যে তিনি বন্দী আছেন। সন্ধ্যার সময় আমি এখানে পৌছেই শহরের বাইরে একটি সরাইখানায় গিয়েছিলাম। ওখানে রাত্রিবাস করে সকালে এখানে আসবো বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু সরাইখানার নিকটস্থ একটি মসজিদ থেকে মাগরিবের নামাজ পড়ে বের হতেই সরাইখানার মালিকের ছেলে এসে আমাকে জানায় যে, পুলিশ আমার ঘোড়াটি নিয়ে গেছে এবং দুজন সিপাই সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

ঐ ছেলেটিই আমাকে এ মহল্লার পথ দেখিয়ে এনেছে।"

যুবতী চমকে উঠে বললো, "আপনি কি তাকে বলে দিয়েছেন যে, আব্বার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন?"

"না আমি তাকে কিছু বলিনি। ছেলেটি আমাকে মহল্লার নিকটে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। পরে আমি রাস্তার পাশে একটি মসজিদে প্রবেশ করি। সেখানে একজন নামাজ পড়ছিলেন। তিনি আমাকে এ বাড়ীর পথ দেখিয়েছেন।"

"আপনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ঐ লোকটি সরকারের গোয়েন্দা ছিল না।?"

"না, বরং লোকটিই আমাকে সরকারের লোক মনে করছিল। সম্ভবত এ কারণেই তিনি আমার কাছে আপনার আব্বার গ্রেফতারীর বিষয় উল্লেখ করেন নি। দুঃখের বিষয় আমি অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম না। অন্যথায় আমি এ সময় আপনাদের বিরক্ত করতাম না।"

যুবতী বললো, "কাজী আবু জাফর আব্বাজানের দোস্ত। তিনি ইতিপূর্বে যখন টলেডো এসেছিলেন তখন আমাদের বাড়ীতেই মেহমান ছিলেন। তিনি আপনাকে কি উদ্দেশ্যে এখানে পাঠিয়েছেন?"

"আমি আপনার আব্বার মাধ্যমে এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই। এখন সম্ভবত আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারেন।"

যুবতী দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, "একজন মেহমানকে আমাদের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আমি টেনে আনতে চাইনা।"

"কিন্তু এখন তো আমার দরুণ আপনাদের এমন কি সমগ্র মহল্লাবাসীদের দুঃখ দুর্দশা আরো বেড়ে গেল।"

"আপনি কি জানেন, এরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে?"

"আমি জানি। মাদ্রাসার সামনে ঝুলন্ত লাশগুলো আমি দেখে এসেছি।"

"ওই লাশগুলো?" যুবতী বেদনা ভরা কণ্ঠে বললো, "দুসপ্তাহ আগে আমার ভাই ও চাচাকে ঐ একই স্থানে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে।"

যুবতীর চোখে অশ্রুর বদলে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। আহমদ তার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে মাথা নত করে নিজের ঠোঁট কামড়াতে থাকে। যুবতী আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললো, "আজ আমরা তার কাছে যাচ্ছি। চাঁদ ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যাত্রা করবো। অন্ধকারে তুমি পথ ভুলে যাবে না তো?"

"আপনি কি আবদুল ওয়াহেদের নিকট যেতে চান?"

"হ্যাঁ।"

আহমদ জিজ্ঞেস করল, "আবদুল ওয়াহেদ কে?"

"এখন তিনিই আমাদের পরিচালক। যদি আপনি আমাদের দুঃখ দুর্দশায় অংশীদার

www.pathagar.com

হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হয়ে যান।"

আহমদ শান্ত স্বরে বললো, "আপনাদের দুঃখ দুর্দশায় অংশীদার হবার সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম।"

যুবতী আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললো, "তুমি যাও। তালহার বাড়ীর সদর দরজায় করাঘাত করবে। তার ভৃত্য সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে বলবে, আমরা যাচ্ছি। সে যেন সূর্যোদয়ের আগে গলি থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলে। গলি পার হবার আগে ভাল করে এদিক সেদিক দেখে নিও। আমি ততক্ষণে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি।"

আহমদ বললো, "আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

আলী এবং আহমদ বের হয়ে যাবার পরই যুবতী আর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ওপর তলার একটি কামরায় প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণ পরেই আলী এবং আহমদ ফিরে এল। আহমদ একটি চেয়ারে বসে বললো, "আমি সরাইখানায় তীর ধনুক ও তূন ছেড়ে এসেছি। যদি সম্ভব হয় এখান থেকে একটি ধনুক এবং যতগুলো সম্ভব তীর নিয়ে নেবে। পথে দরকার হতে পারে।"

"এখনই নিয়ে আসছি।" বলতে বলতে আলী পাশের একটি কামরা থেকে একটি ধনুক এবং তীর ভর্তি একটি তূন নিয়ে এলো।

আলীর সাথে কয়েকটি কথা বলার পরে আহমদ চিন্তার সাগরে ডুবে গেল। জীবনে এই প্রথম সে মানবতার দুই দুশমনকে হত্যা করেছিল। তার অন্তর ঐ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল যে পরিস্থিতি এমন একজন মানুষকে তারবারী ধারণ করতে বাধ্য করেছিল, ফুলের মিষ্টি হাসির মধ্যে যে দুনিয়ায় চোখ মেলেছিল। যে সমাজ ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ মুখের হাসি ছিনিয়ে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আহমদের অন্তর প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল।

সে মনে মনে বলছিল, "স্পেন এক সময় জান্নাত ছিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ব্যক্তি এ জান্নাতকে জাহান্নামে পরিণত করেছে। কয়েকজন লোকের বে-দ্বীনি ও গুমরাহীর দরুণ লক্ষ লক্ষ লোক সাজা ভোগ করেছে। আল্লাহ দুনিয়াকে কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ তাকে বিকৃত করে দিয়েছে। স্রষ্টা আদমের (আ) জন্য এক বাগিচা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু অসৎ ও অযোগ্য মালীদের দ্বারা তা কন্টকাকীর্ণ জংগলে পরিণত হয়েছে।"

আহমদ বার বার ঐ যুবতীকে স্মরণ করছিল যার পিতা বন্দী, ভাই ও চাচাকে বাড়ীর কাছেই চৌরাস্তায় ফাঁসী দেয়া হয়েছে। তাই দুশমনদের বিরুদ্ধে তার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। এ পশুর দল স্পেনের হাজার হাজার কন্যা ও বোনদের জীবনের আনন্দ হরণ করে নিয়েছিল। তার বিবেক তাকে ডেকে বলছিল "আহমদ, মাহফিলে বসে সুমধুর সুর শুনানোর জন্য নয়– মর্মভেদী চিৎকারে দুনিয়াকে জাগিয়ে তোলার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। এ বাগিচায় মিষ্টি শিশির বিন্দুর বদলে এমন বিদ্যুৎ চমকের প্রয়োজন যা এ কন্টাকাকীর্ণ বনকে পুড়িয়ে ছাঁই করে দেবে।"

www.pathagar.com

কারো পায়ের শব্দে আহমদ ফিরে তাকাল এবং লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে সরে দেয়ালের পাশে তরবারী হাতে নিয়ে দাঁড়াল। তার সামনে একজন লৌহ বর্ম পরিহিত সিপাই দাঁড়িয়েছিল। সিপাইকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আহমদ আলীর দিকে তাকাল। আলী বললো, "আপনি ভয় পেলেন কেন? ইনি তো সেই।"

আহমদ যুবতীকে এবার চিনতে পেরে লজ্জিত হয়ে তরবারী খাপে রেখে দিল।

যুবতী বললো "মাফ করবেন, আমাকে এ বেশে দেখে আপনি যে পেরেশান হবেন তা আমার খেয়ালই হয়নি। এটা আমার শাহাদাত বরণকারী ভাইয়ের পোশাক। এখন আমাদের যাত্রা করা উচিত।"

আহমদ বললো "বাড়ীর সদর দরজা ভেতরের দিক থেকে বন্ধ করে অন্য কোন পথে বের হবার উপায় আছে কি? দরজা খোলা রাখা অথবা বাইরের দিকে তালা লাগানো আমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।"

"আমি সব ব্যবস্থা করেছি। আমরা পাশের বাড়ীর ভেতর দিয়ে বের হয়ে যাব। আলী তুমি বাতি নিভিয়ে দিয়ে একে নিয়ে ওপরে চলে এসো।"

আলী ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল এবং আহমদকে সঙ্গে নিয়ে যুবতীর পেছন পেছন চলল। বাড়ীর এক কোণে সিঁড়ি ছিল, সে সিঁড়ি বেয়ে তারা ওপরের তলার একটি আলোকিত কামরায় প্রবেশ করল। যুবতী প্রদীপ হাতে নিয়ে পাশে পর পর তিনটি কামরা অতিক্রম করে একটি প্রশস্ত কামরায় গেল। সেখানে গিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে ফেলে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললো, "খালা, আমরা আসতে পারি?"

জানালার অপর দিক থেকে চাপা নারী কণ্ঠের জবাব এলো, "জলদি কর।"

জানালা থেকে প্রায় পাঁচ ফুট নীচে পাশের বাড়ীর ছাদ দেখা গেল। একের পর এক তিন জনই ছাদে লাফিয়ে পড়ল। সেখানে দুজন মহিলা তাদের প্রতীক্ষা করছিল। সেখান থেকে ঐ দুজন মহিলাসহ তারা সকলে নীচে নেমে বাড়ীর আঙ্গিনা অতিক্রম করে গলির সামনের দরজায় চলে গেল।

একজন লোক দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে দরজা খুলে দিতে দিতে বললো, "আমি অনেক সময় ধরে পথের দিকে নজর রেখেছি। আশে পাশে কোথাও কোন সিপাই নেই। তবু আপনারা সতর্ক হয়ে চলবেন। আলী, তুমি বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে তাদের বিপরীত দিকে নিয়ে যাও। ক্ষেতগুলোর মধ্য দিয়ে যে পায়ে চলার পথটি নদীর দিকে গিয়েছে তা বেশী নিরাপদ হবে।"

যুবতী বলল, "কুতুব খানার সঙ্গের কুঠরিতে লাশগুলো পাওয়া যাবে। এ গুলোকে অন্যত্র কোথাও গোপন করে ফেললে ভাল হবে।"

"বাছা! তুমি কোন চিন্তা করো না। তাকে বলো যে, আমি শুধু তার হুকুমের অপেক্ষায় আছি। সাবধানে যাবে। খোদা হাফিজ।"

www.pathagar.com

এ ক্ষুদ্র দলটি বাড়ী থেকে বের হয়ে পথে নামলো। পঞ্চমী তিথির চাঁদ ডুবে গিয়েছিল। গলি অন্ধকার ও জনমানব শূন্য ছিল। আলী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। প্রায় পাঁচশ গজ চলার পর এ গলি থেকে অপর একটি গলি বের হল। সেখানে পৌঁছে আলী দ্বিতীয় গলির দিকে ঘুরে গেল। কিছু দূর চলার পর সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আহমদ ও যুবতী কিছুটা পিছনে ছিল। তারা দ্রুত পদে এগিয়ে নিকটে এসে গেল।

আলী চাপা স্বরে বলল, "কে যেন এদিকে আসছে।"

আহমদ উৎকর্ন হয়ে কারোর পদধ্বনি শুনতে লাগলো।

"ওরা এদিকেই আসছে।" যুবতী বললো।

আলী বলল, "ফিরে চলুন, আমরা এ গলি দিয়েই ফিরে যাব।"

তারা দ্রুত হেঁটে দু'গলির মিলনস্থলে চলে এল এবং আলী প্রথম গলির ভেতর প্রবেশ করে সবার আগে চলতে শুরু করল। কিন্তু গলির মোড়ে পৌঁছতেই সে কয়েকজন লোকের চলার শব্দ শুনতে পেল এবং সাথীদের দিকে ফিরে বলল, "আমরা মারা পড়েছি।"

আহমদ এক মুহূর্ত আগন্তুকদের কথাবার্তা শোনার পর বলল, "এরাও এ দিকেই আসছে। এদের সংখ্যাও বেশী মনে হয়। ঐ পথেই ফিরে চলুন।"

এবার আলীর পরিবর্তে আহমদ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলো। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে আহমদ পিছন ফিরে তাকালো এবং ফিসফিস করে বললো, "আপনারা এখানেই দাঁড়ান, আমি আসছি।"

কয়েক গজ দূরেই পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আলী বলল, "একজন নয়, কয়েকজন আসছে। আপনি একা সামনে যাবেন না।"

আহমদ কোন জবাব না দিয়ে তাদেরকে ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করিয়ে দিল এবং তলোয়ার উন্মুক্ত করে নিজে প্রায় দশ কদম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকারে তিনজন

www.pathagar.com

সিপাই ওদিকে আসছিল। তাদের পায়ের শব্দ খুব নিকটে শোনা গেল। একজন সিপাই আগে আগে চলছিল। আচানক সে উচ্চঃস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

সিপাই খাপ থেকে তরবারী বের করছিল কিন্তু তাকে সে সুযোগ না দিয়ে আহমদ এক লাফে এগিয়েগিয়ে তরবারীর এক আঘাতেই তাকে দুখণ্ড করে দিল। সঙ্গের দুজন সিপাই দৌড়ে এগিয়ে এল। আহমদ নিজের তরবারীতে তাদের দুজনের আঘাত প্রতিরোধ করে পাশ কাটিয়ে ওপাশে চলে গেল। তারপর সে আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়তে লড়তে পিছনে হটতে শুরু করলো।

হঠাৎ যুবতী পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে একজন সিপাইয়ের কাঁধে তরবারীর আঘাত করল। সিপাইটি চীৎকার করে নীচে পড়ে গেল। অপর সিপাই পিছনে ফিরে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু আলী তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে গেল।

সিপাই আলীকে পর পর আঘাত করতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে থাকে।

আলী সম্ভবত জীবনে প্রথম তরবারী হাতে নিয়েছিল। সে সিপাইয়ের আঘাত ঠেকিয়ে পিছনে হটতে শুরু করে। কিন্তু মৃত সিপাইয়ের পায়ে ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ইতি মধ্যে আহমদ এগিয়ে এসে সিপাইয়ের ঘাড়ে তরবারীর এক প্রচণ্ড আঘাত করে তাকেও হত্যা করল। এ সময় গলিতে ক্যাসটিলার সিপাইদের গোলমাল শোনা গেল। সিপাইটি মৃত্যুর আগে যে চীৎকার করেছিল তা শুনেই তারা আসছিল।

এদিকে আহমদ, আলী ও যুবতী প্রাণপণ শক্তিতে দৌড় দিল। সঙ্গীদের জন্য আহমদ কখনো কখনো ধীর গতিতে চলতো। যুবতী অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সঙ্গে পূর্ণগতিতে দৌড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আলীর গতি ক্রমেই কমে আস্‌ছিল। আহমদ অনুভব করল ধাওয়াকারী সিপাইগণ ক্রমেই নিকটে এসে যাচ্ছে। সে আলীর হাত ধরে বললো, "কি ব্যাপার আলী? তুমি কি আহত?"

আলী বললো, "আল্লাহর ওয়াস্তে আমার চিন্তা ছেড়ে দিন। আপনি তাহেরার জীবন রক্ষা করুন।"

আহমদ বললো, "সাহস সঞ্চয় করুন। আমরা কোন একটি ফসলের ক্ষেতে প্রবেশ করলেই নিরাপদ হয়ে যাব।"

আলী আহমদের হাতখানা টেনে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে নিয়ে বলল, "দেখুন আমার সময় শেষ। আপনারা নদী পার হয়ে নদীর তীর ধরে উজান দিকে যাবেন। একটি বাগানের ভেতর একটি বাড়ী রয়েছে। তারা সকলে সে বাড়ীতেই আছে। এ গলির শেষে একটি মাঠ এবং মাঠের শেষেই রয়েছে একটি ক্ষেত। নদী পার হবার জন্য আশে পাশের মহল্লায় নৌকা পাওয়া যাবে। পুলের দিকে যাবেন না, সে দিকে বিপদ হতে পারে। খুব দ্রুত চলে যান, ওরা এসে যাচ্ছে।"

www.pathagar.com

আহমদ তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিল। কিন্তু পেছনে ধাওয়াকারীরা এখন খুবই নিকটে এসে পড়েছিল। আলী চীৎকার করে বললো, "এভাবে আমরা সব মারা যাব। আমাকে নামিয়ে দিন। আমি চলতে পারব।"

আহমদ তাড়াতাড়ি তরবারী কোষবদ্ধ করল এবং তীর ধনুক নিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে খাড়া হয়ে গেল। আলী এক কদমও নড়লনা। আর তাহেরা কয়েক কদম এগিয়ে অস্থিরভাবে সবকিছু দেখছিল। আহমদ দুবার তীর নিক্ষেপ করল। গলির ভেতরে ধাওয়াকারীদের একজন উচ্চঃস্বরে বললো, "সাবধান, দুশমন তীর ছুঁড়ে মারছে।"

আহমদ তৃতীয় তীর তাক করতে করতে বললো, "আলী, আল্লাহর ওয়াস্তে চলে যাও। এটা তোমার জন্য শেষ সুযোগ।"

আলী এগিয়ে এসে বললো, "ভাই! আমি কয়েক মূহূর্ত বেঁচে থাকার জন্য আপনার জীবন বিপন্ন করতে পারব না।"

"আলী! আলী! দাঁড়াও।"

কিন্তু আলী টলতে টলতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছু দূরে তার গলার স্বর শোনা গেল, "ক্যাসটিলার শৃগালের দল! তোমাদের হিসাবের দিন দূরে নয়। আমিই তোমাদের সঙ্গীদের হত্যা করেছি।"

তাহেরা এগিয়ে এসে আহমদের হাত ধরে বললো, "আসুন! আলী তার মঞ্জিলে পৌঁছে গেছে।"

আহমদ তাহেরার সঙ্গে চলল। তাদের পেছনে অন্ধকারে গোলমাল ও হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল, "মার, ঘিরে ফেল্, চলে যেতে দিও না" ইত্যাদি।

তারপর কিছুক্ষণ তরবারীর ঝনঝনানি শোন গেল। অবশেষে "আল্লাহ আকবর" ধ্বনির পর কিছুক্ষণের জন্য সব নিরব হয়ে গেল।

কে যেন বললো, "ভীরুর দল! থামলে কেন? এগিয়ে যাও।"

আহমদ কখনো কখনো পিছনে ফিরে একটি তীর নিক্ষেপ করে এবং পরে গিয়ে যুবতীর সঙ্গে একত্রিত হয়। গলির পর একটি ছোট মাঠ ছিল। সেখানে পৌঁছার পর আহমদের পক্ষে চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা সহজ হল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিপদও এখানে বেশী ছিল। আহমদ একটি গাছের আড়ালে পৌঁছে চারদিকে তাকাল। মাঠটির তিনদিকেই বাড়ী ঘরে ঘেরা। অপর দিকে একটি দেয়ালের ওপারে ঘন গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। আহমদ তাহরোকে বললো, "আপনি ঐ দেয়ালের কাছে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করুন।"

গলি থেকে বের হয়ে আসার সময় আহমদ যে তীর ছুঁড়েছিল তা ধাওয়াকারীদের কান খাড়া করে দিয়েছিল। তারা এখন নিরবে ও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে আসছিল। তারা গলি থেকে বের হতেই আহমদ তীর ছুঁড়তে শুরু করল। দুটি তীর ঠিক লক্ষ্যস্থলে বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়াকারী সিপাইয়েরা তীরের আঘাতে আহত দুজনকে ছেড়ে দিয়ে হৈ চৈ

www.pathagar.com

করতে করতে গলির ভেতর দিকে ফিরে দৌড়াতে থাকলো।

গলির দিক থেকে "আল্লাহু আকবর" ধ্বনি শুনে আহমদ একটু দাঁড়াল। ক্যাসটিলার পাঁচ ছয় জন সিপাই পুনরায় গলি থেকে বের হয়ে মাঠের দিকে দৌড়ে আসছিল আর পনের বিশ জন তাদের পিছনে তাড়া করছিল। তারাই, "মার, ধরে ফেল, ছেড়ে দিওনা" ইত্যাদি বলছিল। একজন সিপাই দিশেহারা হয়ে আহমদের নিকেট এসে গেল। আহমদ তাকে তীর মেরে হত্যা করল।

দেয়ালের নিকট পৌঁছে আহমদ আবার পিছনের দিকে তাকালো। মাঠের তিন দিক থেকেই অনেক মানুষকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আসতে দেখা দেল। যুবতী দেয়ালের অপর পাশ থেকে মাথা উঁচু করে বলল, "আমি এখানে আছি।"

আহমদ দেয়াল টপকে তার কাছে গেল। যুবতী জিজ্ঞেস করল, "এসব কি হচ্ছে?"

আহমদ জবাবে বলল, "টলেডোর মুসলমানেরা জেগে উঠেছে। শহীদের রক্ত বৃথা যায় না। হিসাবের দিন এসে গেছে।"

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে একজন বলছিল, "মুসলমান ভাইয়েরা! এখন প্রতিশোধের সময় উপস্থিত। সকাল পর্যন্ত এ মহল্লায় একজন ক্যাসটিলার সিপাইকেও জীবিত রেখো না।"

যুবতী বলল, "আল্লাহই জানেন এর পরিণতি কি হবে। আমাদের পরিচালক বলেছিলেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঠিক হবে না।"

"সকাল হলেই ক্যাসটিলার সকল সৈন্য, ইয়াহইয়ার সৈন্য বাহিনী ও পুলিশ এ মহল্লায় এসে মারপিট ও অত্যাচার শুরু করে দেবে।"

আহমদ বললো, "আমি জানতে চাই, নদীর ওপারে আমাদের নেতার নিকট কত সৈন্য আছে?"

সেখানে শুধু শহর ও শহরতলীর বিশেষ বিশেষ কর্মীদের ডাকা হয়েছিল আক্রমণের পদ্ধতি ও সময় নির্ধারণ করে তাদেরকে নিজ নিজ এলাকায় কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করার হেদায়াত দিতে। কিন্তু এখনতো আসল কাজই শুরু হয়ে গেল।"

আহমদ বললো, "আমাদের এখন যথাসম্ভব দ্রুত তাঁর নিকট পৌঁছা দরকার। ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর ফিরে আসার আর কোন উপায় নেই।"

যুবতী বললো, "চলুন, নদী এদিকে।"

বাগিচা থেকে বের হয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একটি পায়ে চলার পথ ধরে তারা চলতে শুরু করল।

www.pathagar.com

২

নদীর তীরে একটি টিলার ওপর কয়েকটি কুটির দেখা গেল। টিলার নিকটে পৌঁছে নদীর কিনারায় তারা তিনটি নৌকা দেখতে পেল।

যুবতী বললো, "আপনি টিলার ওপরে উঠে নৌকা চালকদের ডাকুন।"

আহমদ বললো, "এ সময় ডাকাডাকি করা উচিত হবে না। আমি নিজেই নৌকা চালাতে পারি।"

তারা উভয়ে একটি নৌকার সওয়ার হয়ে গেল। পূর্বাকাশে ভোরের তারকার উদয় হয়েছিল। আর আসমান থেকে রাতের অন্ধকার ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। ভোরের অস্পষ্ট আলোতে তারা উভয়ে উভয়কে দেখছিল। চোখাচোখি হয়ে গেলে উভয়ে চোখ নত করে নিচ্ছিল।

আহমদ বললো, "আপনি বোধ হয় খুবই ক্লান্ত হয়েছেন।"

যুবতী বললো, "না।"

"আপনার নাম তাহেরা?"

"হ্যা।" যুবতী বললো।

কিছুক্ষণ নিরব রইল দুজনেই। একটু পরে যুবতী বললো, "আমি যখন দেওয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আপনার অপেক্ষা করছিলাম, তখন একটি বিষয়ে আমার মনে খুবই দুঃখ হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশী। হয়তো আপনার সাথে আর দেখা নাও হতে পারে। অথচ আপনার নামটি পর্যন্ত আমি জিজ্ঞেস করিনি। এ জন্য মনে মনে খুবই আফসোস করছিলাম। তারপর আমি ভাবছিলাম, স্পেন একদিন এসব দুঃখ-মুসিবত থেকে মুক্তি পাবে। আর টলেডোর অধিবাসীগণ প্রতি বছরেই শহীদগণের স্মৃতি বার্ষিকী পালন করবে। আর আমি তখন বলবো, আমার উদ্ধারকারীও একজন ছিলেন। তাঁকে আমি ছাড়া আর কেউ জানেনা। আর আমিও দুর্ভাগ্যবশত তাঁর নাম জানি না।"

আহমদ বললো, "আমার নাম আহমদ।"

নৌকা কিনারায় পৌঁছে গেল। আহমদ ও তাহেরা ফজরের নামাজ আদায় করল। তারপর তারা নদীর তীর ধরে নদীর উজান দিকে চলতে শুরু করল। চল্‌তে চল্‌তে যুবতী তার নিজের ভাই ও চাচার শাহাদত বরণ ও পিতার গ্রেফতারীর বিবরণ শোনাচ্ছিল। আর আহমদ তাহেরাকে নিজের কাহিনী শোনাচ্ছিল। উভয়েই অনুভব করছিল যে, তাদের গন্তব্যস্থল অভিন্ন এবং বছরের পর বছর ঐ গন্তব্যস্থলের দিকেই তারা এগিয়ে চলেছে।

তাহেরা বললো "আমি খুবই ভীরু ছিলাম। কিন্তু এখন আমি কারো ভয় করি না।"

www.pathagar.com

আহমদ বললো, "বিপদ আপদের প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরই মানুষ নিজের সুপ্ত ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এ ধারণা ছিল যে, আমি কখনো সৈনিক হতে পারব না। কিন্তু আজ আমি অনুভব করছি যে, আগুন ও রক্ত নিয়ে খেলা করার জন্যই আমার জন্ম হয়েছে।"

বাগানে প্রবেশ করতেই তাদেরকে কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি ঘিরে ফেললো এবং জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে? কোথা থেকে আসছ? প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তোমাদের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

তাহেরা বললো, "আমি নয়া মহল্লা থেকে এসেছি। আমাকে আবদুল ওয়াহেদের নিকট নিয়ে চল। তিনি আমায় চেনেন।"

"আপনার নাম?"

তাহেরা শান্ত স্বরে জবাব দিল, "আমি ইউনুসের বোন ও আবু ইয়াকুবের কন্যা।"

সকলেরই দৃষ্টি তাহেরার দিকে নিবদ্ধ হল। তাহেরা মুখের নেকাব সামান্য অপসারণ করল।

জনৈক যুবক বললো, "মাফ করবেন, আপনি কি করে এখানে এলেন। ইনিই বা কে?"

তাহেরা বললো, "এখানে সময় নষ্ট না করে আমাদের আবদুল ওয়াহেদের নিকট নিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়?

টলেডোর বর্তমান অবস্থায় কোন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশু প্রয়োজন।"

যুবক বললো, "আমার সাথে চলুন।"

৩

ঘন গাছের সারির ভিতর দিয়ে হেঁটে তারা দুর্গের আকারে তৈরী একটি বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বাগিচার বিভিন্ন স্থান থেকে পঞ্চাশ ষাটজন লোক এসে তাদের চারধারে জমায়েত হল। আবদুল ওয়াহেদ তাদের আগমনের খবর পেয়েই এক কামরা থেকে বের হয়ে বললেন, "শেখ আবু ইয়াকুবের কন্যা কোথায়?"

তাহেরা এগিয়ে গিয়ে মুখ থেকে নেকাব সামান্য সরিয়ে দিয়ে বলল, "আমি।"

আবদুল ওয়াহেদ বললেন, "ইউনুসের বোনকে এ বেশে দেখা আশ্চর্য জনক নয়। কিন্তু তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি। যদি বিশেষ কোন জরুরী খবর থাকে তবে আলী অথবা অন্য কোন প্রতিবেশীকে দিয়ে খবর পাঠালেই হত।"

তাহেরা বললো, "আলী শহীদ হয়ে গেছে।"

আবদুল ওয়াহেদের প্রশ্নের জবাবে তাহেরা সংক্ষেপে সকল ঘটনা বর্ণনা করল। সে

www.pathagar.com

যখন গলিতে খৃষ্টান সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা বলছিল তখন এক বৃদ্ধ নেতা বলে উঠলেন সর্বনাশ "কাষ্টালার কয়েকজন সৈনিকের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তারা শত শত মুসলমানকে ফাঁসীর কাষ্ঠে ঝুঁলিয়ে দেবে। শহরের মুসলমানদের পাইকারী হারে হত্যা করবে।"

আহমদ এত সময় নিরবে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বললো, "আমরা যে সময় সেখান থেকে বের হয়ে আসছিলাম তখন শহরের অনেক লোক মাঠে নেমে আসছিল। আমার বিশ্বাস এ পর্যন্ত তারা কাষ্টালার অনেক সিপাইকে হত্যা করেছে। ঐ মহল্লায় কাষ্টালার সৈন্যদের যে ঘাঁটি রয়েছে তাও সম্ভবত পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

আবদুল ওয়াহেদ সাথীদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, "নাকাড়া বাজাও এবং তৈরী হয়ে যাও।"

একজন নাকাড়ায় ঘা দিল আর সঙ্গে সঙ্গে দুরে দূরে কয়েকটি নাকাড়া বেজে উঠল।

আবদুল ওয়াহেদ আহমদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাষ্টালার কয়েকজন সিপাইকে হত্যা করার পর তুমি আর আমাদের নিকট অপরিচিত নও।"

"আমাদের পরিকল্পনার অনেক পূর্বেই তুমি সংঘর্ষ শুরু করে দিয়েছ। যদি আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের নেতৃত্ব দান করার জন্য পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সৌভাগ্য। আশে পাশের গ্রামগুলোতে যারা সমবেত হয়েছে, তারা এখুনি এখানে চলে আসছে। সামরিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমাদের সকল নেতাই কারাগারে। আমি মাদ্রাসা ত্যাগ করে এখানে এসেছি। তুমি কি পরামর্শ দিচ্ছ?"

আহমদ বললো, "আমি টলেডোর হাল অবস্থা কিছুই জানি না। প্রথম বারের মত আমি এ শহরের মাত্র কয়েকটি সড়ক ও গলি দেখেছি। তাও আবার রাত্রিকালে। এ জন্য সম্ভবত এ সময় আমি খুব ভাল পরামর্শ দিতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি যে, সময় নষ্ট করা মোটেই ভাল নয়। টলেডোতে কাষ্টালার সৈন্য সংখ্যা কত, তাও আমি জানতে চাই।"

"প্রায়- আটশো হবে। ইয়াহইয়ার সৈন্যদের সম্পর্কে আমি বেশী চিন্তিত নই। প্রয়োজনের সময় তাদের অনেকেই আমাদের সাথে কাজ করবে। কিছু সংখ্যক নিরপেক্ষও থাকতে পারে।"

"তবে কাষ্টালার সৈন্যদের সাহায্যাকারীদের সংখ্যা বেশী নয়।"

"এখানে আপনার নিকট কত সৈন্য আছে।"

"এখানে মাত্র দেড়শো সৈন্য রয়েছে। আশে পাশের গ্রাম থেকে যাদের একত্রিত করার কথা বলেছি তাদের সংখ্যা তিনশো। তবে তাদের এসে পৌঁছিতে কিছু দেরি হবে।"

আহমদ বললো, "টলেডোর যে সব স্বেচ্ছাসেনা এখানে রয়েছে, তাদের এক্ষুণি রওয়ানা করিয়ে দিন। তারা গিয়ে শহরের লোকদেরকে সংগঠিত করুক। তারা যেন প্রথমে জেলখানায় আক্রমন চালায়। আমি বাকী লোকদের নিয়ে মহল্লায় আক্রমন করব।"

www.pathagar.com

আবদুল ওয়াহেদ ও শহরের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেনা আহমদের সঙ্গে বসে আক্রমণের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করছিল। এদিকে শহর থেকে আগত স্বেচ্ছাসনাগণ তাহেরার নিকট নিজ নিজ বাড়ী ঘরের খবর জিজ্ঞেস করছিল।

ঠিক এ সময় একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে বলল, "সূর্যোদয়ের আগেই মহল্লার লোকেরা কাষ্টালার সিপাইদের হত্যা করে ফেলেছে। এখন শহর থেকে তাদের কয়েকটি দল মহল্লায় পৌঁছে গেছে। মহল্লার অধিবাসীগণ সম্ভবত দীর্ঘ সময় তাদের প্রতিহত করতে পারবে না।"

৪

পূর্ব রাত্রিতে মহল্লার লোকজন যে মাঠে কাষ্টালার সিপাইদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল সে মাঠেই দুপুর বেলা এক নিষ্ঠুর খেলা শুরু হল। কাষ্টালার দুশো সশস্ত্র সৈন্য মহল্লার স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদের ঐ মাঠে একত্রিত করে তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। একজন অফিসারের নির্দেশে দশজন পুরুষ ও সাতজন মহিলাকে আলাদা করে নিয়ে একটি বাড়ীর দেয়ালের সঙ্গে সারি বেঁধে দাঁড় করানো হয়।

তাদের পনের বিশগজ দূরে কাষ্টালার তীরন্দাজ সিপাইগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একজন লোককে বেশভূষায় ইয়াহইয়ার পুলিশ অফিসার মনে হচ্ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে একটি ফরমান পড়ে শোনাল, "টলেডোর ন্যায়পরায়ণ শাসক ইয়াহইয়াহ আল কাদেরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কাষ্টালার বীর সৈন্যদের হত্যা করার অপরাধে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।"

কাষ্টালার সৈন্যদের একজন অফিসার ঘোড়ায় চড়ে তীরন্দাজের নিকটে গেল এবং তার আদেশে তারা তরবারী কোষ মুক্ত করল। মহল্লার লোকদের নিজ নিজ পরিণাম সম্পর্কে আর কোন ভুল ধারণা রইল না। কয়েকজন স্ত্রীলোক ও শিশু চীৎকার করে কাঁদছিল। ক্যাস্টিলার সিপাইগণ তাদের তরবারী ও বর্শার ভয় দেখিয়ে নিরব হতে বাধ্য করছিল। হঠাৎ সমবেত জনতার মধ্য থেকে একটি বালিকা চীৎকার করতে করতে বের হয়ে এলো এবং তাকে কেউ বাধা দেওয়ার আগেই সে ছুটে গিয়ে দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো এক যুবককে জড়িয়ে ধরল। দুজন সিপাই তাকে টেনে আনার চেষ্টা করল।

অফিসার আদেশ দিলো "ওকে ওখানেই থাকতে দাও।"

বালিকার চীৎকার হঠাৎ থেমে গেল। সে যুবকটির হাত ধরে তার পাশেই সারিতে দাঁড়িয়ে গেল। তীরন্দাজরা তাদের ধনুক সোজা করল। হঠাৎ বাগিচার দিক থেকে এক পশলা তীর ছুটে এল এবং কাষ্টালার সৈন্যদের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক তীরন্দাজ আহত হয়ে পড়ে গেল।

www.pathagar.com

একটি তীর অফিসারের ঘাড়ে বিদ্ধ হল এবং সে একদিকে ঝুঁকে পড়ল। আরও এক পশলা তীর ছুটে এল। এবার কাষ্টালার বিশ পঁচিশ জন সিপাই আহত হল। সঙ্গে সঙ্গে টলেডোর স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ দেয়াল টপকে ময়দানে প্রবেশ করল এবং কাষ্টালার সৈন্যদের আক্রমণ করল। নিরস্ত্র জনতার মধ্যে এবার প্রাণ-চাঞ্চল্য ফিরে এল। তারাও কাষ্টালার সৈনিকদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই শুরু করল।

আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম চীৎকার করে বলল, "সমস্ত গলির প্রবেশ পথ বন্ধ করে দাও। এসব শৃগালদের একটিও যেন জীবিত ফিরে যেতে না পারে।"

কিছুক্ষণ পরই মাঠের সর্বত্র কাষ্টালা সৈনিকদের লাশ ছড়িয়ে পড়ল। দশ পনের জন অশ্বারোহী ছাড়া কাষ্টালার সৈন্যদের কেউ জীবিত ফিরে যেতে পারেনি।

আহমদ যখন শহরের দিকে যাচ্ছিল তখন তিনশো স্বেচ্ছাসৈন্য ছাড়াও প্রায় দেড় হাজার মহল্লাবাসী তার সঙ্গে ছিল। তাদের কেউ কেউ কাষ্টালার সৈনিকদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে ছিল এবং কেউ কেউ নিজেদের বাড়ী থেকে তরবারী, কুঠার, লাঠি এবং ছড়ি নিয়ে এসেছিল।

আহমদ রাজপথে গিয়ে তাহেরার দিকে তাকাল। রক্তমাখা তরবারী হাতে তাহেরা আহমদের সঙ্গে সঙ্গেই চলছিল। সে বললো, "তাহেরা, তোমরা এখন বাড়ী যাও।"

তাহেরা বললো, "না, টলেডোর শাহী প্রাসাদে আজাদীর পতাকা না দেখা পর্যন্ত আমি বাড়ী যাব না।"

শহরের ফটক পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে শহরতলী এলাকা থেকে আরও পাঁচ হাজার মানুষ তাদের সঙ্গে শামিল হল।

এ সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের অপর দলটি শহরের জনগণকে সংগঠিত করে নিয়েছিল। বাইরে থেকে আক্রমণের খবর পেয়েই ক্যাষ্টিলার সৈনিকদের একটি দল ফটক রক্ষা করার জন্য পৌঁছে যায়। কিন্তু শহরবাসী তাদেরকে হত্যা করে ফটক খুলে দিল।

টলেডোর জনসাধারণ তাদের ঘর, মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে এসে দলে দলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যোগ দিল। ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের অনেক লোক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষাবলম্বন করল। জনতা পৌঁছার আগেই তারা কারাগারের দরজা খুলে দিল। কাষ্টালার সৈন্যগণ সকল ঘাটিতে মার খেয়ে ইয়াহইয়ার বাসভবনে আশ্রয় নিল।

৫

সূর্যাস্তের কিছু আগেই প্রায় ত্রিশ হাজার লোক ইয়াহইয়ার মহল ঘেরাও করল। এ ক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল জনতার কোন নেতা ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের গলার আওয়াজ অপরের চেয়ে উঁচুতে উঠিয়ে কথাবার্তা বলছিল।

www.pathagar.com

মহলের রক্ষকগণ প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বর্ষণ করে আক্রমণকারীদের পিছনে হটিয়ে রাখার চেষ্ট করল। হঠাৎ তীরবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। জনতা সদর দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারা দরজা ভাংতে চেষ্টা করছিল। একজন বৃদ্ধ ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললো, "তোমরা সবাই নির্বোধ। আসামী পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তোমরা সব পাগল হলে নাকি। ইয়াহইয়া পালিয়েছে।"

যারা বৃদ্ধের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল তারা অন্যদের এ খবর চেঁচিয়ে বলছিল। এখন ছোট ছোট দল অপর ফটকের দিকে ছুটে চলল। সে দরজা খোলা ছিল। ইয়াহইয়া কাষ্টালার সৈন্যদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।

জনতা মহলের ভেতর প্রবেশ করে আনন্দ ধ্বনিতে মহল সরগম করে তুলল। একজন চেঁচিয়ে বললো, "গ্রানাডার মুজাহিদ কোথায়"?

সঙ্গে সঙ্গে সকলে উচ্চস্বরে বলল, "গ্রানাডার মুজাহিদ কোথায়?"

গ্রানাডার মুজাহিদ তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। বিজয় লাভ করা সত্বেও আহমদের মনে আনন্দের পরিবর্তে ইয়াহইয়ার পলায়নের জন্য খুব দুঃখ হচ্ছিল।

তাহেরা প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আহমদের কাছে এসে বললো, "আব্বাজানকে কোথাও দেখা যায়নি। আবদুল ওয়াহেদ আপনাকে তালাশ করছেন। বহু লোক আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে গেছে।"

আহমদ ক্লান্ত স্বরে বললো, "আমি কাল সকালে তাদের সঙ্গে দেখা করব।"

তাহেরা বললো, "আপনি খুব ক্লান্ত। চলুন বাড়ী যাই। আব্বাজান নিশ্চয় সেখানে পৌঁছে গেছেন।"

আহমদ বললো, "আপনি যদি মহল্লার লোকদের সাথে বাড়ী যেতে পারেন তাহলে আমি নিকটের কোন সরাইখানায় থাকবো। সকাল বেলা আপনাদের বাড়ী যাব।"

তাহেরা বললো, "আপনি একটি পরিত্যক্ত বাড়ীর ওপর সরাইখানাকে প্রাধান্য দেবেন না, চলুন।"

আহমদ মুগ্ধ হয়ে বললো, "মাফ করবেন, আমি ঐ উদ্দেশ্যে বলিনি। আমি আপনার বাড়ীকে টলেডোর শাহী মহলের চাইতেও বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি। চলুন।"

৬

শহরের জীবন যাত্রায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল। ইয়াহইয়া সরকারের অত্যাচারে যাদের অন্তর আহত ছিল তারা শাহী মহলের ওপর জনতার দখল প্রতিষ্ঠিত হবার পর শহরে ফিরে গিয়ে ইয়াহইয়ার দুশ্চরিত্র অফিসারদের ধরে ধরে ঘরে থেকে টেনে বের

www.pathagar.com

করছিল।

কতক লোক ইয়াহইয়ার জনৈক মন্ত্রীকে ধরে ফেলেছিল এবং তাকে গাধার পিঠে বসিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করাচ্ছিল।

একটি চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে জনৈক কবি যে গান গাইছিল তার সারমর্ম ছিল, "আল্লাহ জালিমদের হাত থেকে তারবারী ছিনিয়ে নিয়েছেন। এখন আমরা গুণে গুণে প্রতিশোধ নেবো।"

কতক যুবক তার চারপাশে জমায়েত হল।

চৌরাস্তা থেকে কিছু দূর এগিয়ে তাহেরা বললো, "এখন তারা মজলুমদের চোখ থেকে নির্গত প্রতি ফোঁটা অশ্রুর হিসাব দিতে বাধ্য হবে।"

আহমদ বলল, "অনেক সময় বিপ্লব মজলুমকে জালিম বানিয়ে দেয়। যে বিপ্লব নির্যাতিতদের হাতে প্রতিশোধের অস্ত্র তুলে দেয় তার পরিণতি অনেক ক্ষেত্রেই ভয়াবহ হয়ে থাকে। আমি দোয়া করি, টলোডোর স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ যে জুলুমের প্রাসাদ ধুলিস্মাত করেছে তার ভগ্নাবশেষের ওপর ন্যায় ও সত্যের ইমারত গড়ার পরিবর্তে যেন অপর একটি জুলুমের প্রাসাদ কায়েম না করে।"

মহল্লার মসজিদের কাছে পৌঁছে তারা আর একদল লোকের সাক্ষাত পেল। তারা শহীদগণের লাশ দাফন করে ফিরে এসেছিল। তাহেরা তার পিতার খবর জিজ্ঞেস করায় ঐ গলিরই বাসিন্দা এক ব্যক্তি জানাল, "আমাদের বস্তির একজন শেখ আবু ইয়াকুবের পর গ্রেফতার হয়েছিল। তিনি মাগরিবের সময় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি শেখ আবু ইয়াকুবকে কারাগারে দেখেননি। বিশেষ প্রভাবশালী কয়েদীদের মত হয়ত তাঁকেও পৃথক করে রেখে থাকবে। কিন্তু তিনি বলেছেন, কয়েদখানার দরজা খোলার পর টলেডোর কয়েকদীগণ শেখ আবু ইয়াকুবকে সর্বত্র খুঁজেছেন। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কিছু সংখ্যক কয়েদীকে টলেডোর বাইরে অন্যস্থানে আটক রাখা হয়েছিল। তাকেও হয়ত ওখানেই পাঠানো হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, তিনি কয়েদখানা থেকে বের হবার সময় জনতার সাথে মিশে গেছেন। এবং মহল্লার অন্যান্য কয়েদীগণ হয়ত তাঁকে দেখতে পাননি।"

মহল্লার মসজিদের নিকট গিয়ে আহমদ তাহেরাকে বললো, "আপনি যান, আমি নামাজ পড়ে আস্‌ছি।"

আহমদ ওজু করে মসজিদে প্রবেশ করতেই দেখতে পেল, গতরাত্রিতে যে বৃদ্ধ লোকটির সাথে তার দেখা হয়েছিল তিনি আজও সেখানে বসে রয়েছেন।

বৃদ্ধ উঠে আহমদকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা, আমি কাল তোমার কপালে নূরের এক জ্যোতি দেখতে পেয়েছিলাম। আর আজও টলেডোতে আলোর মেলা দেখছি। কাল তুমি

www.pathagar.com

আমার নিকট অপরিচিত ছিলে। আজ তুমি এদেশের ত্রাণকর্তা। আমি এতক্ষণ বসে ভাবছিলাম, গ্রানাডার মুজাহিদ তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়।"

আহমদ মৃদু হেসে বললো, "আপনি তাহলে এখনো নদীর ওপারে আপনার গ্রামে যাননি?"

বৃদ্ধ বললো, "কাল আমি এপথ দিয়ে যেতে মাগরিবের নামাযের সময় এ মসজিদটিকে জনশূন্য দেখেছিলাম। আমি আযান দিলাম কিন্তু কোন লোক জামাতে এলো না। এক সময় ছিল, যখন এ মসজিদে শেখ আবু ইয়াকুব ইমামতি করতেন। মসজিদের দরজা অবধি নামাজীগণ ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াতো।

অবস্থা দেখে আমি শপথ করলাম, মসজিদে আগের অবস্থা ফিরে না এলে আমি বাড়ী যাব না। তুমি যখন এলে তখন আমার মনে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা জন্মেছিল। প্রথমত আমি তোমাকে সরকারী গোয়েন্দা বলে ধারণা করেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি আমাকে সরকার বিরোধী বলে গ্রেফতার করবে। কিন্তু তোমার চেহারার দিকে যখন তাকিয়ে দেখলাম তখন আমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এ জন্যই অনেক দ্বিধা সংকোচের পর তোমাকে ইয়াকুবের বাড়ীর পথ দেখিয়ে ছিলাম।"

"তাহলে আপনার জানা ছিল যে, শেখ আবু ইয়াকুব বন্দী ও তাঁর ছেলের ফাঁসী হয়েছে।"

"আমি সব কিছুই জানতাম। তবে ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমি নিজকে একজন অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম।"

আহমদ বললো, "আজ টলেডোতে যা কিছু হয়েছে তার মধ্যে আপনার কৃতিত্ব অনেকখানি। আপনি যদি আমাকে বলতেন যে আবু ইয়াকুবের বাড়ীতে তার মেয়ে ছাড়া কেউই নেই তাহলে আমি মসজিদেই রাত কাটিয়ে দিতাম। সে অবস্থায় এ বিপ্লব এত তাড়াতাড়ি আসতো না এবং আপনাকে জামায়াতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতো।"

নামাজের পর আহমদ গলিতে প্রবেশ করে আবু ইয়াকুবের ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেল। তাহেরা কতক মহিলার সাথে কথা বলছিল। আহমদ দরজায় ঘা দিতেই একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে তাকে বাড়ীর ভেতরে অন্য একটি কামরায় নিয়ে গেল। তারপর সে বললো, "আপনি বসুন। আমি খানা নিয়ে আসছি।"

আহমদ জিজ্ঞেস করল, শেখ আবু ইয়াকুব আসেননি।"

"না।"

বৃদ্ধা খাবার নিয়ে এলে আহমদ খেতে শুরু করে দিল। এ সময়ে মহল্লার অনেক লোক এসে ঘরে জমায়েত হয়ে গেল। ক্লান্তি ও ঘুমের ঘোরে আহমদ খুবই অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু মহল্লার যুবক শিশু বৃদ্ধ সকলেই তাকে একনজর দেখতে চায়। শেষে একজন বৃদ্ধ উঠে বললো, "তিনি এখন খুবই ক্লান্ত। তাকে এখন বিশ্রাম করার সুযোগ দাও।"

www.pathagar.com

তাহেরা পাশের কামরায় বিছানা পত্র সাজিয়ে দিয়ে বললো, "উঠুন, আপনার বিছানা ঠিক করে দিয়েছি।"

আহমদ কোন জবাব দিলনা, তাহেরা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক বৃদ্ধা বাসন পত্রাদি নিয়ে যেতে এসেছিল।

সে বলল, "তিনি তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

তাহেরা বললো, "তাকে জাগিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুতে বল।"

বৃদ্ধা আহমদকে জাগানোর জন্য বহু চেষ্টা করল। আহমদ একবার শুধু এপাশ থেকে ও পাশ করার সময় বললো, "ভাইজান! আম্মা! হাসানকে ডাক দিন। ও আমাকে বিরক্ত করছে।"

তাহেরা বললো, "আচ্ছা থাক, ঘুমুতে দাও। সৈনিকের ঘুম নষ্ট করা ঠিক নয়।"

বৃদ্ধা বাসন পত্র নিয়ে চলে গেল। তাহেরা অনেক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। "ভাইজান," "আম্মাজান" শব্দগুলি তার কানে বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এ যুবক একদিন আগে অপরিচিত হয়ে এখানে এসেছিল। আজ তাহেরা অনুবভব করছে যে, সে ঘুমের ঘোরে যাদের ডাকছে তারাও তার পরিচিত। কল্পনার চোখে সে তাদের দেখতে চেষ্টা করল।

তারপর এক সময় তাহেরা পাশের কামরা থেকে একটি চাদর এনে আহমদের গায়ের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

৭

বেশ বেলা হবার পা আহমদ জেগে উঠল। ততক্ষণে সূর্য অনেক ওপরে উঠে গেছে। ঘুলঘুলি দিয়ে রোদ ঘরে প্রবেশ করেছে। একজন বৃদ্ধ অথচ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি একটি চেয়ারে বসেছিলেন। আহমদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠে বসল। বৃদ্ধ বললো, "আমার বিশ্বাস, তোমার ঘুম পূর্ণ হয়েছে।"

আহমদ অনুতপ্ত হয়ে বললো, "আমি অনেক ঘুমিয়েছি।"

বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন, "আমি ইয়াকুব।"

আহমদ ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো। ইয়াকুবও দাঁড়িয়ে তার সাথে করমর্দন করে তার পাশে একটি চেয়ারে আহমদকে বসালেন।

আহমদ প্রশ্ন করলো, "আপনি কখন এসেছেন?"

"আমি রাত্রি তৃতীয় প্রহরে পৌছেছি।"

"আপনার অনেক দেরি হয়ে গেল।"

আবু ইয়াকুব বললেন, "অনেক রাত পর্যন্ত শাহী মহলে খুব হৈ চৈ ও হাংগামা হচ্ছিল।

www.pathagar.com

তারপর যখন জনতা যার যার বাড়ী অভিমুখে রওনা হল তখন নেতৃবৃন্দের একত্রে বসে ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার সময় হয়।"

আহমদ জিজ্ঞেস করল, "আপনি শহরের জেলে ছিলেন?"

আবু ইয়াকুব বললো, "আমি পাঁচজন সঙ্গীসহ ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে বন্দী ছিলাম। জেলখানার দরজা খোলার পর কেউ আমাদের দিকে লক্ষ্য করেনি। সূর্যাস্তের পর আমার জানালা ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করলাম। এমন সময় আমার জনৈক সঙ্গীর একজন আত্মীয় তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌঁছে যায়। অন্যথায় আমাদের ওখানে আরও কয়েক দিন থাকতে হতো।"

আহমদ বললো, " আমার নাম আহমদ।"

আবু ইয়াকুব বললেন, " তোমার সম্পর্কে সবকিছু জানি। তাহেরা আমাকে সব কথাই বলেছে।"

আহমদ জিজ্ঞেস করল, "ইয়াহইয়ার কোন খবর পাওয়া গেছে?"

"সে পালিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস আলফানসুর সাহায্য নিয়ে পুনরায় সে আসবে। আলফানসুর সৈন্য বাহিনী আমাদের সীমান্ত থেকে তিন চার মঞ্জিল দূরে একটি দূর্গে শিবির করে রয়েছে। ছোট বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পেয়েছি মাত্র। আমাদের সামনে বড় বিপদ রয়েছে।

রাত্রিতে আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারিনি। একদল বলেছে যে, আমাদের সর্ব সাধারণের ওপর ভরসা করা উচিত। অন্য দলের অভিমত এই যে, শুধু টলেডোর অধিবাসীরা আল্‌ফান্‌সুর বিরুদ্ধে সফল ভাবে লড়তে পারবে না। এ জন্য আমাদের বাতলিউশের শাসনকর্তা ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আমাদের অনেক নেতাই গ্রেফতার হবার আগে ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন।

"আপনার অভিমত কি?"

"আমি তাদের সাথে একমত পোষণ করি, যারা ওমরুল মতুওয়াক্কিলের আনুগত্য কবুল করে নেয়ার বিরোধী। তবে আমার অভিমত খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবার সম্ভাবনা কম। আমি কালই লক্ষ্য করেছি যে, ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সমর্থক সংখ্যা বেশী। যদি আলফানসু হঠাৎ আক্রমণ করে, তবে জনমতও ওমরুল মুতায়াক্কিলের সাহায্য গ্রহণের সপক্ষেই থাকবে।"

আহমদ বললো, "তাহলে এক সময় কর্দোভাবাসী যে ভুল করেছিল টলেডোর অধিবাসীগণ তারই পুনরাবৃত্তি করতে চলেছে।"

আবু ইয়াকুব বললেন, "আমরা ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সঙ্গে কড়াকড়িভাবে শর্তাবলী ঠিক করে নেব। তাছাড়া, সে মুতামিদের প্রকৃতির লোক নয়। তার সব চাইতে বড় গুণ হলো এই যে, সে আলফানসুর স্তাবক নয়। শাসনকর্তা হিসাবে সে অনেকটা শরীয়তের

www.pathagar.com

অনুসরণকারী। কিছুক্ষণ পরেই শাহী মহলে শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বৈঠক হবে। তুমিও আমার সাথে যাবার জন্য তৈরী হয়ে যাও।"

অল্পক্ষণ পর আবু ইয়াকুব ও আহমদ শহরের দিকে রওনা হল।

কবির স্বপ্ন

টলেডোর কারাগার থেকে আবদুল মুনীমের সীমান্ত দুর্গে স্থানান্তরিত হবার পাঁচ সপ্তাহ অতীত হয়ে গেছে। দুর্গ রক্ষী সৈনিকের সংখ্যার তুলনায় দেড়গুণ কয়েদী এ দুর্গে আটক ছিল। ঐ সৈনিকদের সালার ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও বয়স্ক ব্যক্তি। টলেডোর সীমান্ত রক্ষার জন্য তৈরী একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গকে কারাগারে রূপান্তরিত করায় তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

এক সন্ধ্যায় চারজন প্রহরী আবদুল মুনীমের নিকট এসে তাকে কুঠরী থেকে বের করে সালারের সামনে নিয়ে গেল। সালার ওপর তলার একটি কামরায় চেয়ারের ওপর বসেছিলেন এবং তার সামনের একটি টেবিলে কিছু কাগজ পত্র রাখা ছিল। দালানের বামপার্শ্বে অপর একটি চেয়ারে একজন পুলিশ অফিসার বসেছিলেন। আবদুল মুনীম কামরায় প্রবেশ করার পর তারা নিরবে তার দিকে তাকালেন।

সালার পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনিই কি সেই?"

যুবক অফিসার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। সালার প্রহরীদের ইঙ্গিত করায় তারা বের হয়ে গেল। তারপর তিনি আবদুল মুনীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার নাম কি আবদুল মুনীম?"

"হ্যাঁ।" আবদুল মুনীম সংক্ষেপে জবাব দিলেন।

"আপনাকেই কি কর্দোভা থেকে টলোডোতে এবং সেখান থেকে এ দুর্গে আনা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস না করেই তো আপনি আমাকে কোন জেলে পাঠাবেন, বলে দিতে পারেন।"

www.pathagar.com

সালার মুখে এক বিষাদক্লিষ্ট হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, "যদি আমি আগে জানতাম যে, আমাকে দুর্গ রক্ষকের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে জেল রক্ষকের কাজ করতে হবে তাহলে আমি টলেডো সরকারের চাকুরী ছেড়ে দিতাম। তবু আমি কয়েদীদের যেন কষ্ট না হয় সে দিকে যথাসাধ্য লক্ষ্য রেখেছি।

কিন্তু এখন আপনার নিকট কোন সাফাই পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন যে ইয়াহইয়া পালিয়ে গেছে। টলেডোর অধিবাসীগণ আল্‌ফানসুর আক্রমনের আশংকায় বাতলিউশের শাসনকর্তা ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। আশা করা হচ্ছে যে, টলেডোর প্রতিরক্ষার জন্য শীঘ্রই বাতলিউসের সৈন্য বাহিনী এসে পৌঁছবে।

আমি এখানকার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার ইচ্ছা করছি। তাদের সম্পর্কে এখানে কোন রেকর্ডপত্রও নেই। টলেডোর নতুন সরকারের নিকট নির্দেশ চেয়েছিলাম। আজও কোন জবাব আসেনি।

কিছুক্ষণ আগে আমি খবর পেয়েছি যে, আলফানসুর সৈন্য বাহিনী আমাদের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের কয়েকটি দল আমাদের দুর্গ থেকে চার ক্রোশ দূরে এসে পৌঁছেছে। আজ রাত কিংবা কাল সকালে তারা এখানে পৌঁছে যেতে পারে। এজন্য আমি সকল বন্দীকে এখনই মুক্ত করে দিতে চাই। যদি আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পারতাম, তাহলে অনেক ভাল হত। ইনি টলেডোর একজন পুলিশ অফিসার। একটু আগে এখানে এসেছেন। তিনি আমাকে বললেন, 'এ দুর্গে এমন কয়েদীও রয়েছে যাদের নিয়ে স্পেন সংগতভাবেই গৌরব বোধ করতে পারে।"

পুলিশ অফিসার উঠে একটি শূন্য চেয়ার টেনে টেবিলের নিকট এসে বলল, "আপনি বসুন। সম্ভবত আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। যে পুলিশের প্রহরাধীনে আপনি কর্দোভা থেকে টলেডো এসেছিলেন সে পুলিশ দলে আমিও শামিল ছিলাম। সে সময় আমাদের সংগ্রামের পরিণতি কি হবে তা আমি জানতাম না। টলেডোর হাজার হাজার মানুষের মত আমিও শাহী খান্দানের কর্তৃত্ব বহাল রাখার যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছিলাম।

এখন আমি অনুভব করছি, যে আগুনের ইন্ধন আমি জ্বালিয়েছিলাম তা আজ আমাদের বাড়ীঘরও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। আমি ইয়াহইয়ার সাথে পলায়ন করেছিলাম। সেখানে পৌঁছার পর পরই আলফানসুর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সে টলেডোর কয়েকটি দুর্গ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ইয়াহইয়াকে পুনরায় টলেডোর সিংহাসনে বসানোর আগেই আলফানসু ঐ সব দুর্গ তার দখলে নিতে ইচ্ছুক। আলফানসুর ইচ্ছানুসারে ইয়াহইয়া ঐ সকল দুর্গের সালারদের নামে লিখিত এক পত্রে তাদেরকে খৃষ্টান সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধ করেছে। এ দুর্গটিও আলফানসুর হাতে তুলে দেবার জন্য ইয়াহইয়া আমাকে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি এখন আমার অতীত গুনাহের কাফ্‌ফারা আদায় করতে চাই।"

www.pathagar.com

আবদুল মুনীম তার কথার মাঝখানেই বললেন, "আমার মনে হয় দীর্ঘ আলাপ আলোচনার সময় এটা নয়। আমি শুধু জানতে চাই কি কি শর্তাধীনে আপনারা আমাকে মুক্তি দিতে চান?"

এ প্রশ্নের জবাব দিলেন দুর্গরক্ষক, "আমরা বাধ্য হয়েই আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি। আপনার প্রতি কোন অনুগ্রহ করছিনা। আলফানসুর সৈন্যগণ এ দরজায় করাঘাত করার জন্য দ্রুত ছুটে আসছে। এ সময় কয়েদীদের রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি আপনাকে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আপনি আপনার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গ থেকে চলে যান। আপনার যে সব সঙ্গী পদব্রজে যাবার যোগ্য নয়, তাদের জন্য আমি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারি।"

আবদুল মুনীম অন্য বিষয় চিন্তা করছিলেন। অতীত স্মৃতি রোমান্থন করে তিনি তার কর্দোভা শহরের বিশাল বাড়ীর আঙ্গিনায় নিজেকে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। হাসান তার দুবাহু জড়িয়ে ধরে বলছে, "আব্বাজান, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন। আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

আবদুল মুনীম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছিলেন, "যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।"

আবার তিনি তার বিবিকে বলছিলেন, "হয়তো আমি আজই ফিরে আসতে পারি। আবার কারাগারে বেশ কিছুকাল থাকার সম্ভাবনাও আছে। অথবা এটাই আমাদের শেষ দেখাও হতে পারে। তোমার কাছে আমি আশা করছি যে, এ ছেলেদের প্রতি তোমার প্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা হবে এই যে, "মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য তার জীবনের চাইতেও বেশী মূল্যবান।"

দূর্গের সালার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এ স্থান থেকে আপনার সঙ্গীদের নিয়ে টলেডো যাবেন, না সোজা বাড়ী চলে যাবেন?"

আবদুল মুনীম সালারের দিকে তাকালেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, "না না, আমি যাবো না।"

"আপনি কি বলছেন!"

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, "আলফানসুর সৈন্যদল যদি এ দুর্গ আক্রমণ করেই থাকে, তাহলে আমি এ দুর্গ ছেড়ে যাব না। বন্দী থাকা অবস্থায় আমি আল্লাহর দরবারে বারবার শাহাদাতের জন্য দোয়া করেছি। মনে হচ্ছে, আমার এ দোয়া কবুল হয়েছে। আমার সঙ্গীগণ আপনার সাহায্য করবে এবং আমার বিশ্বাস টলেডোর অন্যান্য কয়েদীগণও দুর্গটিকে এ অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবেন না। আমাদের শুধু অস্ত্রের দরকার। আপনি কতজনকে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারবেন?"

"আমাদের নিকট অস্ত্রের অভাব নেই। তবে মওজুদ খাদ্যে সম্ভবত এ মাসের বেশী চলবে না।"

www.pathagar.com

"খাদ্য দুশমনদের নিকট থেকেই পাওয়া যাবে।"

দুর্গের সালার বললেন, "অন্যান্য কয়েদীদের মনোভাব জেনে নেওয়া কি ভাল নয়?"

আবদুল মুনীম বললেন, "আমি জানি যে, যারা জান্নুনের নির্দেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তারা একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক।"

এশার নামাজের সময় কয়েদী ও প্রহরীগণ একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন এবং আবদুল মুনীম নামাজের ইমাম ছিলেন। নামাজের পর তিনি এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় সকলের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। তিনি বলছিলেন–

"ভাইয়েরা আমার!

আপনাদের পা থেকে বেড়ী খুলে দেওয়া হয়েছে। কারাগারের দরজা খোলা রয়েছে। কিন্তু মনে করবেন না যে, আপনারা স্বাধীন হয়ে গেছেন। উত্তর দিকে আলফানসুর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য যে ভয়ানক বিপদের তুফান ছুটে আসছে তা ব্যর্থ করতে না পারলে আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র কারাগার থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে এক সুপ্রশস্ত বন্দীশালায় দেখতে পাব। স্পেনের প্রতিটি মুসলমান খৃষ্টানদের গোলাম হয়ে যাবে।

দুর্গের প্রশাসক আমাদের মুক্তির আদেশ জারী করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কি আমাদের মা বোনদের কাছে এ খবর পৌঁছে দিতে বাড়ী যাব যে, আলফানসুর সৈন্য বাহিনী প্রবল বন্যার মত আমাদের পেছনে ছুটে আসছে? আলফানসু টলেডোর সীমান্ত এলাকা দখল করে নিয়েছে? তারপর টলেডোর রাজধানীই হবে তাদের লক্ষ্যস্থল। এর পর স্পেনের অন্যান্যা শহরের দিকে তারা ধাবিত হবে।

যদি আমরা মুসলমান হয়ে থাকি, যদি আমরা এদেশে পুনরায় ইসলামের পতাকা উড়াতে চাই, যদি ইসলামের দুশমনের প্রভুত্ব মেনে নিতে রাজী না হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের জন্য একটি পথই খোলা রয়েছে। আর তা হচ্ছে, এ তুফানের ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে তার গতি রোধ করে দাঁড়ানো। আল্‌ফানসুর অগ্রগতি যদি শুধু আমাদের খণ্ডরাজ্য শাসকদের কোন এক জনের জন্য বিপজ্জনক হতো, তাহলে আমি এখানে বক্তৃতা করার পরিবর্তে সে শহরে চলে যেতাম, যেখানে বছরের পর বছর ধরে আমার স্ত্রী পুত্র আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। যারা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের জীবন মরনের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত।

আমাদের দুশমন শুধু **টলেডো** দখল করার জন্য আসছে না। বরং তারা জিব্রাল্টার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তাদের ক্রুশ চিহ্নিত পতাকা উড্ডীন করতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ময়দানে নেমেছে। আমি আপানাদের এ দুর্গ রক্ষার্থে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আহবান করছি। আমি স্পেনের কোন শাসনকর্তার জন্য মোটেই উদ্বিগ্ন নই। আমি আমার নিজের ও আপনাদের জন্য উদ্বিগ্ন। এই ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে আমরা সমগ্র স্পেনের পক্ষ থেকে আজাদীর লড়াই লড়বো।

www.pathagar.com

আমাদের ত্যাগ বৃথা যাবে না। খৃষ্টানদের প্রতিরোধ করে আমরা টলেডোকে অধিকতর প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দিতে পারব।"

কিছু দিনের মধ্যে টলেডোতে খবর রটে গেল যে, আলফানসুর সৈন্যবাহিনী হঠাৎ আক্রমণ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। কিন্তু একটি দূর্গে কিছু সংখ্যক নির্ভীক মুজাহিদ অনমনীয় দৃঢ়তা সহকারে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

২

আলফানসু ইয়াহইয়া আল-কাদিরের স্বার্থপরতার সুযোগে উত্তর সীমান্তে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। যে সব দুর্গের সালারগণ ইয়াহইয়ার আদেশ অমান্য করেছিল সেসব দুর্গে আলফানসু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। সে টলেডোর দিকে অগ্রসর হবার আগে উত্তর সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দখল করে নেয়া জরুরী বিবেচনা করতো।

টলেডোর অধিবাসীগণ ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সেনাবাহিনীর জন্য অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিল। একটি সমষ্টিগত বিপদের আশংকায় জনগণ ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং শহরের এক ব্যক্তিকে তারা অস্থায়ীভাবে আমীর নির্বাচিত করে নিয়েছিল।

শহরে জোরে শোরে সেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। টলেডোর নুতন সিপাহসালারদের অনুরোধে আহমদ শহরতলী এলাকা থেকে সেচ্ছাসেনাদের একটি বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আহমদের ওপর গভীর আস্থা পোষণ করেছিলেন। সামরিক বিষযে কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা সিপাহসালার এবং সামরিক বিষয়ের শাসকগণ সহকারে আহমদ ইবনে আবদুল মুনীমের মতামত গ্রহণ করাও জরুরী বিবেচনা করতেন।

আহমদ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতো। শেখ আবু ইয়াকুব মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন। তাই তিনিও প্রত্যুষে আহমদের সাথে বের হয়ে যেতেন। সাধারণত উভয়েই মাগরিবের নামায মহল্লার মসজিদে এসে পড়তেন। আহমদ আবু ইয়াকুবের সাথেই তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করত। কখনো একজনের বাড়ী ফিরতে দেরী হলে অপর জন তার জন্য একসঙ্গে খাবার জন্য অপেক্ষা করতেন।

জীবন সমুদ্রের এক উত্তাল ঢেউ আহমদ ও তাহেরাকে একত্রিত করে দিয়েছিল। সে ঢেউ তো চলে গিয়েছিল। তাই তাদের মাঝখানে পর্দার দেয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর দেয়ালের উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে উভয়ে উভয় সম্পর্কে রঙ্গিন স্বপ্নের জাল বুনছিল।

এক রাত্রিতে আবু ইয়াকুব বেশী দেরী করে বাড়ী ফিরলেন। নিজের কামরায় প্রবেশ করেই তিনি পরিচারিকাকে খাবার আনার জন্য হাঁক দিলেন।

www.pathagar.com

তাহেরা কামরায় প্রবেশ করে বললো, "আব্বাজান! মেহমান এখনো ফিরে আসেনি।"

"সে এক জরুরী অভিযানে বের হয়ে গেছে।"

তাহেরার মুখমণ্ডল হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে এক মুহূর্ত বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে মনে মনে অভিযোগ করছিল, "তিনি চলে গেলেন, কিন্তু এখানে তার জন্য সারা জীবন একজন প্রতীক্ষা করবে, যাবার আগে তিনি এ কথাটি জেনেও যেতে পারেন নি।"

বাপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তাহেরার জন্য কষ্টকর হচ্ছিল। ধীরে ধীরে পা চালিয়ে সে অন্য কামরার দিকে রওয়ানা হল।

আবু ইয়াকুব তাকে ডেকে বললেন, "দাঁড়াও বাছা। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

তাহেরা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "আমি আপনার জন্য হাত ধোবার পানি আনতে যাছি।"

তাহেরা পানি নিয়ে এসে তার আব্বার হাত ধুইয়ে দিল। পরিচারিকা এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনার খাবারও কি এখানে নিয়ে আসবো?"

আবু ইয়াকুব বললেন, "তাহেরা এখনো অভুক্ত আছে। নিয়ে এসো এক সঙ্গেই খাবো।"

পরিচারিকা খাবার নিয়ে এলো। তাহেরা পিতার সাথে খেতে বসে গেল। কিন্তু তার ক্ষুধা দূর হয়ে গিয়েছিল। সে নিতান্ত অমোনযোগিতার সাথে দু এক লোকমা মুখে তুলে দিল। আবু ইয়াকুব কন্যার দিকে লক্ষ্য করছিলেন। অবশেষে তিনি বললেন, "আহমদ কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

তাহেরার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সাহস করে জিজ্ঞেস করল, "আব্বাজান, তিনি কোথায় গিয়েছেন?"

আবু ইয়াকুব জবাব দিলেন, "আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, বিপ্লবের পূর্বে ইয়াহইয়া অনেক কয়েদীকে উত্তর-পূর্বের সীমান্ত দুর্গে স্থানান্তরিত করেছিল। ঐ দুর্গের সালার ও সিপাইগণের সঙ্গে সহযোগিতা করে দুর্গের কয়েদীগণ খৃষ্টানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করছেন। চারদিন আগে খবর এসেছে যে, দুর্গের সালার শহীদ হয়ে গেছেন এবং একজন কয়েদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

যেহেতু ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের অগ্রসর হবার দরুণ আলফানসুর মনোযোগ উত্তর পশ্চিম রণাঙ্গনের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে; সে জন্য আমরা আশা করে ছিলাম যে, ঐ দুর্গের ওপর আলফানসু বেশী চাপ দিবে না এবং এখানে সৈন্য বাহিনী পৌঁছে গেলেই আমরা সে দুর্গের সাহায্যের জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেনা প্রেরণের পরিকল্পনা করেছিলাম।

কিন্তু আজ খবর এসেছে, দুর্গরক্ষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। আলফানসু আরও নতুন সৈন্য প্রেরণ করে দুর্গের জন্য রসদ ও সাহায্য প্রেরণের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। দুদিনের মধ্যে সেখানে কোন সাহায্য না পৌঁছালে তারা সকলে মারা যাবে।

www.pathagar.com

যদি নিছক সাধারণ সৈনিকের প্রশ্ন হত তাহলে হয়তো মজলিশে শুরা দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করতো না। কিন্তু কয়েদীদের মধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিও রয়েছেন। এই জন্যই তিনশত ঘোড় সওয়ারকে দ্রুত প্রেরণ করা হয়েছে। মজলিশে শুরার বৈঠকে আহমদও উপস্থিত ছিল। তিনশত অশ্বারোহীর সালার নির্বাচন করার প্রশ্ন দেখা দিলে সকলে আহমদকেই যোগ্যতম ব্যক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।"

তাহেরা বললো, "কিন্তু মাত্র তিনশত মানুষ ঐ দুর্গটিকে কতদিন রক্ষা করবে?"

আবু ইয়াকুব বললেন, "সিপাহসালার ঐ দুর্গ রক্ষা করার সংকল্প ত্যাগ করেছেন। তিনি দুর্গের রক্ষক সিপাহী ও কয়েদীদেরকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আহমদকে দায়িত্ব দিয়েছেন। যদি আমরা ঐ দুরবর্তী একটি দুর্গ রক্ষার জন্য বেশী শক্তি নিয়োগ করি তাহলে টলেডোর রক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে।"

তাহেরা জিজ্ঞেস করল "আব্বাজান! এটা খুব বিপজ্জনক অভিযান নয় তো?"

"বাছা! সৈনিকদের সকল অভিযানই বিপজ্জনক।"

"আর তিনি এমন সৈনিক যিনি বিপদের সময় সকলের আগে আগে থাকেন।"

আবু ইয়াকুব কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, "আহমদ একজন সাহসী ও সচ্চরিত্র যুবক। তাকে আজ বিদায় দেবার সময় তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কেও তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি।"

তাহেরার বুক ধকধক করতে শুরু করল। আবু ইয়াকুব মৃদু হেসে বললেন, "বাছা! তোমার জন্য একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। তোমার সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আর অধিক কিছু চাই না। তোমার পিতা গর্ববোধ করছে যে, স্পেনের সর্বোত্তম যুবক অশ্রু সজল চোখে তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। আমি কোন ভুল করিনি তো মা?"

তাহেরা মনে মনে আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। আর দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ হল।

পিতা বললেন "তুমি খেলে না কেন?"

"আমি খেয়েছি, আব্বাজান।"

এ কথা বলে সে উঠল এবং কামরা থেকে বের হয়ে গেল। তার পা দুটি যেন শিথিল হয়ে আসছিল। আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে সে বলছিল, "আহমদ! তুমি আমার! একান্তই আমার!"

৩

সীমান্তের দুর্গটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। কাষ্টালার শত শত সৈনিক দুর্গটির ওপর হামলা করেছিল। তারা একবার এমন প্রবল আক্রমণ করল যে, দুর্গরক্ষক

www.pathagar.com

নিজের বেঁচে থাকা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ল। ওপর থেকে তীর ও ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও প্রায় দুশো সৈন্য সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীরের ওপর উঠে গিয়েছিল। দুর্গের সালার ও তার সঙ্গে প্রায় একশো মুজাহিদ তাদের বিরুদ্ধে প্রাণ পণ লড়াই করে শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু তবু আবদুল মুনীম অবশিষ্ট লোকদের সাহস হারাতে দেননি।

নতুন সালারের নেতৃত্বে জীবন মরণের প্রশ্ন সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে অবশিষ্ট মুজাহিদগণ দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ পাল্টা হামলায় যে সব দুশমন ভিতরে প্রবেশ করেছিল তাদের মধ্য থেকে খুব কমই জীবিত বের হয়ে যেতে সক্ষম হল।

এ ঘটনার.পর কয়েক দিন যাবত শত্রু পক্ষ মামুলী ধরণের ছিঁটেফোঁটা আক্রমণ করে সময় কাটাচ্ছিল। এক দিন দুশো নতুন সৈন্য এসে তাদের সাথে যোগদানের পর তারা পরদিন প্রত্যূষে এক শক্তিশালী আক্রমণ পরিচালনা করে। কাষ্টালার সালার শপথ করেছিল যে, দুর্গ বিজিত না হওয়া পর্যন্ত তারা পিছনে হটবে না। আবদুল মুনীমের সঙ্গীদের তীর শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে ইট নিক্ষেপ করে দুশমনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে চলছিল। রসদ ফুরিয়ে আসার দরুণ গত চারদিন থেকে প্রত্যেক সিপাহী প্রতিদিন মাত্র একখানা করে যবের রুটি পাচ্ছিল।

দুপুরের কাছাকাছি সময় ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত সিপাই ও মুজাহিদগণ দুশমনের অবিরাম আক্রমণের মুখে নেতিয়ে পড়ল। দুশমনদের কয়েকজন সিঁড়ির সাহায্যে পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করল। ফলে এখন হাতাহাতি লড়াই চলছিল। দুর্গ রক্ষকগণ নিজের জীবন সম্পর্কে সকলেই নিরাশ হয়ে পড়ল।

হঠাৎ একদিকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ও **আল্লাহু** আকবর ধ্বনি শোনা গেল। দেখতে দেখতে তিনশত অশ্বারোহী কাষ্টালার সৈন্যদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। ঘন্টাখানিক সময়ের মধ্যে ময়দান খালি হয়ে গেল। দুর্গের চারপাশে তখন শত্রু সৈন্যের লাশ দেখা যাচ্ছিল। পলায়নপর দুশমনের পেছনে অনেক দূর পর্যন্ত ধাওয়া করে সীমিত সংখ্যক সৈন্য ছাড়া কাউকেও প্রাণ নিয়ে পালানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি।

সন্ধ্যাবেলা ধাওয়াকারীগণ দুর্গে ফিরে এলো। ইতিমধ্যে দুর্গের সালার কাষ্টালার সৈনিকদের পরিত্যক্ত তাবুগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও সমরাস্ত্র দুর্গের ভিতর নিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মাসের খোরাক ও সামরিক সরঞ্জাম ছাড়াও আড়াইশো ঘোড়া ও পঞ্চাশটি খচ্চর তাদের দখলে আসে।

অশ্বারোহীদের ফিরে আসতে দেখে আবদুল মুনীমের সঙ্গীগণ আনন্দধ্বনি করল। যুবক সালার ঘোড়া থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের সালার কে।"

একজন বৃদ্ধ মুজাহিদ বললেন, "তিনি ভিতরে রয়েছেন। তার একটি হাতে আঘাত লেগেছে।"

"মারাত্মক আঘাত নয় তো?"

www.pathagar.com

"না, মামুলী ধরনের আঘাত। তবে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত।"

যুবক বৃদ্ধ মুজাহিদের সাথে কথা বলতে বলতে দুর্গের ভিতর একটি কামরায় প্রবেশ করল। আবদুল মুনীম কাঠের একটি চৌকিতে শুয়ে ছিলেন। পায়ের শব্দ শুনেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যুবক এগিয়ে তার সাথে করমর্দন করল।

"আপনার আঘাত বেশী নয়তো?"

"না, মামুলী আঁচড় মাত্র। তশরীফ রাখুন।"

যুবক চেয়ারে বসলো। আবদুল মুনীম চৌকিতে বসে থেকেই বললেন, "আপনি কি টলেডো থেকে এসেছেন?"

"জি হ্যাঁ।"

"সেখানকার হাল অবস্থা কেমন?"

যুবক বলল, "অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। আলফানসুর সৈন্য তিন দিক থেকে এগিয়ে আসছে। কাজেই এ দুর্গ অনতিবিলম্বে ত্যাগ করা দরকার।"

আবদুল মুনীম গভীর মনযোগ সহকারে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি টলেডোর স্থায়ী বাসিন্দা?"

"জ্বি না, আমি গ্রানাডা থেকে এসেছি।"

"আমি জানতে চাচ্ছি আপনার জন্মস্থান কোথায়?"

"কর্দোভা।"

"তোমার নাম আহমদ?"

যুবক চমকে উঠে আবদুল মুনীমের দিকে তাকালো। বলল, "জ্বি হ্যা, কিন্তু আপনি তা কেমন করে জানেন?"

আবদুল মুনীম জবাব দেবার পরিবর্তে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে ক্রন্দন রোধ করার চেষ্টা করলেন। তার চোখে অশ্রু চিকচিক করছিল। আহমদ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আবদুল মুনীমের একজন বৃদ্ধ সঙ্গী বললেন, "আপনার নাম আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম?"

'জ্বি, হ্যা।"

আহমদ আরও তাজ্জব হয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, "তোমার পিতাকে দেখে তুমি চিনতে পারবে কি?"

"আপনি তার সম্পর্কে ......"

আহমদ বাক্য শেষ করার আগে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবদুল মুনীমের দিকে তাকালো। তার হৃদ্-স্পন্দন দ্রুত হবার সাথে সাথে অতীতের এক দৃশ্য তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। সে মনোরম দেহের অধিকারী ও গাম্ভীর্যের এক প্রতিমূর্তিকে সামনে উপবিষ্ট সাদা চুল দাড়ি বিশিষ্ট এক বৃদ্ধের সাথে তুলনা করছিল।

www.pathagar.com

হঠাৎ আর্তস্বরে আহমদ বলে উঠলো, "আব্বাজান।"

পিতা পুত্র উভয়ে নিজ নিজ আসন ছেড়ে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

রাত্রিকালে পরিশ্রান্ত সৈনিকেরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন আহমদ ও আবদুল মুনীম একটি পৃথক কামরায় বসে পরস্পরকে তাদের কাহিনী শোনাচ্ছিল। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা যখন দুর্গ ছেড়ে রওয়ানা হচ্ছিল তখন আহমদ বললো, "আব্বাজান, আপনি বাড়ী চলে যান। আপনার বেশ কিছুদিন বিশ্রাম দরকার।"

"আমি সোজা বাড়ীতে যাচ্ছি বাছা! তবে বিশ্রাম করার জন্য নয়।"

আহমদ বললো, "আব্বাজান, এক সর্বগ্রাসী বন্যা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা স্থানে স্থানে অস্থায়ী বাঁধ দিচ্ছি। কিন্তু স্পেনের সমগ্র জনশক্তিকে জাগ্রত করে না তোলা পর্যন্ত এ বন্যার প্রতিরোধ করা অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের চেষ্টা তৎপরতার জন্য কাজী আবু জাফর ও তার সঙ্গীগণ জনসাধরণের মাঝে কাজ করার সুযোগ পাবেন। আমরা আপনার কাছে শিখেছি যে, মুমীনের কুরবানী বৃথা যায় না।

আপনি কয়েক বছর আগে কর্দোভায় যে আওয়াজ তুলেছিলেন, আজ তা লক্ষ লক্ষ মানুষের আওয়াজে পরিণত হয়েছে। খন্ডরাজ্যের শাসকগণ যে সব হাতে শিকল পরিয়েছিল, সে সব হাত এখন নড়াচড়া করতে শুরু করেছে। বনি জান্নুন ধ্বংস হয়ে গেছে। ইছাবেলায় মুতামিদের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। স্পেনের অন্যান্য শাসনকর্তাগণ এখনো যদি সোজা পথে না আসেন তা হলে তারা জনগণকে আর বেশী দিন ধোঁকা দিতে পারবে না।

এখন জনসাধারণকে একটি সুসংগঠিত সংগঠনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার। তত দিন আমি টলেডো থাকবো। আপনি গ্রানাডায় পৌঁছে কাজী আবু জাফরের সাথে দেখা করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সাথে মিলে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। আপনি তাঁকে চেনেন তো?"

আবদুল মুনীম নিরবে পুত্রের কথা শুনছিল। তার মুখমণ্ডলে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল। অবস্থা দেখে আহমদ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আব্বাজান মাফ করবেন। আপনি কি করবেন সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার আমার হক নেই। আমি একটু বেশী কথা বলি।"

আবদুল মুনীম বললেন, "তোমার মায়ের নিকট শিক্ষালাভ করে যদি সাদ ও হাসান তোমারই মত বেশী কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে জীবনে কয়েক বছর কারাগারে কাটানোর জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। মামুনের হুকুমে আমাকে যখন দ্বিতীয়বার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, তখন কে জানতো যে, বনি জান্নুনের ধ্বংসের জন্য আমার সন্তানই শেষ আঘাত হানবে।

তোমার জন্য আমি গর্ববোধ করছি। স্পেনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি এখন নিরাশ নই। কিন্তু মনে রাখবে, এখনো তোমাদের সামনে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে ভুল করেছিলাম, টলেডোর অধিবাসীগণ তারই পুনরাবৃত্তি করছে। ওমরুল

www.pathagar.com

মুতাওয়াক্কিলের ওপর ভরসা না করে তাদের নিজস্ব জন-শক্তির ওপর নির্ভর করা উচিত ছিল। কর্দোভায় আমরা যখন বিপদগ্রস্থ ছিলাম, তখন সে আমাদের দুশমনের মুখে ঠেলে দিয়ে চলে এসেছিল। আমার আবার আশংকা হয় যে, টলেডোর সঙ্গেও সে এ ব্যবহার করতে পারে।"

আহমদ বললো, "শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই তাকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। তারা আশা করেন যে, অন্যান্য রাজ্যের জনগণ যদি তাদের প্রতি সমর্থন জানায় তাহলে তারা আমরণ লড়াই করে যাবে।"

"এটাতো সময় এলেই বুঝা যাবে। তবু আমি দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের দৃঢ় মনোবল দান করেন। কয়েকদিন বাড়ীতে বিশ্রাম করার পর আমি এ রণক্ষেত্রেই ফিরে আসতে পারি হয় তো।"

দ্বিপ্রহরে পিতা পুত্র এসে এক চৌরাস্তায় দাঁড়ালেন। ওখান থেকে একটি পথ টলেডো ও অপরটি কর্দোভা চলে গিয়েছে। আবদুল মুনীম একা একা গ্রানাডার পথে না গিয়ে কর্দোভার কয়েদীগণের সাথে কিছু দূর যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আহমদ তার পিতাকে বিদায় দেওয়ার আগে বললো, "আব্বাজান! আম্মাজান সম্পর্কে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। অন্যথায় আপনাকে আমি প্রথমে টলেডো যাবার অনুরোধ করতাম। আমি একটি জরুরী কথা আপনার নিকট পেশ করার সাহস পাইনি।"

আবদুল মুনীম আহমদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "আহমদ, তুমি কি ঐ বালিকাটির কথা বলতে চাও?"

আহমদ জবাব না দিয়ে মাথা নত করল। আবদুল মুনীম পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "আহমদ, তোমার আম্মার কাছে এ সুসংবাদ পৌঁছে দেব যে, তুমি বিয়ে করেছ?"

আহমদ চমকে উঠে বললো, "জ্বি, না আব্বাজান! একথা আপনাকে কে বললো? আব্বাজান। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে, আমি এখানে আসার আগে আবু ইয়াকুব আমার নিকট এ ধরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।"

আবদুল মুনীম বললেন, "বাবা, তোমার জন্য আমার দোয়া রইল। কালের ঝড়-তুফান থেকে যতটুকু আনন্দ আহরণ করে নেওয়া দরকার তা অবশ্যই নেবে। যে অবস্থায় তোমরা পরস্পরকে কাছে টেনে নিয়েছ তার দাবী হচ্ছে এই যে, তুমি টলেডো পৌঁছেই তাকে বিয়ে করে ফেলবে। আমি খুব শীঘ্রই টলেডো আসতে চেষ্টা করব। কিন্তু আমার জন্য প্রতীক্ষা করো না। আমি রণাঙ্গনেও চলে যেতে পারি।"

আহমদের সঙ্গীগণ অনেক দূর চলে গিয়েছিল। আর আবদুল মুনীমের সঙ্গীগণ কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। পিতা পুত্র পরস্পরকে খোদা হাফিজ বলে নিজ নিজ পথে রওনা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

৪

আলমাস কারো গলার স্বর শুনে বের হয়ে এল। সদর দরজার বাইরে একজন অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলমাস কিছুক্ষণ অবিচল নেত্রে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার বাগ ধরে বললো, "মনিব! আমার মনিব।"

অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নেমে আলমাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"মনিব, আপনি এসেছেন! আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হল! আসুন, বাড়ীর ভিতরে চলুন।"

আলমাস কেঁদে কেঁদে এ কথাগুলো বললো।

পরিচারিকা দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আলমাস! কে এসেছেন?"

আলমাস উচ্চস্বরে বললো, "মনিব এসেছেন।"

আবদুল মুনীম বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। সকিনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার সমগ্র অনুভূতি চোখে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। অকূল সমুদ্রে পথ ভোলা নাবিক নৈরাশ্যের অন্ধকারে হঠাৎ আলোক রশ্মি দেখে যে রূপ আনন্দিত হয়, সকিনাও সেইরূপ পুলকিত হচ্ছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর যে রূপ শক্তিহীন হয়ে পড়ে, সকিনাও তদ্রুপ ক্লান্তিতে মুষড়ে পড়ছিলেন।

আবদুল মুনীম ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। সকিনার দৃষ্টি শক্তি অশ্রুর বন্যায় ঝাঁপসা হয়ে এল। ক্রমে তার সম্মুখের সব কিছুই যেন অস্পষ্ট হয়ে গেল। এমনকি আবদুল মুনীম যখন আঙ্গিনা পার হয়ে বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখলেন তখন সকিনার চোখে তাকে ছায়ার মতই দেখাচ্ছিল।

আবদুল মুনীম অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "সকিনা, আমি এসেছি।"

সকিনার ঠোঁট কেঁপে উঠল। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এল। প্রবল বন্যার মত চোখের পানি গণ্ড বেয়ে গড়াতে শুরু করল। গত কয়েক বছরের পুঞ্জীভূত ব্যথা চোখের পানিতে ধুয়ে যাচ্ছিল।

আবদুল মুনীম বারান্দার ওপরে এসে ডাকলেন, "সকিনা!"

সকিনা এগিয়ে এসে স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতি কষ্টে তিনি বললেন, "আমি বহুবার এ স্বপ্ন দেখেছি। নিজের চোখের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলুন, এটা স্বপ্ন নয় তো?"

"এটা স্বপ্ন নয়! তুমি এখন স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে পাচ্ছ।"

আবদুল মুনীম তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজে আরেকটি চেয়ারে বসলেন।

www.pathagar.com

অশ্রুসিক্ত চোখে উভয়ই মৃদু হাসিতে পরস্পরকে দেখছিলেন। হঠাত সকিনা ডাকলেন, "মায়মুনা! মায়মুনা?"

"কি বলছেন, আম্মাজান?" পাশের কামরা থেকে মায়মুনা সাড়া দিল।

"মায়মুনা এদিকে এসো। ইনি সাদের আব্বাজান! আমাকে বলতো, আমি স্বপ্ন দেখছি নাতো?"

মায়মুনা লজ্জায় জড় সড় হয়ে এগিয়ে এসে আবদুল মুনীমকে সালাম করল। সকিনা বললেন "আপনি জানেন, এ মেয়েটি কে?"

"আমি জানি। আহমদ আমাকে এর বিষয়ে বলেছিল।"

"আপনার সাথে কোথায় তার দেখা হল? আপনি তাকে সাথে নিয়ে এলেন না কেন? ওতো টলেডো গিয়েছিল। এখন কোথায়?"

আবদুল মুনীম বললেন, "প্রথমে তুমি যাচাই করে নাও এটা স্বপ্ন না বাস্তব। তারপর অন্যান্য কথা বলবো।"

সাকিনা বললেন, "আপনি আমার পাগলামীর দরুণ রাগান্বিত হবেন না।"

মায়মুনা বললো, " আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি খালাজানকে খবর দিয়ে আসি।"

সাকিনা বললেন, "যাও!"

মায়মুনা পরিচারিকাকে সাথে নিয়ে বের হয়ে গেল।

৫

আহমদ যখন তার অভিযান সমাপ্ত করে টলেডো গেল তখন ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সৈন্য বাহিনীর অগ্রগামী দল শহরে প্রবেশ করছিল। এক সপ্তাহ পর আরও সৈন্য সহ ওমরুল মুতাওয়াক্কিল স্বয়ং সেখানে পৌছলেন। টলেডোর অস্থায়ী সরকার তাঁর সপক্ষে ইস্তফা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নিলেন।

আহমদ ফিরে এসেই পুনরায় স্বেচ্ছাসেনাদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। একমাস পর জনৈক পত্রবাহক আবদুল মুনীমের পত্র নিয়ে এলো। চিঠিতে আবদুল মুনীম আহমদকে লিখেছিলেন "আমি কাজী আবু জাফরের সঙ্গে মারসিয়া যাচ্ছি। তুমি বিয়ের ব্যাপারে আমার জন্য অপেক্ষা করবে না।"

আহমদ চিঠি খানা আবু ইয়াকুবকে দেখালেন। আবদুল মুনীম আবু ইয়াকুবের নামেও একখানা পত্র লিখেছিলেন। সে চিঠিতে দেশের জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যস্ততার উল্লেখ করে অবিলম্বে আহমদ ও তাহেরার শাদী মোবারক সম্পন্ন করার জন্য

www.pathagar.com

অনুরোধ করেন। আবু ইয়াকুব এ পত্র প্রাপ্তির এক সপ্তাহ পরে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করে আহমদের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দিলেন।

জীবন সমুদ্রে উত্থিত এক প্রবল ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গের আঘাত যে দুজন মুসাফিরকে পরস্পরের নিকটে ঠেলে দিয়েছিল; তারা আজ একই নৌকায় আরোহণ করে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঝড় অবশ্যই থেমে গিয়েছিল কিন্তু সাময়িক প্রশান্তি এক প্রবল ঝড়ের পূর্বাভাষ বিবেচিত হচ্ছিল।

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে টলেডোর দিগন্তে যে আশার আলো দেখা গিয়েছিলো, তা ধীরে ধীরে অন্ধকার মেঘমালার আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছিল। ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের হস্তক্ষেপের দরুণ আলফানসু টলেডো আক্রমণের ইচ্ছা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। সে টলেডো দখল করার জন্য যে পরিমাণ আগ্রহান্বিত ছিল তার চাইতেও বেশী ব্যগ্র ছিল মুসলমানদের সঙ্গে একটি জীবন মরণ যুদ্ধের জন্য নিজের সামরিক শক্তি সংরক্ষণ করে রাখতে। তাই সে রাজধানীর দিকে অগ্রসর না হয়ে সীমান্ত এলাকায় উৎপাত বৃদ্ধি করে লড়াইটিকে দীর্ঘায়িত করা তার জন্য লাভজনক বিবেচনা করল।

টলেডোর যে সব ঘাঁটি ইয়াহইয়ার স্বার্থপরতার জন্য আলফানসুর হাতে চলে গিয়েছিল, সেগুলোকে কেন্দ্র করে খৃষ্টান সৈন্যবাহিনী মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করে লুঠতরাজ করতো এবং ফিরে গিয়ে ঐ সব দুর্গেই আশ্রয় নিতো।

এমতাবস্থায় ওমরুল মুতাওয়াক্কিল তার সৈন্য বাহিনী ও টলেডোর স্বেচ্ছা সেবকদের এক বিরাট দলকে সীমান্ত এলাকার ঘাঁটি গুলোর সংরক্ষণের জন্য পাঠাতে বাধ্য হন।

এক রাত্রিতে আহমদ অনেক দেরী করে বাড়ী ফিরে এলো। আবু ইয়াকুব অনেক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে খাবার খেয়ে বিশ্রামের জন্য নিজের কামরায় চলে যান। তাহেরা ওপর তলায় আহমদের জন্য অপেক্ষা করছিল। গলিতে কারো পায়ের আওয়াজ শুনে সে ঘরের বেলকনিতে উঁকি মেরে তাকালো। হঠাৎ গলিতে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। ঘোড়া চড়ে ঘরে ফেরা আহমদের স্বভাবের ব্যতিক্রম ছিল। ঘোড়া বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়নোর সঙ্গে সঙ্গে তাহেরা নীচে নেমে ঘরের দরজা খুলে দিল।

"তাহেরা! তুমি এখনও জেগে রয়েছে?" ঘোড়া থেকে নামতে নামতে আহমদ জিজ্ঞেস করল।

তাহেরা জবাব দিল, "আপনি কি করে মনে করলেন যে, আমার চোখে ঘুম এসে গেছে?"

আহমদ ঘোড়ার বাগ ধরে বাড়ীতে প্রবেশ করতে করতে বললো, "দেখ, আজ আমি নতুন মেহমান নিয়ে এসেছি।"

"এ মেহমান খুবই অসময়ে এসেছে। আগে যদি জানতাম, তবে আমি আগেই এর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। দিন, আমি ওটাকে এক জায়গায় বেঁধে দিই।"

www.pathagar.com

"না, ওকে এখানেই থাকতে দাও।" এ কথা বলে আহমদ ঘোড়ার লাগাম খুলে দিয়ে জ্বিনের সঙ্গে বাধা একটি পুটুলি খুলে কতক সব্জী ঘোড়ার মুখের নিকট এগিয়ে দিল।

তাহেরা দরজা বন্ধ করতে করতে বললো, "ঘোড়ার পিঠ থেকে জ্বিন খুলে দেবেন না?"

"না।"

তাহেরার মনে খটকা বাঁধলো, কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেলনা। তাহেরা তাকে কামরায় বসিয়ে রেখে খাবার নিয়ে এল। দুজনেই সামনাসামনি দস্তর খানে বসে খেতে শুরু করল। আহমদ খুব ধীরে ধীরে খাচ্ছিল। তাহেরা জিজ্ঞেস করল, " আপনি খাচ্ছেন না কেন?"

আহমদ বললো, "তাহেরা! আসল কথা হচ্ছে, সিপাহসালারের অনুরোধে তার বাড়ীতে কিছু খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। অবশ্য তোমার সাথে বসে খাবার জন্য অর্ধেক খেয়েই উঠে পড়েছিলাম।"

তাহেরার ক্ষুধা আগেই চলে গিয়েছিল। সে খাবার শেষ করে ওপরের কামরায় গেল। তারপর দুজনে পাশাপাশি বসলো। আহমদ বার বার জীবন সঙ্গিনীকে দেখছিল।

তাহেরা বললো, "আপনাকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে। আপনি কোন অভিযানে যাচ্ছেন– এ খবর শোনার জন্য আমি মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত আছি। আপনি ঘোড়া চড়ে যখন এসেছিলেন, আমি তখনই তা বুঝতে পেরেছিলাম।"

তাহেরার মুখে হাসি ছিল। কিন্তু আহমদ বুঝতে পারলো, ঐ হাসি কান্নার চাইতেও করুণ।

সে বললো, "আমি উত্তরাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের প্রতিরক্ষার জন্য সেচ্ছাসেনাদের এক বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যার সময় এ খবর এসেছে যে, ঐ শহরে দুশমনদের চাপ বেড়েই চলছে।"

তাহেরা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কখন যাচ্ছেন?"

"আমরা রাতের তৃতীয় প্রহরে রওনা হয়ে যাব। কিন্তু শিবিরে অনেক কাজ করতে হবে। এজন্য আমি এখনই সেখানে চলে যাবো।"

কিছুক্ষণ উভয়ই নিবর রইল। অনেক্ষণ পর আহমদ বললো, "তাহেরা, ঝড় তুফানের মাঝেই আমি চোখ খুলেছি। আমি উত্তরাধিকার সূত্রেই তুফানের ঢেউ ও আঘাতের সঙ্গে পরচিত হয়েছি। তাই, ঝড় ঝাপটার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার অভ্যাস সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। আমাদের জন্য একটি মাত্র আনন্দ রয়েছে, আর তা হচ্ছে এই যে, উচ্চ মনোবল ও অটুট ধৈর্যের সঙ্গে আজাদীর প্রতীক্ষায় থাকা।

আমার পিতা বছরের পর পর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ঐ দিনের জন্যই সময় কাটিয়েছেন যে দিন এ ঝড় স্তব্ধ হয়ে যাবে । আমার বড় ভাই আফ্রিকার উত্তপ্ত মরুভূমিতে এই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমার ছোট ভাই ঐ মুবারক দিনের আশায় সারকাষ্টার কোন দুর্গে পাহারা দিচ্ছে।

www.pathagar.com

তাহেরা, আমি তোমার নিকট থেকে দূরে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার অন্তরে সর্বদা তুমি জেগে থাকবে। তোমার মহব্বতের স্ফুলিঙ্গ থেকে আমার হৃদয়ে যে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে তা সর্বদাই জ্বলতে থাকবে। তাহেরা, তুমি মাত্র একজন কবির স্বপ্ন নও বরং সমগ্র দুনিয়ার হাজার হাজার বছর ধরে কবি ও শিল্পীগণ যে স্বপ্ন দেখে এসেছেন, তুমি তারই মূর্ত প্রতীক। যদি স্পেন একটি মাত্র দ্বীপ হত আর তুমি সে দ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা হতে তাহলে আমি সমগ্র দুনিয়ার ঝড় –ঝাপটার মুখে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে বলতাম, এটা তাহেরার স্পেন, আর আমি তার রক্ষক।

আজ আমার মত হাজার হাজার যুবক অনুভব করছে যে, তাদের স্বপ্নের তাহেরাদের ইজ্জত ও আজাদী বিপন্ন। যে ক্ষুদ্র শহরটি খৃষ্টানেরা অবরোধ করে রেখেছে তার ভিতর কত আহমদ ও কত তাহেরা রয়েছে তা আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি।

তাহেরা, আমি যাচ্ছি। তুমি সর্বদা সেই মহান দিনের জন্য দোয়া করো। যে দিন প্রত্যেক আহমদ প্রত্যেক তাহেরার নিকট স্পেনের আজাদীর সুখবর বহন করে নিয়ে যাবে। তখন কোন ঝড় ঝাপটাই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারবে না।"

আহমদ কথা বলছিল আর তাহেরা গভীর মনোযোগ সহকারে তা শুনে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার দুচোখ পানিতে ভরে গেল।

আহমদ বললো "তাহেরা, তোমার চোখে অশ্রু দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না।"

তাহেরা অশ্রু মুছতে মুছতে বললো, "আমি জাতির প্রত্যেক তাহেরার পক্ষ থেকে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতার উপহার পেশ করছি।"

আহমদ বললো, "তোমার কাছে বশে আমার সময় জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। তারা সম্ভবত আমার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে। তোমার আব্বাকে এ সময় জাগানো সঙ্গত হবে না। তাঁর নিকট তুমি আমার সালাম পৌঁছে দিবে।"

উভয়ে পরস্পরের হাত ধরে নীচে নেমে গেল। তারপর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে তাহেরা তার জীবন সঙ্গীকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

৬

আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম তিন মাস পরে কয়েক দিনের জন্য ফিরে এসেছিল। তারপর অন্য রণাঙ্গণে চলে যায়। আর দুমাস পরে আল্‌ফানসুর সেনাপতি হঠাৎ পাঁচ হাজার সৈন্য সহ উত্তর পূর্ব সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করল এবং কয়েক দিনের মধ্যে সে টলেডো থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে পৌছে গেল। বাতলিউস সৈন্য বাহিনীর বেশীর ভাগই অন্যান্য রণাঙ্গণে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল।

www.pathagar.com

এ নতুন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য টলেডোর জনসাধারণকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ কঠোর সংগ্রামে টলেডোর অধিবাসীগণ খৃষ্টানদের পশ্চাতে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে টলেডোর প্রায় দুহাজার লোক শহীদ হয়ে যায়। তাহেরার চিঠিতে আহমদ অন্য রণাঙ্গণ থেকে এ দুঃখজনক খবর জানতে পেরেছিল যে, আবু ইয়াকুবও ঐ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক রণাঙ্গণেই এখন খৃষ্টানদের চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে আহমদ আর দুমাস যাবত টলেডোতে আসার সুযোগ পায়নি।

হঠাৎ স্পেনের অবস্থায় আর একটি পরিবর্তন হল। আল্‌ফানসু টলেডো ছেড়ে দিয়ে অন্য রণাঙ্গণে মনোযোগী হল। সে তার করদ রাজ্যগুলো থেকে যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করতে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল। ইছাবেলার জন্য চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল, এই খণ্ডরাজ্যগুলোর মধ্যে এটাকেই সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী বিবেচনা করা হত। এদিকে মুতামিদের বিলাসিতা ও আলফানসুর ক্রমবর্ধমান খেরাজের দাবী আদায় করতে গিয়ে ইছাবেলার রোজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

খেরাজের জন্য আলফানসু এক বিরাট অংকের অর্থ দাবী করলে মুতামিদ তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে, আলফানসু আক্রমণ করার জন্য কোন একটি অজুহাত[১] তালাশ করছিল। সে **টলেডো** থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করে ইছাবেলার এলাকায় লুন্ঠন, হত্যা ও অত্যাচার শুরু করে দেয়।

টলেডোর অধিবাসীগণ এ সুযোগে অনেক এলাকা খৃষ্টানদের শাসন থেকে পুনরুদ্ধার করে নেয়। সিপাহসালার পুনরায় আহমদকে ডেকে এনে সেচ্ছাসেনা সংগঠনের ভার অর্পণ করেন।

এক সন্ধ্যায় আহমদ বাড়ী ফিরে এলে পরিচারিকা তাকে জানায় যে গ্রানাডা থেকে আগত এক মেহমান তার জন্য অপেক্ষা করছে। আহমদ বৈঠক খানায় গিয়ে সেখানে আলমাসকে দেখতে পেল। উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গণ করল। আহমদ নিজের বাড়ীর খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করল। আলমাস আহমদকে জানালো যে, ইদ্রিস মালাগা থেকে ফিরে এসেছে এবং সম্ভবত গ্রানাডায় আরও কিছুদিন থাকবে। আবদুল মুনীম মার্সিয়া থেকে ফিরে এসে গ্রনাডায় কিছু

---

১ কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, আলফানসুর খেরাজের অর্থ পুরণ করতে ব্যর্থ হয়ে মুতামিদ জাল মুদ্রা তৈরী করেন। ইব্‌নে আশালীব্‌ নামক জনৈক ইহুদী আলফান্‌সুর পক্ষ থেকে খেরাজ আদায় করতে এসেছিল। সে জালমুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা দাবী করল। পরবর্তী বছর সে ইছাবেলা দখল করে নেয়ার হুমকি দিল। মুতামিদ ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে ফাঁসী দেয় এবং তার সঙ্গীদেরকে কারারুদ্ধ করে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আলফানসু ইছাবেলা আক্রমণ করে।

www.pathagar.com

দিন অবস্থান করার পর আবু জাফরের সাথে কোথাও চলে গিয়েছেন।

দীর্ঘ কাল যাবত হাসানের কোন খবর পাওয়া যায়নি। গ্রানাডা থেকে যে যুবক তার সঙ্গে গিয়েছিল তাদেরও কোন খবর নেই। দুমাস আগে মারাকাশ থেকে সাদের খবর এসেছিল যে, সে শীঘ্রই বাড়ী ফিরে আসবে। কিন্তু এখন খবর এসেছে যে, সাদ নৌ সেনা বাহিনীর সাথে এক সামরিক অভিযানে চলে যাচ্ছে। আহমদের আম্মা আলমাসকে একথা বলে পাঠিয়েছেন যে, বর্তমান অবস্থায় আহমদের পক্ষে যদি গ্রানাডা যাওয়া অসম্ভব হয় তাহলে যেন তার স্ত্রীকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। আহমদের আব্বাজান জানিয়েছেন যে, টলেডোর অবস্থা সংকটজনক।

রাত্রিতে আহমদ তাহেরাকে গ্রানাডা চলে যেতে বললে তাহেরা জবাবে বললো, "না, আমি টলেডো ছেড়ে যাবো না। গ্রানাডায় গিয়ে আপনার পথের দিকে তাকিয়ে থাকার চাইতে দুশমনের তীর বৃষ্টির মধ্যে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে বেশী সহজ।"

এক সপ্তাহ ওখানে থাকার পর আলমাস চলে গেল। কিছু সময় ইছাবেলার সীমান্ত এলাকায় মারপিট ও লুটতরাজ করার পর আলফানসু রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলো। তার সৈন্যবাহিনী ইছাবেলার উপকণ্ঠে পৌঁছে বাড়ী ঘর পুড়ে ছারখার করল। নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিল। হাজার হাজার মুসলমানদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তিনদিন পর্যন্ত শহর অবরোধ করে রাখার পর আলফানসু তার সৈন্যবাহিনীকে টলেডোর দিকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল।

মুতামিদের সিংহাসন এ যাত্রা রক্ষা পেল। কিন্তু তিনি জীবনে এই সর্বপ্রথম অনুভব করলেন যে, স্পেনের অন্যান্য শাসকদের নৌকা যদি একের পর এক ডুবে যায়, তাহলে তিনি তীরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তামাশা দেখার সুযোগ পাবেন না। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, টলেডো ও সারকাষ্টা বিজয়ের পর আলফানসু বর্ধিত শক্তি নিয়ে ইছাবেলা আক্রমণ করবে।

৭

ছয় মাস পর।

টলেডোতে পরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। বিভিন্ন দিক থেকে আলফানসুর সৈন্য বাহিনী টলেডোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের সৈন্যগণ এবং টলেডোর স্বেচ্ছাসেনাগণ অমিত বিক্রমে তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু খৃষ্টান সৈন্যদের প্রতিরোধ করার সাধ্য তাদের ছিল না।

টলেডোর হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেনা ছাড়াও বাতলিউসের মোট সৈন্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুদ্ধে প্রাণ হারালো। অন্যান্য রাজ্য থেকে টলেডোকে সাহায্য করতে যেসব

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাসেনা এসেছিল তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নৈরাশ্য জনক। অপর দিকে উত্তরাঞ্চলের ছোট বড় সকল খৃষ্টান রাজ্য থেকে আলফানসুর সাহায্যের জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল।

ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করার জন্য আলফানসু তার সৈন্য বাহিনীর একাংশকে বাতলিউসের দিকে পাঠিয়ে দেয়। ওমরুল মুতাওয়াক্কিল টলেডোর জন্য তার নিজের রাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করতে প্রস্তুত ছিল না। এ ছাড়া বিপুল ক্ষয় ক্ষতি ও অন্যান্য খণ্ডরাজ্যের শাসকগণের ঔদাসিন্যের দরুণ তিনি আগেই নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি টলেডোবাসীদের নিজেদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে বাতলিউস রওনা হলেন। ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের রণক্ষেত্র ত্যাগ করার পর আলফানসুর পথ থেকে প্রধান প্রতিবন্ধকটি অপসারিত হয়ে গেল।

কয়েক সপ্তাহ যাবত আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম স্বেচ্ছাসেনাদের একটি দল নিয়ে পশ্চিম সীমান্তের একটি শহরে প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত ছিল। সে মুষ্টিমেয় কয়েকজন স্বেচ্ছাসেনা নিয়ে বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান বাহিনীর কয়েকটি দলকে পেছনে হটিয়ে দিয়েছিল।

শেষ বারের হামলায় শত্রুদলকে শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে হটিয়ে দিয়ে আহমদ টলেডোতে অবস্থানরত বাতলিউস সেনাপতির নিকট সংবাদ প্রেরণ করল, "আপনি আমার সাম্প্রতিক সফলতা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবেন না। আমার সৈন্যদের অর্ধেক অংশ শহীদ হয়ে গেছে। এ শহর থেকে যে সব স্বেচ্ছাসেনা ভর্তি করেছি তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য। শহরের বাসিন্দাগণ অন্যান্য এলাকায় হিজরত করে যাচ্ছে। এ শহরকে রক্ষা করতে হলে এক সপ্তাহের মধ্যে চারশত অশ্বারোহী অবশ্যই পাঠিয়ে দিবেন।"

সে অপর একটি চিঠিতে আবদুল ওয়াহেদকে লিখেছিল, "বাতলিউসের সেনাপতি যদি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব না দেয় তবে আপনি অবশ্যই আরো স্বেচ্ছাসেনা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।"

সাত দিন পর্যন্ত তার চিঠির কোনই জবাব পাওয়া গেল না। অষ্টম দিনে আহমদ বাতলিউস-সৈন্যদের সকল রণাঙ্গণ থেকে প্রত্যাহারের দুঃসংবাদ শুনতে পেল। এ সংবাদ শোনার সাথে সাথেই সে নিজের বাছাই করা সঙ্গীগণ ও শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্রিত করল।

টলেডোর স্বেচ্ছাসেনাদের বেশীর ভাগই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। শহরের নেতাগণও নৈরাশ্যজনক মনোভাব প্রকাশ করল। তারা আহমদের মতামত জানতে চাইলে সে অত্যন্ত শান্তভাবে বললো, "যদি আপনারা ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের জন্য লড়তে এসে থাকেন, তাহলে আপনাদের নৈরাশ্য খুবই সংগত। আর যদি আপনারা আল্লাহর জন্য লড়তে এসে থাকেন তাহলে আমি বলে দিতে চাই, আল্লাহর সৈনিক কখনও নিরাশ হতে পারে না।

আপনাদের সামনে এখন মাত্র দুটি পথই খোলা রয়েছে। একটি হচ্ছে সেই পথ- যা

www.pathagar.com

আপনাদের গাজী ও শহীদের জিন্দেগী দান করবে। আর অপরটি এমন এক পথ– যা আপনাদের ভাগ্যে গোলামীর জীবন ও লাঞ্ছনার মরণ ছাড়া আর কোন কিছুই দান করতে পারে না। আমি নিজের জন্য প্রথম পথটি বেছে নিয়েছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, টলেডোর যারা মুরুব্বী রয়েছেন, তারা ঐ একই পথ পছন্দ করবেন– যারা আমাকে এ শহরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

তাই আপনাদেরকে আমি দৃঢ়তা সহকারে জানাচ্ছি যে, আপনারা সকলে আমাকে একা ছেড়ে চলে গেলেও আমি আমার তরবারী কোষবদ্ধ করবো না। আমার বিশ্বাস বাতলিউসের বিপজ্জনক অবস্থার জন্যই মুতাওয়াক্কিল তার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের ফিরে যাবার ফলে টলেডোর মুক্তিসেনাদের সাহসিকতা বিন্দু মাত্রও হ্রাস পাবে না। আমি আবদুল ওয়াহেদের নামেও একখানা চিঠি লিখেছিলাম। তার কোন উত্তর আজও পাইনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি শীঘ্রই সেখানকার হাল–অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত জানাবেন। এখন যে কোন মূল্যে এ শহরটি রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য।"

৮

কাষ্টালার সৈন্যবাহিনী মাত্র শহর থেকে তিন ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করল। শহরবাসী প্রতি মুহূর্তেই আক্রমণের আশংকা করছিল। টলেডো সম্পর্কে নানাবিধ গুজব শুনার পর আহমদ চারজন অশ্বারোহীকে সঠিক খবর নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দিল। তাদের মধ্যে একজন তাহেরার প্রতিবেশী ছিল। এ জন্য আহমদ তার হাতে তাহেরার নামে একখানা চিঠি দিল।

এ অশ্বারোহীদের চলে যাবার ছয় দিন পর আহমদ শহরের প্রাচীরের ওপর টহল দিচ্ছিল। এ সময় কতিপয় অশ্বারোহীকে শহর অভিমুখে আসতে দেখল। সে সৈনিকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল। অশ্বারোহীগণ ফটকের নিকট পৌঁছার পরে আহমদ তাদের সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে প্রহরীকে ফটক খুলে দিতে হুকুম দিল এবং নিজেও নীচে নেমে এল। এসব অশ্বারোহী টলেডো থেকে এসেছে। এ বাহিনীতে সকলের আগে ছিলেন আবদুল ওয়াহেদ। আহমদ এগিয়ে তার ঘোড়ার বাগ ধরল।

টলেডোর এ বৃদ্ধ মুজাহিদ ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। উভয়ে নিরবে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। আহমদ তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। কিন্তু বৃদ্ধ মুজাহিদের মুখমণ্ডলে নৈরাশ্যের ছাপ দেখে কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হল না।

অপর একজন অশ্বারোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আহমদের কাছে এসে দাঁড়ালো। তার গায়ে পরিহিত বর্মটি চক্‌চক্ করছিল। চোখ দুটি ব্যতীত সমগ্র মুখমণ্ডলই মুখোশে ঢাকা

www.pathagar.com

ছিল। কিন্তু এ বর্ম ও মুখোশ আহমদকে বিভ্রান্ত করতে পারল না। অশ্বারোহীর সুশ্রী হাত দুখানার দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সে জানে, এ হাত ফুল নিয়ে খেলা করার জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার চাপে এ কোমল হাতে তরবারী ধারণ করতে হয়েছে। বর্মধারীর পাশে মহল্লার সেই স্বেচ্ছাসেনাটিও ছিল, যাকে কিছু দিন আগে আহমদ টলেডো প্রেরণ করেছিল।

আবদুল ওয়াহেদ আহমদের হাত ধরে অন্যান্য লোকের কাছ থেকে একটু দুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনার চিঠির জবাবে আমি নিজেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আর আমি মন্দ খবর নিয়ে এসেছি।"

আহমদ বললো, "আমি আপনার মুখ দেখেই সে খবরের শিরোনামা পাঠ করে ফেলেছি।"

আবদুল ওয়াহেদ বললেন, "ওমরুল মুতাওয়াক্কিলের ফিরে যাবার পর টলেডোর জনসাধারণ খুব নিরাশ হয়ে পড়ে। ইয়াহইয়ার সমর্থকগণ এ সুযোগে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে কিছুটা সফল হয়। শত্রু সৈন্য শহরের নিকটে পৌঁছে গেছে। এখন চিন্তাশীল লোকদেরও বেশীর ভাগ মনে করছেন, যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি এবং অন্যান্য জনপদ ও শহরগুলোর মত টলেডোকে দুশমনের দ্বারা বিধ্বস্ত হতে না দিয়ে আমাদের ইয়াহইয়ার শাসন মেনে নেয়া উচিত।

অনেক লোক গোপনে ইয়াহইয়ার প্রতি আনুগত্যের শপথও নিয়েছে। আপনার চিঠিতে যে সব গুজবের বিষয় উল্লেখ করেছেন তা বেশ কিছু দিন থেকে রটনা হচ্ছিল। টলেডোর স্বেচ্ছাসেনাগণ এ প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে নিজ নিজ মোরচা পরিত্যাগ করে বাড়ী চলে যায়। আমাদের সঙ্গীগণ ব্যালেনসিয়া, মারসিয়া, কর্দোভা এবং ইছাবেলায় হিজরত করে যাচ্ছে। কারণ তাদের বিশ্বাস ইয়াহইয়া তাদের জীবিত রাখবে না।

আমি ইছাবেলা যাচ্ছি। এখান থেকে দুমঞ্জিল দূরে আমার পরিবার পরিজনকে রেখে এসেছি। আপনি অবিলম্বে এখান থেকে বের হয়ে যান। তিন চারদিন পর্যন্ত টলেডোর কোন স্থানই আপনার জন্য নিরাপদ নয়। ডুবন্ত নৌকায় আরোহন করে তো কোন লাভ নেই। আপনার সঙ্গে টলেডোর যে সব স্বেচ্ছাসেনা রয়েছে তাদের পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের যেতে দিন। আপনারা এখানে লড়াই করেও খৃষ্টানদের অগ্রগতি রোধ করতে পারবেন না।

আমি আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তাকে নিয়ে আপনি এক্ষুণি বের হয়ে যান। আপনি আমার নিজের সন্তানের চাইতেও অধিক প্রিয় এবং আপনাদের মত যুবকদের স্পেনে আরো অনেক করণীয় কাজ রয়েছে। এ জন্যই আপনাকে এ স্থান ত্যাগ করতে বলছি।"

আহমদ বিস্ফারিত চোখে আবদুল ওয়াহেদের দিকে তাকিয়ে রইল। ফটকে আবদুল ওয়াহেদের সঙ্গীদের ভীড় জমে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবদুল ওয়াহেদ এবং তার

www.pathagar.com

সঙ্গীগণ রওনা হয়ে গেল। আর টলেডোর স্বেচ্ছাসেনাগণও সফরের জন্য নিজ নিজ ঘোড়া তৈরী করছিল।

আহমদ বর্মধারীর নিকটে পৌছে তার হাত থেকে ঘোড়ার বাগ তুলে নিয়ে বললো, "তাহেরা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু প্রথম বারের মত তোমার কবি স্বামী অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কোন ভাষা খুঁজে পায়নি।"

তাহেরা মুখ থেকে মুখোশ সরিয়ে ফেললো। তার চোখে ছিল অশ্রুধারা।

একজন স্বেচ্ছাসেনা আহমদের ঘোড়া তৈরী করে নিয়ে এল। তার চোখেও অশ্রুর বন্যা ছিল। সে বললো, "এই নিন আপনার ঘোড়া। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ খৃষ্টান সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাবসহ প্রতিনিধি দল প্রেরণের জন্য পরামর্শ করছে। আপনি কাল বিলম্ব না করে এ স্থান ত্যাগ করুন।"

আহমদ এবং তাহেরা ঘোড়ায় সওয়ার হল। শহরের বাইরে পৌঁছে তাহেরা পেছন ফিরে দেখল এবং বললো, "আপনি কি এখনো উষার আগমনের আশা করেন?"

আহমদ বলল "সে উষার আগমন অবশ্যই হবে।"

"এখন আমাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?"

"গ্রানাডা।" আহমদ জবাব দিল।

অমানিশার অন্ধকার

মোটা অংকের খেরাজ প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই আল্‌ফানসু ইয়াহইয়াকে সাহায্য করছিল। তাই টলেডোর সিংহাসনে পুনরায় আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াহইয়া জনসাধারণের ওপর ভারী করের বোঝা চাপিয়ে দিল। তবু তার খেরাজের দেয় অর্থ সম্পূর্ণ আদায় হলো না।

বাধ্য হয়ে আরও কয়েকটি দুর্গ জামানত স্বরূপ আলফানসুর হাতে তুলে দিতে হল। কিন্তু আলফানসুর চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে। ইয়াহইয়া যতই বর্ধিত হারে প্রজাদের নিকট থেকে কর আদায় করে আলফানসুর খেরাজ শোধ করতো ততই আলফানসুর সম্পদ

www.pathagar.com

লিপ্সা বৃদ্ধি পেতে থাকতো।

ক্রমে জনসাধারণ কর শোধ করার পর নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে অক্ষম হয়ে গেল। তাই তারা ইয়াহইয়া সরকারের লুটতরাজ ও অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ভ্যালেনসিয়া, সারকাষ্টা ও মার্সিয়া ইত্যাদি রাজ্যে হিজরত শুরু করে দিল। প্রতিনিয়তই স্পেনবাসীরা শুনতে পাচ্ছিল, ইয়াহইয়া অমুক রাজ্য, অমুক দুর্গ, অমুক এলাকা আলফানসুর হাতে তুলে দিয়েছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই ইয়াহইয়ার রাজত্ব টলেডো শহর ও তার উপকণ্ঠ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তবু আলফানসুর অর্থের দাবী কিছুমাত্র হ্রাস পেল না। ইয়াহইয়া আলফানসুকে শপথ করে বললেন, "আমি আপনার খেরাজ আদায় করার জন্য প্রজাদের রক্ত নিঃশেষে শোষণ করে নিয়েছি। এখন তাদের কাছে আর কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই।"

আলফানসু এ শপথের জবাবে টলেডোর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে লুটতরাজ ও মারপিট আরম্ভ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হবার জন্য আলফানসু টলেডো দখল করা আবশ্যক বিবেচনা করতো। সে ইয়াহইয়াকে বললো, " তুমি যদি টলেডো ছেড়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে ভ্যালেনসিয়া দখল করার জন্য সাহায্য করব।"

ইয়াহইয়া এ সময় অনুভব করলেন, তিনি এক ডুবন্ত নৌকায় চড়ে রয়েছেন। তিনি টলেডোতে আলফানসুর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেন। ৪৭৮ হিজরী সনের ২৭ শে মুহরম তারিখ পর্যন্ত যে সব মুসলমান টলেডোতে ছিল তারা আলফানসুকে বিজয়ী হিসাবে টলেডোয় প্রবেশ করতে দেখেছে।

নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের মনে কোনই অস্পষ্টতা ছিল না। গোলামীর জিন্দেগী মেনে নেওয়া অথবা দেশ ত্যাগ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। টলেডোতে খৃষ্টানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হবার পর স্পেনের সকল মুসলমানেরই মনে দুশ্চিন্তার উদয় হল।

এ পর্যন্ত টাইগ্রীস নদী উত্তরাঞ্চলের আক্রমণকারী ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখার কাজ করছিল। কিন্তু টলেডো শত্রুদের দখলে যাবার পর দক্ষিণাঞ্চলের সকল এলাকাই আলফানসুর আক্রমণের আওতায় এসে যায়। এ দিকে খণ্ডরাজ্যের শাসকগণ তখনও এতটা চেতনাহীন ছিল যে, তাদের অনেকেই আলফানসুকে টলেডো বিজয়ের জন্য মোবারক বাদ জানায়।

ইয়াহইয়া টলেডো ছেড়ে দেবার পর আলফানসু জনৈক সেনাপতির সাহায্যে ভ্যালেনসিয়া দখল করে নেয়। ভ্যালেনসিয়ার অধিবাসীদের মনেও নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশংকা দেখা দিল। তারা বুঝতে পারল ইয়াহইয়া এখানেও আলফানসুর পথ পরিষ্কার করার জন্য এসেছে। কিন্তু তারা ছিল অসহায়। আলফানসুর সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতিতে তাদের পক্ষে ইয়াহইয়ার শাসন থেকে মুক্ত হবার কোন উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

স্বাধীনতাকামী একদল মানুষ বিদ্রোহ করেছিল। ইয়াহইয়া কাষ্টালা ও নিউনের সৈন্যদের সাহায্যে তাদের দমন করল। তারপর ভ্যালেনসিয়াতেও টলেডোর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করল।

আলফানসুর সৈন্য বাহিনীর খরচ বাবদ ইয়াহইয়া তাকে মোটা অংকের খেরাজ দিতে বাধ্য হল। কয়েক সপ্তাহ যাবত ভ্যালেনসিয়ার জনগণের ওপর লুটতরাজ ও অত্যাচার চালিয়ে এ অর্থ সংগ্রহ করা হল। ভ্যালেনসিয়ার জনগণও যখন অর্থ যোগান দিতে অসমর্থ হল তখন তাদের জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করে খৃষ্টানদের মধ্যে বিতরণ করা শুরু হল। ফলে ভ্যালেনসিয়ায় অবস্থানরত আলফানসু সৈন্যদের সকলেই জায়গীরদার হয়ে গেল এবং মুসলমানেরা শ্রমিক, ক্রীতদাস ও ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হল।

ইয়াহইয়া নামে মাত্র ভ্যালেনসিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। খৃস্টান সৈন্যদের লুটতরাজ ও অত্যাচার দমন করার কোন ক্ষমতাই তার ছিল না। শহরের চৌরাস্তায় পুরুষদের হত্যা ও নারীদের ইজ্জত লুট করা হতো। যেসব মুসলমান পলায়ন করে অন্য রাজ্যে যাবার চেষ্টা করতো, তাদের গ্রেফতার করে কুকুরের সামনে নিক্ষেপ করা হতো। কাষ্টালার খৃষ্টান সৈন্যগণ যে কোন মুসলমানকে ধরে নিয়ে এক পেয়ালা মদ, এক খণ্ড রুটি অথবা এক টুকরা গোশতের বিনিময়ে দাস হিসাবে বিক্রী করে দিতো।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আলফানসুর সৈন্য বাহিনী টলেডোর আশেপাশে সমবেত হচ্ছিল। ফলে টেগাস নদী থেকে শুরু করে মালাগা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার সবগুলো মুসিলম রাজ্যের জন্যই বিপদ ঘনিয়ে এল।

বাতলিউস, ইছাবেলা, শিরীশ, ভিলিয়া এবং মেওলিয়ায় মুসলমানগণ তাদের ভবিষ্যতের দিগন্তে নৈরাশ্যের কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছিল।

অপর দিকে আলফানসুর সৈন্যগণ ভ্যালেনসিয়ায় স্থায়ী আড্ডা স্থাপন করল। ভ্যালেনসিয়া থেকে শুরু করে মার্সিয়া, আলমুরিয়া, গ্রানাডা ও কর্দোভা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার মুসলমানগণ অনুভব করছিল যে, আলফানসুর তারবারী তাদের ঘাড়ের রগ পর্যন্ত পৌছে গেছে। স্পেনের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষ আশংকা করছিল যে, খৃষ্টান সৈন্য বাহিনীর এ বিরাট দুটি স্রোতধারা অচিরেই পূর্ব ও পশ্চিমের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জিব্রাল্টার অথবা মালাগার নিকটবর্তী কোন স্থানে পৌছে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে।

জিমিনিজ নামক আলফানসুর জনৈক সেনাপতি ভ্যালেনসিয়ার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে হাসনুল্লায়েত দখল করে নেয়। দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের এ দুর্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ছিল। এটি দখল করার পর খৃষ্টানেরা মার্সিয়া ও আল মৌরিয়ার নিকটবর্তী এলাকা গুলোতে ধ্বংশলীলা শুরু করে দেয়। আলফানসুর সৈন্য বাহিনী ছাড়া উত্তরাঞ্চলের লুণ্ঠনকারী ডাকাতদের একটি দল ক্রমে ঐ দুর্গে জমায়েত হয়। চরম আঘাত হানার আগে আলফানসু মুসলমানদের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। সে এই হীন-প্রবৃত্তির লোকগুলোকে

www.pathagar.com

লুণ্ঠন, মারাপিট ও হত্যা করার অবাধ অধিকার দিয়ে রেখেছিল। উত্তর দিকে তার সৈন্য বাহিনীর একাংশ সারকাষ্টার ওপর আক্রমণ শুরু করে দিল।

এখন স্পেনের খণ্ডরাজ্য শাসকদের চোখ খুলতে শুরু করল। আলফানসুর মুখমণ্ডল থেকে মুখোশ সরে গিয়েছিল এবং বন্ধুত্বের প্রতি ভরসাকারী শাসকবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হল যে, তারা এতদিন পর্যন্ত প্রজা সাধারণের রক্ত পান করিয়ে যে অজগরটিকে মোটা তাজা করে তুলেছিল তা এখন তাদেরকেই গ্রাস করার জন্য মুখ ব্যাদান করছে।

জিমিনিজের জনৈক সহকারী হাসানুল্লায়েত থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সৈন্য চালনা করে পথিমধ্যস্থ সকল শহর ও জনপদ বিধ্বস্থ করে দিয়ে গ্রানাডার নিকটবর্তী নবারতুক গ্রামে পৌঁছে যায়।

উত্তরাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলো ছেড়ে মুসলমানদের কাফেলা দক্ষিণাঞ্চলের শহর ও গ্রামগুলোতে হিজরত করছিল। তাদের পেছনে ছিল ধ্বংসলীলার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আর সম্মুখ দিকে নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার। বছরের পর বছর ধরে যেসব তথাকথিত শাসক এ আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন তারাও এখন অগ্নিশিখার প্রবল উত্তাপ অনুভব করলেন। তাই তারাও জনসাধারণের মত পরস্পরকে প্রশ্ন করতে শুরু করে, "আমাদের পরিণাম কি?"

স্পেনের এক কবি বলেছিলেন "স্পেনের মুসলমানগণ হিজরত কর। এখন দেশে বসবাস করা এক আযাব।"

কবির আবেদন আজ লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে প্রতি ধ্বনিত হতে লাগলো।

২

খন্ডরাজ্য শাসকগণের আমলে স্পেনে যেসব ভাগ্যান্বেষীর উদয় হয়েছিল তাদের মধ্যে জনৈক ইবনে রশীক উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর আগে ইবনে রশীক মুতামিদের মন্ত্রী আম্মারকে মারসিয়া জয়ের অভিযানে সাহায্য করেছিল। ইবনে আম্মারের পতনের পরে ইবনে রশীদ মারসিয়ায় মুতামিদের প্রতিনিধি মনোনীত হয়।

আলফানসু ইছাবেলা আক্রমণ করার পর সুযোগ দেখে ইবনে রশীক স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। ভ্যালেনসিয়া ও হাসনুল্লায়েত দুর্গের দস্যুদল মারসিয়া সীমান্তে লুটতরাজ শুরু করলে ইবনে রশীক তাদের ঘুষ দিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝতে পারল যে, ঐ পথ অবলম্বন করে দীর্ঘকাল এ বিপদ ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

মারসিয়ার মত আলমেরিয়ার সীমান্তেও খৃষ্টানদের লুটতরাজ শুরু হল। আলমেরিয়ার আমীর মুতাসিম একজন সচ্চরিত্র ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তার জ্ঞান, দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর দরুণ প্রজা সাধারণ তাকে খুবই শ্রদ্ধা করত। খৃষ্টানেরা আলমেরিয়ার সীমান্তে

www.pathagar.com

অত্যাচার শুরু করায় তিনি তার জীবনের প্রথম দফা কলম ছেড়ে তরবারী ধারণ করেন এবং নিজের মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েই দুশমনদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান।

তাঁর সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন জনৈক অভিজ্ঞ সৈনিক। একদিন সীমান্তে খৃষ্টান আক্রমণকারীদের সঙ্গে আলমেরিয়ার সৈন্য বাহিনীর সংর্ঘষ হল। মধ্যাহ্নের কাছাকাছি যুদ্ধ পরিণতির দিকে যাচ্ছিল। এবং খৃষ্টানেরা পলায়ন করছিল। ঠিক এসময় হাসনুল্লায়েত থেকে তাদের দুশো সাহায্যকারী এসে পৌঁছায়।

এর ফলে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে যায়। তৃতীয় প্রহরে মারসিয়ার সিপাহসালার এক খৃষ্টান অশ্বারোহীর আঘাতে আহত হন। সামরিক অফিসাররা তাকে নিরাপত্তার সাথে একটি টিলার ওপর উঠিয়ে দেন। আহত সিপাহসালার হতাশার মধ্যে টিলার ওপর বসে যুদ্ধের অবস্থা দেখছিলেন। তার সৈন্যগণ সকল দিকেই পরাজয় বরণ করছিল। হঠাৎ তার দেহরক্ষী সৈনিকের একজন উত্তর দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে বলল, "ঐ দেখুন, দুশমনদের বাহিনীর পেছনে পাহাড়ের দিক থেকে একটি অশ্বারোহী দল তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।"

সিপাহসালার ও তার দেহরক্ষীদল অবাক বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে সিপাহসালার নিজের অধীনস্থ একজন অফিসারের দিকে তাকালেন এবং শুকনো মুখে বললেন, " সৈন্যদের দক্ষিণ দিকে সরে আসতে নির্দেশ দাও। আগন্তুক দল এক বিরাট বাহিনীর অংশ হতে পারে।"

অফিসার দ্রুত গতিতে নীচে নেমে গেল এবং তার নির্দেশে আলমেরিয়ার সকল সৈন্য পাহাড়ের দিকে পেছনে সরে এল। কিন্তু সিপাহসালার যে আগন্তুক দলটিকে দুশমন মনে ছিলেন তারা শত্রু সৈন্যদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসলো।

এ নবাগত সৈন্যদের সংখ্যা একশতের বেশী ছিল না। কিন্তু খৃষ্টান সৈন্য এ ধরণের আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দেখতে দেখতে প্রায় দেড়শো খৃষ্টান সৈন্য নিহত হল। প্রায় ২০ জন সৈন্য খৃষ্টান সৈন্যদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে আলমেরিয়ার সৈন্যদের সাথে যোগ দিল।

সাদা ও কালো রং মিশ্রিত একটি ঘোড়ার ওপর বসে জনৈক সৈনিক দলটিকে পরিচালনা করছিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুশমনদের ডান ও বাম দিকে আক্রমণ চালাল।

আলমেরিয়ার সৈন্যগণ এটাকে আল্লাহর সাহায্য মনে করে অমিত বিক্রমে দুশমনেদর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ঘন্টা পর যুদ্ধ ক্ষেত্রের অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। খৃষ্টান সৈন্যগণ পালাতে শুরু করল। আহত সিপাহসালার কিছুক্ষণ আগেও আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। এবার তিনি আঘাতের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে তকবীর ধ্বনি দিতে শুরু করেন।

সাদা কালো ঘোড়ার ওপরে বসা সওয়ার ও তার সঙ্গীগণ শত্রু সৈন্যদের ধাওয়া করে কিছু দূর চলে গেল। তারা সূর্যাস্তের সময় ফিরে এল। সিপাহসালার তাদের দেখেই নিজের

www.pathagar.com

আঘাত সম্পর্কে চিন্তা না করে দ্রুত গতিতে নীচে নেমে এলেন এবং সাদা কালো ঘোড়ার সওয়ারের নিকট পৌঁছে বললেন, "যুবক! আমি শুনেছি যে, আল্লাহর বান্দাগণ যখন কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য অটল সিদ্ধান্ত নেয়, তখন স্বয়ং আল্লাহই তাদের সাহায্য করার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা নাজিল করেন। আপনি কোথা থেকে এসেছেন তা জানার ইচ্ছা খুবই প্রবল।"

যুবক ঘোড়া থেকে নামতে নামতে বললো, "আমরা এখন মার্সিয়া থেকে এসেছি।"

সিপাহসালার একটি পাথরের ওপর বসতে বসতে বললেন, "আমার বিশ্বাস ছিল যে, বিপদের সময় ইবনে রশীক আমাদের সাহায্য করবে। এখন গ্রানাডার অধিবাসীগণ আমাদের সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারবে না। দুশমন আমাদের সকলকে যথেষ্ট শিক্ষাদান করেছে।"

যুবক বললো, "গ্রানাডার অধিবাসী সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে পারব না। দুশমনদের পরপর আক্রমণের দরুণ শাসক বৃন্দের চোখ হয়তো খুলতে পারে। কিন্তু এখন আপনি ইবনে রশীক থেকে কোন সাহায্যের আশা করবেন না। আমরা ভ্যালেনসিয়া থেকে ইবনে রশীকের নিকট পৌঁছেছিলাম এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাকে সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করছিলাম। কিন্তু ইবনে রশীক এখন তারবারী ধারণ করতে রাজী নয়। তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত মুতামিদের পক্ষ থেকে শত্রুতার আশংকা করবেন, ততক্ষণ খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অন্য কোন শক্তির সঙ্গেই সহযোগিতা করবেন না।"

সিপাহসালার জিজ্ঞেস করলেন, " তাহলে আপনি কি ভ্যালেনসিয়ার অধিবাসী?"

"না আমি গ্রানাডার বাসিন্দা।"

"আপনি ভ্যালেনসিয়ার সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন?"

যুবক বললো, "আমি গ্রানাডার ঐ স্বেচ্ছাসেনাদের দলভুক্ত, যারা স্পেনের মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার অভিযান শুরু করেছিল। চারজন লোকের সঙ্গে আমাকে সারকাষ্টা প্রেরণ করা হয়েছিল। সেখানে আমি এবং আমার সঙ্গীগণ সারকাষ্টার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলাম। উত্তর সীমান্তে লিউন ও আরসতনের লুন্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে আমরা কয়েকবার লড়েছি। আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে, সারকাষ্টার মুসলমানগণ উত্তম সৈনিক সুলভ যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের বাহিনীতে খৃষ্টান সৈন্যের প্রাধান্য রয়েছে। আমরা সারকাষ্টার সৈন্য বাহিনী থেকে খৃষ্টানদের প্রাধান্য হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সারকাষ্টার শাসনকর্তা তাদের হাতের ক্রীড়নক। অবশেষে আমাদের সারকাষ্টা ত্যাগ করতে হয়।

ভ্যালেনসিয়ায় আমাদের কিছু সঙ্গী কাজ করছিলেন। সে জন্য আমরা সেখানে চলে যাই। সেখানে আমরা সৈন্য বাহিনীতে যোগ না দিয়ে স্বেচ্ছাসেনা সংগ্রহ ও সংগঠিত করার অভিযান চালাই। বিপ্লবের পর আমরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আমাদের তৎপরতা অব্যাহত

www.pathagar.com

রাখি। কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতক আমাকে এবং আমার বিশজন সঙ্গীকে গ্রেফতার করিয়ে দেয়। তিন মাস পরে ভ্যালেনসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ কারাগার আক্রমণ করে আমাদের উদ্ধার করে।

তার পর আমরা মনে করেছিলাম, মার্সিয়ায় আমাদের প্রয়োজন হবে। যখন আমি সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, তখন আমার এ সঙ্গীগণও যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেল। মার্সিয়ায় ইবনে রশীক সম্পর্কে নিরাশ হয়ে আমরা গ্রানাডার দিকে যাচ্ছিলাম। এখান থেকে কয়েক মাইর দূরে পৌঁছে আমরা এ যুদ্ধের খবর শুনতে পাই।"

সিপাহ্সালার বললেন, "বুঝতে পেরেছি, গ্রানাডা থেকে কাজী আবু জাফর আপনাকে ভ্যালেনসিয়া পাঠিয়ে থাকবেন।"

"হ্যা।"

"এখন আপনি কোথায় যেতে চান।"

যুবক মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীগণের দিকে তাকাল এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, "যদি আপনারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।"

সিপাহ্সালার বললেন, "আমরা আপনাদের প্রয়োজন অনুভব করছি। আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

"আমার নাম হাসান ইবনে আবদুল মুনীম।"

সিপাহ্সালার বললেন, "আমি আপনাকে আমার সৈন্য বাহিনীতে নায়েবে সিপাহ্ছালারের (উপ প্রধান সেনাপতি) পদ পেশ করছি।"

হাসান জবাবে বললো, "আমি এখনো কোন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারিনি।"

"আপনি অত্যন্ত উচ্চ দায়িত্ব পালনে আপনার যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। আপনাদের সঙ্গীদের সম্পর্কে এখনও আমি কোন অভিমত প্রকাশ করছি না। আমার বিশ্বাস, তারা অচিরেই আলমেরিয়ার সৈন্য বাহিনীতে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করবেন।"

দুমাস পরে হাসান ইবনে আবদুল মুনীম আলমেরিয়ার সৈন্য বাহিনীতে এক হাজার সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হয়। সিপাহ্সালারের মত মুতাসিমও তার খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার প্রশংসা করতে শুরু করেন।

৩

হাসান ইবনে আবদুল মুনীম আলমুরিয়ার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে একটি পাহাড়ী দূর্গের সালার নিযুক্ত হয়েছিল। হাসানুল্লায়েত থেকে খৃষ্টান সৈন্যদের লুণ্ঠনকারী দল রাত্রিকালে

www.pathagar.com

নিকটবর্তী জনপদ গুলোতে এসে লুটতরাজ করতো। এদের দমন করার উদ্দেশ্যে হাসান দূর পর্যন্ত গোয়েন্দা ঘাটি স্থাপন করেছিল।

সীমান্তের কোন এলাকায় লুণ্ঠনকারীদের প্রবেশের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসান সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌছে যেত। এ দূর্গের পূর্ব দিকে আশ নদীর অপর পারে গ্রানাডার সীমান্ত চৌকি ছিল। আলমেরিয়া ও গ্রানাডার সীমান্ত প্রহরীগণ পরস্পরকে দুশমনের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করত।

এক রাত্রিতে গ্রানাডার সালারের দূত এসে হাসানকে জানালো যে, "হাসনুল্লায়েতের দূর্গ থেকে দেড় হাজার খৃষ্টান অশ্বারোহী গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গ্রানাডার সালারের অনুরোধ, হাসান যদি তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে খৃষ্টানদের পেছন দিক থেকে অবরোধ করে দাঁড়ায় তাহলে গ্রানাডার সৈন্যগণ সম্মুখ থেকে তাদের আক্রমণ করে বিগত কয়েক মাস যাবত খৃষ্টানেরা গ্রানাডা ও আলমুরিয়া সীমান্তে যে সব লুটতরাজ করেছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে।"

হাসান তৎক্ষণাত তার অধীনস্থ অফিসারদের ডেকে পরামর্শ করল। কোন কোন অফিসার বললো যে, "সিপাহসালারের অনুমতি ব্যতীত গ্রানাডার সীমানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা উচিত হবে না। তারা আরো বললো, গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার মধ্যে যুক্ত রক্ষা ব্যবস্থার কোন চুক্তির অবর্তমানে শুধু হাসানের নিজ দায়িত্বে এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অসঙ্গত।"

হাসান এসব আপত্তির জবাবে বলল, "আলমেরিয়া ও গ্রানাডা সৈন্যদের যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে কি উভয় রাজ্যের সুলতানদেরকে যুক্ত রক্ষাব্যবস্থা কায়েম করার প্রেরণা দান করতে পারেনা? এ সময় শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কর্মপন্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। আজ যদি আমরা গ্রানাাডায় শত্রুর অগ্রগতিকে বাধা দান করতে এগিয়ে যাই তাহলে কাল আলমেরিয়া সীমান্তে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার জন্য গ্রানাডার সৈনিকগণ প্রহরা দিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা এখন মাত্র ঝড়ের পূর্বাভাস দেখছি। এটা যখন পূর্ণ শক্তিতে প্রবাহিত হবে তখন আমাদের ব্যক্তিগত রক্ষাব্যবস্থা প্রবল বন্যা স্রোতের মুখে খড় কুটার মতই উড়ে যাবে।"

একজন যুবক উঠে বলল, "সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন করতে গিয়ে আমাদের দ্বিধা সংকোচ করা সঙ্গত নয়। এ লুণ্ঠনকারী ও দস্যুগণ আমাদের সীমান্ত এলাকার অসংখ্য বাড়ীঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এখন যদি গ্রানাডার সীমান্তে আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি তাহলে অবশ্যই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি। সিপাহসালার যদি আপত্তি তোলেন তখন আমরা বলবো, আমরা নিজ দায়িত্বেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।"

পর দিন প্রত্যুষে খৃষ্টান সৈন্যগণ গ্রানাডার সীমান্তে একটি শহরে অত্যাচার শুরু করে দিল। আলমেরিয়ার আটশত অশ্বারোহী একটি পাহাড়ের পশ্চাত দিক থেকে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ

www.pathagar.com

করে তাদের ওপর হামলা করে দিল।

খৃষ্টানগণ বাইরের দিক থেকে ঘুরে আলমেরিয়ার সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গেলে শহরের সদর দরজার মুখে গ্রানাডার সৈন্যগণ বের হয়ে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক ঘন্টার মধ্যে খৃষ্টান সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অর্ধশত মৃতদেহ ছেড়ে পালাতে শুরু করল।

আলমেরিয়া ও গ্রানাডার সৈন্যগণ আশ নদী পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। নদীর ওপরের পুলটির নিকটে একটি খন্দক খনন করে হাসানের এক দল সৈন্য ওঁত পেতে বসেছিল। হঠাৎ আলমেরিয়ার এ সৈন্যদের তীর বৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে পেছনে ফিরতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঐ দিক থেকে গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার ধাওয়াকারী সৈন্যগণ এসে তাদের ঘিরে ফেললো।

এক রক্তক্ষয়ী লড়াই এর পর প্রায় তিনশত খৃষ্টান সৈন্য এক দিক দিয়ে বেষ্টনী ভেদ করে নদীতে ঝাপ দিল। কিন্তু আরো একদল সৈন্য নদীর ওপারে অপেক্ষমান ছিল। নদীর উঁচু পাড় থেকে বর্ষিত তীর খুব কম সংখ্যক খৃষ্টানদের জীবিত পালনোর সুযোগ দিল। প্রায় দেড়শো খৃষ্টান সৈন্য নদীতে ঝাঁপ দেবার ঝুকি না নিয়ে আত্মসমর্পণ করল।

৪

যুদ্ধ শেষ হতেই গ্রানাডা সৈন্যদের জনৈক বর্মধারী অশ্বারোহী হাসানের নিকট হাজির হল। হাসান তার সৈন্যগণকে বন্দী শত্রু সৈন্য এবং আহত সৈন্যদের সম্পর্কে নির্দেশাদি দিচ্ছিল। গ্রানাডার অশ্বারোহীকে দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। সে ছিল আহমদ ইবনে আবদুল মুনীম।

পরম বিস্ময়ের সাথে উভয় ভাই পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তার পর নিজ নিজ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে দুভাই একে অন্যকে আলিঙ্গণ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রানাডার আরো সৈন্য হাসানের কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। এদের অনেকেই হাসান ও আহমদের সহপাঠি ছিল।

আহমদ বলল, "হাসান! গ্রানাডা আলমেরিয়া থেকে বেশী দুরে নয়। নিজের কুশল সংবাদাদি বাড়ীতে জানানো তোমার কর্তব্য ছিল। তোমার সঙ্গীদের কারোরই কি বাড়ী সম্পর্কে কোন খেয়াল নেই?"

হাসান বলল, "ভাইজান, মাত্র তিন মাস হল আমি এখানে এসেছি। এ সময়ের মধ্যে লুন্ঠনকারীদের তৎপরতা আমাদের বাড়ীঘর সম্পর্কে চিন্তা করারও ফুরসত দেয়নি। এখন এ বিজয়ের পর আশা করা যায় এরা কিছুদিন পর্যন্ত আর উপদ্রব করবেনা এবং সম্ভবত আমার পক্ষেও গ্রানাডা যাবার সুযোগ হয়ে যাবে।"

www.pathagar.com

আহমদ বললো, "আলমেরিয়া আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে? সারকাষ্টা থেকে তোমার কোন খবর না আসায় আমরা খুবই চিন্তিত ছিলাম। আমি নিজে তোমাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে পৌছে শুনতে পেলাম যে তুমি সারকাষ্টার চাকুরী ছেড়ে বহুদিন আগেই অন্যত্র চলে গিয়েছিলে।"

হাসান সংক্ষেপে তার নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করল এবং তারপর ভাই এর নিকট বাড়ীর খোঁজ খবর জানতে চাইল।

আহমদ বলল, "বাড়ীতে সবাই ভাল। আম্মাজান, খালা ও বোন মায়মুনার জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন। ইদ্রিস ও চাচা আলমাস ভাল আছে। আমাদের পরিবারে একজন সদস্য বেড়ে গেছে।"

হাসান নিজের ভাই এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আহমদ হেসে বলল, "আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"টলেডোতে।"

"আজ আমি একটি শুভ সংবাদ শুনে খুশী হলাম। ভাইজান কি এখনো ফিরে আসেন নি?"

আহমদ বলল, "তিনি যে আলোর সন্ধানে বের হয়েছেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দুমাস আগে তিনি মাত্র তিন দিনের জন্য বাড়ী এসেছিলেন।"

হাসান ও আহমদ তার সঙ্গীগণ থেকে কিছু দূর হেঁটে গিয়ে একটি গাছের নীচে দাঁড়াল। হাসান বলল, "অন্যদের উপস্থিতিতে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করা সঙ্গত বিবেচনা করিনি। ভাইজান কি উৎসাহব্যাঞ্জক কোন খবর নিয়ে এসেছিল?"

"অনেক উৎসাহব্যাঞ্জক।"

"তাহলে আমাকে তা বলুন।"

"ভাইজান কাজী আবু জাফরের জন্য এ খবর নিয়ে এসেছিলেন যে, ইউসুফ বিন তাশফীন আলফানসুর দক্ষিণমুখী অগ্রগতিতে খুবই উদ্বেগ বোধ করছেন। যদি স্পেনের আলেম ও শাসনকর্তাগণ একমত হয়ে তাঁকে স্পেনে এসে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আমন্ত্রণ জানান তাহলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন না।

আফ্রিকার যে সব বড় বড় আলেম আমীর ইউসুফের দৃষ্টিতে খুবই সম্মানিত তাদের সকলকেই ভাইজান স্পেনের অবস্থা বুঝিয়ে বলেছেন। বার্বারী গোত্রের শেখগণকেও তিনি স্পেনের সাহায্য করার জন্য রাজী করিয়েছেন।

আমীর ইউসুফ বর্তমানে আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে অবসর লাভ করেছেন এবং তিনি স্পেনে আসতে প্রস্তুত রয়েছেন। কাজী আবু জাফর ভাইজানের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই স্পেনের নেতৃস্থানীয় আলেম গণকে কর্দোভায় আমন্ত্রণ করে একত্রিত করেছিলেন। ঐ

www.pathagar.com

সভায় কয়েকজন শাসনকর্তার প্রতিনিধিও যোগদান করেন।"

হাসান বলল, "মারসিয়া অবস্থান কালে আমি এ সভার খবর শুনেছিলাম। কিন্তু সভার ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি।"

আহমদ বলল, "আমি ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। ইচ্ছাকৃতভাবেই এ বৈঠকের কার্যবিবরণী গোপন রাখা হয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই সকল কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। আলেমগণ সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিলেন যে, তাদের একটি প্রতিনিধি দল আবার খন্ডরাজ্য শাসকদের সঙ্গে দেখা করবেন এবং তাদেরকে আমীর ইউসুফের নেতৃত্বাধীনে আলফানসুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার দাওয়াত দিবেন।

কাজী আবু জাফরের নেতৃত্বে গঠিত এ প্রতিনিধি দল সর্ব প্রথম মুতামিদের নিকট গিয়েছিলেন। ইছাবেলায় আলফানসুর আক্রমণের দরুণ মুতামিদ যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেছেন। এক সময় ছিল যখন কাজী আবু জাফরের পক্ষে ইছাবেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাই নিষিদ্ধ ছিল। আর এখন কাজী আবু জাফরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য স্বয়ং মুতামিদ শহরের সদর দরজায় বের হয়ে আসেন।

কোন কোন আলেম মনে করতেন যে, মুতামিদ আমীর ইউসুফের সহযোগিতা খুবই পছন্দ করবেন কিন্তু তার নেতৃত্ব মেনে নেবেন না। কিন্তু আলফানসুর তরবারী গর্দানের নিকট পৌছে গেছে দেখে তার মনোবৃত্তি বদলে গেছে। তাই আলেমদের সঙ্গে আলোচনার পরপরই তিনি সকল শাসনকর্তার নিকট দূত পাঠিয়েছেন। চলতি মাসেই ইছাবেলায় স্পেনের সকল শাসনকর্তা অথবা তাদের প্রতিনিধিরা জমায়েত হবেন।

আমার বিশ্বাস, এসব লোক যদিও ইসলামের জন্য কোন দিনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি তবুও নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হবেন। আলফানসুর সৈন্য বাহিনী টলেডো থেকে অগ্রসর হয়ে অন্য রাজ্য আক্রমণ করতে বেশী বিলম্ব করবে না। আননেভার, আরগুন এবং লিউনের খৃষ্টান শাসনকর্তাগণ ছাড়াও ফ্রান্স এবং ইটালী থেকে হাজার হাজার অশ্বারোহী তার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে।"

হাসানের অন্তর খুশীতে টগবগ করে উঠল। সে বললো, "ভাইজান, আপনি এত খবর জানেন! আর আমি এটুকু খবরই জানতাম না যে আপনি আমার এত নিকটেই রয়েছেন। আমার গোয়েন্দাগণ এ চৌকির সালারের খুবই প্রশংসা করে। আমি মনে করেছিলাম, এখানে গ্রানাডার কোন পৌঢ় বয়সের ব্যক্তি সালার হয়ে এসেছেন।"

আহমদ বলল, "আমি সালারে আলার নায়েব। আমাদের সালারে আলার সঙ্গে দেখা হলে তুমি এ বিজয়ের চাইতেও বেশী খুশী হবে।"

হাসান জিজ্ঞেস করল, "তিনি কোথায়?"

"তিনি এ শহরেই আছেন।"

"এখন আমার ফিরে যাওয়া উচিত। নিজের দায়িত্বেই আলমেরিয়ার সৈন্যগণকে এ

www.pathagar.com

রণক্ষেত্রে নিয়ে এসেছিলাম। আমীর এ জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই আলমেরিয়া থেকে ফিরে এসে আপনার সালারে আলার সঙ্গে সাক্ষাত করবো।"

আহমদ বলল, "না তুমি যাবার আগেই আমাদের সালারে আলার সঙ্গে সাক্ষাত করে যাও। তিনি সম্ভবত ইছাবেলা চলে যেতে পারেন।"

"ইছাবেলা কি জন্য?"

আহমদ বলল, "আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, ইছাবেলায় আলেম ও শাসনকর্তাগণ একত্রিত হচ্ছেন।"

হাসান বলল, "আমি আমার সৈন্যদের রওয়ানা করিয়ে দিয়ে আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি। কিন্তু আজই আমাকে দূর্গে ফিরে যেতে হবে।"

"তুমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে যাবে। আমি তোমাকে শহর থেকে নতুন ঘোড়া দিয়ে দেব।"

হাসান বলল, "তাহলে আমি অবশ্যই যাবো। কিন্তু আপনাদের সালারে আলা কে?"

আহমদ বলল, "এখন বলব না, তুমি তাকে দেখে চিনতে পার কি না তা আমি দেখতে চাই।"

"গ্রানাডার সামরিক বাহিনীর কোন অফিসারই আমার নিকট অপরিচিত নয়।"

"তিনি গ্রানাডা সৈন্য বাহিনীর কোন অফিসার নয়। তিনি আমাদেরই মত স্বেচ্ছাসেনা। খৃষ্টানদের অগ্রগতির মুখে গ্রানাডার সামরিক বাহিনী পশ্চাদাপসরণ করে নাবারাতুক নামক গ্রাম পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। সে সময় তিনি স্বেচ্ছাসেনাদের নিয়ে এলাকা হেফাজত করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন।"

৫

হাসান অশ্বারোহীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে আহমদের সঙ্গে গ্রানাডার সীমান্ত শহর অভিমুখে রওয়ানা হল। শহরে প্রত্যাবর্তনকারী মুজাহিদদের শহরবাসী আনন্দধ্বনি সহকারে অভিনন্দন জ্ঞাপন করল।

আহমদ হাসানকে সঙ্গে নিয়ে একটি বাড়ীর সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বলল, "হাসান, আমাদের সালারে আলা এ বাড়ীতে থাকেন। তুমি এখন অতি উচ্চ পর্যায়ের লোকের সামনে যাচ্ছ।"

হাসান নিজের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। দুজন সিপাহী এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ ধরল এবং তারা দুজন বাড়ীতে প্রবেশ করল। বারান্দায় একজন যুবক দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে ও

www.pathagar.com

মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা ছিল। হাসান তাকে দেখামাত্রই চিনে ফেলল।

আহমদের দিকে ফিরে সে বলল, "ভাইজান, আপনি মনে করেন আমি ইলিয়াসকেও চিনতে পারবো না?" তারপর সে এগিয়ে গিয়ে ইলিয়াসের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, "ভাইজান বলেছিলেন যে আমি তাঁর সালারে আলাকে চিনতে পারবো না। সারা পথ আমি খুবই চিন্তা ভাবনা করছিলাম।"

আহমদের ইশারায় ইলিয়াস বলল, "সালারে আলাকে তুমি অবশ্যই চিনতে পারবে না।"

হাসান ও ইলিয়াসকে আলাপরত অবস্থায় দেখে আহমদ একটি কামরায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একজন লোক দরজা দিয়ে বের হলে হাসান চমকে উঠে বলল, "ভাই ইদ্রিস...।"

ইদ্রিস এগিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলল, "হাসান, তুমি আগে সালারে আলার সঙ্গে দেখা কর। তার পর কথা বলব।"

"আপনি যে এখানেই আছেন এ খবরটি তো ভাইজান আমাকে বলেন নি।"

"আমি এখান থেকে কিছু দূরে একটি চৌকিতে নিযুক্ত ছিলাম। এখনই এখানে এসেছি। চল।"

হাসান ইদ্রিসের সঙ্গে কামরায় প্রবেশ করল। বৃদ্ধ সালারে আলা একটি টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন। টেবিলের ওপর নকসা ও কাগজ পত্রাদি ছিল। সালারে আলার বাম পাশেই আহমদ বসল। সে হাসানের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলল, "ইনি আলমেরিয়া সীমান্ত দূর্গের সালার।"

বৃদ্ধ সালারের দৃষ্টি হাসানের চেহারার ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইল। হাসান "আচ্ছালামু আলায়কুম" বলল এবং বৃদ্ধ সালার দাঁড়িয়ে "ওয়াআলাই কুমুসসালাম" বললেন এবং তার হাত দুখানা সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন। হাসান পরম উৎসাহে করমর্দন করতে করতে বলল "আমি আপনাকে কখনও গ্রানাডায় দেখিনি।"

বৃদ্ধ সালার ব্যথাহত কণ্ঠে বললেন, "না, আমি সেখানে ছিলাম না।

"আমি যেন আপনাকে অন্য কোথাও দেখেছিলাম।"

বৃদ্ধ সালার কোন জবাব দিলেন না। তিনি হাসানের হাত খানা নিজের মুঠোর মধ্যে রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। হাসান আহমদের দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোণে হাসি এবং চোখে অশ্রু জমা হতে দেখা গেল। সে বলল, "হাসান, তুমি এঁকে আর কখনও দেখনি?"

হাসানের মুখে এ প্রশ্নের কোনই জবাব ছিলনা। সে বার বার বৃদ্ধ সালারকে দেখছিল।

বৃদ্ধ সালার আহমদ এবং ইদ্রিসের দিকে তাকিয়ে কম্পিত স্বরে বললেন, "সে ঐ সময় খুবই ছোট ছিল। আমার মনে আছে, যেদিন আমি বিদায় নিয়েছিলাম, সে দিন সে আমার

www.pathagar.com

দুপা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, "আব্বাজান, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে সঙ্গে নিবেন।"

একথা গুলো হাসানের অন্তরে তীরের মত বিঁধে গেল। অতীতের সকল ঘটনাবলী তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বৃদ্ধ সালারকে জড়িয়ে ধরে সে "আব্বাজান" বলে ডুকরে কেঁদে উঠল এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আর আপনি বলেছিলেন, যুদ্ধ এখনো থামেনি।"

৬

মুতামিদের শাহী মহলের একটি প্রশস্ত কামরায় খন্ডরাজ্যের শাসকবৃন্দ বৈঠক করছিলেন। তাদের বেশীর ভাগই আল্‌ফানসুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানানোর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কয়েক জন শাসনকর্তা এ প্রস্তাবের বিরোধিতাও করেছিলেন। শাহজাদা রশীদ বৈঠকের আগেই তার পিতাকে বলে দিয়েছিলেন, "মুরাবিতীনরা অসভ্য ও জংলী। তাদেরকে আমাদের দেশে আমন্ত্রণ করার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হবে। স্পেনের আলেমগণ জনসাধারণকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। ইউসুফ বিন তাশফিন এলে তিনি সব কাজই আলেমদের পরামর্শানুসারে করবেন। আর ওলামগণ স্পেনের শাসকদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার পরামর্শই সর্ব প্রথম দেবেন। জনসাধারণও এ প্রস্তাব সমর্থন করবে। ফলে আমীর ইউসুফ বিনা বাধায় স্পেনের হর্তাকর্তা হয়ে যাবেন।

তারপর যে সব আলেম আগেই আমাদের বিরুদ্ধে কুফরী ও নাস্তিকতার ফতোয়া জারি করেছেন, তারাই বিচারকের আসনে বসবেন এবং আমাদের জন্য নির্ধারিত হবে আসামীর কাঠগড়া। এ বিপদের ঝুঁকি নেবার পরিবর্তে আমাদের যে কোন উপায়ে আল্‌ফানসুর সঙ্গে সন্ধি করে নেয়া উচিত।

রাণী রেমিকাও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছিল। কারণ, সে মনে করত, আমীর ইউসুফের সাহায্যে যে সব লোক ক্ষমতায় আসিবে তারা পূর্বেই শাহী মহলের বিলাসিতার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করেছেন।

কিন্তু মুতামিদ এ সব কথায় কর্নপাত করেন নি।

খন্ডরাজ্যের শাসকদের বৈঠকে মালাগার শাসক আবদুল্লাহ ইবনে সাফাজ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "আপনারা ইসলামের নামে মুরাবিতীনের আমীরকে সাহায্যের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মুরাবিতীন স্পেনের আলেম ও জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়ে যে ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী করবে, তার আওতাধীনে আপনাদের কোনই স্থান থাকবে না। মুরাবিতীন

www.pathagar.com

সভ্যতা ও কৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। তাদের ইসলাম এক প্রলয়ংকরী ঝড়ের মতই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল চিহ্ন মুছে ফেলবে।

যে আলেমগণ আমাদের কাব্য সাহিত্য ও কারুকলাকে বিদ্রুপ করে তাদেরই আমাদের গর্দানে চাপিয়ে দেয়া হবে। মর্মর প্রাসাদ এবং পর্ণ কুটিরের বাসিন্দাদের একই শাসনদন্ডে শাসন করা হবে। আমরা যে সময় ঐক্যবদ্ধ ছিলাম না সে সময় আলফানসু আমাদের জন্যে সত্যিই বিপদজনক ছিল। এখন আমরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে কোন সংস্থা কায়েম করি তাহলে সে আক্রমণ করার চিন্তা পরিত্যাগ করবে। খুব বেশী কিছু যদি হয়, তাহলে তাকে আমাদের খেরাজ দিতে হবে। মুরাবিতীনকে ডেকে আনার ঝুঁকি গ্রহণ করার চাইতে আলফানসুকে খেরাজ দান করার নিশ্চয়তা দিয়ে একটি মীমাংসা করে নেয়া শ্রেয়।"

এ বক্তৃতার জবাবে ওমরুল মোতাওয়াক্কিল বললেন, "আলমেরিয়া আলফানসুর আওতা থেকে অনেক দূরে থাকার দরুণ আপনি এ সব বলছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, সারা দুনিয়ার ধন সম্পদও যদি আমাদের হাতে আসে তবু আমরা বেশী দিন পর্যন্ত আলফানসুকে নিরস্ত করে রাখতে পারব না। টলেডোর সুলতানের চাইতে বেশী সম্পদ কেউ তাকে দেয়নি। কিন্তু টলেডোর কি পরিণাম হয়েছে তা আমরা সকলেই দেখেছি। আমাদের অন্যান্য বন্ধুগণ টলেডোর অবস্থা দেখেই জেগে উঠেছেন। আপনি সম্ভবত বাতালিউস,ইছাবেলা, মার্সিয়া, আলমেরিয়া ও কর্দোভার পরিনাম দেখার পর ঘুম থেকে জেগে উঠতে ইচ্ছুক।"

দীর্ঘ বিতর্কের পর মুতামিদ উঠে বললেন, "আপনাদের মধ্যে কোন কোন শাসনকর্তা মনে করেন যে, মুরাবিতীন আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে। এ ধারণা হয়ত ঠিক হতেও পারে। কিন্তু আমি বলছি যে, ইউসুফ বিন তাশফিন যদি আমাকে বন্দী করে আফ্রিকা পাঠিয়ে দেন তবু আমি কাষ্টালার খৃষ্টানদের শূকর চরানোর চাইতে মুরাবিতীনের উট চরানো অধিকতর পছন্দ করবো। রেহাই প্রাপ্তির কোন উপায় দেখা যাচ্ছেনা বলেই আমরা আজ ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে সাহায্য চাই।

আপনারা কি স্পেনের ওপর আলফানসুর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পছন্দ করেন? তাহলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ জাতির ধ্বংস ও অধঃপতনের জন্য আমাদেরই দোষী সাব্যস্ত করবে। মুসলিম জাহানের সকল মসজিদের মিম্বর থেকেই আমাদের ওপর লানত বর্ষিত হবে। আমাদের কোন কোন শাসনকর্তা বলেছেন যে, মুরাবিতীনের আগমনে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিপন্ন হয়ে যাবে এবং আমাদের সকল কারুশিল্প মিটে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা যে কারুশিল্পের গর্ব করি তা আলফানসুর আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম। তার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ঐ মুজাহিদ গণের তরবারী দরকার, যাদের আপনারা অসভ্য ও জঙ্গী আখ্যা দিচ্ছেন।

আমি আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের তারিফ করছিনা। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, তিনিই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আমাদের অন্ধকার দিগন্তে তিনিই একমাত্র আশার

www.pathagar.com

আলো।

আমি আলফানসুকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কোষাগার শূন্য করে ফেলেছি। তবু সে এখন ইছাবেলার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে। বাইরের সাহায্য ব্যতীত ইছাবেলা ও কর্দোভাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো না। আপনাদের মধ্যে যদি কারো নিজের শক্তির ওপর ভরসা থাকে তাহলে তাকে আমরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য করবো না। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যারা আমার মত ভবিষ্যত চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের নিকট আমার আবেদন এই যে, আলাপ আলোচনা করে আর সময় নষ্ট করবেন না। আমরা একটি আগ্নেয়গিরির গহ্বরের মুখে বসে রয়েছি। যে কোন সময় এর মুখ ফেটে অগ্নুৎপাত শুরু হয়ে যেতে পারে।"

কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর উপস্থিত সকলেই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমীর ইউসুফকে স্পেনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর পূর্বে তাঁর নিকট থেকে ওয়াদা গ্রহণ করা হবে, যেন তিনি স্পেনের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে ওমরুল মুতাওয়াক্কিল ইউসুফ বিন তাশফিনের নামে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখলেন এবং খন্ডরাজ্যের শাসকগণ একের পর এক ঐ চিঠিতে স্বাক্ষর দান করলেন।

কাজী আবু জাফর ইতিপূর্বেই অপর একটি আমন্ত্রণ পত্রে স্পেনের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। পরের দিনই স্পেনের সকল খন্ডরাজ্যের শাসকবৃন্দ ও আলেমগণের পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত প্রতিনিধি দল মারাকাশ অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়।

ফরিয়াদ

স্পেনের আলেম ও শাসকগণের প্রতিনিধিবৃন্দ আফ্রিকার সে দরবেশ শাসনকর্তার দরবারে উপস্থিত ছিলেন যাকে আল্লাহ তায়ালা স্পেনের উদ্ধার কার্যের জন্য মনোনীত করছিলেন। একটি প্রশস্ত কামরায় আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসেছিলেন। রেশম ও জরির পরিবর্তে তিনি পশমের তৈরী মোটা কাপড় পরিহিত ছিলেন। এ

www.pathagar.com

সাদামাটা পোশাকেও তাঁকে ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার মুর্ত প্রতীক মনে হচ্ছিল। তার চোখে একই সঙ্গে সিংহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শিশুসুলভ সরলতা বিরাজ করছিল। তার উভয় পার্শ্বে বড় বড় আলেম ও সামরিক অফিসার গণ বসেছিলেন।

স্পেনের জনৈক আলেম তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার পর তাঁর হাতে চুমো দিতে উদ্যত হলে তিনি নিজের হাত টেনে নিয়ে বললেন, "আমার মনে এ ধরণের কোন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে দেবেন না যে আমি সাধারণ মানুষের চাইতে উত্তম।"

কাজী আবু জাফর স্পেনের মুসলমানদের অসহায়ত্ব ও আলফানসুর অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে বললেন, "হে আমীর, আমরা এখন আপনার শরনাপন্ন হয়েছি। ধ্বংস ও বিপর্যয়ের তুফান আমাদের চারদিক থেকেই ঘিরে ফেলেছে। এখন আপনিই এ জাতির শেষ আশা ভরসার কেন্দ্র। স্পেন আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এর সুপ্রশস্ত ভূভাগ আমাদের যেন আর বক্ষে ধারণ করতে পারছেনা। টলেডোও ভ্যালেন্সিয়ায় আমাদের মান ইজ্জতের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

খৃষ্টান সৈন্যদল ইছাবেলা, বাতালিউস, কর্দোভা, মার্সিয়া ও গ্রানাডার সদর দরজায় করাঘাত করছে। আমারা স্পেনের ঐ সব মা,বোন, কন্যাদের ফরিয়াদ নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি যাদের টলোডো ও ভ্যালেন্সিয়া থেকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে কাষ্টালা, লিউন ও আননেভারের বাজারে পশুর মত বিক্রী করা হচ্ছে। স্পেনের প্রতিটি শহরে টলেডো ও ভ্যালেন্সিয়ার বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি যদি আপনি না চান, স্পেনের মসজিদ গুলো থেকে আজান ধনি বন্ধ হয়ে যাওয়া যদি আপনার নিকট অসহনীয় বিবেচিত হয়, তাহলে আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনাকে ময়দানে অবতরণ করতেই হবে। আজ স্পেনের প্রতিটি মুসলমান আপনার দিকে তাকিয়ে আছে।"

কাজী আবু জাফরের সমর্থনে আরো কজন আলেমের বক্তৃতা শোনার পর আমীর ইউসুফ মাথা নত করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তার পর তিনি বললেন, "আমার সম্পর্কে আপনারা এতটুকু ভরসা করতে পারেন যে, আমি নিরব দর্শক সেজে স্পেনের মুসলমানদের বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলার তামাসা দেখবোনা। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আমি স্পেনের শাসনকর্তাগণের মাতামত জেনে নেয়ার দরকার বোধ করি।"

এ কথার জবাবে ইবনে জায়দুন উঠে দাঁড়ালেন এবং শাসনকর্তাদের স্বাক্ষরিত চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "বর্তমান অবস্থায়, স্পেনের শাসনকর্তাগণও অনেক শিক্ষা লাভ করেছেন। এ আবেদন পত্রটি তাদেরই স্বাক্ষরিত।"

আবেদন পত্রটির শব্দবিন্যাস ও বাক্যালংকার আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্যে অবোধগম্য ছিল। তিনি কিছুক্ষণ চিঠিখানা দেখে মরোক্কোর একজন আলেমের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। স্পেনের শাসনকর্তাগণ জ্বলন্ত অংগারের ওপর বসেও কবিত্ব করেন।"

www.pathagar.com

মরোক্কোর আলেম বার্বারী ভাষায় চিঠি খানার তরজমা করে শুনিয়ে দিলেন। খন্ডরাজ্যের শাসকগণ স্পেনের বর্তমান বিপদের উল্লেখ করে মুরাবিতীনের আমীরকে অনুরোধ করেছেন, "যদি একজন ভাই হিসাবে আপনি আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাহলে আপনার নেতৃত্বাধীনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে। কিন্তু আমাদের একটি শর্ত হচ্ছে এই যে, আপনি স্পেনের কোন এলাকার ওপরই নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবেন না এবং যুদ্ধ শেষ হলেই স্পেন থেকে আপনার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করে নেবেন।"

আফ্রিকার আলেমগণ এ শর্তটি সম্পর্কে কিছুক্ষণ বাদানুবাদ করেন। অবশেষে ইউসুফ বিন তাশফিন দৃঢ়তা সহকারে বললেন, "আমি এ শর্ত মেনে নিলাম। যে দেশের শাসনভার আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি অপরের বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপাতে চাইনা। যদি স্পেনের শাসনকর্তাগণ ঐকমত্যে পৌছে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচিত করতেন, তাহলে আমিও ঐ নেতার অধীনে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোন আপত্তি করতাম না। যদি ফ্রান্স ও ইটালীর খৃষ্টানগণ আলফানসুর পতাকা তলে সমবেত হতে পারে তাহলে আমিও একজন অখ্যাত স্বেচ্ছাসেনা হিসাবে আমার ভাইদের সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করব না। এখন আমি জানতে চাই, সাগর পাড়ি দিয়ে আমার সৈন্য জাহাজ থেকে স্পেনের কোন বন্দরে অবতরন করলে ভাল হবে?"

ইবনে জায়দুন বললেন, "স্পেনের শাসনকর্তাগণ জিব্রালটার বন্দরে আপনাকে সংবর্ধনা জানানোর ইচ্ছা পোষণ করেন।"

"কিন্তু আমি যদি অন্য কোন বন্দর পছন্দ করি?"

ইবনে জায়দুন বলল, "শুধু জিব্রালটার বন্দরে আপনার সৈন্য অবতরণের অনুমতি দান করার ক্ষমতাই আমাকে দেয়া হয়েছে।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "ইনশাল্লাহ আগামী কাল আমি আপনাদের আমার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করব।"

পরের দিন প্রতিনিধি দল আমীরর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি জানান, "কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে খিজরা দ্বীপের বন্দরে অবতরণ করা জিব্রালটারের তুলনায় অধিকতর সঙ্গত মনে করছি। যুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত ঐ বন্দর সংলগ্ন কিছু এলাকা সম্পূর্ন রূপে আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছেড়ে দিতে হবে।"

খিজরা দ্বীপের নাম শুনে ইবনে জায়দুন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এ দ্বীপটি মুতামিদের রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মুতামিদ পূর্বাহ্নেই ইবনে জায়দুনকে বলে দিয়েছিলেন যে, মুরাবিতীনের আমীর খিজরা দ্বীপে অবতরণ করতে চাইলে নানাবিধ অজুহাত দেখিয়ে তাকে বিরত করতে হবে। কাজী আবু জাফর ইবনে জায়দুনের চেহারা দেখেই তার সমস্যা উপলব্ধি করেন এবং বলেন, "ইবনে জায়দুন সুলতান মুতামিদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার পূর্ণ

www.pathagar.com

ক্ষমতা নিয়ে এসেছেন। যদি আপনি সামরিক কারণে ঐ এলাকা পছন্দ করেন তাহলে তিনি এক্ষুণি খিজরার গভর্নরকে ঐ বন্দর খালি করে দেয়ার নির্দেশ প্রেরণ করবেন।"

ইবনে জায়দুন অস্থির হয়ে বললেন, "না না আমাকে এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি।"

আমীর ইউসুফ রাগান্বিত হয়ে বললেন, "তাহলে মুতামিদ আমাকে যুদ্ধের সময় কোন বিশেষ স্থান বাদ দিয়ে তার পছন্দ মাফিক অন্য কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশও দিতে পারেন।"

প্রতিনিধি দলের সদস্য গণ অনুভব করছিলেন যে, তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকানোর পর কাজী আবু জাফরের দিকে সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

তিনি আমীর ইউসুফের সমর্থনে ইবনে জায়দুনকে লক্ষ্য করে বললেন, "সুলতান মুতামিদ হয়ত আমীর ইউসুফের জন্য জিব্রালটার বন্দরকে উপযোগী মনে করতে পারেন। কিন্তু আমীর ইউসুফ যদি তাঁর সৈন্য অবতরণের জন্য খিজরা দ্বীপকে অধিকতর উপযোগী মনে করেন তাহলে আপনার এ দাবী সানন্দে মেনে নেয়া উচিত। আপনি এ কথা প্রমাণ করার জন্যই আমাদের সঙ্গে এসেছেন যে, অন্যান্য শাসকবৃন্দের মত সুলতান মুতামিদও আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমীর ইউসুফের নেতৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছেন।

আমি এ মজলিসে এ কথাটাও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে চাই যে, যুদ্ধের জন্য স্পেনের জনসাধারণ কোন প্রকারের শর্ত আরোপ না করেই আমীর ইউসুফের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। মুতামিদ ভাল ভাবেই জানেন যে, তার গর্দানের ওপর আলফানসুর শানিত তরবারী ঝুলছে। তার সামনে বিপদ থেকে রেহাই প্রাপ্তির জন্য কোন উপায় থাকলে তিনি আফ্রিকার শরনাপন্ন হতেননা আর এখন শরনাপন্ন হওয়ার পর আমাদের জানা উচিত যে, আমাদের এ ত্রাণকর্তা কবিতা আবৃত্তি করার জন্য স্পেনে যাচ্ছেন না। তিনি যাচ্ছেন লড়াই করার জন্য। কাজেই সামরিক প্রয়োজনে শুধু খিজরা দ্বীপই নয়, স্পেনের সকল বন্দরেই আমীর ইউসুফের সৈন্য অবতরণের অবাধ অধিকার সুলতান মুতামিদকে মেনে নিতে হবে।

মুতামিদের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমীর ইউসুফের ওয়াদাই যথেষ্ট। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করছেন যে, স্পেনের কোন এলাকা তিনি দখল করতে চান না। খৃষ্টান সৈন্যদের বিতাড়িত করার পরই তিনি তার সৈন্যগণকে স্পেন থেকে প্রত্যাহার করবেন বলেও জানিয়েছেন। আপনি এ মজলিসে এ কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন না যে, স্পেনবাসী আমীর ইউসুফের সাহায্য চায় কিন্তু তাকে বিশ্বাস করে না।"

ইবনে জায়দুন বললেন, "আমীর ইউসুফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনে সন্দেহ করা আমি গুনাহ মনে করি। আমার দূর্ভাগ্য যে, আমি এখানে সুলতান মুতামিদের দূত হয়ে এসেছি

www.pathagar.com

এবং তিনি আমাকে খিজরা দ্বীপ সম্পর্কে কোন আলোচনা করার ক্ষমতা দান করেন নি।"

আমির ইউসুফ বললেন, "আমি এ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। কাজী আবু জাফর স্পেনের সকল বন্দরই আমার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত রয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত স্পেনের কোন মসজিদে স্বাধীন ভাবে খোতবা দেয়ার অধিকারও তার নেই। আমির মুতামিদ স্পেনের সকল শাসনকর্তাদের নেতা। কিন্তু তিনি আমাকে যে বন্দরে সৈন্য অবতরণের দাওয়াত দিয়েছেন, সে বন্দর আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। কাজী আবু জাফরের মত ব্যক্তি যে দিন স্পেনের সকল শাসক গণের পক্ষ থেকে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসবেন, সেদিন পর্যন্ত আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি স্পেনের আলেমগণকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু খন্ডরাজ্যের শাসকদের পক্ষাবলম্বন করে স্পেনে পদার্পণ করার আগে আমাকে অনেক বিষয় চিন্তা করতে হবে।"

আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন বৈঠক সমাপ্ত করে উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রতিনিধি দলকে নৈরাশ্য ও অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করে বাসস্থানের দিকে রওয়ানা দিলেন। কাজী আবু জাফরের সঙ্গীগণের নীরব দৃষ্টি তার নিকট যেন জিজ্ঞেস করছিল, "এখন কি হবে?"

এক মুহূর্ত বসে থাকার পর তিনি হঠাৎ উঠে ইউসুফ বিন তাশফিনের পেছন পেছন চলতে শুরু করলেন।

নিকটে পৌঁছে তিনি ডাকলেন, "হে আমীর।"

ইউসুফ বিন তাশফিন কাজী আবু জাফরের দিকে তাকালেন।

তিনি বললেন, "আমি আপনাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আর তা হচ্ছে এই যে, স্পেনের সকল শাসনকর্তাগণ যদি মুরতাদ হয়ে খৃষ্টানদের গোলামী কবুল করে নেয় তাহলেও কি আপনি সে দেশের মুসলমানদেরকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন? ইসলামের জন্য যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক, তাদের আহ্বানের কি কোনই মূল্য নেই?"

আমির ইউসুফ জবাবে বললেন, "আমি এখন কিছুই বলতে পারছি না। আপনি দোয়া করুন আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন।

আমি আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে ভয় করছি না। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে স্পেনের শাসনকর্তাগণ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তারা যদি শত্রুদের সারিতে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে আমি জনসাধারণকে কি পরিমাণ সাহায্য করতে পারবো, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমার পক্ষে তখন সহজ হবে। কিন্তু আমি ঐ সব লোকদের বন্ধুত্ব পছন্দ করি না, যারা কাফেরের ভয়ে ভীত অথচ একজন মুসলমানের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে অপারগ।

আমি অনুভব করছি যে, আমাকে একাই এ যুদ্ধে লড়তে হবে। কারণ ঐ সব শাসনকর্তার পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

www.pathagar.com

করার আগে আমাকে মজলিসে শুরা এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

নৌবাহিনীর প্রধান, সিয়ার বিন আবু বকর ও আরো কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি আজ এখানে উপস্থিত নেই। আজ কিংবা কাল তারা এসে যাবেন। তাদের মধ্যে একটি যুবককে আপনি চেনেন। সাদ ইবনে আবদুল মুনীমকে এখানে প্রেরণ করার জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। তার নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি আমার প্রগাঢ় আস্থা রয়েছে। যদি তিনি বলেন যে, জিব্রালটার বন্দর আমার সৈন্য অবতরণের জন্য উপযোগী হবে, তাহলে আমি মুতামিদকে বিরক্ত করব না। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে মজলিসে শূরায় আপনার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু খন্ডরাজ্য শাসকদের প্রতিনিধিদের এখানে থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। তারা ফিরে যেতে পারেন।"

২

এশার নামাজের পর স্পেনের আলেম ও খন্ডরাজ্যের শাসকবৃন্দের প্রতিনিধিগণ মেহমানখানার একটি পৃথক কামরায় বসে পরস্পর আলোচনা করছিলেন। এক কামরায় ইবনে জায়দুন তার সঙ্গীদের বলছিলেন, "মুরাবিতীনের আমীর আমাদের জন্য এক মূর্তিমান রহস্য। আমি বুঝতে পারছিনা ফিরে গিয়ে আমরা দেশবাসীর কাছে কি করে মুখ দেখাবো।"

তার জনৈক সঙ্গী বলল, "যদি স্পেনের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জানতে পারেন যে, এই মুরাবিতীনরা এত বেশী অসভ্য, তাহলে তারা হয়ত খৃষ্টানদের গোলামীই অধিকতর পছন্দ করবেন। মালাগার শাসনকর্তার অভিমতই সত্য প্রমাণিত হল। এদের সাহায্যে আমরা যদি খৃষ্টানদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েও যাই- তাহলেও আমরা এ জংলী লোক গুলোর গোলাম হয়ে যাবো। আর তারা যখন স্পেনে আফ্রিকার আইন কানুন জারী করবে, তখন আমাদের কি পরিণতি হবে তা একমাত্র আল্লাহই বলতে পারেন। শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির সকল চিহ্নই এরা মিটিয়ে দেবে। ইছাবেলা ও কর্দোভার মর্মর প্রাসাদ গুলোতে তারা ঘোড়া বাঁধবে। বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের আসন গুলোতে তারা ছিন্ন জোব্বা পরিহিত আলেমদের বসিয়ে দেবে। খৃষ্টানদের হাত থেকে আমরা অবশ্যই নিষ্কৃতি লাভ করব। কিন্তু এ লোক গুলো আমাদের জীবনের সকল আনন্দ ছিনিয়ে নেবে।"

অপর একজন বললেন, "যে ব্যক্তি একখানা চিঠির মর্ম উদ্ধার করতে অক্ষম, এর কাছে আমরা কি আশা করতে পারি?"

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "খোদার কছম আমাদের আস্তাবলও এ ব্যক্তির বাসস্থানের

www.pathagar.com

চাইতে অনেক ভাল। আমাদের নৌকার মাঝিদের পোশাক আমীর ইউসুফের পোশাকের তুলনায় অনেক উন্নত। এখানে উচ্চ ও নীচের কোন প্রভেদ নেই। যেই আসুক বিনা দ্বিধায় আমীরের নিকট বসে যায়। কোন দারোয়ান নেই–দরবারে কোন প্রহরী নেই। কাল মসজিদের দরজায় এক সাধারণ বৃদ্ধা আমীর ইউসুফের জামা ধরে টানছিল। পরশু রাখালেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এ ধরণের মানুষ যদি স্পেন দখল করে বসে তাহলে আমাদের সবাইকেও একই ডান্ডা দিয়ে পশু পাখির মত হাঁকিয়ে চলবে। আদালতে কাজী আবু জাফরের মত লোককে বিচারকের আসনে বসানো হবে এবং আমরা ও আমাদের আমীরগণকে আসামীদের সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হবো।"

ইবনে জায়দুন নিরবে এসব সমালোচনা শুনছিলেন। সকলের শেষে তিনি বললেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে একমত নই। মরোক্কোয় অবস্থান করে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তাতে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, স্পেনের আলেম ও শাসনকর্তাগণ আমীর ইউসুফকে তাদের শেষ আশা ভরসার স্থল বিবেচনা করে কোন ভুল করেন নি।

আলফানসুর অগনিত সৈন্যদলকে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিই পরাজিত করতে পারবেন যার খাপে ইসলামের তরবারী রয়েছে। মুরাবিতীনের আমীরের খাপে আমি ইসলামের তরবারী দেখতে পেয়েছি। আমরা ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে পড়েছি বলেই তাঁর প্রতিটি কথা আমাদের নিকট অদ্ভুত মনে হয়। আমার জীবনে আমি এ ধরণের সাদামটা অথচ বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি দেখতে পাইনি। তার বুকে একই সঙ্গে মরুভুমির প্রশস্ততা ও সমুদ্রের গভীরতা রয়েছে। যদি আমার হাতে ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি খিজরা দ্বীপে তার সৈন্য অবতরণের বিরোধিতা না করে তাকে বলতাম যে ইস্বাবেলার সকল বন্দরই তাঁর জন্য উন্মুক্ত। যদি আমি মুতামিদের প্রতিনিধি না হয়ে একজন সাধারণ মুসলমান হিসাবে মতামত ব্যক্ত করি তাহলে আমি বলব যে, আলফান্সুর উত্থানের মধ্যে আমাদের জন্য যে স্থায়ী বিপদ দেখা দিয়েছে তা থেকে নাজাত প্রাপ্তির একমাত্র পথ হচ্ছে, স্পেনের সকল শাসকের একতাবদ্ধ হয়ে বিনা শর্তে আমীর ইউসুফের আনুগত্য কবুল করে নেয়া।"

মেহমান খানার অন্য কামরায় কাজী আবু জাফর একমনা ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছিলেন, " আমরা আরো একবার খন্ডরাজ্যের শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভুল করেছি। আমরা নিজেদের দায়িত্বে এখানে এলে আফ্রিকার আলেম গণকে আমাদের স্বপক্ষে পেতাম। এখন আফ্রিকার আলেম গণের অনেকেই মনে করছেন যে, স্পেনের শাসকগণ বিশেষত মুতামিদ আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনকে সরল মনে আমন্ত্রণ করেন নি। তারা আরো মনে করেন, আমরা জনসাধারণের মুখপাত্র হিসেবে আসিনি বরং শাসনকর্তাদের হাতের ক্রীড়নক সেজে এসেছি। তারা এখন আমীর ইউসুফকে বুঝাচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি কর্দোভার বন্ধু সেজে এসে ধোকা দিয়েছিলেন, তার বন্ধুত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নয়। এটা অসম্ভব নয় যে, একদিকে আফ্রিকার সৈন্য বাহিনী স্পেনে পৌছবে এবং অন্য দিকে

www.pathagar.com

মুতামিদ ও অন্যান্য শাসকগণ একমত হয়ে আলফানসুর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন।"

ইবনে আদহাম বললেন, "খন্ডরাজ্যের শাসকদের নিকট সকল প্রকারের জঘন্য পদক্ষেপ গ্রহণেরই আশা করা যেতে পারে। কিন্তু এখন কি হবে? আমরা কি এ বিশ্বাস নিয়ে ফিরে যাবো যে, স্পেনের ভাগ্যে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই?"

কাজী আবু জাফর বললেন, "আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আমরা আরো কিছু দিন এখানে থাকবো। আমীর ইউসুফ, আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের এক বৈঠক ডেকেছেন। ঐ বৈঠকেই তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। আমার বিশ্বাস, তিনি আমাদের স্বপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেবেন। সিদ্ধান্তের পর খিজরা দ্বীপ সম্পর্কে মুতামিদের আপত্তি তিনি আমলই দেবেন না। কিন্তু এখন এ কথা আপনারা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না।"

পরের দিন কাজী আবু জাফর ছাড়া প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই স্পেন অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। সঙ্গীদের বিদায় করে দেয়ার পাঁচ দিন পর কাজী আবু জাফর এক রাত্রে ঘুমানোর উদ্যোগ করছিলেন, **হঠাৎ** তার কামরার দরজায় করাঘাত হল। কাজী আবু জাফর বললেন, "কে, আসুন।"

একজন যুবক কামরায় প্রবেশ করল। কাজী আবু জাফর তাকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, "সাদ, তুমি!"

সাদ এগিয়ে করমর্দন করে বললেন, "এ সময় এসে আমি আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাইনি তো?"

কাজী আবু জাফর বললেন, "আজ কয়দিন থেকে আমি তোমার জন্য পথের পানে তাকিয়ে আছি। বিশ্বাস করো, এখানো আমি তোমার বিষয়েই চিন্তা করছিলাম।"

"আমি নৌ সেনাপতি সিয়ার বিন আবু বকরের সঙ্গে এক সামুদ্রিক অভিযানে গিয়েছিলাম।"

"এখানে কখন এসেছ?"

"এশার নামাজের পর। আমি এখানে পৌছতেই আমীর ইউসুফ ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং আমি এখন তাঁর বাসা থেকেই আসছি।"

কাজী আবু জাফর প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে **সাদের** আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মৃদু হাস্যে বললেন, "তুমি এখন সত্যি সত্যি একজন সৈনিক হয়ে গিয়েছ। এখন আমীর ইউসুফ স্পেন সম্পর্কে তোমাকে কি কি বললেন তা আমাকে বলো।"

সাদ একটি চেয়ারে বসতে বসতে বললো, "আপনার জন্য এ সুসংবাদ নিয়ে এসেছি যে, তিনি স্পেন সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন আছেন এবং পরশু সকালে আলেম ও শেখ গণের বৈঠক ডেকেছেন। যদি তারা বিরোধিতা না করেন, তাহলে তিনি অনতিবিলম্বেই আলফানসুর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করবেন এবং খিজরা বন্দরে অবতরণের জন্য তিনি মুতামিদের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনই অনুভব করছেন না।"

"মরোক্কোর আলেম এবং শেখগণ আমাদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে গেছেন। আমার বিশ্বাস, তারা এ অভিযানের বিরোধিতা করবেন।"

"আমি এখনো কারো সঙ্গে দেখা করিনি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা স্পেনের স্বপক্ষেই মতামত প্রকাশ করবেন।"

৩

ইউসুফ বিন তাশফিন আফ্রিকার মুসলমানদের অন্তর প্রদেশে তার শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতো। তার সামান্য ইংগিতকেই তারা আদেশ মনে করে নিত। তবু তিনি আলেমগণের সমর্থন ও পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। তিনি প্রায়শই মজলিসে শূরার বৈঠকে বলতেন, "আপনারা যদি আমার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করার আশা রাখেন– তাহলে নিজেরা বিনা দ্বিধায় সত্য কথা বলার অভ্যাস বহাল রাখুন। আমার মনে এ রূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে দেবেন না যে, আমি ভুল ত্রুটির উর্ধে।"

স্পেনের সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তিনি সকল শহরের শীর্ষস্থানীয় আলেম এবং সকল গোত্রের শেখগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। দুদিন পর্যন্ত তিনি তাদের মতামত শুনলেন। কোন কোন আলেম অনতিবিলম্বে আলফানসুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ খন্ডরাজ্য শাসকগণের সততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তারা মনে করেন যে, স্পেনের শাসনকর্তাগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহলে আফ্রিকার সৈন্যবাহিনীকে দ্বিমুখী লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাই তারা বললেন, "শাসন কর্তাগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহলে স্পেনের জনসাধারণ আমীর ইউসুফের পক্ষ সমর্থন করবে কি না, সৈন্য পরিচালনা করার আগে তা ভালভাবে জেনে নেয়া দরকার। অন্যথায় স্পেনের খন্ডরাজ্য শাসকগণকে জানিয়ে দিতে হবে যে, তারা যদি প্রথমে একতাবদ্ধ হয়ে আলফানসুর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দেন, তাহলে আফ্রিকার সৈন্য বাহিনী তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাবে।"

আলেম এবং শেখ গণের মতামত শোনার পর আমীর ইউসুফ কাজী আবু জাফরকে মতামত ব্যক্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতার পর আফ্রিকার আলেমগণকে লক্ষ্য করে বললেন, "স্পেনের শাসনকর্তাদের সততা সম্পর্কে আপনারা যে সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তা যথার্থ। কিন্তু আমি স্পেনের আলেমগণের প্রতিনিধি হিসাবে

www.pathagar.com

প্রতিজ্ঞা করছি যে, যদি খন্ডরাজ্যের শাসকগণ বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহলে আমরা সকলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করব। কয়েক বছর আগে স্পেনে যে অবস্থা ছিল, তা আজ নেই। স্পেনের প্রতিটি মানুষই আজ বিপদ সম্পর্কে সচেতন। যদি শাসনকর্তাগণ মুনাফেকী করেন, তাহলে স্পেনের প্রতিটি শিশু ও বৃদ্ধ তাদের ইসলামের দুশমন আখ্যা দিয়ে আপনাদের পতাকা তলে সমবেত হবে।"

কাজী আবু জাফরের বক্তৃতার পর সভাস্থ সকলেই আমীর ইউসুফের মুখের দিকে তাকালেন। আফ্রিকার মুফতিয়ে আজম বললেন, "...... আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি। এখন আপনার সিদ্ধান্ত শুনতে চাই।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "আমি আজ পর্যন্ত আপনাদের জিজ্ঞেস না করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। কিন্তু এটি এমন বিষয়, যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমার বিবেকের সাড়াই যথেষ্ট ছিল।

কয়েক বছর আগে স্পেনের এক যুবক আমার কাছে স্পেনীয় মুসলমানদের ফরিয়াদ নিয়ে এসেছিল। ঐ সময় আমরা আফ্রিকাতে এমন সব বিষয়ের সম্মুখীন ছিলাম যে ঐ অবস্থায় যদি আমি আপনাদের বলতাম যে, স্পেনে আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাহায্য কামনা করছেন, তাহলে আপনারা হয়ত আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু নিজের অন্তরে আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম যে, নিরব দর্শক সেজে স্পেনের ধ্বংসলীলার তামাশা আমি দেখবোনা। আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম যে, আফ্রিকায় একটি সবল ও সুদৃঢ় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আমার তুণের প্রতিটি তীর ঐ সব লোকদের লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হবে, যারা স্পেনের মুসলমানদের নাম নিশানা মিটিয়ে দিতে ইচ্ছুক।

কিছুদিন আগে স্পেনের আলেম ও শাসকবর্গের প্রতিনিধি বৃন্দ আমার নিকট এলে আমি অনুভব করেছিলাম যে, খোদায়ী শক্তি আমাকে স্পেনে যাবার জন্য ডাকছেন। কিন্তু মুতামিদের প্রতিনিধি যখন খিজরা দ্বীপে আমার সৈন্য অবতরণে আপত্তি উথাপন করল তখন আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, খন্ডরাজ্যের শাসকগণের সহযোগিতার ওপর ভরসা করার পরিবর্তে নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করা উচিত। এমন কি প্রয়োজন বোধে আলফানসুর বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করার জন্যই প্রস্তুত থাকা শ্রেয়। আপনাদেরকে এখানে আমন্ত্রণ করার পর আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করছি, যেন তিনি আমাদের সকলকেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দান করেন। আল্লাহর শোকর তিনি দোয়া কবুল করেছেন। তাই আপনারা স্পেনের শাসকগণের ওপর নির্ভর না করেই আলফানসুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। এখন খিজরা দ্বীপে সৈন্য অবতরণ করার জন্য আমরা মুতামিদের অনুমতির অপেক্ষা করব, না তার কোন তোয়াক্কা না করেই সৈন্য চালনা করব, এ বিষয়ে ফয়সালা করা দরকার।"

মুফতীয়ে আজম বললেন, "আপনি জিহাদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। যদি মুতামিদের

www.pathagar.com

অন্তরেও জিহাদের প্রেরণা থাকে তাহলে খিজরা দ্বীপে অবতরণের জন্য তার অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি মুতামিদের উদ্দেশ্য খারাপ হয়, তাহলেও আপনার ঐ বন্দরে প্রবেশের অধিকার রয়েছে। আপনি তাদের সঙ্গে সু স্পষ্ট ওয়াদা করেছেন যে, স্পেনের কোন অঞ্চল আপনি দখল করতে ইচ্ছুক নন। এ রূপ ওয়াদার পরও যদি কেউ আপনার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে তাহলে তার তোয়াক্কা না করাই আপনার উচিত।"

৪

মুতামিদের কনিষ্ঠ পুত্র রাজী খিজরা দ্বীপের শাসনকর্তা ছিল। একদিন তার দরবারে কবিতা চর্চা ও গানবাজনার আসর সরগরম ছিল। এমন সময় মহলের দারোগা ব্যস্তসমস্ত হয়ে দরবারে প্রবেশ করল। তার চেহারায় ভীতি ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখে গানবাদ্য বন্ধ হয়ে গেল।

দারোগা বলল, "আলী জনাব, মরোক্কো থেকে জনৈক দূত এসেছে এবং সে আপনার সংগে দেখা করার জন্য জিদ ধরেছে।"

গভীর মিষ্টি ঘুম থেকে কোন শিশুকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিলে তার যেমন রাগ হয়, রাজী সে রূপ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি খুবই বেআদব হয়ে গেছ। মরোক্কোর দূতের সংগে দেখা করার এটাই কি উপযুক্ত সময়?"

তারপর সে বাদ্যকর ও গায়কদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা সাপ দেখলে নাকি?"

বাদ্যযন্ত্র আবার বেজে উঠল। আবার সুরের ঝংকার শুরু হয়ে গেল। দারোগা সাহসে ভর করে মসনদের নিকটে গিয়ে বলল, "আলীজাহ! দূত বিশেষ কোন খবর নিয়ে এসেছে। এখুনি আপনার সংগে দেখা করতে চাচ্ছে।"

রাজী গর্জন করে উঠল, "আমি তোমার জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলব। যাও, তাকে গিয়ে বল যে এ সপ্তাহের মধ্যে আমি কারো সাথে সাক্ষাত করতে পারবো না।"

"জনাব, তাঁকে দেখলেই আপনি আমায় ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন। সদর দরজার প্রহরীগণ তাকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সে জোর করে ভেতরে প্রবেশ করেছে। সে বলছে, অপেক্ষা করার সময় নেই। আমি তাকে সাক্ষাত প্রার্থীদের কামরায় বসানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে কথা শোনার পাত্রই নয়। সে শুধু হুকুম দিতেই জানে। অতি কষ্টে আমি তাকে দরবারে প্রবেশ করা থেকে বিরত রেখেছি।"

"কোথায় সে?"

"বাইরে সাক্ষাতকার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।"

রাজী আহত স্বরে বলল, "মনে হচ্ছে আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। একজন সাধারণ

www.pathagar.com

দূত বিনা দ্বিধায় মহলের ভেতর চলে আসে। প্রহরীগণ তাকে নিরস্ত করতে পারে না। উপরন্তু মহলের দারোগা ছুটে এসে আমাকে সে ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করার জন্য উঠে দাঁড়াতে বলে।"

"আলী জনাব, আমি আরজ করেছি যে, প্রহরীগণ তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ......।"

"কিন্তু কি?"

"আলী জনাব, আপনার আদেশ আমরা কোন দূতের ওপর হাত উঠাতে পারি না। আমাদের কোন লোকের অহেতুক মৃত্যুও সম্ভবত আপনি পছন্দ করতেন না। ও তো লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।"

"তবু তুমি আমাকে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে বলছ?"

"আলী জনাব, আপনার আদেশ পেলে আমি তাকে গ্রেফতার করব। কিন্তু সে মরোক্কো থেকে এসেছে। যদি সে মুরাবিতীনের আমীরের দূত হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা তার বেআদবীর সমুচিত শিক্ষা দিতে অক্ষম।"

যদি সে মুরাবিতীনের আমীরের দূত হয়ে থাকে, তাহলে তার ইছাবেলায় সুলতান মুয়াজ্জমের নিকট যাওয়া দরকার। আমার নিকট তার কি কাজ?"

দারোগা কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কামরার দরজায় প্রহরীদের কারো সঙ্গে উত্তেজিত স্বরে কথা বলতে শোনা গেল। কে একজন উচ্চঃস্বরে বলছিল, "আমার সময় তোমাদের গভর্নরের চাইতেও অনেক বেশী মূল্যবান। সরে যাও।"

দারোগার ইঙ্গিতে গভর্নরের কতিপয় দেহরক্ষী বর্শা উচিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। এক বর্ম পরিহিত ব্যক্তিকে দরজায় দেখা গেল। কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী তাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখে ছিল। সে ব্যক্তি কামরায় প্রবেশ করা মাত্রই বর্শাধারীরা তাদের বর্শা সামনের দিকে এগিয়ে দিল। বর্মধারী এক মুহূর্ত নিরবে দাঁড়িয়ে রইল। দরবারের সকল লোক অবাক হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিল।

সে ব্যক্তি বলল, "যদি তোমরা বর্শা ও তরবারী ব্যবহার করা জানতে, তাহলে আজ স্পেনের এ দুর্দশা হত না। শাহাজাদা! আপনার প্রহরীগণকে আশ্বাস দিন যে, আমি কোন, অসদুদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি।"

প্রহরীগণ মুখ ফিরিয়ে রাজীর দিকে তাকালে রাজী নিজের শুকনো ঠোঁট জিহ্বা দিয়ে চাটতে চাটতে বলল, "আমার সৈন্যদের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য গুণ দেখে তোমার ভুল ধারণা হওয়া উচিত হবে না। যদি তুমি দূত না হতে তাহলে এত সময় তোমার কথা বলার পরিবর্তে তোমার লাশ আমার সামনে হাজির করা হত। একজন দূত হিসাবেও তুমি কঠোরতম সাজা প্রাপ্তির আচরণ করেছ। একটি ডাকাতের মতই তুমি জবরদস্তি আমার মহলের ভিতরে প্রবেশ করার দুঃসাহস করেছ।"

সিপাহীদের বর্শা আগন্তুক যুবকের বক্ষ স্পর্শ করল। কিন্তু তার চেহারায় ভয় ভীতির

www.pathagar.com

লেশমাত্র ছিল না। সে বলল, "আমি জানি, আলফান্সুর দূত আরো বেশী নির্ভীক ভাবে এ সব মহলে প্রবেশ করে।"

রাজী জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চাও?"

"আমি আপনাকে শুধু এটুকু বলতে এসেছি যে, আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের সৈন্য বাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যেই এখানে এসে যাবে। স্পেনের ত্রাণকর্তাকে যদি এখানে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আপনি প্রস্তুত না হন, তাহলে আপনাদের পক্ষে এ শহর খালি করে দেয়াই ভাল হবে।"

রাজী ও দরবারের সকল লোক কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে নব আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল। সর্বশেষে রাজীর জনৈক মোসাহেব বলল, "মুরাবিতীনের আমীরকে জিব্রালটারে অবতরণের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি খিজরা দ্বীপ কেন পছন্দ করছেন তা আমরা বুঝতে অক্ষম।"

নব আগন্তুক বলল, "আমি আপনাদের অর্থহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আসিনি। একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনাদের শুধু অবগত করতে এসেছি। আমি আপনাদের চঞ্চল হবার কারণ বুঝতে পারছি। আপনারা খিজরা ছেড়ে দিয়ে স্পেনের সব গুলো শহরেই গানবাজনা জারী রাখতে পারবেন।"

রাজী বলল "আমীর ইউসুফ যদি আমাদের বন্ধু হিসাবে আসেন তাহলে আমরা তাকে জিব্রালটারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। আর তিনি যদি খিজরা দখল করতে চান তাহলে এ শহরের প্রতিটি ইট রক্ষা করার জন্য আমরা লড়ব।"

নব আগন্তুক মুচকি হেসে বলল, "দাবা খেলা ও রণক্ষেত্রে লড়াই করার মধ্যে অনেক পার্থক্য। আমীর ইউসুফ সম্পর্কে আপনাদের মনে কোন ভুল ধারণা থাকা সঙ্গত না। যে মুজাহিদ আলফানসুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, তিনি বাদ্যযন্ত্র বিশারদদের হাতে তরবারী দেখে ভয় পাবেন না। খিজরা দ্বীপ দখল করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওটা তো আমাদের দখলেই রয়েছে।"

রাজী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কথার অর্থ কি?"

" আমার কথার অর্থ এই যে, এ সময় খিজরা বন্দর সম্ভবত আমাদের দখলে এসেই গেছে। আর সূর্যাস্তের আগে এ শহরটিও আমাদের দখলে এসে যাবে। কয়েক জন লোক সঙ্গে নিয়ে আমি আমীর ইউসুফের আগমনের পথ পরিস্কার করতে এসেছি। তিনি এখানকার কোন মুসলমানের শরীরে আঁচড়ও কাটতে পছন্দ করেন না। তাই আমি আমার সঙ্গীদের বন্দর থেকে কিছু দূরে রেখে একা এখানে চলে এসেছি। আমার উদ্দেশ্য, আপনার কোন সিপাই যেন এমন কিছু না করে ফেলে যাতে আপনাদের ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়। আপনি বাইরে এসে আপনার সৈনিকদের শান্ত থাকতে বলুন এতেই আপনাদের মঙ্গল নিহিত।"

www.pathagar.com

দারোগার ইঙ্গিতে গভর্নরের দেহরক্ষী ও প্রহরীগণ তাদের তরবারী ও বর্শা নামিয়ে নিল। শুধু রাজী ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নবাগতের দিকে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ মহলের এক কোণ থেকে গোলমাল শোনা গেল। শহরের প্রশাসক প্রহরীদের এদিক ওদিক হটিয়ে দিয়ে প্রবেশ করল এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আলীজাহ! সর্বনাশ হয়ে গেছে। কয়েকজন মারাকাশী বন্দর দখল করে নিয়েছে আর শহরবাসী দলে দলে তাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটে যাচ্ছে।"

রাজী বলল, "যদি এরা আসমান থেকে নাজিল না হয়ে থাকে, তাহলে আমি জানতে চাই, বন্দর রক্ষক কি করছিল?"

প্রশাসক বলল, "মনে হচ্ছে রাত্রির শেষ প্রহরে এ সব সৈন্য এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে এক জনমানবহীন স্থানে জাহাজ থেকে অবতরণ করেছে।"

রাজী দূতের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা আমাদের ওপর আক্রমনের শামিল।"

দূত কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বলল, "মানুষের দুর্দিন ঘনিয়ে এলে তারা বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। আমীর ইউসুফ স্পেনের প্রতিটি মুসলমানের জন্য শান্তির পয়গাম নিয়ে আসছেন। তিনি আলফানসুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আসবেন। আপনারা যদি ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাদের আশংকা ভিত্তিহীন। তিনি ওয়াদা করেছেন যে, আলফানসুকে পরাজিত করার পর তিনি স্পেন থেকে তার সৈন্য উঠিয়ে নেবেন। তবু কি আপনারা মনে শান্তি পাচ্ছেন না? অবশ্য একথা ঠিক যে, সৈন্য প্রত্যাহারের আগে তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইবেন যে, আপনারা ইসলামের দুশমন নন।"

পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর কয়েকজন অফিসার কামরায় জড়ো হয়েছিল। তাদের নিরুৎসাহ ব্যাঞ্জক চেহারায় লজ্জিত হয়ে রাজী জিজ্ঞেস করল, "আমীর ইউসুফ কবে নাগাদ এখানে আসবেন?"

দূত জবাবে বলল, "বিশেষ কারণে আমরা তার আগমনের সঠিক সময় প্রকাশ করতে অক্ষম। তবে এটুকু বলতে পারি যে, ইছাবেলা থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জেনে নেয়ার সময় আপনি পাবেন। দীর্ঘ আলোচনার সময় আমার হাতে নেই। কাল আমাদের এখান থেকে কয়েক ক্রোশ দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে হবে। আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার শেষ পরামর্শ হচ্ছে এই যে, শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার কাজে আপনারা আমার সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।"

একজন সামরিক অফিসার বলল, "আমাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতা না করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। আমরা প্রকৃত পক্ষে আপনাদের হাতে বন্দী।"

"আপনাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে," বলতে বলতে মুচকি হেসে দূত বের হয়ে গেল।

মজলিসের অপর লোকেরা খুবই ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য সহকারে একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। অবশেষে রাজী শহরের প্রশাসকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন আমাদের কি করা উচিত?"

www.pathagar.com

প্রশাসক বলল, "আমরা আর কি করতে পারি?"

একথা বলে সে দ্রুত পদে বের হয়ে গেল এবং দূতের পেছনে পেছনে চলতে শুরু করল। বাইরের ফটকে গিয়ে সে দূতের সঙ্গে মিলিত হল এবং জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কি সাদ?"

দূত জবাব না দিয়ে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে হাসল। প্রশাসক বলল, "আপনি সেই লোক যাকে আমি মুতামিদের দরবারে দেখেছিলাম। শুধু দেখিনি, আপনার বক্তৃতাও শুনেছিলাম। তাই মহলে আপনাকে দেখামাত্রই আমি চিনে ফেলেছি।"

"আপনার স্মরণ শক্তি খুবই প্রখর।"

"জি-না, এটা আমার স্মরণ শক্তির বাহাদুরী নয়, সেদিন আপনি আমার অন্তরে কতিপয় চিরস্থায়ী আঁচড় কেটে দিয়েছেন। শাহী দরবারে আপনার সাহস ও নির্ভীকতা দেখে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, আপনি স্পেনের মুক্তি দাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তার পর আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তখন থেকে আপনাকে আমি ঐ নক্ষত্রের একটি বলে মনে করতাম যে গুলো রাতের আঁধারে হঠাৎ দেখা দিয়ে আলোকচ্ছটা বিকীরণ করে এবং তারপর অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। এখন আপনি যদি স্পেনের জন্য মুক্তির পয়গাম নিয়ে এসে থাকেন তাহলে আপনাকে আমি খোশ আমদেদ জানাচ্ছি।"

সাদ তার সঙ্গে করমর্দন করল এবং বলল, "আমি কিছু দিনের জন্য এখান থেকে অনুপস্থিত থাকব এবং আমার অনুপস্থিতিতে যেন কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতে না পারে সেদিকে আপনি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপনার সঙ্গীদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করব। কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন তাকি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"আমি গ্রানাডা যাচ্ছি।"

প্রশাসকের সঙ্গে গল্প করতে করতে সাদ ফটকের বাইরে গিয়ে দেখতে পেল যে, মরোক্কোর অশ্বারোহী সৈন্যদের পেছন পেছন সাধারণ মানুষের একটি মিছিল আনন্দ ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছে। মহলের প্রহরীগণ তাড়াতাড়ি ফটক বন্ধ করে দিল। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন যুবক বের হয়ে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে বলল, "ইসলামের দুশমনরা! মরোক্কোর মুজাহিদদের জন্য সদর দরজা খুলে দাও। তোমাদের হিসাবের দিন এসে গেছে।"

মরোক্কো অশ্বারোহীগণ সাদকে দেখেই থেমে গেল।

শহরের জনতা মহলের সদর দরজার ওপর ভেঙ্গে পড়ল। **সাদ** জনতার ভীড় চিরে দ্রুত এগিয়ে গেল এবং সিঁড়িতে উঠে বলল, "মরোক্কোর সৈন্যগণ শহর দখল করতে আসেনি। তারা আলফানসুর দূর্গ ও ফটক ভাঙ্গতে এসেছে। আপনারা ভরসা রাখুন। আমরা জাতীয় অপরাধীদের মাফ করবো না। এটা হৈ চৈ করার সময় নয়। সৈন্যদের উপস্থিতিতে

www.pathagar.com

শহরে কোন বিশংখলা সৃষ্টি হলে আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন অসন্তুষ্ট হবেন। আমি আপনাদের নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করছি। আর আমার সৈন্যদের নিজ নিজ তাবুতে ফিরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছি।"

আমীর ইউসুফের নাম শুনে জনতার মধ্যে শৃংখলা ফিরে এলো এবং তারা ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করল।

সাদ নিচে নেমে এসে একজন সিপাহীকে ইশারা করতেই সে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। সাদ ঘোড়াটিতে সওয়ার হয়ে এ সৈন্যদের পরিচালককে কতিপয় হেদায়েত দিয়ে চলে গেল।

শহরের বাইরে গিয়ে সে গ্রানাডা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। এদিকে শাহাজাদা রাজীর পত্র নিয়ে একটি কবুতর ইছাবেলায় সুলতান মুতামিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ রাজী সুলতান মুতামিদের পক্ষ থেকে জবাব পেয়ে গেল। তিনি লিখেছিলেন, "তোমরা বাধা দিওনা। খিজরা ছেড়ে দিয়ে রানদা চলে এসো।"

আশার আলো

ফজরের নামাজান্তে মায়মুনা দোয়া করছিল, "আমার মাওলা, বহু প্রতীক্ষিত প্রভাত কবে আসবে? আমার রাত যে অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি আর প্রতীক্ষা করতে পারছিনা! তিনি কোথায়? কবে ফিরে আসবেন?"

মায়মুনা প্রতিবার নামাজের পর এ দোয়ার পুনরাবৃত্তি করে, আর সে দোয়ার সময় তার মন আফ্রিকার পাহাড়, জংগল ও মরুভূমিতে ছুটে বেড়ায়। সে কল্পনার চোখে দেখতে পায় সাদ যেন এক জনমানবহীন মরুভূমিতে দ্রুতগামী এক ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুজাহিদ গণের নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে ঘোড়ার খুরের খটাখট, তীরের শন্‌শন্ ও তরবারীর ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনতে পায়। আহত সৈনিকদের কাতর আর্তনাদ তার কানে এসে বাজে।

শত্রুদের বহু দূর তাড়িয়ে দিয়ে এসে সাদ যেন মেঘমালার আড়াল থেকে বের হয়ে

www.pathagar.com

আসে। তখন মায়মুনার অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে। পুনরায় সে সাদকে আহতাবস্থায় একটি তাবুতে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পরিচর্যাধীন দেখতে পেয়ে অন্তরে অসহনীয় বেদনা অনুভব করে।

আজ দোয়ার উপসংহারে মায়মুনা বলে চলছিল, "মাওলা, আমি জানি, আলোর পথ খুবই কঠিন। কিন্তু এ বাড়ীর সুখ স্বাচ্ছন্দের তুলনায় তার চলার পথে তারই মত অজস্র কাঁটার খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হতে আমি অধিকতর ভালবাসি। গ্রানাডার রমনীয় শহরের তুলনায় আফ্রিকার বিপদসংকুল বিস্তীর্ণ ভূখন্ড আজ আমার কাছে বেশী প্রিয়। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে ঝড় ঝন্ঝার বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে লড়ে যেতে পারি। আমাদের উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য অভিন্ন। হায় খোদা! আমাদের চলার পথও অভিন্ন হোক।"

দোয়া শেষ করে মায়মুনা উঠতে যাবে ঠিক ঐ সময় কে যেন পেছন থেকে তার হাতের ওপর একটি গোলাপ ফুল রেখে দিয়ে বলল, "তোমার দোয়া কবুল হয়েছে।

মায়মুনা চমকে উঠে পেছন দিকে তাকাল। তাহেরা দাঁড়িয়ে দুষ্টুমীর হাসি হাসছিল। মায়মুনা বলল, "তুমি তো সর্বদাই একথা বল, কিন্তু দোয়া এত তাড়াতাড়ি কবুল হয় না।"

"আজ সত্যি বলছি মায়মুনা, তোমার প্রভাত সূর্যের আজ উদয় হয়েছে।"

"আহমদ ভাই তোমাকেও কবি বানিয়ে দিয়েছে।"

তাহেরা বলল, "মায়মুনা! সত্যি করে বলতো, আজ কি গ্রানাডার আকাশ বাতাসে কোনই পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না? ঘর থেকে বের হয়ে দেখ, তোমার দুনিয়ার প্রতিটি অনুপরমাণু আজ খুশীর গান গাইছে। তিনি এসেছেন।"

মায়মুনা পাথরের মূর্তির মত অপলক দৃষ্টিতে তাহেরার মুখের দিকে তাকাল। তার বিস্ফারিত দুচোখের কোণে ধীরে অশ্রুর ফোটা দেখা দিল। কম্পিত স্বরে সে বলল, "তাহেরা! খোদার কছম! আমার সাথে ছলনা করো না।"

"আমি সত্য কথা বলছি।"

মায়মুনা উঠে আবেগে কাঁপতে কাঁপতে তাহেরাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

পাশের কামরার দরজা খুলে শেখ আবু সালেহ–এর স্ত্রী ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বললেন, "কি হচ্ছে তাহেরা?"

মায়মুনা লজ্জা পেয়ে এক দিকে সরে গেল।

তাহেরা বলল, "খালাজান, আমি একটি সুসংবাদ নিয়ে এসেছি, সাদ ভাই এসেছেন।"

"কখন এসেছে?"

তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

"নামাজর অল্প আগে তিনি পৌছেছেন।"

খালা কোন কথা না বলে কামরায় প্রবেশ করে নেকাব উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন,''আমি তাকে দেখে আসি ।"

www.pathagar.com

তাহেরা বলল, "না খালাজান! তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আব্বাজান কে সঙ্গে নিয়ে কাজী আবু জাফরের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছেন।"

বৃদ্ধা আবু জাফরের নাম শুনেই ক্ষেপে উঠলেন এবং তার উদ্দেশ্যে গালমন্দ শুরু করলেন। মায়মুনা ও তাহেরা অতিকষ্টে হাসি সংবরণ করল। খালার রাগ কিছুটা প্রশমিত হলে তাহেরা এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, "আসুন খালাজান, বোন মায়মুনা এইখানেই থাক।

পরবর্তী কামরায় গিয়ে তাহেরা বলল, "খালাজান, সাদ ভাইজান মাত্র চার দিনের জন্য এসেছেন।

খালা রেগে উঠে বললেন, "খোদা আবু জাফরের বিচার করুন। সে আমার ছেলেকে সারা জীবন শান্তিতে কোথাও বসতে দেবে না।

তাহেরা বলল,"খালাজান, আপনি অহেতুক কাজী আবু জাফরের ওপর রাগ করছেন। ভাইজান আর আফ্রিকা ফিরে যাবেন না। কয়েক দিনের মধ্যেই আমীর ইউসুফের সৈন্যবাহিনী খিজরা দ্বীপে পৌঁছে যাবে। তারপর আলফানসুর সঙ্গে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ কবে শেষ হবে তা বলা মুশকিল। এ জন্য আম্মা ভাইজান ও মায়মুনার বিয়েটা এখনই সম্পন্ন করতে চান। আপনিই ইদ্রিসকে বলুন।"

খালা বললেন, "ইদ্রিসের কি আপত্তি থাকতে পারে? সাদ যখন আগের বার এসেছিল, তখনই আমি এ বিষয়ে জোর দিয়েছিলাম। কিন্তু ছেলে শপথ করেছে যে, তার অভিযান সফল না হওয়া পর্যন্ত সে বিয়ে করবে না।"

"খালাজান এখন তার সে শপথ পূর্ণ হয়েছে। এখন তার আপত্তির কিছু নেই।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই শেখ আবু সালেহ এবং ইদ্রিস নামাজ শেষে মসজিদ থেকে ফিরে এলেন। আবু সালেহের বিবি তাহেরাকে বললেন, "বাছা! তুমি মায়মুনার কাছে বস। আমি এখুনি ওদের সঙ্গে কথা বলছি।"

তাহেরা মায়মুনার কামরায় প্রবেশ করে তাকে দরজার নিকট দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে বলল, "আপাজান, মোবারক বাদ দিচ্ছি, দুলহাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য তৈরী হও।"

মায়মুনা এক হাত তাহেরার মুখের ওপর রাখল আর হাতে তার বাহু ধরে টেনে কামরার অপর কোণে নিয়ে গিয়ে বলল, "আস্তে বল।"

২

সাদ তার পিতাকে সঙ্গে করে নিয়ে কাজী আবু জাফরের সঙ্গে সাক্ষাত শেষে যখন ঘরে ফিরে এল, তখন শেখ আবু সালেহ ও তার বিবি তার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। আবু

www.pathagar.com

সালেহের বিবি সাদকে দেখামাত্রই বললেন, "সাদ তুমি কতদিন সময় নিয়ে এসেছ?"

সাদ বলল, "খালাজান, আমি পরশু এখান থেকে চলে যাবো।"

"এবার কোথায় যাবে?"

"খালাজান, আমি খিজরা দ্বীপে ফিরে যাচ্ছি। মুরাবিতীনের সৈন্য বাহিনী এখানেই জাহাজ থেকে অবতরণ করবে। আমাকে সেখানে গিয়ে তাদের জন্য অনেক আয়োজন পত্র করতে হবে।"

খালা আবদুল মুনীমের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি সাদের শাদী সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন কারো কোন কথা শুনব না। আজই বিয়ে হয়ে যাবে। সাদ যত দিন খিজরা থাকবে ততদিন মায়মুনাও সেখানে থাকবে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে আমি মায়মুনাকে নিয়ে আসব।"

আবদুল মুনীম বললেন, "আপাজান, আমিতো আগেই এ সিদ্ধান্ত করে রেখেছি। তবে ইদ্রিসের মতামত নেয়া দরকার। তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেলে আমি এক্ষুণি তার সঙ্গে আলাপ করে আসতে চাই।"

"বিয়ের সওদাপত্র খরিদ করার জন্য আমি তাকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

নিজের ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে শেখ আবু সালেহ বললেন, "বাবা সাদ, তোমার খালা ধরেই নিয়েছে যে তুমি বিয়ের জন্য প্রস্তুত। আমি কিন্তু সকলের আগে তোমার মতামত জানতে চাই।"

খালা বললেন, "হ্যাঁ সাদ, তোমার কি অভিপ্রায় বলে ফেল।"

সাদ কোন জবাব না দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে কিছু লোকের গোলমাল শোনা গেল। আলমাস আঙ্গিনা থেকে চেঁচিয়ে বলছিল, "সাদ, একটু বের হয়ে এসো। তোমাকে দেখার জন্য শহরের লোকজন আসতে শুরু করেছে।"

সাদ বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই খালা বললেন, "থামো! আগে প্রশ্নের উত্তর দাও।"

সাদ আনন্দ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত সে খালার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পেল না। লজ্জায় চেহারা রক্তিমাভা ধারণ করলে খালাকে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি এতক্ষণ যাবত কোন উত্তরই দিইনি?"

খালা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে?"

সাদ আড়ষ্ট হয়ে ক্ষীণ স্বরে স্মিতহাস্যে বলল, "খালাজান, আম্মাকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি যা বলবেন তাই।"

খালা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "দুষ্টু ছেলে কোথাকার! তবু স্বীকার করবেনা যে এ অভিপ্রায় নিয়েই এখানে এসেছি।"

সাদ হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেল। বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সমবেত

www.pathagar.com

লোকজন আনন্দ ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। খালা ভয় পেয়ে আবদুল মুনীমকে বললেন, "দেখ ভাই, এ সব লোক সাদকে কোথাও নিয়ে যাবে। তুমি সেদিকে লক্ষ্য রেখ, আমি আজ রাতেই ওদের বিয়েটা দিয়ে দিতে চাই।"

আবদুল মুনীম হেসে বললেন, "আপাজান, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি লক্ষ্য রখবো।"

শেখ আবু সালেহ বললেন, "সকিনা, তোমার বোনের সামর্থে যদি কুলোয় তাহলে এ শহরের কোন ছেলে ও মেয়েকে অবিবাহিতা থাকতে দেবে না।"

খালা উষ্ণ স্বরে বললেন, "আপনার নজরে সাদের ছেলেমীর বয়স এখনো শেষ হয়নি?"

ঐ দিনই সন্ধ্যার পর শেখ আবু সালেহের বাড়ীতে শহরের বিশিষ্ট লোকজন এবং সাদের বন্ধু বান্ধব উপস্থিত হল। কাজী আবু জাফর সাদ ও মায়মুনার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলেন।

আবদুল মুনীম ও সকিনার জন্য ঐ দিনটি ছিল খুবই খুশীর দিন। তবু তারা আহমদ ও হাসানের অনুপস্থিতির দরুণ মনে মনে বেদনা অনুভব করছিলেন।

রাত্রিতে মায়মুনা স্বামীর পাশে বসে ছিল। তার ঠোঁটে আনন্দের হাসি ও চোখের কোণে পরিতৃপ্তির অশ্রুবিন্দু ছিল। সময়ের বাদ্যকর তার জীবনতন্ত্রীতে অঙ্গুলি চালনা করে এক অদ্ভুত সুর লহরী সৃষ্টি করছিল। মায়মুনা সে সুর লহরীর বেগবান স্রোতে যেন ভেসে যাচ্ছিল। বছরের পর বছর ধরে দুজোড়া চোখ পরস্পরকে চুরি করে দেখেছে। কখনো চোখাচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হয়ে দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নিয়েছে এবং পরক্ষণেই মনের অজ্ঞাতসারে একজোড়া চোখ অপর জোড়াকে খুঁজে বেড়িয়েছে।

আজ ঐ দুজোড়া চোখ পরস্পরের চেহারার ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। তারা স্মিত হাসির মধ্য দিয়ে পরস্পরকে দেখছিল। উভয়েরই মনে হচ্ছিল, সারা বিশ্ব যেন তাদেরই খুশীর অংশীদার হয়ে মধুর হাসিতে ভেঙ্গে পড়ছে। জীবন সাগরের গভীরতম তলদেশ থেকে উত্থিত তাদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সকল সীমা ছাড়িয়ে সেই শাশ্বত আনন্দের উচ্চতম শীর্ষে পৌছে গেছে, যেখান থেকে নক্ষত্ররাজি পায় আলো, নদী নালা লাভ করে গতি, ফুলে আসে সৌরভ, আর জল প্রপাত লাভ করে সুমধুর সুরের মূর্চ্ছনা।

সাদ বলল, "মায়মুনা, আমি যে সুবেহ সাদেকের ওয়াদা করছিলাম তা অতি নিকটে।"

সে জবাবে বলল, "আমার জীবন সূর্য আমার সাথেই রয়েছে। আমি আর কোন সুবেহ সাদেকের প্রতীক্ষায় নই।"

"আমি যে অরুণোদয়ের কথা বলছি, তার আলোকচ্ছটা স্পেনের প্রতিটি ধূলিকণাকে আলোময় করে দেবে। গ্রানাডা থেকে বহু লোক খিজরা দ্বীপে আমীর ইউসুফকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য যাচ্ছেন।"

মায়মুনা বলল, "আপনি নাকি আমাকেও কিছুদিনের জন্য সঙ্গে নিয়ে যাবেন?"

www.pathagar.com

সাদ বলল, "মায়মুনা, এ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছি। আমার আকাঙ্খা এই যে, দূর দিগন্তে যে সময় আমীর ইউসুফের জাহাজ একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে দেখা দেবে সে সময় যেন তুমি আর আমি সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সে দৃশ্য দেখতে পাই। আমি তোমাকে তখন বলব, "আজ থেকে স্পেন বাসীর দুঃখের নিশি শেষ হয়ে গেল। আজ থেকে এ দেশ আমাদের জন্য, একান্ত ভাবেই আমাদের জন্য।

তৃতীয় দিন প্রত্যুষে একটি চার ঘোড়ার বাগী নিয়ে আলমাস আবদুল মুনীমের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। সাদের আম্মা ও খালার দোয়া নিয়ে মায়মুনা তার পরিচারিকাসহ বাগীতে বসল। সাদ আবু সালেহ ও ইদ্রিসের সঙ্গে মুসাফাহা করে তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলল, "আব্বাজান, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত যদি আপনি খিজরা দ্বীপে পৌছতে পারেন তাহলে ভাল হয়।"

আবদুল মুনীম বললেন, "না, আমার অবসর হবে না। তাকে আমার ছালাম পৌছাবে আর বলবে যে, গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেনাগণ তার আদেশের প্রতীক্ষায় আছে। তুমি আর দেরী করোনা। খোদা হাফিজ।"

আবদুল মুনীমের ইঙ্গিতে আলমাস ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল আর সাদ একটি ঘোড়ায় চড়ে বাগীর পেছনে পেছনে রওয়ানা হল।

বৃদ্ধা খালা অশ্রুসিক্ত চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সকিনা, আজ থেকে এ মায়মুনা–শূন্য ঘরে কিছুতেই আমার মন বসবে না।"

৩

সাবতা থেকে আমীর ইউসুফের যাত্রার একদিন আগে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। একদিনেই তার অবস্থা আশংকাজনক ভাবে অবনতির দিকে গেল। দুপুরবেলা তিনি জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান ছিলেন এবং আমীর ইউসুফ উদ্বিগ্ন হয়ে পুত্রের শিয়রে বসেছিলেন। চিকিৎসক রোগীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন।

সিয়ার বিন আবু বকর আমীর ইউসুফের শোবার ঘরে প্রবেশ করে দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, "যদি আপনি হুকুম দেন, তাহলে যাত্রা আজ মুলতবী করে দেই। পশ্চিমাকাশে ভয়ানক ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিকে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। তাকে এভাবে ছেড়ে যাওয়া আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "না, প্রস্তুতির কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাও। আমি এক্ষুণি বন্দরে আসছি।"

www.pathagar.com

সিয়ার বিন আবু বকর আর কোন কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ খুলেই তার পিতাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "আব্বাজান, আপনি এখনো যাননি কেন? আমার জন্য আপনি যাবার ইচ্ছা পরিবর্তন করবেন না। আমি সুস্থ হয়েই জিহাদে শরীক হবার জন্য স্পেনে পৌছে যাবো।"

পিতা বললেন, "যাবার ইচ্ছা আমি পরিবর্তন করিনি বাছা! তোমার অবস্থা এখন কেমন?"

"আব্বাজান, আমি খুব শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবো। জিহাদে যোগদানের ইচ্ছা আমাকে বেশী দিন বিছানায় শুয়ে থাকার সুযোগ দেবে না।"

হঠাৎ দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা কামরার কপাট গুলোকে বিকট শব্দে খুলে ফেলল। আমীর ইউসুফ বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ঘোর কালো মেঘ আকাশটিকে গ্রাস করে ফেলেছে। আর তার ফলে অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে যাচ্ছে।

একজন ফকীহ্ বললেন, "মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর ধরণের তুফান আসছে। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা এ সফর মুলতবী করারই পক্ষপাতী।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমাকে পরীক্ষা করছেন।"

অন্ধকার ও তুফানের তীব্রতা বেড়েই চলল। একজন সামরিক অফিসার ছুটে এসে বললেন, "আমাকে নৌ সেনাপতি সিয়ার বিন আবু বকর পাঠিয়েছেন। ঝড় ক্রমে প্রয়লংকরী রূপ ধারণ করছে। আপনার অনুমতি পেলে জাহাজ থেকে রসদ ও ঘোড়া ইত্যাদি নামিয়ে নিতে পারি।"

"না, তাকে বল, আমি নিজেই সেখানে আসছি।"

আফিসার আবার ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন। আমীর ইউসুফ পুত্রের দিকে তাকালেন। তিনি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। আমীর ইউসুফ পুত্রের কপালে হাত রেখে বললেন "আমি যাচ্ছি বাছা!"

পুত্র পুনরায় চোখ খুলে তাকালেন এবং পিতার হাত দুটো ধরে বললেন, "আব্বাজান, খোদা হাফিজ! আল্লাহ আপনাকে সাফল্য দান করুন।"

"খোদা হাফিজ" বলে আমীর ইউসুফ বের হয়ে গেলেন। পুনরায় জনৈক ফকীহ্ এগিয়ে গিয়ে বললেন, "তুফানের ভয়ানক দাপাদাপি না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করায় কোন দোষ নেই।"

আমীর ইউসুফ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে বললেন, "যদি আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে স্পেনের মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য মনোনীত করে থাকেন, তাহলে এ ঝড় আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আমি ভেবেছিলাম, সকল জাহাজ রওয়ানা করিয়ে দিয়ে আমি

www.pathagar.com

শেষ জাহাজটিতে সফর করব। কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত করেছি যে আমার জাহাজই সকলের আগে থাকবে।"

দমকা বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ছিটা আমীর ইউসুফের পরিধানের কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছিল। তীর থেকে বেশ কিছু দূরে সাগরের পানিতে একটা দেয়াল সদৃশ বস্তু দেখা গেল। সিয়ার বিন আবু বকর চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি পেছনে হঠে যান। একটি ভয়ঙ্কর ঢেউ দ্রুত এগিয়ে আসছে।"

আমীর ইউসুফের আশে পাশের কিছু লোকজন ছুটে সাগর তীরের উঁচু শিলা স্তম্ভের দিকে যেতে শুরু করল। কিন্তু তিনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সিয়ার বিন আবু বকর তার হাত ধরে টেনে পেছনে হটিয়ে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমীর ইউসুফ পাথরের মত অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক দেখা গেল। তরঙ্গটি তীরের ছোট ছোট টিলা ও শিলা খন্ডগুলিকে গ্রাস করে এগিয়ে এল। চোখের নিমেষে আমীর ইউসুফের বুক পর্যন্ত পানির নীচে ডুবে গেল।

আমীর ইউসুফ সে স্থানে নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে তার চাচাতো ভাই সিয়ার বিন আবু বকরকে বললেন, "সিয়ার, আমি গাফুরুর রহীম আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করছি যে, যদি আমি তার অপছন্দনীয় কোন কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকি তাহলে যেন এ প্রবল ঢেউরাশি আমাকে গ্রাস করে ফেলে। আর যদি আমি সদুদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকি তাহলে এ বিশাল ঢেউ এর ভয়ে ভীত হয়ে পেছনে হটে যাবার চাইতে খোদার রহমতের সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাওয়াই আমি পছন্দ করব।"

অবাধ্য ঢেউ মুজাহিদের জোব্বা চুম্বন করে ক্রমেই সংকুচিত হতে লাগল। ধীরে ধীরে সমগ্র পরিবেশ শান্ত হতে থাকল। সিয়ার বিন আবু বকর তার ভাইদের দৃঢ় মনোবল দেখে হাসলেন এবং হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বললেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা, নোঙ্গর উঠাও। বাদাম তুলে দাও। আমাদের গন্তব্য স্থল খিজরা দ্বীপ।"

একজন আলেম এগিয়ে এসে বললেন, "আমীর, আপনার বিজয় মোবারক হোক। আপনাকে স্বাগত জানাবার জন্যই সাগর থেকে এ ঢেউ রাশির উত্থান ঘটেছিল।"

৪

শেষ রাত্রির দিকে সাদ ও মায়মুনা সমুদ্রের নিকট একটি দ্বিতল বাড়ির ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। অপর পাশে একটি ছোট দূর্গের প্রাচীরের ওপর প্রহরীগণ মশাল হাতে পাহারা দিচ্ছিল। নিকটেই সাগর তীরে একটি প্রশস্ত টিলার ওপর অগ্নিকুন্ড জ্বালানো হয়েছিল। সাদ পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বলল, "মায়মুনা, ঐদিকে তাকিয়ে দেখ, ভোরের তারকার উদয়

www.pathagar.com

হচ্ছে।"

মায়মুনা জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস তিনি আজই পৌছবেন?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি অবশ্যই আজ পৌছে যাবেন।"

কিছুক্ষণ সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর তারা ফজরের নামাজ আদায় করল। তারপর ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল। ভোরের আলো যতই স্পষ্ট হতে লাগল, আকাশের তারকারাজি ততই অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। আলো আঁধারের পরদা ভেদ করে সূর্যের রক্তিম চেহারা দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন সমুদ্রের শান্ত পানির ওপর আলোর একখানা সোনালী চাদর বিছিয়ে দিল। মায়মুনা নীচের দিকে নত হয়ে দেখল, শত শত লোক সাগর তীরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে দুর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

"মায়মুনা! মায়মুনা!" সাদ দিগন্তের দিকে হাতের ইশারা করে চেঁচিয়ে বলল, "ঐ আসছেন, স্পেনের মুক্তি দাতা, এদিকে তাকাও মায়মুনা, ঐ দেখ তিনি এসে গেছেন।"

বাতাসের একটি মিষ্টি ঝাপটা মায়মুনার চুলের খোঁপাটা ভেঙ্গে দিল। সে দ্রুত চুল গোছাতে গোছাতে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়? কোথায়?"

"মায়মুনা, এ দিকে আমার হাত সোজা তাকিয়ে দেখ।"

মায়মুনা তার দৃষ্টি শক্তির শেষ সীমায় একটি জাহাজের বাদাম দেখতে পেল। সাদ আবেগের বশে বলে চলছিল, "মায়মুনা! হাসো, খুশী হও। আজ স্পেন তোমার। নিজের বোনদের এ সুসংবাদ শোনাও যে, তাদের ইজ্জত ও পবিত্রতা রক্ষাকারী এসে গেছেন। আর কেউ কারো ইজ্জত নিয়ে খেলা করতে পারবে না। স্পেনে আজ মানবতা নবজন্ম লাভ করেছে।"

মায়মুনা অপলক দৃষ্টিতে সাাগরের দিকে তাকিয়েছিল।

"আমি তাদের সম্বর্ধনা জানাতে যাচ্ছি।" বলতে বলতে সাদ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল এবং পূর্ণ গতিতে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বন্দরের দিকে ছুটে চলল। একটি প্রস্তর খন্ডের ওপর উঠে সাদ চেঁচিয়ে বলল, "ঐ তিনি এসেছেন, তিনি এসে পৌছেছেন।"

এক বৃদ্ধ মাঝরাত থেকে ঐ প্রস্তর খন্ডের ওপর বসেছিলেন। তার দুর্বল দৃষ্টি শক্তি তখনো মুরাবিতীনের জাহাজ দেখতে পায়নি। তবু তিনি সাদের চিৎকার শোনামাত্রই সিজদায় গিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। ইনি কাজী আবু জাফর। সিজদা থেকে তিনি যখন মাথা তুললেন, তখন তার গাল বেয়ে অশ্রুর স্রোত বইছিল।

সাদ তার হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল এবং বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি আজই আসবেন।"

www.pathagar.com

৫

দশদিন পর্যন্ত খিজরা দ্বীপ স্পেনের মুসলমানদের যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে রইল। ঐ সময়ের মধ্যে মুরাবিতীনদের বার হাজার নিয়মিত সৈন্য ছাড়াও বিপুল পরিমান রসদ ও ঘোড়া পৌঁছে গেল। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমীর ইউসুফকে গভর্নরের বাস ভবনে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু আমীর ইউসুফ তার সৈন্যদের সঙ্গে একটি খোলা ময়দানে তাবুতেই থাকা পছন্দ করলেন।

খন্ডরাজ্যের শাসনকর্তাদের দূতগণ, আলেম ও স্বেচ্ছাসেনাদল বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর দূতগণ আমীর ইউসুফকে একাকী পেলেই একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করতে শুরু করত। আমীর ইউসুফ জবাবে বলতেন, "আমি তোমাদের সুলতানদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ মেটাতে আসিনি। যদি যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিতে পারো তাহলে তা আমি শুনতে চাই। অন্যথায় পরস্পরের বিরুদ্ধে এ সব অভিযোগ শুনতে আমি প্রস্তুত নই। তোমাদের সুলতানগণের মধ্যে কে কি পরিমান সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান খুব শীগগীরই তার পরীক্ষা হয়ে যাবে।"

এ সব লোকেরা নিজ নিজ সুলতান ও আমীর গণের পক্ষ থেকে ইউসুফ বিন তাশফীনের জন্য নানাবিধ মূল্যবান উপহার নিয়ে আসতো। তিনি বলে দিতেন, "আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপহারাদির কোন প্রয়োজন নেই। যদি তোমাদের শাসনকর্তাগণ আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন, তাহলে আমি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। আর তারা যদি ইসলামের বিরোধী পন্থা অবলম্বনকারী হয়ে থাকেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠের সকল ধনরত্ন দিয়েও আমাকে খুশী করতে পারবেন না।"

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনকে সত্য ও ন্যায় নীতির মশালবাহী মনে করে শাসনকর্তাদের হাতে নির্যাতিত মানুষেরা বিভিন্ন শহর থেকে খিজরা দ্বীপে ছুটে আসছিল। আমীর ইউসুফ দৈনিক পাঁচবারই একটি খোলা ময়দানে নামাজের জামাতে সৈনিকদের ইমামতি করতেন। শহরের মুসলমানগণও তার পেছনে নামাজ আদায় করা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে ঐ জামাতে যোগদান করত। নামাজের পর দূর দুরান্ত থেকে আগত ফরিয়াদীগণ তার নিকট জড়ো হত।

কেউ বলত, "আমীর, আমার ভাই আল্লাহর কালেমা প্রচার ও কায়েম করতে গিয়ে অমুক কারাগারে বছরের পর বছর বন্দী জীবন যাপন করছে।" কেউ বলত, "আয় আমীর! অমুক শহরের প্রশাসক অন্যায় ভাবে আমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং আমাদের সকল সম্পত্তি

www.pathagar.com

বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।"

আমীর ইউসুফ ধৈর্য সহকারে সকলের অভিযোগ শুনতেন এবং সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তাগণকে চিঠি লেখার জন্য তার সচিবগণকে নির্দেশ দিতেন।

একদিন তিনি নামাজ আদায় করে নিজের তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা তাঁর কাপড় টেনে ধরে বলল, "হে আমীর, আমার ফরিয়াদ শুনে যাও।"

খিজরা দ্বীপের জনৈক পুলিশ অফিসার বৃদ্ধার হাত ধরে টেনে পথ থেকে তাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে আমীর ইউসুফ বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও। আমি তার ফরিয়াদ শুনব।"

বৃদ্ধা বলল, "আমার ছেলে কোথায়? বল! শীগগীর বল।"

আমীর ইউসুফ কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, "তোমার ছেলে?"

বৃদ্ধা বিকট হাসিতে ফেটে পড়ল। "আমি জানতাম, তুমিও আমাকে অন্যান্যদের মত পাগলিনী বলবে। কিন্তু আমার পুত্রের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছিনা। বল আমার পুত্র কোথায়? বল! বল!"

উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় বৃদ্ধা আমীর ইউসুফের জোব্বা ধরে টান দিল। পুলিশ অফিসার বলল, "আয় আমীর, এ এক পাগলিনী। দু বছর আগে তার একমাত্র পুত্র কারাগারে মারা গিয়েছিল। আজ পর্যন্ত সে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেনি।"

আমীর জিজ্ঞেস করলেন, "বৃদ্ধার পুত্র কি অপরাধ করেছিল?"

পুলিশ অফিসার ব্যথাহত কণ্ঠে বলল, "হে আমীর এখানে শুধু অপরাধীদেরই সাজা হয়না। স্পেনের যে হাজার হাজার যুবক সত্য ও ন্যায়ের দাবীতে সোচ্চার হবার কারণে সাজা ভোগ করেছেন, বৃদ্ধার পুত্রও তাদেরই একজন।"

বৃদ্ধা হৈ চৈ বন্ধ করে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা শুরু করে দিল।

আমীর ইউসুফ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমি তোমার পুত্র, আম্মা।"

তিনি পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৃদ্ধাকে শহরের প্রশাসকের নিকট নিয়ে যাও। তার বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে বল। আমার পক্ষ থেকে তাকে নিয়মিত ভাতা দেয়া হবে।"

৬

দশদিন পর ইউসুফ বিন তাশফীনের সৈন্যবাহিনী ইছাবেলার দিকে যাত্রা করল। সাদ রাত্রির শেষ প্রহরে মায়মুনাকে 'খোদা হাফিজ বলে সেনানিবাসে চলে গেল। মায়মুনা তার পরিচারিকাকে নিয়ে বাগীতে বসে গ্রানাডা রওয়ানা হল।

আলমাস বাগী চালকের আসনে বসেছিল। শহর থেকে বের হয়ে একটি চৌরাস্তার পাশে

www.pathagar.com

আলমাস বাগী থামাল এবং মায়মুনাকে ডেকে বলল, "সৈন্য বাহিনী পেছন দিক থেকে আসছে। এখান থেকেই তারা বাম দিকে ঘুরে যাবে।"

মায়মুনা বলল, "খুব ভাল হয়েছে। কিছুক্ষণ এখানেই দাঁড়াও। আমরা তাদের দেখেই যাবো।"

সামান্য সময় পরে মায়মুনা আবার বলল, "আলমাস চাচা, তুমি কি ভাল করেই জান যে তারা এ পথেই আসবে?"

"তাদের যাবার আর কোন রাস্তা নেই মা।"

একটু সময় পরে আলমাস পুনরায় বলল, "ঐ, ঐ তারা এসেই গেল।"

বাগীর জানালায় লাগানো হালকা পর্দার ভেতর দিয়ে মায়মুনা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। অগ্রগামী দলের সম্মুখে জনৈক বর্ম পরিহিত লৌহশিরস্ত্রাণ ধারীকে দেখতে পেয়ে তার অন্তর ধক্ করে উঠল। প্রভাত সূর্যের আলোকে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ঝক্ ঝক্ করছিল।

মায়মুনা বলল, "আলমাস চাচা এ দিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করো না। তাকে নিজের পথে যেতে দাও।"

আলমাস বলল, "মা! তার দৃষ্টি বাজ পাখীর দৃষ্টির চাইতেও প্রখর।"

অগ্রগামী দল গঠিত হয়েছিল আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের নিয়ে। চৌরাস্তার নিকটে পৌঁছে তাদের সালার নিজের ঘোড়া থামিয়ে পেছনের সৈনিকদের কিছু বলল। তারপর ঘোড়াটি একদিক সরিয়ে নিল। অশ্বারোহী সৈন্যগণ বাম দিকে ঘুরে অগ্রসর হল এবং তাদের সালার চোখের নিমেষে বাগীর নিকট পৌঁছে গেল।

"চাচা আলমাস, এখনো তুমি এখানেই রয়েছ?" ঘোড়ার গতিরোধ করে সাদ বলল।

আলমাস বলল, "তোমাদের সৈন্য বাহিনী দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম।"

মায়মুনা পর্দা সামান্য সরিয়ে স্বামীকে দেখল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলল, "আমি মনে করেছিলাম আপনি আমাদের দেখতে পাবেন না।"

সাদ মুচকি হেসে বলল, "তোমার ধারণা ভুল ছিল, আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, পথেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।"

উভয়ে উভয়কে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দেখল। তার পর মায়মুনা বলল, "আপনার সময় নষ্ট করবো না, যান।"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি আসব মায়মুনা", বলতে বলতে সাদ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মায়মুনা গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলল, "আল্লাহ্ আপনাকে সাফল্য দান করুন।"

সাদ দ্রুতগতিতে ঘোড়া চালিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে গিয়ে মিশে গেল।

অনেক সময় পর্যন্ত মায়মুনা সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে রইল। আলমাস বিভিন্ন উপদলের সালারদের নাম বলে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকায়, গৌরবর্ণের ও বাদামী রঙের দেহধারী সৈন্যগণ চলে গেল। বিভিন্ন গোত্রের এ সব সৈন্যগণের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। পোশাকও ভিন্ন ধরনের। কিন্তু

www.pathagar.com

তাদের দ্বীন এক ও অভিন্ন। ঐ দ্বীনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা মাথায় কাফন বেঁধে যাচ্ছিল।

আফ্রিকার মহান পুরুষকে আসতে দেখা গেল। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যক্তিকেই নিমজ্জমান জাহাজকে নিরাপদে তীরে পৌছানোর জন্য মনোনীত করেছেন। আলমাস চেঁচিয়ে বলল, "ঐ দেখ মা! আমীর ইউসুফ আসছেন।"

মায়মুনা তার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে অন্তরে অন্তরে বলছিল, "স্পেনের ত্রাণকর্তা, জাতির লাখ লাখ কন্যা আজ তোমার পথের পানে তাকিয়ে আছে। আল্লাহ প্রতি পদক্ষেপে তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।"

আলমাস বলল, "মা, এদিকে তাকাও। ইনি সিয়ার বিন আবু বকর। সাদের অন্তরঙ্গ দোস্ত। মারকাশের প্রতিটি সৈনিক তার জন্য গর্ববোধ করে।"

মায়মুনার অন্তরের গভীরতম কোণ থেকে দোয়া নির্গত হল, "আমার প্রিয় ভাই, আল্লাহ তোমার সহায় ও রক্ষক হোন।

আলমাস বলল, "আমি তোমাকে গ্রানাডা পৌছে দিয়েই মুজাহিদ গণের সঙ্গে যোগদান করতে চাই।"

মায়মুনা বলল, "আচ্ছা চাচাজান, চল।"

আলমাস ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতেই বাগী দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল।

জাল্লাকার জিহাদ

স্থানে স্থানে হর্ষোৎফুল্ল জনতা আনন্দ ধ্বনি সহকারে মুরাবিতীন সৈন্যদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। মুতামিদের পুত্র ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মনজিলে মনজিলে তাদের খোশ আমদেদ বলছিল। এ সৈন্য বাহিনী ইছাবেলা শহরের নিকটে পৌছে হাজার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুকে তাদের জন্য প্রতীক্ষারত দেখতে পেল।

www.pathagar.com

মুতামিদ ও তার উজীর বৃন্দ শহরের বাইরে এসে সৈন্যদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। ইছাবেলার শাহী মহলটিকে আমীর ইউসুফের থাকার জন্য বিশেষ ভাবে সজ্জিত করা হল। কিন্তু তিনি তার সৈন্যদের সঙ্গে শহরের বাইরে একটি খোলা ময়দানে নিজের তাবু খাটিয়ে নিলেন।

ঐ সময় আলফানসু সারকাষ্টা অবরোধ করে রেখেছিল। আমীর ইউসুফ তার নামে নিম্ন বর্ণিত পত্র লিখেনঃ

"আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি স্পেনের পর আফ্রিকা জয় করতে ইচ্ছুক। আমি আফ্রিকায় তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। তাই নিজেই স্পেনে এসে পৌঁছেছি। তোমার জন্য এখন একটি পথ মুক্ত আছে। প্রথমটি হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণ। যদি তুমি তা কর, তাহলে আমাদের ভাই হয়ে যাবে। যদি এটা না কর তাহলে জিজিয়া কর প্রদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। যদি এ পথও তোমার অপছন্দনীয় হয় তাহলে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যাও।"

আলফানসু ক্ষমতার নেশায় বিভোর ছিল। সে এ চিঠির নিম্নরূপ জবাব দিলঃ

"তুমি মৃত্যুর সন্ধানে এখানে এসেছ। স্পেন আমার। দুনিয়ার কোন শক্তিই আমার নিকট থেকে এ দেশ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যদি তোমার সৈনিকেরা নিজ নিজ জীবনের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন না হয়ে থাকে তাহলে এখনও তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় আছে।"

এ চিঠিতে আলফানসু সুলতান মুতামিদ সম্পর্কেও খুবই অশোভনীয় মন্তব্য করে। আমীর ইউসুফ এ অপমানকর চিঠি দরবারে পড়ে শোনালেন। ইছাবেলার কবি, সাহিত্যিক ও সরকারী লেখকগণ চমকে উঠল। মুতামিদের আবেদনেই আমীর ইউসুফ ঐ সব দরবারী লোকদের এ চিঠির জবাব লিখতে নির্দেশ দেন।

পরদিন সরকারী লিখন বিভাগের সেক্রেটারী আমীর ইউসুফের নিকট কাগজের একটি বান্ডিল এনে দিল।

"এসব কি? "

আমীর ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন।

সেক্রেটারী জবাব দিলেন, "ইছাবেলার বিখ্যাত লেখকগণ আলফানসুর ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জবাব লিখেছেন। আপনি ওগুলো দেখে যে জওয়াবটি পছন্দ করবেন, সেটিই পাঠিয়ে দেয়া হবে। অনুমতি পেলে পড়ে শোনাতে পারি।"

আমীর ইউসুফ অসন্তুষ্ট হয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দরবারীদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেক্রেটারী ভয়ে ভয়ে একখানা কাগজ উঠিয়ে বলল, "হুজুর, সুলতান মুতামিদের সভাসদ গণের মধ্য থেকে একজন উত্তম কবি এ জবাবটি লিখেছেন।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "আলফানসুর চিঠির জবাবে কাব্য রচনা করা হয়েছে?"

www.pathagar.com

"জি-হ্যাঁ! হুজুর, এ স্বনামধন্য কবি তিনশত চরণ লিখে জবাব সম্পূর্ন করেছিলেন। আমি তার মধ্য থেকে একশত আশিটি চরণ কেটে দিয়েছি।"

একজন কবি দাঁড়িয়ে বলল, "হুজুর! অনুমতি পেলে আমি নিজেই আমার কাব্য পড়ে শোনাব।"

সে ব্যক্তি আমীর ইউসুফের অনুমতির অপেক্ষা না করেই সেক্রেটারীর হাত থেকে কাগজ ছিনিয়ে নিল এবং সুর সংযোজন করে আবৃত্তি শুরু করল। প্রথম কয়েক চরণে আলফানসুর উদ্দেশ্যে শব্দালংকারে বর্নিত গালাগাল আমীর ইউসুফের বোধগম্য হল না। কিন্তু কবি যখন পরবর্তী চরণ গুলোতে আরো স্পষ্ট ভাষায় গালাগাল শুরু করল, তখন আমীর ইউসুফ হাত উঁচু করে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যস, আমি আর শুনতে চাইনা।"

কবি খুবই হতোদ্যম হয়ে বসে পড়ল। সেক্রেটারী অপর একখানা কাগজ উঠিয়ে বলল, "হুজুর, সরকারী লিখন বিভাগের আটজন বিখ্যাত সাহিত্যিক পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এ জবাবটি লিখেছেন এবং স্বয়ং সুলতান মুয়াজ্জম এটিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনও করেছেন। আপনি অবশ্যই এ জবাব পছন্দ করবেন।"

সেক্রেটারী কয়েক লাইন পড়ার পরই আমীর ইউসুফের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি অবশিষ্ট কাগজের বান্ডিলটি একদিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন স্থানেই কাগজ ও কালির এ অপব্যবহার কেউ দেখেনি। তোমরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সম্পূর্ন অযোগ্য। দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাদের তরবারী পরীক্ষা করছে, আর তোমরা ভাষার তীর স্তুপীকৃত করছ। আলফানসুর চিঠিখানা কোথায়?"

সেক্রেটারী চিঠি খানা এগিয়ে দিলে আফ্রিকার এ মুজাহিদ ঐ চিঠির এক কোণে নিজের হাতেই লিখলেন, "পরিণাম প্রত্যক্ষ করার সময় খুবই নিকটবর্তী।"

২

আলফানসু বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে তার সৈন্যগণকে ডেকে এনে একত্রিত করল এবং সারকাষ্টার অবরোধ উঠিয়ে দিয়ে টলেডোর দিকে রওয়ানা হল। জুলায়কা, আসচুরিয়া, লিউন, আরগুন ও আননেভারের শাসনকর্তাগণ ছাড়াও ফ্রান্স এবং ইটালীর কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ তার সঙ্গে ছিল। টলেডোয় পৌছার পর আলফানসু তার পদাতিক সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ সৈন্যদের নিয়ে আমি মানুষ, জ্বীন, এমনকি আসমান থেকে ফেরেস্তা বাহিনী নেমে এলে তাদের বিরুদ্ধেও নিশ্চিত সাফল্যের সংগে লড়তে পারবো।"

তার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে আশি হাজার।

www.pathagar.com

আমীর ইউসুফ আলফানসুর যাত্রার খবর শুনেই ইছাবেলা থেকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। বাতালিউস থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে জাল্লাকা[১] নামক স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করলেন। আলফানসুও ঐ ময়দানেই কিছু দুরুত্ব রক্ষা করে তার সৈন্য বাহিনীর তাঁবু স্থাপন করল।

বাতলিউস, ইছাবেলা, মালাগা ও গ্রানাডার শাসনকর্তাগণ আমীর ইউসুফের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। আলমেরিয়া ও মারসিয়ার শাসনকর্তাগণ খৃষ্টানদের উৎপাতের দরুণ বিব্রত ছিলেন। তবু তারা সম্মিলিত মিত্র শক্তির সাহায্যার্থে কিছু কিছু সৈন্য প্রেরণ করলেন। মুরাবিতীন ও খন্ডরাজ্যগুলোর সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর তুলনায় আলফানসুর বাহিনীতে তিনগুন সৈন্য ছিল। আফ্রিকার ও মুসলিম স্পেনীয় সৈন্যদের শিবির তিন মাইল দূরত্ব রেখে স্থাপন করা হল। উভয় শিবিরের মধ্যে একটি পাহাড়ও ছিল।

৪৮০ হিজরীর রমজান মাসে এক বৃহস্পতিবারে ইসলামী লশকর শত্রুর ওপর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হল। আলফানসু আমীর ইউসুফের নিকট সংবাদ প্রেরণ করলো, "আগামী কাল শুক্রবার। তোমাদের পবিত্র দিন। এরপর রবিবার আমাদের জন্য পবিত্র দিন। এজন্য আমাদের শক্তি পরীক্ষা সোমবারে হলে ভালো হয়।"

আমীর ইউসুফ দুশমনের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু মুতামিদ আগেই তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, আলফানসু অবশ্যই ধোকা দেবে। তাই তিনি সৈন্যদের সতর্ক হয়ে থাকতে বলে দিলেন।

ইসলামী বাহিনী জুমার নামাজে দাঁড়ালো। আলফানসু পাহাড়ের অপর পাশে স্পেনীয় মুসলিম শিবিরে আক্রমণ করলো। যদিও মুতামিদ পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিলেন তবুও আলফানসুর আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে, স্পেনীয় মুসলিম বাহিনী বাতলিউসের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হল। খন্ডরাজ্যের শাসকদের মধ্যে একমাত্র মুতামিদই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকে ঘৃণা করলেন। নিজেদের সুলতানের বীরত্ব দেখে ইছাবেলার সৈন্য বাহিনীর উৎসাহ বহু গুণে বৃদ্ধি পেল। তাই তারাও অটল দৃঢ়তার সংগে লড়তে লাগল। ছত্রভঙ্গ স্পেনীয় সৈন্যদের চরম ভাবে পরাজিত করার জন্য আননেভারের সৈন্য বাহিনীকে যথেষ্ট বিবেচনা করে আলফানসুর অশ্বারোহী বাহিনী পাহাড় ঘুরে গিয়ে আমীর ইউসুফের বাহিনীর ডান ও বাম পাশে আক্রমন করলো। ততক্ষণে আমীর ইউসুফও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

তবু আক্রমণের তীব্রতার মুখে মুরাবিতীন সৈন্যদেরও পেছনে হটতে হল। মুরাবিতীন বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে খৃষ্টানদের উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। লিউন ও ফ্রান্সের অশ্বারোহী সৈন্যগণ মুরাবিতীন সৈন্যের বাম পাশকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে লস্করের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেল।

---

১ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ময়দানটিকে জাল্লাকা এবং খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণ 'সাইরি লিয়াস' বলে উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

খৃষ্টান সৈন্যগণ তাদের বিজয় সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ের অপর পাশে ইছাবেলা বাহিনীও হতোদ্যম হয়েই লড়ে যাচ্ছিল। আননেভার সৈন্যদল তাদের অস্ত্র ত্যাগ করার আহ্বান করল। তারা বলল, "তোমাদের বন্ধুগণ ময়দান ছেড়ে পালিয়েছে। এখন তোমাদের যুদ্ধ করার কোন অর্থ হয়না। এটা আত্মহত্যারই শামিল।"

এ নৈরাশ্যজনক অবস্থায় আমীর ইউসুফ ইসলামী শক্তির বিজয় সম্পর্কে সম্পূর্ন রূপে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি শান্ত ভাবে তার সেনাপতিকে বললেন, "সিয়ার, আমি যা আশা করেছিলাম তারও আগে এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। সাদকে বলে দাও তার সৈন্যদল নিয়ে স্পেনীয়দের সাহায্যার্থে চলে যেতে। আমরা উভয় দল শিগগীরই পাহাড়ের অপর পাশে একত্রিত হবো।"

আমীর ইউসুফ সৈন্যদের পেছনে গিয়ে সংরক্ষিত সৈন্যদের মধ্য থেকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে একদিকে চলে গেলেন। দীর্ঘ পথ ঘুরে তিনি খৃষ্টান শিবিরের পেছনের দিকে পৌছলেন। বার্বারী সৈন্যদল ক্ষিপ্র গতিতে শিবিরের প্রহরীগণকে হত্যা করলো এবং খৃষ্টানদের তাবু ও রসদের স্তুপে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হলো এবং পুনরায় ঘুরে গিয়ে শত্রু সৈন্যের ডান পাশে আক্রমণ করলো।

এদিকে সাদ বিন আবদুল মুনীম স্পেনীয়দের নিকট পৌছে গেল। তার সৈন্য বাহিনী আননেভার বাহিনীকে ইছাবেলা বাহিনীর প্রতি চড়াও হতে বিরত করতে চেষ্টা করছিলো। হঠাৎ ডান দিক থেকে একের পর এক পাঁচশো সৈন্যের দুটি দল দেখা দিল এবং তারা নারায়ে তাকবীর ধ্বনি সহকারে দুশমনের উপর হামলা শুরু করে দিল। আর একদল অশ্বারোহী বাম দিক থেকে এসেই দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই নতুন সৈন্য দলে আলমেরিয়া, মার্সিয়া, ও গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেনাগণ ছিলেন। সাদ তাদের সালারকে দেখা মাত্রই চিনতে পেরে ঘোড়া ছুটিয়ে তার নিকটে পৌছে বললো, "আব্বাজান! এ বয়সে আপনার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসার কোনোই দরকার ছিল না।"

আবদুল মুনীম হাসলেন এবং বললেন, "আমি এখনও বুড়ো হয়ে যাইনি বাছা! এ দিনের প্রতীক্ষায়ই তো আমি কারাগারের অন্ধকার কোঠায় কঠিন রাত্রিগুলো কাটিয়েছি।"

হঠাৎ সাদের দৃষ্টি একদিকে আকৃষ্ট হলো। আহমদ জনৈক বর্ম পরিহিত খৃষ্টান সৈন্যের সাথে লড়ছিলো। আহমদের তরবারীর আঘাত খৃষ্টান সৈন্যের বর্ম ভেদ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। অপর একজন অশ্বারোহী বর্শা উঁচিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলো। সাদ তার ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে গেল এবং ঐ অশ্বারোহীকে বর্শার আঘাতে ভূপাতিত করলো। অশ্বারোহী মাটিতে পড়েই আবার উঠে দাঁড়ালো এবং আহমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আহমদ এখন এক সংগে দুটি তরবারী ঠেকাচ্ছিল। একজনকে তো তরবারীর আঘাতে ভূপাতিত করলো কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির লৌহ শিরস্ত্রানের সংগে ঠোকাঠুকি হয়ে তার তরবারীটি ভেঙ্গে গেল। সাদ ঐ সময়ে অপর একজন অশ্বারোহীকে খতম করে আহমদের দিকে তাকালে দেখল আহমদ খালি হাতে

www.pathagar.com

নানা কৌশলে প্রতিপক্ষের তরবারীর আঘাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে পেছনে ছুটে যাচ্ছে। সাদ এগিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী খৃষ্টানের পিঠে বর্শার আঘাত করে তাকে ভূপাতিত করলো। আহমদ ছুটে গিয়ে তার তরবারীটি ছিনিয়ে নিল।

সাদ বলল, "কবি তুমি তো দেখছি ভাল সৈনিক হয়ে গেছ। তোমার ঘোড়া কোথায়?"

"ঘোড়া আহত হয়েছে ভাইজান।"

সাদ বলল, "ঐ দেখো, তোমার জন্য ঘোড়া এখনি আসছে।" একটি খৃষ্টান অশ্বারোহী জনৈক আফ্রিকী সৈন্যের সঙ্গে লড়ছিল। সাদ সেদিকে এগিয়ে গিয়ে খৃষ্টানের পিঠে বর্শা বসিয়ে দিল এবং আহমদ ছুটে গিয়ে তার ঘোড়াটিকে ধরে এক পাশে টেনে তার পিঠে সওয়ার হল।

"এ ঘোড়াটি তুমি পছন্দ কর? সাদ মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল।

"বড় ভাই এর উপহার অপছন্দ হবে কি করে?"

"হাসানও কি এসেছে?

"হাসান, আব্বাজান, ইদ্রিস ও আলমাস সকলেই এসেছে। হাসান আলফানসুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হতে দেখে আলফানসুর কিছু সৈন্য আননেভার বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু স্পেনীয় সৈন্যদের উৎসাহ পূর্বের চাইতে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তাই এখন তারা জয়ের আশায় প্রাণপন শক্তিতে লড়ছিল। মুতামিদ আঘাতে জর্জরিত হওয়া স্বত্বেও সিংহের মত গর্জন করে লড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পুর্বে স্পেনের যেসব সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিল তারাও ফিরে এসে ইছাবেলা সৈন্যের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে শুরু করে দিল।

৩

পাহাড়ের অপর পাশে যুদ্ধ আরো বেশী তীব্র ছিল। আলফানসুর বিশ্বাস ছিল যে, আমীর ইউসুফের সৈন্য বাহিনী পরাজিত হলে সে শুধু বিজয়ীই হবে না ওপরন্তু ভূমধ্য সাগরের তীর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার পথে তাকে আর কোন শক্তিই বাধা দিতে পারবে না। সে জানতো, আফ্রিকার সৈন্যগণই হচ্ছে স্পেনীয় মুসলমানদের শেষ আশা ভরসার স্থল। এ আশা ভঙ্গ হলে তাদের প্রতিরক্ষা শক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে।

এ জন্য সে তার সৈন্যবাহিনীর বেশীর ভাগ সৈন্যই আফ্রিকার সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেছিল। প্রাথমিক স্তরে জয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে সে খুব উৎফুল্ল ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে তার শিবিরে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

www.pathagar.com

আমীর ইউসুফের ঝটিকা বাহিনী আলফানসুর সৈন্যদলের ডান পাশের সারি গুলোকে বিভক্ত করে দিয়ে তাদের মধ্যস্থলে পৌঁছে গেল। আলফানসু বুঝতে পারল যে সে যা ভেবে ছিল তা নয়। এত সহজে বিজয় লাভ করা যাবে না।

হঠাৎ সিয়ার বিন আবু বকর নিজ সৈন্য বাহিনীর কেন্দ্রস্থল থেকে একদল সৈনিক নিয়ে বের হয়ে এলেন এবং খৃষ্টান সৈন্যদলের বাম পাশে আক্রমণ করলেন। বামপাশের সারিগুলোতে ফ্রান্সের জনৈক নাইট লৌহ প্রাচীরের মত প্রতিরোধ খাড়া করে দন্ডায়মান ছিল। কিন্তু বিদ্যুত গতি সম্পন্ন বার্বার সৈন্যদের অগ্রগতির পথে খৃষ্টান সৈন্যগণ টিকে থাকতে পারলো না। সিয়ার বিন আবু বকর খৃষ্টানদের বাধা পদদলিত করে এগিয়ে গেলেন এবং আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এদিকে অপর একজন বার্বার সেনাপতি শত্রু সৈন্যের পশ্চাত দিক থেকে আক্রমণ করে তাদের সুবিন্যস্ত সারিগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে এগিয়ে এলেন। খৃষ্টান গণ যুদ্ধের পরিবর্তনশীল অবস্থা দেখে মরিয়া হয়ে উঠল এবং শেষ বারের মত তারা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে মুসলিম সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

খৃষ্টানদের এবারের আক্রমণও অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করল এবং মুরাবিতীন বাহিনী আত্মরক্ষা মূলক কৌশল অবলম্বন করে কিছুটা পেছনে হটতে বাধ্য হল। ওদিকে পাহাড়ের অপর পাশে আননেভার খৃষ্টান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দেবার পর সাদ সেখান থেকে তার সৈন্যদল নিয়ে এসে কাষ্টালা সৈন্যদের পশ্চাদভাগে ঝাপিয়ে পড়ল। এবার আলফানসু বাহিনী চার দিক থেকে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং স্পেনের স্বেচ্ছাসেনাগণও পাহাড়ের অপর পাশ থেকে ছুটে এসে মুরবিতীন সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিল।

সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে খৃষ্টান সেনাদলের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। মুরাবিতীন সৈন্যদের পেছন দিকে এসময় নাকাড়া বেজে উঠল। নাকাড়ার শব্দে মুরাবিতীন বাহিনীর উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। এবং তারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে চতুর্মূখী লড়াই শুরু করে দিল। খৃষ্টান সৈন্যগণ পশ্চাত দিকের সাদের ঘেরাও ভেদ করে পশ্চাদাপসারণ শুরু করল এবং প্রায় আধ মাইল হটে যাবার পর পূনরায় সৈন্য বিন্যস্ত করার প্রয়াস পেল। কিন্তু ক্ষিপ্র গতিতে বার্বার সৈন্যগণ বিপক্ষ দলকে সে সুযোগ দিল না।

আমীর ইউসুফ চেঁচিয়ে বললেন, "এখনই চরম আঘাত করার উপযুক্ত সময়।"

সামরিক অফিসারগণ আমীরের এ বাণী সকল সৈন্যদের কানে পৌঁছে দিলেন। নাকাড়া আবার বেজে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুরাবিতীন সৈন্য বাহিনী ঝড়ের বেগে দুশমনদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল।

দুশমন পালাতে শুরু করল। কিন্তু তবু খৃষ্টান সৈন্যদের বৃহত্তর অংশ তখনো আলফানসুর সঙ্গে ছিল। কিন্তু তারা মরুভূমির বাসিন্দা মুরাবিতীন বাহিনীর রণকৌশল সম্পর্কে কিছুই জানতো না।

www.pathagar.com

আমীর ইউসুফ তার সৈন্য বাহিনীকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করলেন। পদাতিক সৈন্যগণ এক দিকে সরে গেল। আর অশ্বারোহীগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে দুশমনদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। পলায়নকারী শত্রুদের পেছনে ধাওয়া করার সময় সিয়ার বিন আবু বকর সৈন্যদের পরিচালনা করছিলেন। বামপাশে জনৈক বার্বার সেনাপতি এবং মধ্যস্থলে আমীর ইউসুফ তার ইস্পাত বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারা অর্ধ বৃত্তাকারে শত্রুদের তাড়া করলেন। ডান ও বাম পাশের সারি গুলো শত্রুদের ঘেরাও করছিল এবং মধ্যস্থলের অগ্রসরমান সৈন্যগণ বেষ্টিত সৈন্যদের হত্যা করে যাচ্ছিল।

আলফানসু বুঝতে পারল যে, মরুবাসী সৈন্যগণের আসল লড়াই এবার শুরু হয়েছে। তার পদাতিকগণের সুনাম সম্পর্কেও আলফানসু অবগত ছিল। তার অশ্বারোহী সৈন্যদের পেছনে যারা তাড়া করছিল, তাদের ঘোড়াগুলি ছিল অনেক দ্রুতগামী । খৃষ্টানগণ মুসলমান সৈন্যদের ঘেরাও ভেদ করে ছুটে পালানোর বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। বার্বারী সৈন্যগণ তাদেরকে ডানে বা বায়ে পালানোর কোনই সুযোগ দিচ্ছিল না।

আফ্রিকার মুজাহিদগণের মত তাদের ঘোড়াও কঠোর পরিশ্রমী ছিল। বার্বারী অশ্বারোহীগণ ভারী বর্ম পরিধান করতে অভ্যস্ত ছিল না। তাই তাদের ঘোড়া হালকা ওজন নিয়ে দ্রুতগতিতে চলতে পারতো। পক্ষান্তরে খৃষ্টান সৈন্যদের অনেকেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত ছিল। তাই মাল পত্রের ভারী বোঝা ও সারা দিনের ক্লান্তিতে তাদের ঘোড়াগুলো পালাতে অক্ষম হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল।

সূর্য ডুবে গেল। মুসলমান সৈন্যগণ তাদের থলে থেকে খেজুর বের করল এবং ঘোড়ার পিঠে বসে বসেই ইফতার করে নিল। ইফতারের পরও শত্রুর পেছনে ধাওয়া করা অব্যাহত রইল।

যুদ্ধের আগে আলফানসু তার সেনাপতি ও সাহায্যকারী সৈন্যাধক্ষগণকে বলেছিল, "শত্রুকে পরাজিত করার পর সারারাত ভরে চাঁদের আলোকে তাদের তাড়া করব।" এখন ঐ চাঁদের আলোর প্রতিই সে সব চাইতে বেশী বিক্ষুদ্ধ হল।

বার্বার সৈন্যগণ ডান ও বাম পাশ থেকে তীর ছুড়ছিল আর মধ্যস্থলের সৈন্যগণ বর্শার আঘাতে শত্রুদের নিধন করে যাচ্ছিল। মাইলের পর মাইল জমি ও টিলাগুলোতে শুধু খৃষ্টান সৈন্যদের লাশ ছড়িয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ পথ দৌড়ে যাবার পর মুরাবিতীনের ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত হয়ে পড়ল কিন্তু তখনো হাজার হাজার খৃষ্টান সৈন্য মুসলিম সৈন্যের বেষ্টনীর মধ্যে আটক রয়ে গিয়েছিল। আমীর ইউসুফ পরিবেষ্টিত খৃষ্টান সৈন্যদের মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসলেন।

আলফানসু তার উত্তম সেনাপতিদের হারাল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে তার পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের মধ্য থেকে মাত্র চার হাজার তার সঙ্গ নিল। এ সংখ্যাও দ্রুত গতিতে কমে আসছিল। তার শেষ আশার স্থল ছিল ওয়াদী নামক নদী। ঐ নদীর পারে পৌঁছার পর সে পশ্চাদ্ধাবনকারী

www.pathagar.com

মূর্তিমান মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে বলে আশা করছিল। নদী বেশী দূরেও ছিলনা। কিন্তু আফ্রিকী সৈন্যগণ তার ডান ও বাম পাশের বেষ্টনী থেকে এগিয়ে গিয়ে সামনের পথ বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছিল।

এ সময় আফ্রিকী সৈন্যদের পেছনের দিক থেকে দুশো সৈন্যের একটি দল দেখা দিল। এবং তারা সৈন্যবুহ্যের বাম পাশ ঘুরে সামনের দিকে যেতে শুরু করল । চাল চলন থেকে বুঝা যাচ্ছিল যে, তাদের ঘোড়া গুলো ক্লান্ত নয়। বূহ্যের বাম পাশের রক্ষক সিয়ার বিন আবু বকর তাদের শত্রু সৈন্য বিবেচনা করে পথ রোধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সিয়ার নিজের সৈন্যদের বললেন, "তাদের ঘোড়া গুলি নতুন, তাই তাদের পশ্চাতে ধাওয়া করা ঠিক হবে না।"

এ নবাগত সৈন্যদলটি আলফানসু বাহিনীর সম্মুখে চলে গেল এবং হঠাৎ ঘুরে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি সহকারে শত্রুদের সম্মুখ ভাগে হামলা করে দিল। এতক্ষণ পর্যন্ত ডান ও বাম পাশ থেকে যে সব বার্বারী সৈন্য অর্ধ বৃত্তাকারে এগিয়ে আসছিল তারা নবাগত বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করল। দেখতে দেখতে দুহাজার খৃষ্টান সৈন্য নিহত হল। অবশিষ্ট খৃষ্টান সৈন্যগণ অতি কষ্টে একদিক থেকে ঘেরাও ভেদ করে নদীর দিকে ছুটতে শুরু করলে নবাগত মুসলিম সৈন্যগণ পুনরায় ছুটে গিয়ে তাদের সম্মুখে যাবার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে গেল। আর বার্বার সৈন্যগণ তিন দিক থেকে ঘিরে খৃষ্টানদের পাইকারী হারে হত্যা করতে শুরু করে দিল।

কাষ্টালার নাইটগণ নিজেদের বাদশাহর চারদিকে নিরাপত্তার বেষ্টনী রচনা করে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যদের একটি দল আলফানসুর রক্ষী দলের ওপর আক্রমণ করল। একজন কৃষ্ণাঙ্গ সৈনিক আলফানসুর উরুতে বর্শার আঘাত করল এবং আলফানসু ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে কোন প্রকারে রক্ষা পেল।

কাষ্টালায় অবশিষ্ট সেনাগণ জীবন মরণ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে লড়তে লড়তে নদীর নিকট পৌঁছে পানিতে ঝাপ দিল। মুজাহিদগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত হলে আমীর ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে উচ্চঃস্বরে বললেন, "আর নয়, তোমরা উত্তম রূপে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেছ। আর সামনে যাবার প্রয়োজন নেই। নদীর ওপারে শত্রুর নতুন বাহিনীর অপেক্ষমান থাকাও বিচিত্র নয়।"

তবু খৃষ্টান সৈন্যদের অনেকেই বার্বার সৈন্যদের তীরের আঘাতে নদীতেই মৃত্যু বরণ করল। অনেকেই ভারী বর্ম, অস্ত্র ও শিরস্ত্রাণের দরুণ, পানিতে ডুবে গেল। আলফানসু নদীর ওপারে গিয়ে হিসাব করে দেখতে পেল, মাত্র পাঁচশত সৈন্যের জীবন রক্ষা পেয়েছে।

এ যুদ্ধে তিন হাজার মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিয়ার বিন আবু বকর শেষ মুহূর্তে যোগদানকারী সৈনিকদের খোঁজ করলেন। জানা গেল তারা গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার স্বেচ্ছাসেনা দল। তাদের সালার গণের সঙ্গে পরিচিত হবার পর সিয়ার বললেন, "আমি মনে করেছিলাম, শত্রুদের নিকটস্থ কোন ঘাঁটি থেকে নয়া সৈন্য

www.pathagar.com

তাদের সাহায্যের জন্য এসেছে। আপনাদের ঘোড়াগুলির দৌড়ের গতি দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম।"

আলমেরিয়া স্বেচ্ছাসেনা দলের সালার বললেন, "আমরা তো পাহাড়ের উপরে লড়াই শেষ করে এখানে এসেছিলাম। আমাদের ঘোড়া খুবই ক্লান্ত ছিল। কিন্তু আল্লাহর অসীম দয়ায় আমরা শত্রুদের শিবির থেকেই নতুন ঘোড়া পেয়ে গেলাম।"

সিয়ার যখন সালারের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, ঠিক ঐ সময় সাদ "হাসান! হাসান!" বলে এক দিকে ছুটে গেল এবং যুবককে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাকে সিয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "আমার ভাই।"

সিয়ার পরম উৎসাহে হাসানের সঙ্গে মুসাফাহা করলেন। সাদ অপর একজন সালারের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে বললেন, "এটিও আমার অপর ভাই- নাম আহমদ। মুতামিদ ও রেমিকাকে নিয়ে রচিত তার কবিতা আপনি শুনেছেন। আর ইনি ইদ্রিস বিন আবদুল জব্বার, আমার বিশেষ বন্ধু। ইনি আমার বন্ধু ইলিয়াস আর ইনি চাচা আলমাস।"

সাদ একে একে সকলের পরিচয় করানোর পর আহমদকে জিজ্ঞেস করল, "আব্বাজান কোথায়?"

"তিনি তো আমার সঙ্গেই ছিলেন।" একথা বলে আহমদ এদিক ওদিক তাকিয়ে তার পিতাকে তালাশ করতে শুরু করল।

সাদ তার ভাইদের সঙ্গে নিয়ে পিতার অনুসন্ধানে রওয়ানা হলে সিয়ার বিন আবু বকর তাদের সঙ্গ নিলেন। আবদুল মুনীম একদল আহত সৈনিকের আঘাতে পটি বেঁধে দিচ্ছিলেন। তিনি বাঁধা শেষ করে মাথা তুললে সাদ বলল, "আব্বাজান, ইনি নৌসেনাপতি সিয়ার বিন আবু বকর। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য খুবই আগ্রহী।"

আবদুল মুনীম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বার্বারীদের কয়েকজন গোত্র প্রধান ও সামরিক অফিসার আবদুল মুনীমের নিকটে এসে জমায়েত হল।

www.pathagar.com

নতুন চেতনা ও নতুন উদ্দীপনা

জাল্লাকার শহীদগণ নিজেদের রক্তে স্পেনের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ মহান বিজয়ের খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কোণায় কোণায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখেই আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের প্রশংসা কীর্তন হতে থাকে। প্রতি মসজিদেই তার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করা হয়। যে সব শাসকগণ স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন নি তারাও বিজয়ের আনন্দে যোগদানের জন্যে আমীর ইউসুফের নিকটে হাজির হন।

জাল্লাকার প্রান্তরে কয়েকদিন অবস্থান করার পর ইউসুফ বিন তাশফীন ইছাবেলা যাত্রা করেন। স্পেনের সকল শাসনকর্তাগণ এবং আলেমগণ তার সঙ্গে ছিলেন। পথে সকল লোকালয় ও শহরের অধিবাসীগণ দলে দলে এগিয়ে এসে তাদের মহান ত্রাণকর্তার প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায়।

আমীর ইউসুফের এ বিশাল মিছিল ইছাবেলার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলে অগণিত মানুষের এক বিরাট জনতা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। প্রতিটি মানুষই তার সামনের লোকটিকে পেছনে ফেলে নিজে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। স্পেনের ছোট ছোট রাজ্যের বাদশাহগণ পশম ও জরির পোশাক পরিধান করে এ মিছিলে শামিল হয়েছিলেন। তাদের টুপি ও পাগড়ী মূল্যবান মনি মুক্তার আবরণে ঢাকা ছিল, এমনকি তাদের ঘোড়াগুলোর শরীর পর্যন্ত দামী দামী অলংকার দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ইউসুফ বিন তাশফীন অত্যন্ত সাদাসিধা মোটা কাপড় পরিহিত ছিলেন। কিন্তু তবু সকলের দৃষ্টি তারই উপর নিবদ্ধ ছিল। তাঁর ওপর ফুল নিক্ষেপ করা বা তাঁর ঘোড়ার লোম স্পর্শ করার জন্য প্রতিটি মানুষই অস্থির ছিল। অগণিত মানুষের পক্ষ থেকে অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উচ্ছ্বাসে সমৃদ্ধ হয়ে ইউসুফ বিন তাশফীন মাথা নত করে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ এ মর্দে মুজাহিদ দুশমনদের নিক্ষিপ্ত তীর বৃষ্টির মধ্য দিয়েও বুক ফুলিয়ে ও মাথা উঁচু করে চলতে অভ্যস্ত।

ভীড়ের দরুণ মিছিল সামনে এগিয়ে যেতে পারছিল না। ইছাবেলার পুলিশ রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য মানুষকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে শুরু করে। পুলিশের ধাক্কায় জনৈক বৃদ্ধ উপুড়

www.pathagar.com

হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে আমীর ইউসুফ স্বয়ং এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেন। জনতা আবার ছুটে এসে তার চার পাশে ভিড় জমায়। আমীর ইউসুফ তার চার পাশ বেষ্টনকারী পুলিশগণকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার চারদিকে তোমাদের বেষ্টনী রচনার কোন প্রয়োজন নেই।"

এখন জনতাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমীর ইউসুফের এগিয়ে যাবার জন্য রাস্তা খোলাসা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সঙ্গীদের ছেড়ে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। স্পেনের সুলতানগণ এবং আমীর ইউসুফের মধ্যে এক বিপুল জনতা দূরত্ব সৃষ্টি করে ফেলেছিল। সুলতানগণ অনুভব করছিলেন, মাত্র একজনের উদ্দেশ্যেই জনগণ এ প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাতে এসেছে। তাদের শাহী ঠাট ও জাঁকজমক জনসাধারণের মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। ইতিহাসের একটি মাত্র ঘটনা আজ তাদেরকে নিজের দেশে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে। তাদের সম্মুখ ভাগের সকল মানুষেরই মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্রস্থল ছিল আমীর ইউসুফ। আর যারা তাদের পিছনে ছিল, তারা মুরাবিতীন সৈন্য বাহিনীকে পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল। চাকচিক্যময়, বহু মূল্যবান সুলতানদের দিকে একটি মানুষেরও মনোযোগ ছিল না।

আমীর ইউসুফ ইছাবেলার বৃহত্তম মসজিদের সামনে এসে থামলেন এবং দরজার সম্মুখস্থ সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন। মসজিদের সামনে যে প্রশস্ত ময়দানটি ছিল তা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটি জনসমুদ্রে পরিণত হল। আমীর ইউসুফ হাত উঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনতা যেন যাদুর প্রভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করে বলতে শুরু করলেনঃ

"আমার প্রিয় ভাই ও শ্রদ্ধেয় বুজর্গগণ!

আমাকে আজ আপনারা যে সম্মান দিলেন, আমি তার উপযুক্ত নই। জাল্লাকার যুদ্ধে বিজয়ের সকল কৃতিত্ব সেসব শহীদগণের যারা বিনা দ্বিধায় তাদের অমূল্য জীবন রণক্ষেত্রে লুটিয়ে দিয়েছেন এবং আজকের এ আনন্দ উৎসব থেকে তারা অনুপস্থিত। আমি আজ ইছাবেলার সেসব মায়েদের সালাম জানাতে এসেছি যাদের প্রিয় সন্তানেরা আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বীর দর্পে লড়াই করেছেন এবং তাদের দেহের উষ্ণ রক্তে জাল্লাকার রণক্ষেত্র রাঙিয়ে দিয়েছেন। তারা শাহাদাত বরণ করেছেন একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য। সে উদ্দেশ্যকে পূর্ণতায় পৌঁছানো আপনাদের সকলের দায়িত্ব। আফ্রিকার আয়তন এবং আমার গুরু দায়িত্বের জন্য হয়তো আমি দীর্ঘ সময় এখানে থাকতে পারবনা। এ জন্য আমি আপনাদের নিকট একটি জরুরী কথা বলতে চাই।

জাল্লাকার রণক্ষেত্রে আমরা আপনাদের শত্রুকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই এ সুসংবাদও শুনেছেন যে, দুশমন বাহিনী একদিকে সারকাষ্টা থেকে তাদের অবরোধ উঠিয়ে নিচ্ছে এবং অপরদিকে ব্যালেন্সিয়া পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। এখন

www.pathagar.com

এদেশ রক্ষা করা আপনাদের কাজ। আপনারা যদি পুনরায় আত্মকলহে লিপ্ত হন তাহলে জাল্লাকার শহীদগণের অমূল্য রক্ত বৃথা যাবে। দুশমন অধিকতর শক্তি দিয়ে প্রচন্ডতম আক্রমণ করতে পুনরায় অবশ্যই আসবে। আর নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর করে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে না তোলা পর্যন্ত আক্রমণ অব্যাহত থাকবে।

আপনাদের সব চাইতে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, আপনারা ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে পড়েছেন। যদি ইসলামের ভিত্তির উপর আপনাদের প্রতিরক্ষার প্রাচীর দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আমি দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারি যে, ইউরোপের সকল অমুসলিম শক্তি একত্রিত হয়েও আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা।

আপনারা যদি ইসলাম থেকে দূরে গিয়ে অন্য কোন ত্রাণকর্তার অনুসন্ধান করেন তাহলে আপনাদের পরিণাম ঐ সকল লোকের পরিণাম থেকে ভিন্ন হবেনা, যারা প্রবল বন্যার জলোচ্ছাস থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পর্বত শীর্ষ থেকে নেমে এসে বালুকাপ্রান্তরে আশ্রয় তালাশ করে। আল্লাহর পথে পরিচালিত আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপই সাফল্য ও বিজয় মন্ডিত হবে। আর ইসলামের বিপরীত পথে আপনারা যা কিছু করবেন তা উত্তরোত্তর আপনাদের পতন ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।

স্পেনের সুলতান ও জনসাধারণের নিকট আমার প্রথম ও শেষ আবেদন হচ্ছে এই যে, আপনারা যদি দুনিয়াতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের অনুগত্যে গর্দান ঝুঁকিয়ে দিন। যদি আপনারা কুরআন পাকের হুকুম আহকাম মেনে চলেন, যদি আল্লাহ ও রসূলের তাবেদার হোন, তাহলে আমি আপনাদের এ সুসংবাদ দিচ্ছি যে, ভূপৃষ্ঠের উপর যত নেয়ামত রয়েছে– সবই আপনাদের করায়ত্ব হবে এবং প্রতিটি রণক্ষেত্রেই জাল্লাকার পূনরাবৃত্তি ঘটবে।"

একজন বৃদ্ধ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন এবং আমীর ইউসুফের নিকট দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেনঃ

" হে আমীর!

আপনি আমাদের ইসলামের দুশমনদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাদের পুনরায় ইসলাম দ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবেন না। খন্ড রাজ্যের সুলতানগণ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আমাদের সকলকে আল্লাহর নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমাদের চলার পথ থেকে এ প্রাচীর অপসারণ করে দিয়ে যান। যেসব লোক বার বার আমাদের আজাদী ও সম্ভ্রম দুশমনদের হাতে বিক্রি করেছিল তাদের হাতে আমাদের ছেড়ে দিবেন না।

তারা আমাদের পূর্ব পুরুষদের কবরের উপর তাদের বিলাস বহুল প্রাসাদ তৈরী করেছে। তারা শহীদ গণের রক্ত বিক্রি করেছে। স্পেনের ভূখন্ড থেকে তারা আল্লাহর আইন উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তাদের বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য তারা জনগণের মুখ থেকে

www.pathagar.com

রুটির টুকরোগুলো পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের বেগমেরা উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করে স্পেনের মা বোনদের মুখমন্ডল থেকে লজ্জাশীলতা ও শালীনতার পর্দা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

হে আমীর!

আপনি যে স্পেনকে নব জীবনের পয়গাম দিচ্ছেন তা এখনো বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ, খাদ্যাভাবে ক্ষুধার্ত এবং শক্তির অভাবে চরম অসহায়। খন্ডরাজ্য শাসকদের লৌহ শৃংখলে এদেশের হাত পা কঠিন ভাবে আবদ্ধ। এদেশ ছেড়ে যাবার আগে আপনি আল্লাহর নামে এ গোলামীর শৃংখল ছিন্ন করে যান।

এ শাসক গোষ্ঠী স্পেনকে তাদের মাতৃভূমি মনে করে না। এটা তাদের শিকার স্থল। তারা ইসলামের মহব্বতে আপনার পতাকা তলে সমবেত হয়নি। বাইরের এক শিকারী এ সুলতানদের শিকার স্থলে প্রবেশ করে অর্ধ-মৃত শিকার গুলোকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তাই তারা নিজেদের মানুষ শিকারের অধিকার বহাল রাখার জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থী হয়েছিল।

তাদের পূর্ববর্তী অসত কার্যাবলীর জন্য আমরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইনা কিন্তু তারা যদি অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুতপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তাদের স্বেচ্ছায় আমাদের গর্দান থেকে নেমে যাওয়া উচিত। কিন্তু তারা যদি তাদের অতীতের ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে লজ্জিত না হয় এবং এ জাতির উপর তাদের শাসন চালিয়ে যাবার অধিকার বহাল রয়েছে বলে মনে করে তাহলে স্পেনের মুসলমানদেরকে এদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে।

আজ আপনি তাদের সামনে যে আবেদন পেশ করেছেন; তা আমি কয়েক বছর আগেই তাদের দরবারে রেখেছিলাম। আর এ অপরাধে আমাকে আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কর্দোভা ও টলেডোর কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

যদি আপনি স্পেনবাসীর সাহায্যার্থে এসে থাকেন, তাহলে এসব শাসকদের হাত থেকে জনগণকে উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য। আর যদি আপনি তাদের পতনোন্মুখ শাসন ক্ষমতাকে বহাল রাখার কাজে তাদের সাহায্য করতে এসে থাকেন, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে চাই যে, জাল্লাকার বিজয়ের ফলাফল খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে। স্থায়ীভাবে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে সম্পূর্ণ স্পেনবাসীর ঐক্য অপরিহার্য। আর যতদিন জনগণের মাথার উপর এ সুলতানদের শাসন ব্যবস্থার ভূত চেপে থাকবে, ততদিন স্পেনের ঐক্য অসম্ভব।"

ইনি আবদুল মুনীম। তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবগণ কল্পনাও করতে পারেনি যে এ স্বল্পভাষী লোকটি এ জাতীয় উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করতে পারেন। তার নিজের পুত্রগণও অবাক বিস্ময়ে পিতার বক্তৃতা শুনছিল।

বিজয়ের পর আমীর ইউসুফ মাত্র একবার আবদুল মুনীমের সঙ্গে নির্জনে আলাপ

www.pathagar.com

করেছিলেন। তবে ঐ সাক্ষাতের সময় তিনি এত স্পষ্টভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন নি। তখন তিনি আমীর ইউসুফকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে খন্ডরাজ্যের সুলতানদের সঙ্গে তার মিত্রতার চুক্তি দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। স্পেনের উলামাগণের মধ্যে একমাত্র কাজী আবু জাফরই অবগত ছিলেন যে আবদুল মুনীম বিপুল জনগণের অন্তরের আগুন প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

ইছাবেলার জনসাধারণ মুহূর্মুহ আনন্দ ধ্বনি সহকারে আবদুল মুনীমের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করছিল। খন্ডরাজ্যের শাসন কর্তাগণ চরম উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের মধ্যে জনতা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল। জনতার উৎসাহ ও ভাবাবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে সিয়ার বিন আবুবকর বার বার সৈন্যগণকে সুলতানদের নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দেন। এবার অশ্বারোহী সৈন্যগণ সুলতানদের চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে যায়। আমীর ইউসুফ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তিনি তাঁর হাত উঁচু করলেন এবং জনতা তার বক্তব্য শোনার জন্য নিরব হয়ে গেল।

আমীর ইউসুফ বললেন, "আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আলেম এবং সুলতানদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে এখানে এসেছি। ঐ চুক্তি মোতাবেক আলফানসুর পরাজয়ের পর আমি স্পেনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে এবং আমার সৈন্যবাহিনীকে স্পেন থেকে প্রত্যাহার করতে ওয়াদাবদ্ধ। আমি সে চুক্তির উপর কয়েম আছি।

স্পেনের শাসনকর্তাগণ আমাদের এ মুরুব্বীর বক্তৃতা শুনেছেন। আমিও তাদের পরামর্শ দিচ্ছি, তারা যেন ঘটনা প্রবাহের গতিধারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। তারা যদি ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে জাতির ভবিষ্যত বিপন্ন করেন, তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, ক্ষমতার প্রাসাদে তারা বেশী দিন সুখ ও শান্তিতে বাস করতে পারবেন না।

জনসাধারণের নিকট আমার আবেদন, যদি সত্য সত্যই আপনারা ইসলামী জীবন বিধানের পুনরুজ্জীবন কামনা করেন তাহলে জাতির সমষ্টিগত বিবেককে এমনভাবে সচেতন করে তুলুন যে, অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। যদি আপনাদের শাসনকর্তাদের শরীয়তী বিধান চালু করতে আপনারা বাধ্য করতে অসমর্থ হন তাহলে আমি বলব, স্পেনের মুসলমানদের আজাদী ও সম্ভ্রম চরম ভাবে বিপন্ন।"

তিনি আবদুল মুনীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি আর কিছু বলতে চান?"

তিনি নিরুদ্বেগ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "জি-না। আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি।"

আমীর ইউসুফ শ্রোতৃমন্ডলীকে লক্ষ্য করে বললেন, "এখন আপনারা নিজ নিজ বাড়ীতে চলে যান। আমি ওয়াদা করছি যে আপনাদের সুলতানদের সামনে আমি আপনাদের জন্য ওকালতি করব।"

এ আলোচনা শেষ হলে আমীর ইউসুফ তাঁর দলবল সহ শহরের বাইরে সেনানিবাসে চলে গেলেম।

www.pathagar.com

২

পরের দিন মুতামিদের পীড়াপীড়িতে আমীর ইউসুফ শীর্ষস্থানীয় শেখ, আলেম এবং সামরিক অফিসারগণকে সঙ্গে নিয়ে শাহী মহলে ইফতার করার দাওয়াতে গেলেন। মহল প্রাচীরের ভিতরই একটি সুপ্রশস্ত বাগানে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হল।

মুতামিদের উজির ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ ছাড়াও স্পেনের কয়েকজন সুলতান এই ইফতার ভোজে নিমন্ত্রিত ছিলেন। ফানুস ও কর্পূর প্রদীপের আলোকে বাগানটি জ্বলজ্বল করছিল। আফ্রিকার দরবেশ স্বভাব শাসনকর্তা ও তার সঙ্গীদের বিবেচনায় ইছাবেলার শাহী ভোজের জাক-জমকের বাড়াবাড়ি ছিল অনেক বেশী।

রাণী রেমিকা সাজ-পোশাক, অলংকার ও প্রসাধনীতে নিজেকে যথা সম্ভব আর্কষণীয় রূপে সাজিয়ে ভোজ সভায় দর্শন দিল এবং মুতামিদের পাশে এসে বসল। আফ্রিকার মরুবাসীদের চোখ একবার মাত্র তাকে দেখল এবং তারপর দৃষ্টি নত হয়ে গেল। তাদের কেউ রেমিকার সাজ-পোশাকের প্রশংসা করলেন না। তার মুচকি হাসির জবাবে কেউ হাসলেন না। রেমিকা তাই চঞ্চল হল, ক্রোধে তার ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল।

বহু মূল্যবান বেশ-ভূষা ও অলংকার দিয়ে রেমিকা নিজেকে এত করে সাজিয়ে ছিল যাকে আকৃষ্ট করার জন্য তিনি মাথা নত করে নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছিলেন। ভোজ সভার নিরবতা যেন রেমিকার কানে কানে বলছিল, "তুমি কারো বোন, কারো বিবি, কারো মা। তুমি নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর।"

রেমিকা অনুভব করল, সকলে যেন তাকে গালি দিচ্ছে। গভীর আক্রোশে সে মনে মনে তাদের মূর্খ অজ্ঞ আখ্যা দিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল।

রেমিকা স্পেনের সুলতানদের দিকে তাকাল, কিন্তু আজ তাদের নজরও অন্য দিকেই ছিল। মুতামিদ ফিসফিস করে বলল, " বেগম তুমি খাচ্ছনা তো?"

রেমিকা দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, "আমার ক্ষুধা নেই।"

"কি, শরীর ভাল নয়?"

"না আমি বিশ্রাম করতে চাই।"

"তাহলে তুমি যেতে পারো। তোমার অনুপস্থিতিতে এ দরবারের কোনই সৌন্দর্য পতন হবে না।"

রেমিকা উঠতে যাচ্ছিল। **হঠাৎ** দস্তরখানের অপর পাশে উপবিষ্ট একটি যুবকের সুশ্রী চেহারা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রেমিকা ফিসফিস করে মুতামিদকে জিজ্ঞেস করল, "সম্মুখ দিকে দস্তরখানের ডান পাশে কৃষ্ণাঙ্গ বৃদ্ধের সঙ্গে যে যুবকটি বসে খাচ্ছে, সে কে?"

www.pathagar.com

মুতামিদ বললেন, "আমীর ইউসুফের সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেল।"

"ভাল করে দেখুন।"

মুতামিদের বাম পাশে উজির ইবনে জায়দুন বসেছিল। সে ফিসফিস করে বলল, "কয়েক বছর আগে আপনার দরবারে দাঁড়িয়ে যে যুবকটি বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করেছিল, এ সেই। আর আজ মসজিদের সামনে যে বৃদ্ধ বক্তৃতা করছিল, সেটি হচ্ছে এ যুবকের বাপ। বৃদ্ধ এখানে আসেনি।"

মুতামিদ এবার ভাল করে সাদের দিকে তাকাল এবং তাকে চিনতে পেরে সুলতানের গলায় খাবারের গ্রাস আটকে গেল। রাণী উঠে চলে গেল । আর মুতামিদ মনে মনে বললেন, "আমরা আগুনেরই বীজ বপন করেছিলাম। তাই আগুনের জ্বলন্ত শিখা ছাড়া আমাদের ভাগ্যে আর কিই বা থাকবে।"

এ ভোজ সভায় ইছাবেলা ও অন্যান্য শহরের বিখ্যাত কবিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভোজের পর মুতামিদ আমীর ইউসুফকে বললেন, "স্পেনের বিখ্যাত কবিগণ আপনাকে কবিতা শোনাবার অনুমতি চায়।"

আমীর ইউসুফ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি পরিমান সময় দরকার হবে?"

"আপনি যত সময় পছন্দ করেন।"

"আমি বেশী সময় বসতে চাইনা।"

"যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে এশার নামাজের পর তাদের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।"

"না, নামাজের পর আমি বিশ্রাম করব।"

একের পর এক দুজন কবি আমীর ইউসুফের প্রশংসা কীর্তন করে দুটি কবিতা আবৃত্তি করল। মুতামিদ, তার উজীর বর্গ এবং স্পেনের অন্যান্য সুলতানগণ মহা উৎসাহে কবিদের বাহবা দিলেন। কিন্তু আমীর ইউসুফ নিরবে বসেছিলেন। কবিগণ তার প্রশংসা করছিল কি-না তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তৃতীয় ব্যক্তি একটি কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে মুতামিদ আমীর ইউসুফকে বললেন, "ইনি ইছাবেলার শ্রেষ্ঠ কবি। আপনি এ কবিতার অর্থ বুঝেন?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু এতটুকু বুঝেছি যে, তারা চরম খদ্যাভাবের সম্মুখীন। অহেতুক শব্দজাল রচনার পরিবর্তে তারা যদি আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করত, তা হলে কতই না ভাল হত। এখন নামাজের সময় হয়েছে।"

এ কথা কয়টি বলার পর আমীর ইউসুফ উঠে দাঁড়ালেন। কবি ও ভক্তগণ অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমীর ইউসুফ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মজলিস ভেঙ্গে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে কবিগণ আমীর ইউসুফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, তারাই আমীর কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক কবিতা আবৃত্তি করে তাদের ব্যথাহত হৃদয়ের আক্রোশ মিটানোর চেষ্টা করছিল।

www.pathagar.com

৩

পরের দিন একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। ইছাবেলা শহরে ঘুরাফেরা করতে গিয়ে চাচা আলমাস মুতামিদের একজন উজিরকে দেখতে পেল। ঐ উজির এক সময় কর্দোভার গভর্নর ছিল। তাকে দেখা মাত্রই আলমাস চাচার মাথায় খুন চেপে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে উজিরের মাথার পাগড়িটি টান মেরে খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করল।

পুলিশ প্রহরীগণ উজিরকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে ৪০/৫০ জন লোক জড় হয়ে গেল। জনসাধারণ মুতামিদ সরকারের বিরোধী তো ছিলই। তাই তারা আক্রমণকারীর পক্ষাবলম্বন করল। তারা উজিরের গলায় ফাঁসি দেখতে পেয়ে খুশী হয়েছিল। পুলিশ দুএকবার উজিরকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। কারণ জনতার ভিড় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল এবং তারা সকলেই দৃশ্যটি উপভোগ করছিল।

একজন লোক আলমাসকে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে ভাই? ইনি কি করেছেন?"

আলমাস বলল, "আমীর ইউসুফের নিকট গিয়ে বলব।"

জনতা সমস্বরে বলল, "হ্যাঁ! হাঁ! সেই ভাল। একে আমীর ইউসুফের কাছে নিয়ে চল।"

উজির চেঁচিয়ে বলল, "এ এক পাগল। আমি তাকে চিনি না।"

"এখন মিছে কথা বলে আর রেহাই পাবেনা। তোমরা মনে করেছিলে দুনিয়া থেকে আল্লাহর শাসন উচ্ছেদ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আজ হিসাব নিকাশ শুরু হয়েছে।"

কথাগুলো বলতে বলতে আলমাস জড়ানো পাগড়িটির দুটি প্রান্ত ধরে মোচড় দিল। সঙ্গে সঙ্গে উজিরের চোখ দুটি বের হয়ে আসতে চাইল। আলমাস সামনের দিকে তাকে টেনে নিয়ে চলল এবং পেছন থেকে জনতা তাড়া করতে থাকল। পুলিশের সিপাইগণ দাঁড়িয়ে তামাসা দেখা ছাড়া আর কিছুই করার সাহস পাচ্ছিল না।

এ মিছিল যতই এগিয়ে যায় জনতার সংখ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছিল। এ ভাবে বৃদ্ধ উজিরকে কেন বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল তা কেউ জানতে চাইল না। সকলেই এসে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল।

উজির বার বার চেঁচিয়ে বলছিল, "একটি পাগল আমাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কোন অপরাধ করিনি। ইছাবেলার অধিবাসীগণ! আমি তোমাদের বাদশাহর উজির। তোমাদেরই খাদিম, আমাকে উদ্ধার করো।"

জনসাধারণ উজিরের অসহায় আর্তনাদে আনন্দ উপভোগ করছিল। যুবকেরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। কয়েকজন রসিক যুবক পথে একটি গাধা দেখতে পেয়ে জবরদস্তি উজির

www.pathagar.com

মহোদয়কে গাধার পিঠে চড়িয়ে দিল এবং আট দশ হাজার লোকের একটি মিছিল সহকারে তাকে আমীর ইউসুফের বাসস্থানের দিকে নিয়ে চলল।

ইছাবেলার উজিরে আজম ইবনে জায়দুন আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের সঙ্গে সাক্ষাত শেষ করে তাবু থেকে বের হতেই মিছিলটিকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। তার একজন সহকারীকে এ দুরবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। জনতা তাকে কিছুটা শ্রদ্ধা করত। তাই তারা তার পথ ছেড়ে দিল। ইবনে জায়দুনকে দেখতে পেয়ে উজির গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু আলমাস তাকে ছাড়লনা।

ইবনে জায়দুন আলমাসকে বললেন, "এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে। তাকে ছেড়ে দাও।"

আলমাস বলল, "একমাত্র ইউসুফ বিন তাশফীনই একে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।"

ইবনে জায়দুন জিজ্ঞেস করল, "তিনি তোমার প্রতি কি অন্যায় করেছেন?"

"এক্ষুণি আপনি জানতে পারবেন।"

আমীর ইউসুফের একজন জেনারেল ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বললেন, "আলমাস, এ সব কি করছ? ছেড়ে দাও।"

এ জেনারেল ছিল, সাদ ইবনে আবদুল মুনীম। আলমাস বলল, "আপনি একে চেনেন। কর্দোভার গভর্নরের সহকারী থাকা কালে আমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়ে সে আমার নিকট থেকে তিনশত দীনার উশুল করেছিল। আমি তাকে আমীর ইউসুফের সামনে হাজির করতে চাই।"

উজির বলল, "মিথ্যা কথা। আমি একে চিনিনা।"

আলমাস বলল, "কর্দোভা থেকে আমি এক হাজার সাক্ষী পেশ করতে পারব। যাদের কাছ থেকে তুমি জবরদস্তি রিশওয়াত উশুল করেছিলে তাদের অন্তত দুশো ব্যক্তিকে আমি হাজির করব।"

সাদ বলল, "আমীর ইউসুফ এ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না। তুমি ছেড়ে দাও।"

ওদিকে আবদুল মুনীম, আহমদ, হাসান ও ইদ্রিস বের হয়ে এলেন। তারা সবাই সাদের তাবুতে ছিলেন। আলমাস নিতান্ত অনিচ্ছায় উজিরকে ছেড়ে দিল।

ইবনে জায়দুন আলমাসের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমিও একথা বিশ্বাস করি যে, তিনি অবশ্যই রিশওয়াত নিয়েছেন। তবে তার শাস্তিও যথেষ্ট হয়ে গেছে। আমি ওয়াদা করছি যে, তিনি অন্যায় ভাবে যা-যা নিয়েছেন তা ফেরত দেব। আমীর ইউসুফ আমাদের মেহমান। তাকে এ সব বিষয় নিয়ে বিরক্ত করা সমীচিন নয়।"

আলমাস বলল, "আমি টাকা পয়সা ফেরত চাইনা-চাই ইনসাফ। যেদিন আমীর ইউসুফ এদেশে ইনসাফ করার ক্ষমতা নিয়ে আসবেন আমি সে দিনের প্রতীক্ষা করব।"

www.pathagar.com

৪

যে ঐক্যসূত্র স্পেনের শাসনকর্তাদের সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তা আলফানসূর পরাজয়ের ফলে শিথিল হয়ে গেল। জাল্লাকার বিজয়ের পর তারা নিশ্চিন্ত মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে শুরু করল। তাদের সকলেই বিশ্বাস করতেন যে আমীর ইউসূফ যাকে পছন্দ করেন তাকে সমগ্র স্পেনের বাদশাহ বানিয়ে দেবেন।

আমীর ইউসুফের বাসস্থানের বাইরে এসে খন্ডরাজ্যের শাসকগণ পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি ও কোলাকুলি করে আমীর ইউসুফের সাদামাটা জীবন যাত্রার সমালোচনা করতেন। তারা বলতেন, "ইনি আফ্রিকা ফিরে যাবেন না। স্পেন দখল করাই তার উদেশ্য। জনসাধারণ ও আলেমগণ তার সমর্থক। আমাদের উচ্চ পদস্থদের তুলনায় আমীর ইউসুফের সাধারণ একজন সিপাই জনগণের নিকট বেশী সম্মানিত। এরা আমাদের মর্মর পাথরের তৈরী প্রাসাদ গুলোতে ঘোড়া বাঁধবে। স্পেনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মিটিয়ে দেবে। তাদের ইছাবেলা অবস্থানের অনুমতি দিয়ে মুতামিদ মারাত্মক ভুল করেছেন। আমাদের সুদৃশ্য প্রাসাদ দেখার পর মরুভূমির পর্ণ কুটিরে ফিরে যেতে তারা আর কিছুতেই রাজী হবেনা।"

আমীর ইউসুফের সাথে সাক্ষাত করতে এসে এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরত। ইছাবেলার শাসনকর্তা লিউশের সুলতানের বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করতেন, গ্রানাডার শাসনকর্তা আলমেরিয়ার শাসকের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উথ্থাপন করতেন এবং মার্সিয়ার আমীর সুলতান মুতামিদের কলংক উদঘাটন করতেন। এ ভাবে তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চেহারায় দুর্ণামের কালিমা লেপনে লিপ্ত ছিলেন।

আফ্রিকার মুজাহিদ অনুভব করছিলেন যে, স্পেনের সকল শাসনকর্তার চরিত্রই কলংকিত। জাল্লাকার যুদ্ধক্ষেত্রে মুতামিদকে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে দেখেছেন। কিন্তু যুদ্ধের পর ইছাবেলায় এসে মুতামিদ যেন সম্পূর্ণ রূপে বদলে যায়। এক্ষণে তার মনমগজ সম্পূর্ণ রূপে রেমিকার শাসনাধীন।

আমীর ইউসুফের আগমনের পূর্বে ইছাবেলার সকল মজলিসেই রেমিকা উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে আলো বিতরণ করত। কিন্তু এখন সে অন্দর মহলে বন্দিনীর মত অসহায় জীবন যাপন করছিল। স্পেনে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রেমিকার জন্য মৃত্যুদন্ড ছিল। সে কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছিল যে, ইসলামের দাবী উথ্থাপনকারীগণ তার নাচ গানের মাহফিল বন্ধ করে দিয়েছেন। তারা যেন তার হাত থেকে শরাবের পাত্র কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আগে যারা রেমিকার রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত তাদের দৃষ্টি রেমিকার ওপর থেকে সরে গিয়ে তালি দেয়া জোব্বা পরিহিত এক ব্যক্তির দিকে ঘুরে যাচ্ছে। সে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করতেও পারে না, উচ্চাঙ্গের কবিতার রসাস্বাদন করতেও অসমর্থ।

www.pathagar.com

রেমিকা অনুভব করছিল যে, দেশটাকে এমন এক দুনিয়ার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, যেখানে মনিব ও ভৃত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে সমাজে নারীকে শুধু কন্যা-বোন, স্ত্রী এবং জননী হিসাবেই দেখা হয়, সে দুনিয়ায় রেমিকা সম্পূর্ন অপরিচিতা। সে সকাল সন্ধ্যা মুতামিদকে বার বার প্রশ্ন করত, "এখন আমাদের কি হবে?"

স্পেনের কবি সাহিত্যিক ও কারুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ সব চাইতে বেশী দুর্ভাবনার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল। এ সব লোক অযোগ্য শাসনকর্তাদের প্রশংসা কীর্তন করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছিল। স্পেনে মুরাবিতীনের আমীরের শাসন কায়েম হলে তোশামোদকারীদের কোনই দাম থাকবে না। এ কথাটা বুঝতে পেরেই নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠল।

স্পেনের পদস্থ ব্যক্তিরাও অনুভব করছিল যে, খন্ডরাজ্য শাসনকর্তাদের পতনের পর জনসাধারণ তাদের কান ধরে ক্ষমতার আসন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

কায়েমী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার আশংকায় তারা স্পেনের সত্যিকার আজাদীকে নিজেদের জন্য অর্থহীন মনে করছিল। আমীর ইউসুফ ক্রমে ক্রমে তার সৈন্যদের আফ্রিকা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে তার দশ হাজার সৈন্য ইছাবেলা থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছিল। তবু স্পেনের সুলতানদের মনে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, প্রতিটি শহর থেকে জনসাধারণের প্রতিনিধিদল এসে আমীর ইউসুফের সঙ্গে সাক্ষাত করছে। তিনি যদি স্পেন দখল করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে বিরাট সৈন্যবাহিনীর কোনই দরকার হবে না। তিনি ইঙ্গিত করা মাত্র জনসাধারণই নিজ নিজ সুলতান ও আমীরদের ক্ষমতার গদি থেকে তাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল।

সুলতান ও আমীরদের মধ্যে মুতামিদই বেশী উদ্বেগ বোধ করছিলেন। তার আশা ছিল আলফানসুর পরাজয়ের পর মুরাবিতীনের আমীর স্পেনের সকল শাসনকর্তাদের মুতামিদের নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। মুতামিদ বহু মূল্যবান উপহারাদি নিয়ে আমীর ইউসুফের দরবারে যান এবং উচ্ছসিত প্রশংসা করার পর নিম্নস্বরে তার মনোভাব ব্যক্ত করেন।

ইউসুফ বিন তাশফীন সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "আপনি সকল উপহার দ্রব্যাদি ফিরিয়ে নিয়ে যান। স্পেনের শাসনকর্তাদের মধ্যে কে ফেরেস্তা এবং কে শয়তান তা আমি আজও নির্ণয় করতে পারিনি। যদি আমি আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করার ওয়াদাবদ্ধ হতাম, তাহলে স্পেনকে খন্ডরাজ্য শাসকগণের কবল থেকে মুক্তি দেয়া আমার প্রথম কর্তব্য বলে বিবেচনা করতাম। আর এ রূপ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জনসাধারণের হাড়ের স্তুপের ওপর বিলাস প্রাসাদ প্রস্তুত কারীদের দুর্দিন নেমে আসত। আমার বন্ধুত্ব ও শত্রুতা একমাত্র আল্লারই জন্য। স্পেনে ছোট ছোট ফেরাউনদের চাপিয়ে দেয়ার জন্য আমি আসিনি।"

এ সাক্ষাতের পর ভীতি ও অস্থিরতার দরুণ মুতামিদ পাগলের মত হয়ে উঠলেন।

www.pathagar.com

স্বভাবতই তিনি একজন আবেগ প্রবণ মানুষ ছিলেন। অন্যান্য খন্ডরাজ্যের শাসকগণকে তার বন্ধু বিবেচনা করে মুতামিদ তাদের নিকট অতঃপর ইউসুফ বিন তাশফীনের নিন্দাবাদ শুরু করলেন। ঐ সব শাসকগণ মুতামিদদের শুভাকাঙ্খী সেজে সব কথা শুনতেন এবং গোপনে আমীর ইউসুফকে সব কিছু জানিয়ে দিতেন। আলমেরিয়ার শাসনকর্তা আমীর ইউসুফ ও মুতামিদের মধ্যে বিরোধ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠেন।

৫

তরবারীর ঝংকার ও তীরের শন্শনানির মধ্যেই আমীর ইউসুফের জীবন যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্পেনের সুলতানগণের লোক দেখানো শিষ্টতা ও কপট আচরণ তার নিকট অসহনীয় মনে হচ্ছিল।

তিনি রমজান মাসের শেষ পর্যন্ত ইছাবেলা অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ঈদুল ফিতরের ৬ দিন পূর্বে তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তিনি তাকে সাবতায় রেখে এসেছিলেন। খবর আসার কিছুক্ষণ পরই ইছাবেলার অধিবাসীগণ জানতে পারল যে, আমীর ইউসুফ ঐ দিনই দেশে ফিরে যাচ্ছেন।

যাত্রার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করার পর আমীর ইউসুফ সাদকে তাঁর তাবুতে ডেকে এনে বললেন, "সাদ, এখন তুমি তোমার আব্বা ও ভাইদের নিয়ে বাড়ী ফিরে যাও।"

সাদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "আমরা গ্রানাডার বাসিন্দা নই। আমাদের বাসস্থান কর্দোভায়। আর সে শহরটিকে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে আমাদের কোন বিশেষ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে।"

আমীর ইউসুফ তাঁর কাঁধে হাত রেখে স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, "তোমার নিরাশ হবার কোন কারণ নেই দোস্ত! তোমার কর্দোভার বাড়ী অবশ্যই বসবাসের উপযোগী হবে। আমি আবার আসব এবং তখন আমার নিজের পছন্দ মাফিক শর্তাবলী নির্ধারণ করে আসবো। তোমার পিতার কথা গুলো সব সময়ই আমার কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।"

সাদ আশান্বিত হয়ে বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি অবশ্যই আসবেন। আর এ বিশ্বাস, শুধু আমার জন্যই নয়, স্পেনের লক্ষ লক্ষ নরনরীর জন্য জীবনের শেষ আশা ভরসা।"

সাদের সঙ্গে আলাপ শেষ করে আমীর ইউসুফ তাবুর বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য জনসাধারণ এসে জড় হচ্ছিল। একদিকে সুলতানদের অপেক্ষা করতে দেখা গেল। অপর এক পাশে স্পেনের আলেমগণও দাঁড়িয়েছিলেন। আমীর ইউসুফ সর্ব প্রথম আলেমদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং একে একে সকলের সঙ্গে মুসাফাহা করলেন। তারপর

www.pathagar.com

তিনি দ্রুতপদে হেঁটে জনতার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেই আমীর ইউসুফের পুত্র বিয়োগের সংবাদে শোকার্ত ছিলেন।

সিয়ার বিন আবু বকর একস্থানে দাঁড়িয়ে সাদের পিতা ও ভাইদের সাথে আলাপ করছিলেন। হঠাৎ তিনি কি ভেবে সুলতানদের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন।

সিয়ার বিন আবু বকর সাদের কাঁধে হাত রেখে সুলতান আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি আপনাকে একটি জরুরী কথা বলতে চাই। ইনি আমার দোস্ত। বর্তমানে তিনি গ্রানাডায় বসবাস করছেন। আমি আপনাকে শুধু এটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে, যদি কখনো আপনি আমার এ দোস্ত ও তার আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করেন, তাহলে স্মরণ রাখবেন যে, আমি তাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী মহব্বত করি।"

আবদুল্লাহ বললেন, "ইনি যদি আপনার দোস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আমিও তার সঙ্গে ঘনিষ্টতম দোস্তের মতই আচরণ করব।"

সিয়ার বিন আবু বকর বললেন, "স্পেনে দোস্ত শব্দটি কলঙ্কিত হয়ে গেছে। আমি তাকে শুধু আপনার জুলুম থেকে নিরাপদ দেখতে চাই।"

আবদুল্লাহ চরম অপমানবোধ করলেন, কিন্তু তা সযত্নে চেপে গেলেন।

জনতার মধ্য থেকে বের হয়ে এসে আমীর ইউসুফ স্পেনের শাসনকর্তাদের নিকটে পৌঁছলেন এবং তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন।

ইছাবেলার জনসাধারণ যে সময় তাদের চোখের অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে তাদের মহান ত্রাণকর্তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে রাণী রেমিকা শাহী মহলে আনন্দোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

৬

দুপুরবেলা সকিনা বিছানায় শুয়ে ছিলেন। কয়েক দিন যাবত তার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তাহেরা তার শিয়রে বসে মাথা টিপে দিচ্ছিল আর মায়মুনা একটি চেয়ারে বসে একটি বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

বাড়ীর বাইরে ঘোড়ার খুড়ের শব্দ শোনা গেল। পরিচারিকা চুপি দিয়ে বলল, "সুসংবাদ তিনি এসে গেছেন।"

সকিনার ফ্যাকাশে চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তিনি বিছানা থেকে উঠে বসে পড়লেন।

তাহেরা বলল, "আম্মাজান, আপনি শুয়ে থাকুন।"

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "আমি সম্পূর্ন রূপে ভাল আছি।"

আবদুল মুনীম তার পুত্রদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাহেরা ও মায়মুনা তাকে সালাম করে এক দিকে সরে গেলে সকলে চেয়ার টেনে সকিনার নিকটে বসে গেলেন। বহুদিন পর সকিনা অনুভব করলেন, তার ঘরের সকল সৌন্দর্য যেন আজ ফিরে এসেছে। আবদুল মুনীম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কেমন আছ?"

"আমি সম্পূর্ন ভাল আছি।"

সাদ বলল, "না, আমি জানি আপনার স্বাস্থ্য ভাল নয়। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।"

"না না বাবা, আমার কোন ডাক্তারের দরকার নেই। তোমাদের ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ শোনামাত্রই আমার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। ইদ্রিস কোথায়?"

সাদ বলল, "ইদ্রিস সোজা খালাজানের কাছে গেছে। এখনি এসে যাবে।"

সকিনা মায়মুনা ও তাহেরার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা ঘরের কোণে পালিয়ে রয়েছ কি জন্য? এ দিকে এসো।"

মায়মুনা ও তাহেরা লজ্জায় জড় সড় হয়ে এগিয়ে এল এবং বিছানার নিকটে চেয়ার টেনে বসল। সকিনা স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনার বিজয়ের জন্য মুবারকবাদ। আমরা কবে নাগাদ কর্দোভা যাবো সে কথা শুনতে চাচ্ছি।"

আবদুল মুনীম কিছুটা ভারী আওয়াজে বললেন, "এখনো কর্দোভা যাবার সময় আসেনি।"

সকিনা চঞ্চল হয়ে বললেন, "আপনিই তো বলেছিলেন যে লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ হলে আমরা কর্দোভা গিয়ে ঈদ উদযাপন করব?"

আবদুল মুনীম জবাবে বললেন, "আমরা অবশ্যই কর্দোভায় যাবো তবে এখন নয়।"

রাত্রিতে মায়মুনা স্বামীর সঙ্গে আলাপ করার সময় প্রশ্ন করল, "আব্বাজান কর্দোভা যাবার ইচ্ছা পরিবর্তন করলেন কেন?"

সাদ বলল, "আব্বাজান যাবার ইচ্ছা পরিবর্তন করেননি। বক্তব্য মূলতবী করেছেন। কারণ, সেখানকার অবস্থা এখনো অনুকূল নয়।"

মায়মুনা বলল, "তা'হলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, জীবনে এখনো উষার সমাগম হয়নি।"

"না মায়মুনা! উষার সমাগম হয়েছে কিন্তু এখনো আসমানে কালো মেঘ ছেয়ে আছে। এ মেঘ শীঘ্রই কেটে যাবে এবং আমাদের সৌভাগ্য পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে দৃষ্টিগোচর হবে। আমরা ঝড়ের গতি বদলে দিয়েছি। দমকা হাওয়ার দু'চারটি ঝটকা আরো কিছুদিন আমাদের কষ্ট দেবে।"

মায়মুনা নিরবে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চেহারা থেকে হাসির ঝিলিক ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছিল। সাদ তাকে শান্তনা দিয়ে বলল, "তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ

www.pathagar.com

নেই। আমাকে আর আফ্রিকা যেতে হবে না। স্পেনের আসমান থেকে এ কালো মেঘ শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে।"

মায়মুনা কোন কথা বললনা। সাদ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ভাবছ?"

মায়মুনা দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, "আমি আপনার আম্মাজান সম্পর্কে চিন্তা করছি। কর্দোভাবাসী যেদিন মামুনের সৈন্যদের পরাজিত করেছিল, সেদিন তিনি মনে করছিলেন যে তুফান শেষ হয়ে গেছে। দুঃখ ও বিষাদের ঝুঁকি আর নেই। কিন্তু তারপর তার জীবনে কত প্রভাতের উদয় হল। সে সব প্রভাত রাত্রির আঁধারের চেয়েও ভয়ানক ছিল। দিনে দিনে মাস ও মাসে মাসে কত বছর অতীত হয়ে গেল। কিন্তু সে ভয়ানক রাত্রির অবসান নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জনশূন্য মরুভূমির যাত্রীর মত তিনি এ কয় বছর শুধুই মরিচীকা দেখেছেন।"

সাদ বলল, "মায়মুনা, স্পেনকে আনন্দময় দেশে পরিণত করার জন্যই আমার মাতাপিতা তাদের জীবনের সকল আনন্দ কোরবানী করে দিয়েছেন। পরবর্তী বংশধরদের এক উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য আমাদেরও নিজেদের অংশের সুখ সুবিধা কোরবানী করতে হবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের বর্তমান অতীতের তূলনায় উত্তম। এবং ভবিষ্যত বর্তমানের চাইতে আরো উজ্জ্বল।"

.আপনি যে সময় দূরে ছিলেন, তখন আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমারেখা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আপনি আমার নিকটে আসার পর আমার দৃষ্টিতে এ সব সীমারেখা মিটে গেছে। আমি এখন নিজস্ব এক দুনিয়ায় বাস করছি, যেখানে জীবন যাত্রা সময়ের বাঁধন থেকে মুক্ত। অতীতে যা কিছুই ঘটেছে সে জন্য আমার কোনই অভিযোগ নেই, ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে তার জন্য আমার মনে কোনই শংকা নেই। আমার আকাঙ্খা, আমি যেন সর্বদা আপনার পাশে পাশে থাকি। আপনার হাত ধরে আমি জীবনের বড় বড় তূফানকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি।"

সাদ হাসল এবং বলল, "তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে ছিলে মায়মুনা! আমি কখনো তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। আফ্রিকার শুষ্ক মরুভূমিতে বিচরণ কালেও তুমি আমার সঙ্গেই ছিলে। তরবারীর ঝংকার ও তীরের শন্ শন্ শব্দের মধ্যেও আমি তোমারই স্বর শুনতে পেতাম। জাল্লাকার যুদ্ধক্ষেত্রে যখন কারো নিজের সম্পর্কেই হুশ ছিলনা, সে সময়ও তুমি আমার সঙ্গে ছিলে। তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে ছিলে এবং থাকবে। সময় ও ভৌগলিক দূরত্ব কখনো তোমার আমার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।"

বাড়ীর অপর এক কামরায় আহমদ ও তাহেরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখছিল। জাল্লাকার যুদ্ধ সম্পর্কে তাহেরা নানা প্রশ্ন করছিল আর আহমদ অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছিল। তাহেরা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি চিন্তা করছেন?"

আহমদ বলল, "যখনই আমি তোমার সামনে বসি তখনই আমার মনে হয়........।"

www.pathagar.com

তাহেরা চট্‌পট্‌ করে বলল, " টলেডোয় আমাদের সাক্ষাতের আগেও আপনার মনমগজে আমারই প্রতিকৃতি মুদ্রিত ছিল।"

আহমদ বলল, "এটা বিদ্রূপের বিষয় নয়। তোমার মুখের দিকে তাকালেই আমার মনে হয় যে, আমরা কখনো পরস্পরের নিকট অপরিচিত ছিলাম না। সৃষ্টির আদি কাল থেকেই আমাদের রূহ পরস্পরের নিকট পরিচিত ছিল। আর সে জন্যই আমরা একে অপরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন ঘটনাচক্রে যদি আমরা পরস্পরের নিকটে না পৌছে যেতাম তাহলেও তোমার অস্পষ্ট ছবি সর্বদাই আমার মন মস্তিস্কে এক অস্থিরতা জিইয়ে রাখত।"

তাহেরা মুচকি হেসে বলল, "পূরাদস্তুর কবি।"

আহমদ বলল, "এটা কবিত্ব নয় তাহেরা, কোন কোন সময় তোমার মুখ থেকে হঠাৎ এমন কথা বের হয়ে আসে যে, তা শুনে আমার মনে হয় আমার কান যেন ঐ কথা আগেই কোথায় শুনেছিল।"

তাহেরা দুষ্টুমী ভরা হাসি হেসে বলল, "আল্লাহ্‌ আপনাকে মহব্বত ভরা হৃদয় দান করেছেন। আমার কখনো কখনো মনে হয় যে, আমার স্থলে যদি অন্য কেউ হত তাহলে আপনি তার সঙ্গেও এ ধরণের আলাপই করতেন।"

আহমদ নিজের চেহারায় কৃত্রিম ক্রোধের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, "তাহেরা, তুমি আমার মহব্বতের অবমাননা করছ।"

তাহেরা হাত বাড়িয়ে আহমদের কপালের ওপর বিক্ষিপ্ত চুলগুলো বিন্যস্ত করতে করতে বলল, "আপনি নারাজ হয়ে গেছেন। আমি আমার কথাগুলো প্রত্যাহার করছি। আমিও অনেক সময় আপনারই মত চিন্তা করি। আমার মনে হয়, আমরা যেন তারকা খচিত এক মনোরম দুনিয়ায় লুকোচুরি খেলা করছিলাম। খেলতে খেলতে এ দুনিয়াতে এসে আমি আপনার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে টলেডোয় আত্মগোপন করে থাকি। আপনি কয়েক বছর যাবত আমাকে গ্রানাডা ও কর্দোভায় তালাশ করার পর সেখানে পৌছে যান। আর আমি লুকোচুরি খেলব না। এ খেলায় আমার পরাজয় হয়েছে।"

"আমার জীবন! আমার প্রাণ!" আহম্মদ তাহেরার হাত দুখানা নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে বলল, "এ পরাজয়ের দরুণ তুমি দুঃখিত নও তো?'

"প্রিয়তম! এ পরাজয়ই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।"

৭

ঈদের এক সপ্তাহ্‌ পর হাসানের খালা তাদের বাড়ী এসে সকিনাকে বললেন, "সকিনা, এবার হাসানের বিয়ের বন্দোবস্ত কর।"

www.pathagar.com

"আপা, আমি আজ কত দিন থেকেই এ বিষয়ে চিন্তা করছি। নিকটেই একটি ভাল পরিবারের দুটি মেয়ে আছে। আপনি মায়মুনা ও তাহেরাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন দেখে আসুন।"

"একদিন কেন? আজই আমি দেখে আসব।"

"আপা! এত তাড়াতাড়ি নয়। আমি এখনো হাসানকে জিজ্ঞেস করিনি।"

"হাসান! হাসান!" খালা উচ্চস্বরে ডাকলেন, "কোথায় গেল সে?"

"সে তার আব্বা ও ভাইদের সঙ্গে কাজী আবু জাফরের নিকটে গেছেন।"

খালা জ্বলে উঠে বললেন, "খোদা, ঐ বুড়োকে ঠিক করুন! এখন সে আর কি চায়?"

মায়মুনা হাসি সম্বরণ করে জিজ্ঞেস করল, "কাকে খালাজান?"

"কাজী আবু জাফরকে।"

কিছুক্ষণ পরই আবদুল মুনীম পুত্রদের নিয়ে ফিরে এলেন। খালাজান পরিচারিকা মারফত হাসানকে ডেকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলেন।

কোন ভূমিকা না করে খালা জিজ্ঞেস করলেন, "হাসান, আমি এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে সম্পন্ন করতে চাই। তুমি কি বল?"

হাসানকে নিরব থাকতে দেখে খালা সকিনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "ভাল ছেলে এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়না। মায়মুনা! তুমি তৈরী হয়ে যাও। আমি এক্ষুণি মেয়েটি দেখে আসব। সকিনা! কোন বাড়ীটি দেখিয়ে দাও তো।"

মায়মুনা ও তাহেরার চেহারায় খুশীর ঝিলিক দেখে হাসান বলল, "খালাজান! আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

খালা চেচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি বললে তুমি?"

"খালাজান আমি বলেছি যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

"কোথায়? কখন? আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনা।"

"অনেক আগেই হয়ে গেছে! খালাজান! আপনি এখনো জানতে পারেননি।"

খালাজান দুঃখিত হয়ে বললেন, "কি ব্যাপার সকিনা, তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? বিষয়টি আমার নিকট গোপন করলে কেন? আমি আবদুল মুনীমকে বলব, আজই যেন বউ বাড়ী নিয়ে আসে।"

সকিনা, মায়মুনা ও তাহেরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। খালা স্নেহ মাখা স্বরে বললেন, "হাসান! আমাকে বল, তাদের বাড়ী কোথায়? কেমন ছেলে তুমি বাড়ীতে কারো নিকট প্রকাশ করনি! তারা তোমাকে কি মনে করবে? মেয়েটি কেমন? তার নাম কি?"

হাসান বলল, "খালাজান! ও অত্যন্ত সুন্দরী। সমগ্র স্পেনে তার চেয়ে সুশ্রী আর কেউ নেই। আপনি যদি চান এখনি দেখিয়ে দিতে পারি।"

www.pathagar.com

এ কথা বলে হাসান এক কামরায় প্রবেশ করল এবং তরবারী খানা হাতে নিয়ে ফিরে এসে বলল, "দেখুন খালাজান! এটাই আমার জীবন সঙ্গিনী।'

খালাজান বললেন, "এ সবই আবু জাফরের সঙ্গ ফল। আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন।"

হাসান হাসতে হাসতে নিজের কামরায় চলে গেল। খালা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ডাকলেন, "হাসান এদিকে এসো।"

হাসান ফিরে এসে বলল, "আরো কিছু বলবেন, খালাজান?"

"তুমি আমার প্রশ্নের কোন জবাব দাওনি।"

হাসান গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি আপনার প্রতিটি প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছি খালাজান! এখন এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা করবেন না।"

হিসনুল্লায়েত

আমীর ইউসুফের প্রত্যাবর্তনের পর স্পেনে পুনরায় তীব্রভাবে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই স্পেনবাসীর দুঃখ দুর্দশা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাইরের বিপদ থেকে রেহাই প্রাপ্তির পর খন্ডরাজ্যের শাসকগণ শরীয়তী শাসনের দাবী উথাপনকারীদের কঠোর হাতে দমন করতে উদ্যোগী হয়। সরকারী গোয়েন্দাগণ মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর উপর কড়া নজর রাখা শুরু করে। কারণ এসব জায়গা থেকেই ইসলামী শাসন প্রবর্তনের দাবী উঠত। শরীয়ত বিরোধী কর দিতে যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা শুরু হয়।

শাসকগণ নিজ নিজ রাজ্যে মুবাল্লিগদের সরকারী জামায়াত গঠন করে। এসব তথাকথিত মুবাল্লিগগণ স্ব স্ব রাজ্যের শাসকদের ইচ্ছানুসারে সত্যাশ্রয়ী ওলামাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করার দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু স্বাধীনচেতা মানুষ আশার কিরণ দেখতে পেয়েছিল। তারা ক্ষমতালোভী শাসকদের অত্যাচারে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

www.pathagar.com

জাল্লাকার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করার পর খৃষ্টানরা অনুভব করেছিল, হাওয়ার গতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, এখন যদি মুসলমানরা অগ্রসর হতে থাকে তাহলে স্পেনের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাদের বিজয় অভিযান ঠেকাবার ক্ষমতা কারোর নেই। কিন্তু মুসলমান শাসনকর্তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের খবর পেয়ে আলফানসু পুনরায় সাহস সঞ্চয় করে এবং ইছাবেলা, বাতলিউস ও দক্ষিণ পশ্চিম স্পেনে শক্তি ক্ষয় না করে, দক্ষিণ পুর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ শুরু করে দেয়।

হিসনুল্লায়েত তখনো আলফানসুর সেনাপতি আলভার ফানিজের দখলে ছিল। এ কেল্লাটি লোরকা এবং মার্সিয়ার মধ্যস্থলে একটি উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত ছিল। অবস্থান স্থলের গুরুত্ব ও নির্মান কৌশলের দরুণ এ কিল্লাটি খুবই সুরক্ষিত ছিল। মুষ্টিমেয় সৈন্য এ কিল্লা থেকে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়তে পারতো। কিল্লাটি এত প্রশস্ত ছিল যে এখানে বার তের হাজার সৈন্যের স্থায়ী ভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা ছিল। আলফানসু ও তার মিত্রগণ নতুন ভাবে খৃষ্টান সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে বাছাই করা ভাল ভাল সৈন্যদের হিসনুল্লায়েত কিল্লায় মোতায়েন করল।

হিসনুল্লায়েতের সৈন্যগণ জাল্লাকার রণক্ষেত্রে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহনের উদ্দেশ্যে কিল্লার নিকটবর্তী মার্সিয়া, শাকুরা, লোরকা এবং আলমেরিয়ার এলাকায় লুটতরাজ ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যে ঐ কিল্লার চতুপার্শ্বস্থ মুসলিম জনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।

ভ্যালেন্সিয়ার মুসলমানগণ দীর্ঘকাল খৃষ্টানদের অধীনে থাকার পর জাল্লাকার যুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ মুক্তিলাভ করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই তারা একটি নতুন বিপদের সম্মখীন হল। কাষ্টালার খ্যাতনামা নাইট সিড কাম্বিটোর[১] এক সময় মুসলমানদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং খৃষ্টানদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ব্যক্তি ভ্যালেন্সিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেন। জাল্লাকা যুদ্ধের পর কাষ্টালার খৃষ্টান সৈন্যগণ ভ্যালেন্সিয়া থেকে চলে গেলে সে রাজ্যের জনসাধারণ ইয়াহইয়া আল কাদিরের শাসন থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। ইয়াহইয়া আলফান্সুর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে কম্বিটোরকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করেন। আর কম্বিটোর পেশাদারী ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের এক বাহিনী নিয়ে এসে কাষ্টালায় খৃষ্টান সৈন্যদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান। তিনি ইয়াহইয়ার নিকট থেকে দৈনিক ছয় হাজার

---

১ নাম ডন রাডিগো। উপাধি ছিল তার কম্পিডরিয়া কম্বিটোর। ক্যাষ্টালার ভাষায় এর অর্থ হয় "সংঘর্ষশীল" "যুদ্ধবাজ"। আর সিড হচ্ছে আরবী সৈয়দ শব্দের বিকৃত রূপ। আলফানসু যেমন নিজের নামের সাথে "দীনের মসীহ ও ইসলামের সেবক" উপাধি ব্যবহার করা পছন্দ করতো ঠিক তেমনি কম্বিটোরও নিজের জন্য সৈয়দ শব্দ বেছে নিয়েছিলো। এবং এটি বিকৃত হতে হতে শেষে "সিড"-এ এসে ঠেকে।

www.pathagar.com

আশরাফী উসূল করতেন এং তার সৈন্যবাহিনী ভ্যালেন্সিয়ায় অবাধ লুটতরাজ করার অধিকার লাভ করে।

এভাবে ভ্যালেন্সিয়ায় কম্বিটোর ও হিসনুল্লায়েত কাষ্টালার খৃষ্টান সেনাপতির অত্যাচারে দক্ষিন পূর্ব স্পেনের মুসলমানগণ জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন। মার্সিয়া, আলমেরিয়া ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যের অধিবাসীগণের পক্ষ থেকে খন্ডরাজ্য শাসকদের নিকট প্রতিনিধি দল আসে। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই যুদ্ধের পরিবর্তে আলফানসুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল।

হঠাৎ মুতামিদ সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইছাবেলা থেকে বের হলেন। দক্ষিণ পূর্ব স্পেনের দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানগণ মনে করলেন যে আল্লাহ্ তাদের ফরিয়াদ শুনেছেন এবং মুতামিদকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু কর্দোভার সীমানা পার হয়ে যাবার পর ইছাবেলা বাহিনী হিসনুল্লায়েতের পথ বাদ দিয়ে লোরকার দিকে রওয়ানা হল। তখন মুতামিদের উদ্দেশ্য বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। মুতামিদ ইতিপূর্বেই কয়েকবার মার্সিয়া ও লোরকার উপর তার অধিকার দাবী করেছিলেন। এবার তিনি মনে করলেন যে, শাসনকর্তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ঐ রাজ্যের জনসাধারণ মুতামিদকে সানন্দে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু তার এ আশা পূর্ণ হয়নি। লোরকায় যাবার পথে অপ্রত্যাশিতভাবে হিসনুল্লায়েতের কিছু সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে ইছাবেলা বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এবং মুতামিদ পরাজিত হয়ে মার্সিয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

মার্সিয়ায় ইবনে রশীক খৃষ্টান সৈন্যদের দ্বারা বিতাড়িত মুতামিদের বশ্যতা স্বীকার না করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে শহর থেকে বের হয়ে এলেন। মুতামিদ ইবনে রশীকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে নিজের রাজধানীতে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করলেন।

মুতামিদের এ পরাজয়ের ফলে খৃষ্টান সৈন্যদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। তারা কর্দোভা ও গ্রানাডার সীমান্ত পর্যন্ত তাদের অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালাতে শুরু করল। এ বিপদজনক অবস্থায় স্পেনের অধিবাসীগণ আবার আফ্রিকার দিকেই তাকাচ্ছিল। কিন্তু আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন এমন ছিল যে আমীর ইউসুফ স্পেনে আসতে পারলেননা। স্পেনের মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই দক্ষিণ পূর্ব স্পেনে অবস্থিত ছোট ছোট রাজ্য গুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মরোক্কো পৌঁছেন এবং আমীর ইউসুফের নিকট তাদের ফরিয়াদ পেশ করেন। তাদের কাকুতি মিনতির ফলে আমীর ইউসুফ পুনরায় স্পেনে আসার ওয়াদা করলেন। লোরকার নিকটে খৃষ্টানদের হাতে পরাজয়বরণ করার পর সুলতান মুতামিদেরও চোখ খুলে গিয়েছিল। স্পেনের মুসলমানদের তুলনায় তার নিজের অসহায়ত্ব অনেক বেশী বিবেচনা করে তিনি স্বয়ং আমীর ইউসুফের নিকটে হাজির হলেন। আমীর ইউসুফ তাঁকে খুবই সমাদর করলেন এবং মুতামিদ সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করার পর দেশে ফিরে এসে উৎকণ্ঠিত জনসাধারণকে আমীর ইউসুফের পুনরাগমনের শুভসংবাদ শোনালেন।

www.pathagar.com

২

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন হিসনুল্লায়েত কিল্লা অবরোধ করে রেখেছিলেন। কিল্লার ভেতর পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তের হাজার খৃষ্টান সৈন্য মওজুদ ছিল। কয়েকবার মামুলি ধরণের হামলা করে আমীর ইউসুফ দুশমনের শক্তি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিলেন এবং একদিন খুব জোরে কিল্লার ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন।

খন্ডরাজ্য শাসকদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও স্পেনের স্বেচ্ছাসেনাগণ কিল্লার উত্তর ও পূর্ব দিকে এবং মুরাবিতীনের সৈন্যগণ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে স্থান গ্রহণ করে।

শত্রুপক্ষের তীরন্দাজগণ কিল্লার বাইরে পাহাড়ের গায় চারদিকেই পরিখা বানিয়ে রেখেছিল। মুরাবিতীন সৈন্য বাহিনী প্রবল বন্যা স্রোতের মত খৃষ্টানদের সকল পরিখা পদদলিত করে কিল্লার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু স্পেনের সুলতানদের সৈন্যবাহিনী কষ্টকর পাহাড়ী পথে অর্ধেক পথ অগ্রসর হবার পর খৃষ্টানদের তীরের ভয়ে পেছনে হটতে শুরু করে।

স্বেচ্ছাসেনাগণ সাহসিকতা সহকারে এগিয়ে যায় এবং প্রতি পদে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া স্বত্বেও পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু কিল্লা প্রাচীর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নিক্ষিপ্ত তীর তাদের স্থির হবার সুযোগ দেয়নি। কিল্লার বাইরের খৃষ্টান তীরন্দাজগণ খন্ডরাজ্যের নিয়মিত সৈন্যদের পেছনে হটিয়ে দেবার পর স্বল্প সংখ্যক স্বেচ্ছাসেনাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বেচ্ছাসেনাগণ তাই আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে করতে পেছনে হটে যেতে বাধ্য হয়। কিল্লা রক্ষক খৃষ্টান সৈন্যাধ্যক্ষ পূর্ব ও উত্তর দিক নিরাপদ দেখতে পেয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মুরাবিতীনের বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে।

মুরাবিতীন সৈন্যগণ সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীরের ওপরে উঠে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খৃষ্টান সৈন্যগণ প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বর্ষণ করা ছাড়াও ফুটন্ত তেল ঢেলে দিচ্ছিল। এ নাজুক সময়ে আমীর ইউসুফ স্পেনীয় সৈন্যদের পশ্চাত অপসারণের খবর পান এবং তিনি তার নিজের সৈন্যদের প্রত্যাহার করে নেন।

সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত খন্ডরাজ্যের শাসকগণ একের পর এক আমীর ইউসুফের নিকটে এসে সাফাই পেশ করতে থাকেন। মুতামিদ একাকী আমীর ইউসুফের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেন, "আমার সৈন্যদল তো সকলের আগেই ছিল। কিন্তু বাতালিউস, গ্রানাডা, আলমেরিয়া ও মার্সিয়ার সৈন্যগণ পশ্চাদাপসারণ করার দরুণ আমার সৈন্যগণ সাহস হারিয়ে ফেলে।"

www.pathagar.com

বাতালিউসের সুলতান সকল দোষ আলমেরিয়া সৈন্যদের ওপর চাপিয়ে দেন। এভাবে প্রায় সকল শাসনকর্তাগণই নিজেদের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাতে প্রয়াস পান। আমীর ইউসুফ নিরবে সকলের কথাই শুনলেন এবং প্রত্যেককেই পরের দিন যোহরের নামাজের পর তার তাবুতে এসে দেখা করতে বললেন। প্রত্যেক শাসনকর্তাই মনে করেছিলেন, একমাত্র তিনিই আমীর ইউসুফের সঙ্গে দ্বিতীয় দেখা সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু পরের দিন তারা নিদিষ্ট সময়ে আমীর ইউসুফের তাবুতে এসে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

প্রত্যেক শাসকই মনে করে এসেছিলেন যে, আজ নির্জন সাক্ষাতে আমীর ইউসুফের নিকট অন্যান্য শাসকদের খুব নিন্দাবাদ করবেন এবং নিজেকে সমগ্র স্পেনের শাসনকর্তা হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষকে পূর্ব থেকেই তাবুতে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তাদের সকল আনন্দ দুশ্চিন্তায় পরিণত হচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেনাদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সালারগণও সেখানে হাজির হলেন। মণিমুক্তা খচিত আসনে বসতে অভ্যস্ত শাসকগণ আজ মামুলি ধরণের কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন। কিন্তু সে জন্য কারো কোন দুঃখ ছিলনা। তারা সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে তাবুর প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

৩

আমীর ইউসুফ নিজের বাসস্থান থেকে সাক্ষাতকারের তাবুতে প্রবেশ করলেন। তার আগে আগে পথ পরিস্কারের জন্য কোন নকীব ছিল না। তার চলার পথে রেশমের বহু মূল্যবান চাদর অথবা গালিচা বিছানো ছিল না। তবুও তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতা, মরুভূমির বিশালতা ও সাগরের গভীরতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

খিজরা দ্বীপে এক বৃদ্ধা পাগলিনীর দুঃখে অভিভূত হয়ে তিনি চোখের পানিতে গাল ভাসিয়ে বলেছিলেন, "মা, আমি তোমার পুত্র।" দয়ামায়ার সেই মূর্ত প্রতীক খন্ডরাজ্যের শাসকদের সামনে পূর্ণ প্রতাপে উপস্থিত হলেন। এ সব শাসকগণের চোখে চোখ রেখে কথাবলাও অপরের জন্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হত।

স্পেনের বাদশাহগণ আমীর ইউসুফের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালে তিনি হাতের ইশারায় তাদের পুনরায় বসিয়ে দিলেন। তিনি একে একে সকল বাদশাহর মুখের দিকেই তাকালেন, কিন্তু বাদশাহদের মধ্য থেকে কেউই তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস করছিলেন না। তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। শ্রোতাদের মনে হল সুগভীর সাগরে যেন মৃদু উর্মিমালা কল্ কল্ করছে।

www.pathagar.com

তিনি ইছাবেলার সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন "সুলতান মুতামিদ, বাতলিউসের সুলতানের বিরুদ্ধে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে?"

মুতামিদ দাঁড়ালেন এবং অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমরা একই উদ্দেশ্যে লড়াই করছি। তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।"

আমীর ইউসুফ বাতালিউসের সুলতানকে লক্ষ্য করে বললেন, "আর আপনি তার বিরুদ্ধে কিছু বলবেন?"

"জ্বি–না।" খুবই নিরুৎসাহব্যঞ্জক স্বরে তিনি জবাব দিলেন।

আমীর ইউসুফ গ্রানাডার শাসনকর্তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমীর আবদুল্লাহ, গতকালের বিপর্যয়ের জন্য আপনি কার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চান?"

আমীর আবদুল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না। আমীর ইউসুফ অন্যান্য শাসকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করতে চান তবে আমি শুনব।"

খন্ডরাজ্যের শাসকগণ একে অপরের দিকে তাকালেন। কিন্তু কোন কথা না বলে সকলেই মাথা নত করে রইলেন।

আমীর ইউসুফ কিছুক্ষণ নিরবে তাদের দেখলেন। তারপর বললেন, "আপনারা একে অপরের উপস্থিতিতে পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। কিন্তু আপনাদের অন্তরে যদি ঐ পরিমাণে খোদার ভয় থাকত, তাহলে স্পেনের আজ এ দুর্দশা হত না। আপনাদের প্রত্যেকের অন্তরে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক লজ্জা ও লোক দেখানো ভদ্রতা আপনাদের ঠোঁট সেলাই করে দিয়েছে।

আপনারা যদি আল্লাহতায়ালার সামনে এতটুকু লজ্জা ও ভদ্রতা প্রকাশ করতেন তাহলে অবস্থা অনেক উন্নত হত। আপনাদের সৈন্যগণ যে সময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিল, তখন আমি সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহতায়ালা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সব কিছুই দেখেছেন। যদি আল্লাহতায়ালার নিকট আপনারা নির্দোষী হতেন তাহলে আমার নিকট এসে সাফাই পেশ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনারা পরম উৎসাহে অন্যের চেহারায় কালিমা লেপন করার চেষ্টা করেছেন। আপনাদের সকলের অভিযোগ গুলো পেশ করলে যে ফল দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে, সকলেরই চেহারা কুৎসিত ও কলংকিত। আমি এ মজলিশে আপনাদের যে পরিচয় পেলাম তাতে আপনাদের মধ্যে কে ফেরেশতা তা নির্নয় করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কথা কটি বলার পর আমীর ইউসুফ এগিয়ে গেলেন এবং পেছনের কাতারে বসা স্বেচ্ছাসেনাদের বৃদ্ধ সালারের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আবদুল মুনীম, আপনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। আর এ সম্মানিত ব্যক্তিদের আপনি জানেন, তাদের মধ্যে কে

www.pathagar.com

ফেরেশতা তা কি আপনি আমাকে বলে দিতে পারেন?"

আবদুল মুনীম দাঁড়িয়ে বললেন, "আক্রমণের সময় আমাদের দৃষ্টি ছিল পাহাড়ের চূড়ার দিকে। কিল্লা প্রাচীরের নিকট পৌছে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, এ সম্মানিত ব্যক্তিগণ একে অপরকে পেছনে ফেলে পালিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা করছেন।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "আর পাহাড়ের ওপর নির্মিত মোর্চাগুলো থেকে দুশমনেরা বের হয়ে এসে তাদের পেছনে ধাওয়া করেছিল।"

"জি-না, দুশমন এ সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে আমাদের চারদিকে বেষ্টনী রচনার চেষ্টা করে।"

মুতামিদ বললেন, "এটা ভুল কথা, দুশমনের প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে আমার সৈন্যগণ পেছনে হটে যেতে বাধ্য হয়।"

গ্রানাডার আমীর প্রতিবাদ করে বললেন, "আমার সৈন্যদল গ্রানাডার স্বেচ্ছাসনাদের বাম পাশেই ছিল। তারা মোর্চার খৃষ্টান তীরন্দাজদের ওপর হামলা করার দরুণই আবদুল মুনীম প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যাবার সুযোগ পায়।"

মুতামিদ দাঁড়িয়ে বলল, "অন্যান্য রাজ্যের সৈন্যগণ পালিয়ে যাবার পর আমার সৈন্য বাহিনীর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাই তারা সকলের শেষে স্থান ত্যাগ করেছে। হাসান ইবনে আবদুল মুনীম আলমেরিয়া ও মার্সিয়ার স্বেচ্ছাসেনাদের পরিচলনা করছিল। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

হাসানের আহত হাতে পট্টি বাঁধা ছিল। এক কোণ থেকে দাঁড়িয়ে সে বলল, "আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে আলমেরিয়ার সৈন্যগণ বীরের মত লড়াই করছিল। অপরের দেখাদেখি মুতামিদ তাদের পেছনে হটে যাবার নির্দেশ না দিলে প্রাচীরের নিকট পৌছে আমরা এতবেশী পরিমান ক্ষতির সম্মূখীন হতাম না। আলমেরিয়া সৈন্যদের দৃঢ়তা দেখে পলায়ন কারী সৈন্যগণ লজ্জিত হয়ে ফিরে আসার সম্ভবনাও ছিল। আমি আমীর মুতামিদের মনোভাবের প্রতি সন্দেহ আরোপ না করেই বলতে পারি যে, তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত নির্ভুল ছিল না।"

বাতালিউস, মার্সিয়া ও অন্যান্য রাজ্যের সাত আটজন শাসনকর্তা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমীর ইউসুফ তাদের হাতের ইশারা করতেই তারা নিশ্চুপ বসে গেলেন। আমীর ইউসুফ বললেন, "এ বিষয়ে আমি আর বিতর্ক বাড়াবার পক্ষপাতী নই। আমি ভাল করেই জানি যে- তরবারীর তূলনায় আপনাদের জিহ্বা অনেক বেশী ধারাল। জাল্লাকার বিজয়ের পর আমি এ তিক্ত বিশ্বাস নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম যে, স্পেনের মুসলমানদের শাসন কর্তাগণ সম্পূর্ন অযোগ্য কিন্তু আপনারা আজ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আপনারা শুধু অযোগ্যই নন, উপরন্ত দষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত ও কাপুরুষ।"

মুতামিদ প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে আমীর ইউসুফ তাঁকে হাতের ইশারায়

www.pathagar.com

বসিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি জানি যে, তোমাদের কান এ ধরণের কথা শুনতে অভ্যস্ত নয়। নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়ে তোমরা উৎকৃষ্ট নাম ধারণ করা পছন্দ কর। কবি ও চাটুকারগণ তোমাদের মনমগজ বিগড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি অযোগ্য না হতে, তাহলে ইসলামের দুশমনেরা স্পেন জয় করার কল্পনাও করতে পারত না। দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত না হলে তোমরা ইসলামের আলোকোজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে কখনো গোমরাহির অন্ধকার পথে অগ্রসর হতে না।

তোমাদের একথা অজানা নয় যে, ইসলামেরই সুদৃঢ় রক্ষা ব্যূহের ভেতরে অবস্থান করেই তোমরা কুফরীর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পার। জাল্লাকার বিজয়ের পর তোমরা ইসলামের বিধি নিষেধ মেনে চলবে এবং ইসলাম বিরোধী সকল আইন কানুন বাতিল করবে বলে আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমরা যা যা করেছ তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী আইন কানুনের দাবী উত্থাপন কারীদের কঠোর ভাবে দমন করা হয়েছে এবং শরীয়তবিরোধীকরেরপরিমাণ আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তোমাদের এ দুষ্কর্মের ফল আজ পরিস্কার দেখতে পাচ্ছ। জাল্লাকার রণক্ষেত্রে খৃষ্টানদের ধ্বংস ও প্রাণ হানি দেখার পর তোমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারনি যে, আলফানসু পুনরায় আক্রমণ করতে সাহস করবে। কিন্তু আজ হিসনুল্লায়েতে আমরা তার এক নতুন সৈন্যবাহিনী দেখতে পাচ্ছি।

অপর দিকে জাল্লাকার রণক্ষেত্রে তোমাদের সৈন্যগণ যে বীরত্ব ও উদ্দীপনা নিয়ে লড়াই করেছিল, আজ তা তারা হারিয়ে ফেলেছে। সে সময় স্পেনের সকল মুসলমান তোমাদের সমর্থন করেছিল কারণ তারা ওটাকে কুফরীর বিরুদ্ধে ইসলামের লড়াই হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

আজ জনসাধারণ তোমাদের নিকট থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, আলফানসুর ইসলাম দুশমনী ও তোমাদের ইসলাম দুশমনীর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।

একমাস আগে স্পেনের সকল এলাকা থেকে এখানে আট হাজার স্বেচ্ছাসেনা সমবেত হয়েছিল। আজ তাদের সংখ্যা আড়াই হাজারেরও কম। তারা জিহাদের প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তোমাদের কার্যকলাপ থেকে তারা বুঝতে পেরেছে যে, **হিসনুল্লায়েতের** বিজয়ের ফলাফল্ল জাল্লাকার বিজয়ের মতই তোমাদের মর্মর প্রাসাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। আর দরিদ্র জনসাধারণের কুটির গুলো পূর্বের মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যাবে।

তোমরা যে গাছের ফল খাচ্ছ তারই শিকড় কেটে দেবার চেষ্টা করছ। যে মহলে বাস করছ, তারই ভিত্তি চূর্ণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছ। এমতাবস্থায় তোমাদের দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত না বলে আমি আর কি বলতে পারি?

তোমরা যদি কাপুরুষ না হতে তাহলে আজ হিসনুল্লায়েত কিল্লার প্রাচীর সংলগ্ন ভূমি

www.pathagar.com

যে শহীদানের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তাদের পবিত্র রক্তে স্পেনের আজাদীর ইতিহাস রচিত হত। যদি আমি জানতাম যে, তোমরা হঠাত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবে তাহলে আমি আমার সৈন্য বাহিনীকে কিল্লার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মোতায়েন করার পরিবর্তে চারদিকেই ছড়িয়ে দিতাম। হিসনুল্লায়েত জয় করার জন্য আমি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী ভীরু কাপুরুষদের সহযোগিতা চাইনা।

যারা হাসিমুখে দুশমনের তীরের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে আমি শুধু সে সব মুজাহিদেরই চাই। আমি যে কোন মূল্যে হিদনুল্লায়েত জয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহর রাস্তায় আমি যে পা এগিয়ে দিয়েছি, তা কখনো পেছনে টেনে নেব না। আমি তোমাদের বক্তৃতা শুনিয়ে ভবিষ্যতে নিষ্ঠা সহকারে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বান জ্ঞাপনের জন্য এখানে আসতে বলিনি।

আজ আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তোমাদের বলে দিতে চাই যে, তোমরা যদি আলফানসুকে আল্লাহর চাইতেও বেশী ভয় কর, তাহলে আমি তোমাদের পথ রোধ করব না। গন্তব্য স্থলের দিকে যারা পিঠ ঘুরিয়ে দেয় আমি তাদের সাহায্য মোটেই পছন্দ করি না।

বাতলিউশের শাসনকর্তা দাঁড়িয়ে বললেন, "কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া যদি আপনি যথেষ্ট মনে করেন তাহলে আমি ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে অকপট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।"

মুতামিদ দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি আমার পূর্ব কৃত সকল অপরাধ স্বীকার করছি এবং আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি য়ে, ভবিষ্যতে আপনি আমাকে দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত কাপুরুষ বলার সুযোগ পাবেন না।"

মুতামিদ আরো বললেন, "আমি আফ্রিকার বীরদের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করি না। কিন্তু আপনাকে এতটুকু নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আপনাকে আর এ ধরণের কথা বলতে হবে না।"

অন্যান্য শাসনকর্তাগণও আমীর ইউসুফকে একই উপায়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। ইউসুফ বিন তাশফীন কিছুক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "নতুন করে শপথ গ্রহণের আগে তোমাদের ভাল ভাবে চিন্তা করা উচিত। শীঘ্রই তোমাদের ওয়াদা বাস্তবতার কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হবে। আমি ভীরু ও অথর্বদের মাফ করে দিতে পারি। কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীদের জন্য আমার অন্তরে কোন দয়ামায়া নেই।

তাড়াতাড়ি করার কোন প্রয়োজন নেই। আজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তোমাদের চিন্তা করার সময় দিলাম। আগামী কাল এশার নামাজের পার আমরা এখানে একত্রিত হব। আর সে সময় এ আসন গুলোতে শুধু তারাই এসে বসবেন যারা আগুন নিয়ে খেলার এবং রক্ত সাগরে গোসল করার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।"

www.pathagar.com

বৈঠক শেষ হবার পর স্পেনের শাসনকর্তাগণ তাঁবু থেকে বের হয়ে যাবার পথে কাজী আবু জাফর ও কাজী আবুল ওয়ালীদকে মারাকাশের জনৈক আলেমের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে দেখলেন। মালগার শাসক মুতামিদের কানে কানে বলল, "আজ আমীর ইউসুফের মুখ দিয়ে কাজী আবু জাফর কথা বলছিল।"

মুতমিদ গ্রানাডার শাসনকর্তাকে বললেন, "আমি শুনেছি কাজী আবু জাফর এক সপ্তাহ ধরে এখানেই আছেন। যদি আপনি এ লোকটিকে দুরস্ত করতে পারতেন, তাহলে আজ আমরা এ ভাবে অপমানিত হতাম না।"

আবদুল্লাহ বললেন, "আবু জাফর সম্পর্কে আপনাদের পুনরায় অভিযোগ পেশ করার সুযোগ ঘটবে না। আমি শুধু তার গ্রানাডা ফিরে যাবার অপেক্ষা করছি।"

মালগার শাসনকর্তা বললেন, "আস্তে কথা বলুন। মুতাসিমের শ্রবণ শক্তি খুবই প্রখর।"

মুতামিদ ও আবদুল্লা পেছন ফিরে তাকালেন এবং মুতাসিমকে ইবনে রশীকের সঙ্গে আলাপরত দেখে নিশ্চিন্ত হলেন।

৪

হিসনুল্লায়েতের উত্তর পশ্চিম দিকে নদী তীরে একটি ছোট কিল্লা ছিল। সাদ তিন মাস যাবত ঐ কিল্লা সংরক্ষণের দায়িত্বে আছে। আমীর ইউসুফ সাদের সঙ্গে একহাজার সৈন্য দিয়েছিলেন। আড়াইশ সৈন্য কিল্লায় প্রহরা দিচ্ছিল আর অবশিষ্টদের টলেডো ও কাষ্টালা থেকে দুশমনদের রসদ ও সাহায্য সরবরাহের পথ পাহারা দেয়ার জন্য নদীর তীরে স্থাপিত অনেকগুলো ছোট ছোট ফাঁড়িতে মোতায়েন করা হয়েছিল। এ ফাঁড়ি গুলো দুর দুর এলাকায় ছড়িয়ে ছিল।

হিসনুল্লায়েতের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এই কিল্লায় স্থানান্তরিত হবার কয়েক সপ্তাহ পর সাদ মায়মুনাকেও নিজের কাছে নিয়ে এল। মায়মুনার জন্য এটা খুবই আনন্দের বিষয় ছিল। বিপদ আপদের যথেষ্ট আশংকা থাকা স্বত্বেও কিল্লার এক কোণের একটি সাধারণ বাসগৃহ তার নিকট বেহেশতের সমতুল্য মনে হচ্ছিল।

এক রাত্রিতে মায়মুনা নিজের ঘরে বসে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। দিনের তৃতীয় প্রহরে সাদ খবর পেয়েছিল যে কিল্লা থেকে প্রায় কয়েক ক্রোশ দুরে শত্রু সৈন্যের কয়েকটি দলকে নদীর অপর পারে বিচরণ করতে দেখা গেছে। সাদ সঙ্গে সঙ্গেই একশত সৈন্য নিয়ে সেখানে রওয়ানা হয়ে যায়।

মধ্য রাত্রির পর মায়মুনা কিল্লার বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। কি জানি

www.pathagar.com

কেন তার বুক দুরু দুরু করতে শুরু করে। মায়মুনা চোখ বন্ধ করে নিজে নিজেই বলতে থাকে "এখন তিনি কিল্লায় প্রবেশ করছেন। এখন ঘোড়া থেকে নামছেন। এখন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। এই তিনি সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন....এক, দুই, তিন, চার, ...কাঠের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মায়মুনা গণনা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজ শুনতে থাকে। ক্রমে আওয়াজ বারান্দায় এগিয়ে এল। তার পর সে শুনতে পেল, "মায়মুনা।"

মায়মুনা চোখ না খুলেই সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। সাদ কামরায় প্রবেশ করে বলল, "আমি এসে গেছি। এখন তুমি চোখ খোল।"

মায়মুনা খিল খিল করে হেসে উঠে স্বামীর বুকের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল।

সাদ স্ত্রীর সুন্দর কেশরাশিতে আঙ্গুল সঞ্চালন করতে করতে বলল, "গভীর রাত পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা ঠিক না। আজকাল আমাকে বেশীর ভাগ সময়ই কিল্লার বাইরে কাটাতে হবে। এলাকার অবস্থা ভাল নয়। তোমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে বলে মনে হচ্ছে।"

মায়মুনা বলল, "ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাকে ভয় দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। আজকের ঘটনাবলী আমি শুনতে চাই।"

"খবর ঠিকই ছিল। দুশমন বাহিনী খচ্চরের পিঠে রসদ নিয়ে আসছিল। আমরা তাদের সূর্যাস্তের পর নিশ্চিন্তে নদী পার হয়ে আসার সুযোগ দিলাম। তার পর **হঠাৎ** এক পাহাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে তাদের ঘেরাও করে ফেলি। পঞ্চাশজন শত্রুসৈন্য নিহত হয়েছে। এবং কয়েকজন পালিয়ে গেছে। তাদের রসদ ও মালপত্র বোঝাই দুশো খচ্চর আমাদের দখলে এসে গেছে।"

মায়মুনা বলল, "আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

সাদ পাশের কামরায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল এবং চেয়ারে বসে গেল।

মায়মুনা খাবার নিয়ে এসে বলল, "আপনি বর্ম খুলবেন না?"

"না–আমাকে এখনি বের হয়ে যেতে হবে।"

মায়মুনা আর কোন কথা না বলে স্বামীর সামনে বসে গেল। সাদ তাড়াতাড়ি খেয়ে বলল, "মায়মুনা, আমি পরশু ফিরে আসব।"

"আপনি কি দুরে যাচ্ছেন?"

"আমি আমীর ইউসুফের নিকট যাচ্ছি। কয়েকটি বিষয়ে আমি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করা দরকার মনে করছি।"

মায়মুনা বলল, "কিন্তু আমার সঙ্গে ওয়াদা করে যান যে, আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করে আপনি আমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়ার পরামর্শ করবেন না।"

"আমি ওয়াদা করছি যে চরম বিপদজনক অবস্থা না হলে তোমাকে বাড়ীতে পাঠাব না।"

একথা বলে সাদ বের হয়ে গেল।

www.pathagar.com

৫

সাদ বিন আবদুল মুনীম আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের সামনে দাঁড়ানো এবং তাদের মাঝখানে একটি প্রশস্ত টেবিলে একটি নক্সা ছড়ানো। সিয়ার বিন আবুবকর ও অপর একজন বার্বার সেনাপতি সাদের ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সাদ নক্সার একস্থানে অঙ্গুলী রেখে বলল, "কিল্লার পশ্চিমে এটিই আমাদের শেষ ফাঁড়ি। এ ফাঁড়ির ওদিকে কর্দোভার সীমানা পর্যন্ত এলাকা সংরক্ষণের দায়িত্ব ইছাবেলা সৈন্যদের। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমি ঐ এলাকায় কয়েকজন গোয়েন্দা নিয়োগ করে রেখেছি যেন ইছাবেলা সৈন্যদের অবহেলার দরুণ যদি দুশমনদের কোন সৈন্যদল ঐ এলাকার ওপর দিয়ে কোথাও যায়, তাহলে যেন আমি জানতে পারি এবং সময় মত আপনাকেও খবর পৌছাতে পারি। পাঁচদিন আগে আমি খবর পেয়েছিলাম যে, দুশমন বাহিনীর তিনশত অশ্বারোহী ঐ এলাকা দিয়ে কোথাও গিয়েছে আর ঠিক তার পরের দিনই খবর পেয়েছি যে, শত্রুদের আরো কয়েকটি ছোট ছোট সৈন্যদল পুর্ব দিকে আমাদের সর্বশেষ ফাঁড়ি থেকে দশ মাইল দূরবর্তী এক জায়গায় নদী অতিক্রম করেছে।

ঐ এলাকায় মার্সিয়া ও আলমেরিয়ার সৈন্যগণ পাহারা দিচ্ছিল। দুদিক থেকেই শত্রু সৈন্য বিনা বাধায় এগিয়ে যেতে পারা আমার নিকট খুবই আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে। এরূপ ঘটনার একটি কারণ হতে পারে এই যে, এ সব ফাঁড়িতে প্রহরারত সৈন্যদের গাফিলতির দরুণ রাত্রি কালে শত্রু সৈন্য ঐ এলাকা পার হয়ে যায় এবং প্রহরীগণ তা টেরই পায়নি।

দ্বিতীয়ত এমনও হতে পারে যে, শত্রু সৈন্যদের দেখা সত্বেও তাদের বিনা বাধায় যেতে দেয়া প্রহরীগণ নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করছে। অথবা তৃতীয় একটি কারণ এও হতে পারে যে, গোপনে দুশমনদের সঙ্গে তাদের আঁতাত হয়ে গেছে।"

সিয়ার বিন আবু বকর বললেন, "দুশমনদের সৈন্যদল এভাবে নদী অতিক্রম করার খবর সত্যি হলে আরো একটি সত্য কথা আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, নদী অতিক্রম করার পর তাদের গন্তব্যস্থল হিসনুল্লায়েত ছাড়া আর কোথাও নয়। আমাদের নিকট আপনার প্রেরিত খবর পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই আমি খন্ডরাজ্যের সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারা যেন উত্তর দিক থেকে কিল্লা পর্যন্ত পৌছার সকল পথ বন্ধ করে দেয়। এ পর্যন্ত দুশমনদের নতুন কোন সৈন্যদল কিল্লায় পৌছার খবর পাইনি।"

সাদ বলল, "যদি তারা কিল্লায় প্রবেশ করে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে আপনাদের খবর না পাওয়ার একটি মাত্র কারণ হতে পারে, আর তা হচ্ছে এই যে কোন খন্ডরাজ্যের সৈন্যগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাদের যেতে দিয়েছে। আর যদি তারা আজও কিল্লায় প্রবেশ না

www.pathagar.com

করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোন পাহাড়ে লুকিয়ে আছে। যাই হোক,আমার গোয়েন্দাগণ শত্রুদের গতিবিধি ও প্রহরীদের গাফলতি সম্পর্কে যে খবর দিয়েছে তা মিথ্যে নয়।"

আমীর ইউসুফ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আরো কিছু বলতে চাও? না তোমার কথা শেষ হয়েছে?"

সাদ জবাব দিল, "আমার আর কোন বক্তব্য নেই।"

"তাহলে তুমি ফিরে যাও। আমি তোমার নিকট আরো পাঁচশ সৈন্য পাঠিয়ে দেব। এ সৈন্যগণ মার্সিয়া, আলমেরিয়া ও ইছাবেলার সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত ভাবে দূর এলাকার ফাঁড়ি গুলোতে প্রহরা দেবে। তাছাড়া নিকটবর্তী পাহাড় গুলোতে শত্রুসৈন্য লুকিয়ে রয়েছে কিনা তাও খুঁজে দেখার ব্যবস্থা আমি করব। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হবার দরুণ খন্ডরাজ্যের শাসকগণ কিছুটা শিথিল হয়ে গেছে বলে আমার ধারণা। তবে তারা দুশমনের সঙ্গে আঁতাত করেছে বলে মনে করতে এখনো আমি প্রস্তুত নই।

তুমি নিজের জায়গায় খুব সতর্ক থাকবে। শীঘ্রই আমি শত্রুদের ওপর সাঁড়াশী আক্রমণ চালাব। তোমাকে দুদিন আগে জানানো হবে। আক্রমণের দিন প্রত্যেক সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে সৈন্যদের এখানে ডেকে নিতে হবে। তোমার মোট সৈন্যের বেশীর ভাগ এখানে পাঠিয়ে দেবে। তবে তুমি ওখানেই থাকবে। কারণ ঐ কিল্লাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রতিরক্ষার জন্য তোমার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি আমার নিকট নেই। এখন তুমি যেতে পার।"

৬

সূর্যোদয়ের পরপরই জনৈক বার্বার সেনাপতি আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের তাবুতে প্রবেশ করে বললেন, "হে আমীর, কাজী আবু জাফর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

"তিনি কোন সময় এসেছেন?"

"এখনই।"

"আচ্ছা, তাকে নিয়ে আসুন।"

অফিসার বাইরে চলে গেলেন এবং কাজী আবু জাফর তাবুতে প্রবেশ করলেন।

আমীর ইউসুফ এগিয়ে এসে তার সঙ্গে মুছাফাহা করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?'

কাজী আবু জাফর মৃদু হেসে বললেন, "আমি আজরাইলের ঘরের দরজায় করাঘাত করে ফিরে এসেছি।"

"আমি বুঝতে পারিনি কিছুই।"

www.pathagar.com

"গ্রানাডা পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।"

"কিন্তু আমি আপনার গ্রেফতারী সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। আবদুল মুনীম আমাকে এ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি।"

কাজী আবু জাফর বললেন, "আবদুল মুনীম কয়েক বৎসর যাবত কারাগারে ছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী পুত্রগণও জানত না, তিনি কোথায় ছিলেন। এখানকার শাসনকর্তাগণ গ্রেফতারীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের সম্পর্কিত কোন খবর যেন কারাপ্রাচীরের বাইরে যেতে না পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।"

"আমি কর্দোভার ওলামাদের একটি সম্মেলনে যোগদান করে গ্রানাডা পৌছে ছিলাম। সেখানে আমার মাত্র দুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রথম রাত্রিতেই আমি এশার নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বাড়ী যাবার পথে গ্রেফতার হই।"

"আপনাকে আবদুল্লার হুকুমেই গ্রেফতার করা হয়েছিল?"

"জ্বি, হ্যা! তিনি আমার মৃত্যুদন্ডাদেশ দিয়েছিলেন। তার মায়ের হস্তক্ষেপে আমি রেহাই পেয়ে গেলাম।"

"আপনি কতদিন কয়েদ ছিলেন?"

"প্রায় দেড় মাস।"

"তারপর আপনি কোথায় ছিলেন? আমার বিশ্বাস আপনি দুমাসেরও কিছু বেশী সময় নিরুদ্দেশ ছিলেন।"

"আমি ইছাবেলা, কর্দোভা, বাতালিউস, গ্রানাডা এবং আরো কতিপয় শহর ঘুরে আপনার নিকট হাজির হয়েছি। ঐ সব শহরের শীর্ষস্থানীয় ওলামাগণের সঙ্গে আমি সাক্ষাত করেছি, তারা সকলেই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান অবস্থায় স্পেনকে খন্ডরাজ্য শাসকদের কবল থেকে উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য।"

একথা বলে কাজী আবু জাফর নিজের জেব্ থেকে একটি কাগজ বের করে আমীর ইউসুফের নিকটে পেশ করলেন এবং বললেন, "দেখুন, এখানে ষাট জন আলেমের ফতোয়া রয়েছে। এ ষাট জনের দ্বীনি এলম, দুরদৃষ্টি, চারিত্রিক পবিত্রতা ও তাকওয়া সম্পর্কে স্পেনের অন্যান্য আলেমদের ফতোয়া ও আপনার নিকট পৌছে যাবে। এছাড়া এ ফতোয়াটি সম্পর্কে খ্যাতনামা ওলামাগণের অভিমত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ফকীহ্ মরোক্কো, মিশর, সিরিয়া ও আরব দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন। কর্দোভার সম্মেলনের পরই তাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খবর পেয়েছিলাম মারকাশের ওলামায়ে কেরাম আমাদের এ ফতোয়া সমর্থন করছেন।"

আমীর ইউসুফ কাগজটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আপনি অহেতুক এত কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমি আগেই আপনাদের বলেছি যে, আমি রাজ্য জয়ের অভিলাসী হয়ে স্পেনে আসিনি। বারবার আমি ঘোষনা করেছি যে, স্পেনকে খৃষ্টানদের কবল থেকে মুক্ত করার

www.pathagar.com

পরই আমি দেশে ফিরে যাবো। আমি স্বীকার করি যে, খন্ডরাজ্য শাসকদের হাজার হাজার দোষ রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এটাও নয় যে, আমি আপনাদের ফতোয়ার সাহায্য নিয়ে নিজের পূর্বকৃত ওয়াদা লংঘন করব। হিসনুল্লায়াত জয় করার পর আমার স্পেন আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর খন্ডরাজ্য শাসকদের সংশোধন করা অথবা সংশোধিত হতে না চাইলে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা আপনাদের দায়িত্ব।"

কাজী আবু জাফর বললেন, "আমরা অনস্বীকার্য তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছি যে স্পেনের শাসকগণ বাস্তব জীবনে ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছেন। তারা ইসলাম বিরোধী আইন কানুন বাতিল করতে রাজী নয়। তারা তাদের বিলাসী জীবন যাত্রা বহাল রাখার জন্য জনগণের ওপর যে সব কর ধার্য করেছেন তা ইসলাম অনুমোদন করে না।

নৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করলে তারা মনুষ নামে অভিহিত হবার অযোগ্য। দুশমনের তরবারী যখন তাদের মাথার ওপর ঘুরতে শুরু করেছিল তখন তারা ইসলাম বিপন্ন হবার জিগির তুলেছিলেন। কিন্তু জাল্লাকার বিজয়ের পর তারা যখন অনুভব করলেন যে, বিপদ কেটে গেছে, তখনই স্পেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী শাসনের দাবী উথাপন কারীদের জন্য কারাগারের দরজা উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক মহান আদর্শের জন্য জাল্লাকার যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ শাসকেরা জাল্লাকার শহীদ গণের কবরের ওপর বসে শরাব পান করছেন।

পুনরায় হিসনুল্লায়েতে নতুন বিপদ দেখা দিলে তারা আপনার শরনাপন্ন হন। তারা তাদের কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করেন নি। বরং স্পেনের জনসাধারণের মনোভাব বুঝতে পেরে তারা এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন। আপনি সম্ভবত অবগত নন যে, সুলতানেরা যদি আপনাকে আমন্ত্রণ না করতো তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্পেনের সকল শহর ও গ্রাম থেকেই জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ আপনার নিকট পৌছে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

তারা অবগত ছিলেন যে, আপনি জনগণের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবেন না। কিন্তু জনগণের আমন্ত্রণে আপনার স্পেন আগমন শাসনকর্তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক হত মনে করেই তারা মুতামিদকে আপনার নিকট প্রেরণ করেন। একথাও আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, এ শাসক মন্ডলীর দুষ্কর্মের দরুণই হিসনুল্লায়েত এখনো বিজিত হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আমাদের সকল অভিযোগ যদি মিথ্যাও প্রমাণিত হয়, তবু যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার দরুণই এরা কঠোর শাস্তি পাবার যোগ্য।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "আপনি সে দিনের ঘটনার দরুণ খুবই দুঃখিত হয়েছেন। আপনি জানেন যে, আমি তাদের সঙ্গে খুবই কঠোর ব্যবহার করেছিলাম। তারা সকলে

www.pathagar.com

ওয়াদা করেছিল যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের কিছু করবে না। তারপর আমি ইচ্ছা করেই অবরোধ দীর্ঘায়িত করেছি। খুব শীঘ্রই সাড়াশী আক্রমণ চালানো হবে। আর আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এবার যদি সুলতানেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহলে আমি তাদের ক্ষমা করব না। কিন্তু আমার মনে স্পেন জয় করার খাহেশ পয়দা হতে পারে এ জাতীয় বিশ্বাস আপনি পরিত্যাগ করুন।"

আবু জাফর বললেন, "আমি জানি যে ইছাবেলা ও গ্রানাাডার শাসনকর্তাগণ চলে গেছেন। আমার বিশ্বাস, অন্যান্য শাসকগণও শীঘ্রই তাদের অনুসরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের মুক্তির ফয়সালা করেন, তাহলে আপনার মনোভাব পরিবর্তনের উপকরণও তিনিই সংগ্রহ করে দেবেন।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "তারা আমার অনুমতি নিয়েই গেছেন। তাদের সৈন্যবাহিনী এখানেই রয়েছে। তাই এদের সম্পর্কে তাড়াহুড়া করে কোন অভিমত গঠন করা ঠিক হবেনা।"

কাজী আবু জাফর বললেন, "আমরা শুধু একটি ভুল করেছি। আর তা হচ্ছে এই যে, বছরের পর বছর ধরে তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা খন্ডরাজ্য শাসকদের সম্পর্কে যে মতামত পোষণ করছিলাম, তা তাদের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়েছিলাম। অন্যথায়, আপনি যখন দুশমনদের পরাজিত করার পর স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত ছিল। এখন আমি আপনাকে অবশ্যই এ সুলতানদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করব। আমি এখন ফিরে যাচ্ছি এবং এ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি যে, আবার যখন পুনরায় সাক্ষাত করব, তখন স্পেনের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ মাত্র থাকবে না।"

আমীর ইউসুফ দাঁড়িয়ে কাজী আবু জাফরের সঙ্গে মুছাফাহা করতে করতে বললেন, "আপনি কেন এরূপ দোয়া করছেন না যে, আমরা যখন পুনরায় সাক্ষাত করব, তখন পর্যন্ত খন্ডরাজ্য শাসকগণ সংশোধিত হয়ে যাবেন?"

কাজী আবু জাফর বললেন , "আমি বুড়ো হয়ে গেছি। অসম্ভব বিষয়ে দোয়া করার সাহস আর নেই।"

www.pathagar.com

খন্ডরাজ্য শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও মুজাহেদিনের বিজয়

আমীর ইউসুফের হুকুম পেয়ে সাদ ইবনে আবদুল মুনীম হিসনুল্লায়েতের চরম আক্রমণে অংশগ্রহণ করার জন্য এক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। অবশিষ্ট পাঁচশত সৈন্যদের মধ্য থেকে চল্লিশজনকে কিল্লার প্রতিরক্ষায় মোতায়েন করে। বাকী সৈন্যদের নদী তীরবর্তী ফাঁড়ি গুলোতে প্রহরা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

দীর্ঘ এলাকা প্রহরা দেয়ার জন্য তার সৈন্য সংখ্যা কম বিবেচনা করে সাদ দূরবর্তী অঞ্চল গুলোর প্রতি নজর রাখার জন্য স্থানীয় লোকদের সংগঠিত করে এবং তাদেরকে সক্রিয় রাখার জন্য তাকে প্রতিদিন দূর দূর গ্রামাঞ্চলে সফর করতে হত।

একদিন সাদ কিল্লার পূর্বদিকে কয়েক ক্রোশ দূরে কয়েকটি গ্রামে ঘুরাফিরা ও স্থানীয় পশুপালক এবং কৃষকদের তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করার পর মধ্যরাত্রিতে কিল্লায় ফিরে এল। মায়মুনা তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সারা দিনের ক্লান্তির দরুণ খাবার খেয়েই সাদ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘন্টা খানেক পর মায়মুনা তাকে গভীর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে বলল, "আলমাস বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকছে।"

সাদ দ্রুত বিছানা থেকে উঠল ও কামরার বাইরে এসে আলমাসকে বারান্দায় দেখতে পেল। সাদ চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল, "কি খবর চাচা আলমাস?"

"আমি নায়েবে সালারের অস্থিরতার দরুণই আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। এক গ্রামের স্বেচ্ছাসেনাগণ দুব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসেছে। এরা নদী পার হয়ে হিসনুল্লায়েতের দিকে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীগণ তাদের আটক করলে তারা আমীর ইউসুফের নিকট ভ্যালেন্সিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে একটি আবেদন নিয়ে যাচ্ছেন বলে জানায়।

প্রহরীগণ বলে, "রাত্রি কালে যারাই নদী অতিক্রম করবে আমরা তাদেরই আটক করে রাখার হুকুম পেয়েছি। তাই আপনাদেরকে আমাদের সরদারের নিকট যেতে হবে।"

আগন্তুকেরা বলে যে, তারা নিজেরাই রাত্রি যাপনের জন্য একটি উপযুক্ত স্থানে মেহমান হতে ইচ্ছুক। প্রহরীগণ তাদের কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের নিয়ে গ্রামের দিকে রওয়ানা হয়। আগন্তুকদের সংখ্যা ছিল এগার। প্রহরীগণ মুসলমান বিবেচনা করে তাদের

www.pathagar.com

ঘোড়া থেকে নামতে বাধ্য করেনি। তাদের অস্ত্রও ছিনিয়ে নেয়নি।

আগন্তুকগণ ভ্যালেন্সিয়ার অধিবাসীদের ওপর কম্বিটুরের অত্যাচারের কাহিনী বলতে শুরু করে। প্রহরীগণ আরো নিঃসন্দেহ হয়ে যায় এবং নিজেদের ফাঁড়িতে ফিরে আসতে শুরু করে। সুযোগ বুঝে আগন্তুকদল প্রহরীদের ওপর আক্রমণ করে এবং কয়েকজনকে আহত করে পালিয়ে যায়। প্রহরীদের চীৎকার ও হাকডাক শুনে গ্রাম বাসীগণ বের হয়ে আসে এবং এদের পেছনে ধাওয়া করে তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। অপর একজন নিহত হয়েছে। তিনজনের মধ্য থেকে একজন বেশী আহত থাকায় তাকে গ্রামের সরদারের নিকট রেখে বাকী দুজনকে এখানে নিয়ে এসেছে। একজন কোন প্রশ্নের জবাব দেয়না। শুধু বার্বার বলে "আমি তোমাদের সালারের নিকট সব কথা বলব।" পোশাক পরিচ্ছদ দেখে দুজনকেই উচ্চ শ্রেণীর লোক মনে হয়।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, "কয়েদীদের দেহ তল্লাসী করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এদের দোষী সাব্যস্ত করার মত কিছুই পাওয়া যায়নি।"

"আমার সঙ্গে এসো।"

সাদ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে কিল্লার বিপরীত কোণে পৌছে গেল। কিল্লার প্রহরীগণ এবং কয়েকজন গ্রাম্য লোক দুব্যক্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তারা সাদকে দেখে এক ধাপ সরে গেল।

জনৈক বারবারী অফিসার বলল, "আপনি যে খুবই ক্লান্ত তা আমার জানা ছিল। কিন্তু বিষয়টি জটিল বিধায় আপনাকে কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম।"

"তুমি ঠিক কাজ করেছ।"

একজন গ্রাম্য লোক এগিয়ে এসে সাদকে বিস্তারিত সকল ঘটনা বলতে যাচ্ছিল। সাদ বাধা দিয়ে বলল, "আমি সব শুনেছি। আপনারা ঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন আপনারা ভোর পর্যন্ত আমার মেহমান।"

সাদ কয়েদীদের প্রতি মনোযোগী হল। তার ডান পাশে মশাল হাতে একজন সিপাই দাঁড়িয়েছিল। সাদ জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?"

একজন কয়েদী মাথা উঁচু করে বলল, "আমরা অনেক কিছু বলতে চাই। আমরা যে শত্রু পক্ষের চর নই, তার স্পষ্ট প্রমান রয়েছে আমাদের কাছে। যদি আপনারা আমাদের সম্পর্কে সুলতান মুতামিদের সাক্ষ্য যথেষ্ট বিবেচনা করেন,তাহলে আমাদের তার নিকট পাঠিয়ে দিন।"

"খুব জবর সাক্ষীর নাম উল্লেখ করলে। কিন্তু সুলতান মুতামিদের সঙ্গে ভ্যালেন্সিয়ার সম্পর্কটা কি?"

কয়েদী ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলল, "আমরা সুলতান মুতামিদের নির্দেশে ভ্যালেন্সিয়ার সিড্ কম্বিটোর আমাদের বিরুদ্ধে কি ধরণের প্রস্তুতি চালাচ্ছে তা অনুসন্ধান করতে যাচ্ছিলাম।"

www.pathagar.com

"এগার জন মানুষ নিয়ে?"

"ভ্যালেন্সিয়ার থেকে আমীর ইউসুফের সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি দলও আমাদের সঙ্গে এসেছিল। নদীর এপারে এসে গ্রামের স্বেচ্ছাসেনাদের আমরা ডাকাত বলে সন্দেহ করেছিলাম।"

"ডাকাতকে যারা ভয় করে তারা রাত্রিবেলা সফর করে না।"

"আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনা। যদি আমাদের সম্পর্কে সন্দেহ হয় তাহলে আমাদের সুলতান মুতামিদের নিকট পাঠিয়ে দিন।"

"সুলতান মুতামিদ আজকাল খুব ব্যস্ত রয়েছেন।" একথা বলতে বলতে সাদ প্রহরীর হাত থেকে মশালটি উঠিয়ে নিল এবং এগিয়ে গিয়ে কয়েদীর মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এক মুহূর্ত পরেই তার লৌহ কঠিন হাতে কয়েদীর ঘাড় ধরে বলল, "আমার দিকে তাকাও, দেখতো আমাকে চিনতে পার কিনা?"

কয়েদী অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই কয়েদীর চেহারা পাংশু বর্ণ ধারণ করল এবং তার জিহ্বা শুকিয়ে গেল।

সাদ বলল, "জেয়াদ! তুমি সর্বদাই কাপুরুষ ছিলে। সত্যি কথা বল। আমার সময় নষ্ট করো না।"

সাদ জোরে কয়েদীর গলায় চাপ দিলে তার চোখ বের হয়ে আসতে চাইল। সাদ তার হাত শিথিল করে বলল, "মনে হচ্ছে তুমি আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এমন সব যন্ত্র আবিস্কার করেছে যার সাহায্যে তোমার অন্তরের কথা বের করে মুখে নিয়ে আসা খুব সহজ। এ কিল্লারই একটি কামরায় একটি যন্ত্র আছে। ওটা দেখা মাত্রই তুমি চিৎকার শুরু করবে। তোমাদেরই মত কোন হৃদয়হীন মানুষ ওটা আবিষ্কার করেছিলেন বলে মনে হয়।

আমি প্রথমে এ দূর্গে এসে ওটাকে অকেজো বস্তু মনে করে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। পরে ভাবলাম যে, ঐ যন্ত্র আবিস্কারকদের সমগোত্রীয় কোন লোক যদি আসে তবে ওটা কাজে লাগানো যাবে। এখন তুমি এসে গেছ। বহু নিরপরাধ লোককে নিপীড়ন যন্ত্রে আটক করে অবশ্যই নির্যাতন করেছ। অপরাধী বোবা বনে গেলে কি করে তার মুখ খুলতে হয়, তা তোমাকে বলে দিতে হবেনা নিশ্চয়ই।"

সাদের ইঙ্গিতে কয়েকজন সিপাহী কয়েদীদের একটি কামরায় নিয়ে গেল। কামরার দরজায় গিয়ে জেয়াদ চেঁচিয়ে বলল, "আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি ইছাবেলার সুলতানের কর্মচারী। আপনি মনে করেন না যে আমার খবর এ কিল্লার বাইরে পৌছবে না। আমার একজন সঙ্গী এতক্ষণে নিশ্চয়ই হিসনল্লায়েত পৌছে গেছে।

আমার খবর পেয়ে সুলতান নিষ্ক্রিয় বসে থাকবেন না। আমাকে গ্রেফতার করার আপরাধে ঐ গ্রামের সব লোককে হত্যা করা হবে। আর তিনি যদি জানতে পারেন যে,

www.pathagar.com

আপনি আমার হন্তা, তাহলে আপনাকেও ক্ষমা করা হবে না। আর সুলতান মুতামিদ যদি নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেন, তাহলে আমীর ইউসুফও তা মেনে নেবেন।"

সাদ সিপাইদের হুকুম দিলেন, "কয়েদীকে পেষণ যন্ত্রে আটকে দাও।"

সিপাইগণ জেয়াদের পায়ে শিকল পরিয়ে দিল। তার পা দুখানা ঘরের মেঝেয় প্রোথিত করে পেষণযন্ত্রের ওপর শুইয়ে দিয়ে হাত দুখানা কাঠের চাকার সঙ্গে বেঁধে দিল। সাদ সোজাসুজি আঘাত করা ও আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত ছিল। এ ধরণের নির্যাতনের দৃশ্য তার চোখে সহ্য হচ্ছিল না। সে অত্যন্ত যন্ত্রণা কাতর মন নিয়ে দরজা থেকে জেয়াদের চিৎকার শুনছিল।

একজন সিপাই বের হয়ে এসে বলল, "আমরা হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

"আমি আসছি।" একথা বলে সাদ তার সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি চারটি ঘোড়া প্রস্তুত রাখুন। এক্ষুণি হয়ত আমাকে আমীরের নিকট যেতে হবে।"

সাদ কামরায় প্রবেশ করল। জেয়াদ তাকে দেখা মাত্রই নিরব হয়ে গেল। সাদ হাতের ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে একজন সিপাই চাকা ঘুরাতে শুরু করল। কাঠের চরকা থেকে চড় চড় করে শব্দ বের হয়ে এল। জেয়াদ চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!"

সাদ বলল, "জেয়াদ, এখন তুমি কাঠের চড় চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছ। অল্প সময় পরেই তোমার হাড্ডী থেকে এরূপ শব্দ বের হবে। এখনো সময় আছে। ইচ্ছা করলে তুমি নিজের জীবন রক্ষা করতে পার। অন্যথায় আমি নিজের কানে আঙ্গুল চেপে ধরব। তোমার চিৎকার আমার মনে দয়ার উদ্রেক করতে পারবে না।"

দ্বিতীয় কয়েদীকে লক্ষ্য করে সাদ বলল, "তুমিও তৈরী হয়ে যাও। জেয়াদের পরই তোমার পালা। তোমার অপরাধের চিহ্ন তোমার চেহারাতেই ফুটে উঠেছে।"

কয়েদী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমি ভ্যালেন্সিয়া থেকে আসছি। কোন অপরাধ করিনি।"

"তুমি কোথা থেকে আসছ তা এখনি জানা যাবে।"

জেয়াদ যন্ত্রণায় কাতরিয়ে উঠে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কিছুই করিনি। সামান্য একজন কর্মচারী। শুধু তার হুকুম পালন করেছি। ছেড়ে দাও, আমি সব কথা বলে দিচ্ছি।"

সাদের ইঙ্গিতে সিপাইগণ পেষণ যন্ত্রের চাকাটি উলটো দিকে ঘুরিয়ে দিল। জেয়াদের যন্ত্রণা কিছু কমে গেল। সাদ বলল, "হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বল। এটাই তোমার শেষ সুযোগ।"

"আপনি আমাকে হত্যা করবেন না বলে ওয়াদা করছেন?" জেয়াদ মিনতির সুরে বলল।

"আমি তোমার সঙ্গে কোন ওয়াদা করছি না।"

"আমি যদি আপনাকে এমন কোন বিপর্দের খবর জানাই–যা আপনি কখনো ধারণা করতে পারেননি, তাহলে?"

www.pathagar.com

সাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। ঠিক এ সময় তার সহকারী সালার হন্তদন্ত হয়ে কামরায় প্রবেশ করল। সঙ্গে একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

সহকারী সালার বিনা ভূমিকাতেই বলতে শুরু করল, "ইনি ঐ গ্রামের সরদার। কয়েদীদের নিহত সঙ্গীর দেহ তল্লাশী করে তিনি একটি কাগজ পেয়েছেন।"

সাদ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় সে কাগজ?"

সরদার জেব থেকে একটি কাগজ সাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, "স্বেচ্ছাসেনাগণ কয়েদীদের নিয়ে আপনার নিকট রওয়ানা হয়ে যাবার পর আমি তাদের আহত সঙ্গীর দেহ তল্লাশী করি। কিন্তু কোন আপত্তিকর কাগজ পত্র পাওয়া যায়নি। তারপর আমার খেয়াল হল, নিহত ব্যক্তিরও দেহ তল্লাশী হওয়া দরকার। তার জেব থেকে এ কাগজ খানা বের হল। ওটা পড়া মাত্রই আপনার নিকট পৌঁছানো জরুরী মনে করলাম। প্রথমে আমীর ইউসুফের নিকট নিয়ে যাবার বিষয় চিন্তা করেছিলাম। পরে ভাবলাম, হয়ত তাঁর কাছে পৌঁছা আমার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।"

সাদ সরদারের কথা শুনতে পাচ্ছিলনা। মনোযোগের সঙ্গে মশালের নিকট দাঁড়িয়ে কাগজের লেখা পড়ছিল এবং প্রতি মুহূর্তে তার চেহারার রং পরিবর্তিত হচ্ছিল। এটা ছিল কাষ্টালার বাদশাহ আলফানসূর সাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র। ঘোষণাপত্রটি নিম্নরূপ ছিল।

"লিউ আরাগন, আননেভার, আহচুরিয়া, এবং জালিকার মহামান্য আমীরগণ এবং ভ্যালেন্সিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষক সিড কম্বিটোরের সমর্থনে আমি ঘোষণা করছি যে, স্পেনের মুসলমান বাদশাহগণ আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার বাস্তব প্রমাণ দান করলে আমি তাদের আজাদী ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে হস্তক্ষেপ করব না। আমি অনুভব করছি যে, আফ্রিকার হানাদার বাহিনী বন্ধুত্বের মুখোশ পরে স্পেনের মুসলমানদের আজাদী হরণ করার চেষ্টা করছে। স্পেনে তাদের শাসন ক্ষমতা মজবুত হয়ে গেলে তারা মুসলমান শাসনকর্তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করতে প্রয়াস পাবে। এ জন্য আমি মনে করি, আমাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ভুলে গিয়ে বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমি শপথ করে ঘোষণা করছি যে, স্পেনের বাদশাহগণ নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য একতাবদ্ধ হলে, আমিও আমার সকল মিত্রগণ তাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি। একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তির শর্তাবলী নির্ণয় করার জন্য আমি সীমান্ত এলাকায় স্পেনের বাদশাহ গণের সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক। হিসনুল্লায়েত সম্পর্কে আমি প্রতিনিধিগণ মারফত আমার প্রস্তাব পেশ করেছি।"

সাদ এ ঘোষণাটি পড়ে জেয়াদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন তো তুমি আমাকে কোন অচিন্তনীয় বিপদের খবর দিতে পারছ না। কিন্তু তুমি যদি আমার সময় নষ্ট না করে সকল প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দাও, তাহলে আমি তোমার জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে রাজী আছি। তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে আটক থাকবে। তারপর আমীর

www.pathagar.com

ইউসুফ বিন তাশফীনের নিকট তোমার বিষয়টি পেশ করা হবে।"

জেয়াদ বলল, "আমি আপনার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত।"

সাদ বলল, "তোমাদের যে নিহত সঙ্গীর নিকট এ ঘোষনা পত্র পাওয়া গেল, তার পরিচয় কি?"

"সে শাহজাদা রশীদের বিশেষ উপদেষ্টা ছিল।"

"তোমরা আলফানসুর সঙ্গে কোথায় দেখা করেছিলে?"

"ভ্যালেন্সিয়ার পশ্চিম সীমান্তের একটি কিল্লায় আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল।"

"তোমার এ সাক্ষীটির পরিচয় কি?"

"ইনি মালাগার আমীরের প্রতিনিধি।"

"তোমাদের দলের নেতা কে?"

"শাহাজাদা রশীদ।"

"সে পালিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ"

"আর গ্রামের সরদারের নিকট আটক আহত ব্যক্তিটি কে?"

"ইনি গ্রানাডার আমীরের প্রতিনিধি।"

"এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে কে কে জড়িত?"

"প্রায় সকল রাজ্যের শাসকগণই এ ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন। কিন্তু যে বৈঠকে আলফানসুর নিকট প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সে বৈঠকে আলমেরিয়া, মার্সিয়া ও বাতালিউসের কোন প্রতিনিধি যোগদান করেনি। তবে আমরা ভাল ভাবেই জানি যে, আমীর ইউসুফের উত্তর শোনার পর তারাও পুর্ণ রূপেই বিক্ষুদ্ধ।"

"তোমরা খন্ডরাজ্য শাসকদের পক্ষ থেকে আলফানসুর নিকট মিত্রতার প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ"

"হিসনুল্লায়েত সম্পর্কে আলফানসু কি কি প্রস্তাব দিয়েছিল?"

তিনি এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, মুরাবিতীনের সৈন্য বাহিনী স্পেন ত্যাগ করলে তিনি এ কিল্লাটি থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করবেন। যদি খন্ডরাজ্যের শাসকগণ সরাসরি মুরাবিতীনের বিরোধিতা করার সাহস না পান তাহলেও তারা যেন কিল্লার ওপর আমীর ইউসুফের সাঁড়াশী আক্রমণের সময় নিজেদের সৈন্য হটিয়ে নিয়ে যান।"

সাদ তার সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি। তারা শুক্রবার শেষ বেলা আক্রমন করার সিদ্ধান্ত করেছিল। এখন আমি উড়ে গেলেও সময়মত সেখানে পৌছার কোন সম্ভাবনা নেই। এতক্ষণে শাহজাদা রশীদ খন্ডরাজ্যের শাসকদের নিকট আলফানসুর প্রস্তাব পৌছে দিয়েছে এবং আমি পৌছার আগেই যুদ্ধ চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

www.pathagar.com

যদি খন্ডরাজ্যের শাসকগণ বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে পূর্ণ যুদ্ধ চলাকালে তাদের সৈন্য হটিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের সৈন্যগণ এক ভয়ানক বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন হবে। দুশমন আমাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে। যদি শত্রু সৈন্যদের কিছু অংশ কিল্লা থেকে পূর্ব অথবা উত্তর দিকে বের হয়ে পশ্চাত দিক থেকে আক্রমণ করে তাহলে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

তুমি সকল ফাঁড়িতে আদেশ দিয়ে দাও যেন, সকল সৈন্য হিসনুল্লায়েত পৌছে যায়। সেখানে আমাদের যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক সৈন্য দরকার। আমি এখন শুধু চারজন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। কারণ কিল্লার প্রতিরক্ষার জন্য যে সৈন্য রয়েছে তার সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।"

সহকারী সালার বলল, "আপনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাবেন। যারা পালিয়ে গেছে তাদের নিকট খবর পেয়ে আটক লোকদের উদ্ধার করার জন্য খন্ডরাজ্যের শাসকগণ সৈন্য পাঠাতে পারে। তারা এ ঘোষণা পত্র পুনরায় হস্তগত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।"

সাদ বলল, "পথে যদি আমি বিপদগ্রস্ত হই, তাহলে একজন সিপাই এ ঘোষণা পত্র নিয়ে তোমার নিকট ফিরে আসবে। তারপর এটা আমীর ইউসুফের নিকট পৌছে দেয়া তোমার দায়িত্ব। কাগজের এ টুকরোটুকুতে স্পেনের তকদীর লিখিত রয়েছে। কয়েদীদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং এখান থেকে যে সৈন্যদল হিসনুল্লায়েত যাবে, তাদের সঙ্গে কয়েদীদেরও পাঠিয়ে দেবে।"

সাদ কামরা থেকে বের হয়ে এল। ওদিকে জেয়াদ চেঁচিয়ে বলল, "আমি আরো একটি জরুরী কথা বলতে চাই।"

সাদ ফিরে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ, শীঘ্রই বল।"

"আলফানস্ বলেছিলেন যে, খন্ডরাজ্যের শাসকগণ যদি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাহলে সে চার দিনের মধ্যেই পনর হাজার সৈন্য নিয়ে হিসনুল্লায়েত পৌছে যাবে। তার সৈন্যগণ ভ্যালেন্সিয়ার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে এখান থেকে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দুরে অবস্থান করছে।"

সাদ বের হয়ে যেতে যেতে আলমাসকে বলল, "চাচা আলমাস, এ কিল্লা খুবই বিপদের সম্মুখীন। এ জন্য তুমি মায়মুনাকে সঙ্গে নিযে হিসনুল্লায়েত পৌছে যাবে। কাল সকালে বাইরের ফাঁড়ি গুলো থেকে যে সব সৈন্য রওয়ানা হবে তুমিও তাদের সঙ্গেই চলে এসো।"

www.pathagar.com

২

সাদ সংকীর্ণ ও বন্ধুর পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে হিসনুল্লায়েত অভিমুখে যাচ্ছিল। ভোরের আলো আত্মপ্রকাশ করার আগেই সে পথের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে এসেছিল। একটি টিলা পার হয়ে নিকটস্থ উপত্যকায় নেমে যাবার সময় সাদ হঠাত তার ঘোড়া থামিয়ে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, "একটু সতর্ক হয়ে চল। সামনের পুলে আমি কোন প্রহরী দেখতে পাচ্ছিনা। অথচ এখানে সব সময় দুজন প্রহরী রাখার জন্য আমি আদেশ দিয়ে রেখেছি।"

একজন সঙ্গী বলল, "এখন ভোর হয়ে গেছে। হয়ত প্রহরীগণ ফাঁড়িতে চলে গিয়ে থাকবে।"

দ্বিতীয় সঙ্গী বলল, "ঝোপের আড়াল থেকে তিনজন অশ্বারোহী বের হয়ে পুলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।"

সাদ ঘোড়ার পেটে জানুর চাপ দিল। কিন্তু পুল থেকে কয়েক গজ দূরেই তিনজন সিপাই তাদের সামনে বর্শা উঁচু করে দাঁড়িয়ে গেল। সাদ তাদেরকে নিজের প্রহরীই মনে করেছিল। সে ঘোড়া থামিয়ে গর্জন করে বলল, "তোমাদের চোখ নেই? আমাকেও চিনতে পারছনা?"

বর্শাধারীদের একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

সাদের সঙ্গী একজন সিপাই এগিয়ে এসে বার্বারী ভাষায় বলল, "এরা আমাদের লোক নয় বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবত তারা আমাদের ফাঁড়ি দখল করে নিয়েছে। আপনি সতর্ক থাকবেন।"

সাদ সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলল, "আমার রাস্তা বন্ধ করার তোমাদের কোন অধিকার নেই।"

এক সিপাই জবাবে বলল, "আমাদের সালার না আসা পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে।"

"তোমাদের সালার কে?"

"আমরা এ প্রশ্নের জবাব দানে অক্ষম।"

সাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কাঠের পুলে হঠাত রক্ত চিহ্ন দেখতে পেল। জেব থেকে কাগজ খানা বের করে সঙ্গী একজন অশ্বারোহীকে দিয়ে বার্বারী ভাষায় বলল, "তুমি ফিরে চলে যাও। মনে হচ্ছে আমাদের পথে ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো হয়েছে। কিল্লায় পৌছেই তুমি এটি সালারের হাতে দেবে।"

পথ রোধকারী অশ্বারোহীদের একজন জিজ্ঞেস করল, "ওটা কি?"

"আমরা সকল প্রশ্নের উত্তর দিইনা" বলতে বলতে সাদ ক্ষিপ্র গতিতে খাপ থেকে তরবারী বের করল এবং ঘোড়ার পিঠে জানুর চাপ দিয়ে চোখের নিমেষে এক আঘাতে প্রতিপক্ষ সিপাইর বর্শাটিকে দিখন্ডিত করে দিল এবং দ্বিতীয় আঘাতে তাকে হত্যা করল। ততক্ষণে ঘোষণা পত্র বাহক সিপাই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে তীব্র বেগে রওয়ানা হয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। অবশিষ্ট দুজন সঙ্গী পুলের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রহরীদের ওপর হামলা করে দিয়েছিল।

লড়াই চলছিল। ওদিকে পুলের নিকটবর্তী ঝোপ থেকে কয়েকটি তীর ছুটে এল। একটি তীর সাদের গর্দান স্পর্শ করে চলে গেল এবং অপরটি তাঁর পাঁজরে বিঁধে গেল। সাদের একজন সঙ্গী বাধাদানকারী অশ্বারোহীদের একজনকে বর্শার আঘাতে আহত করে ধাক্কা মেরে নদীতে নিক্ষেপ করল। তৃতীয় বাধাদানকারী সাদের তরবারীর ঘায়ে আহত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ঐ সময় ঝোপের আড়াল থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীরের আঘাতে সাদের একজন সঙ্গী আহত হল। পুল পার হয়ে যাবার সময় অপর একটি তীরের আঘাতে সাদের একখানা পা আহত হয়ে যায়।

নদী পার হবার পর সাদ ও তার সঙ্গীগণ একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ার দিকে যাচ্ছিল। সাদের পায়ের আঘাত গভীর ছিল না। ঘোড়ার ওপর বসে বসেই সে তীরটি বের করে ফেলল। কিন্তু পাঁজরে বিদ্ধ তীর টেনে বের করার সময় কিছুক্ষণের জন্য তার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। তবু সাদ ঘোড়ার গতি হ্রাস না করেই তীরটি বের করে নিয়ে নিজের তূনে রেখে দিল।

আঁকা বাঁকা পথ ধরে পাহাড়টির অপর পাশে পৌছে তারা একটি প্রশস্ত উপত্যকায় নেমে গেল। উপত্যকার একটি ঘাঁটি থেকে তাদের ঘোড়া বদলী করে নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রায় এক মাইল দূরে অশ্বারোহীদের একটি দলকে ঐ ঘাঁটি থেকে বের হয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখা গেল।

সাদ নিরাশ হয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকাল এবং বলল, "আমাদের এ পথ ছেড়ে দিয়ে বাম দিকে জংগলের দিকে যাওয়া উচিত। যদি আমরা ঐ অশ্বারোহীদের দ্বারা ঘেরাও হবার আগে জংগলে প্রবেশ না করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন রক্ষা পাবে না।"

সাদের একজন সঙ্গী উৎকর্ণ হয়ে বলল, "শুনুন, পেঁছনে কে যেন আসছে।"

সাদ ঘোড়া থামিয়ে পেছন থেকে দুটি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। সে বলল, "পুল দখল কারীদের দুজন সঙ্গী আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আসছে বলে মনে হয়। এরা যদি.সামনে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের বিপদ বৃদ্ধি পাবে। তোমরা জংগলে প্রবেশ কর। আমি ওদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছি।" সঙ্গীদ্বয় বলল, "আপনি আহত। আপনাকে রেখে আমরা যেতে পারি না।"

সাদ বলল, "এটা আমার হুকুম। আমি আহত বলেই পেছনে থাকতে চাই।"

সাদের সঙ্গীগণ একটি বিপদজনক ঢালু স্থানের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং পাহাড়ী পথ ছেড়ে একটি ঝোপের আড়ালে এসে দাঁড়াল।

অশ্বারোহী দুজন সামনে আসা মাত্রই তারা তীর ছুড়ে একজনকে ধরাশয়ী করল। দ্বিতীয় অশ্বারোহী তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই সাদের নিক্ষিপ্ত তীর তাকেও

www.pathagar.com

ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দিল।

সাদ ঘোড়া থেকে নেমে তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে রাস্তার ওপর একটি চিহ্ন একে দিল এবং নিকটবর্তী একটি গাছের ডাল কেটে ঐখানে রেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেল। প্রায় পঞ্চাশ গজ দুরে গিয়ে একটি গাছে নিজের খঞ্জরটি বিদ্ধ করে রেখে দিল এবং তার পর পাথর ও গাছের আড়াল ধরে পাহাড় থেকে নীচে নামতে শুরু করল।

পর্বত গাত্র ভয়ানক ভাবে ঢালু। ঘোড়ার পা ফসকে গেলে বহু নিম্নে গড়িয়ে পড়তে হবে। অল্প কিছু দূর যাবার পর ঢালু স্থানটি একটি নালায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সাদের সঙ্গীগণ প্রায় তিনশ গজ এগিয়ে গিয়েছিল। নালার উঁচু পাড় তাকে দুশমনের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখে ছিল। তবু সাদের জানা ছিল যে, নালা পার হয়ে সামনের জংগলময় পাহাড়ে উঠতে শুরু করলে দুশমন তাকে দেখে ফেলবে।

নালা থেকে বের হয়ে সাদ দেখতে পেল তার একজন সঙ্গী অতি ক্ষিপ্রগতিতে জংগলের দিকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সঙ্গীটির গতি ক্রমেই যেন কমে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে বামদিক থেকে প্রায় অর্ধমাইল দুরে আটজন অশ্বারোহীকে সাদের সঙ্গীদ্বয়ের পিছনে ধাওয়া করতে দেখা গেল।

সাদ তাড়াতাড়ি তার ঘোড়াটিকে একটি টিলার আড়ালে নিয়ে গেল। অশ্বারোহীগণ টিলার নিকটে পৌছলে সাদ তীর নিক্ষেপ করে পেছনের দুজন অশ্বারোহীকে হত্যা করল এবং দ্রুত গতিতে ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে ঘোড়ার ওপর থেকেই দুবার তীর ছুড়ে আরো একজনকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলল। ততক্ষণে দুজন অশ্বারোহী ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সাদকে আক্রমণ করল। সাদ তাদের একজনকে বর্শার আঘাতে আহত করল এবং ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে দিয়ে তীব্র গতিতে তরবারী কোষ মুক্ত করল এবং অপর অশ্বারোহীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আক্রমণকারী সাদকে বর্শার আঘাত করলে সাদ একদিকে কাত হয়ে ঘোড়ার পিঠে জানুর চাপ দিল এবং অপর পক্ষকে তরবারীর আঘাত করল। বর্শার আঘাত তার পাজর স্পর্শ করে ফসকে গেল। কিন্তু সাদের তরবারী বিপক্ষের পেট বিদ্ধ করল।

শত্রুদের যে সৈন্যটি তীরের আঘাতে আহত হয়েছিল সে কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নিচে নেমে ধনুকে তীর সংযোজন করল এবং মাটিতে শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

যে তিন জন অশ্বারোহী সাদের সঙ্গীগণের পেছনে ধাওয়া করছিল তারা হঠাত ঘুরে এল। সঙ্গে সঙ্গেই সাদ তরবারিটি খাপে বন্ধ করে তীর ধনুক নিয়ে তৈরী হয়ে গেল। সাদের একজন সঙ্গী জংগলের নিকট পৌছে গিয়েছিল। অপর সঙ্গী যখন দেখতে পেল যে তার পেছনে ধাওয়া কারী অশ্বারোহীগণ সাদের দিকে ফিরে যাচ্ছে তখন সেও নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল। আক্রমণ কারীদের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সে একের পর তিনবার তীর নিক্ষেপ করল।

www.pathagar.com

আক্রমণ কারীদের একজন আহত হয়ে পেছনের দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু বারবার অশ্বারোহীর হাতে তীর ধনুক খুবই বিপদজনক মনে করে একদিকে পালিয়ে গেল। বাকী দুজন অশ্বারোহী সাদের প্রায় ত্রিশ কদম দুরে থাকা কালেই সাদ তীর নিক্ষেপ করল। তার তীর ঠিক লক্ষ্য ভেদ করল। এবং তৃতীয় অশ্বারোহী নিজেকে সাদ ও বার্বারী অশ্বারোহীর যুগপদ আক্রমণের লক্ষ্য ভেবে পালিয়ে গেল। সাদ বারবার সিপাইকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার সঙ্গী কোথায় সাদিক?"

সাদিক নিকটে এসে বলল, "সঙ্গী চলে গেছে। তার জন্য আর চিন্তা করবেন না। ইনশাল্লাহ সে পৌছে যাবে। এদিকে দেখুন, ওরা আসছে।"

সাদ পেছন ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকাল। চল্লিশ পঞ্চাশ জন ঘোড়সওয়ার পাহাড় থেকে নেমে দ্রুত তাদের দিকে আসছিল। সাদ তাড়াতাড়ি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু নিকটস্থ একটি পাহাড়ের আড়ালে থেকে শন্ শন্ করে একটি তীর এসে সাদের কোমরে বিদ্ধ হয়ে গেল। বারবারী সিপাই ঘোড়া চালিয়ে পাথরটির দিকে এগিয়ে গেল। তীরন্দাজ পাথরের আড়ালে থেকে আরো একটি তীর নিক্ষেপ করল কিন্তু বারবার সিপাই হঠাত মাথা নুইয়ে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করল। তীরন্দাজ পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে একটি ঘোড়ার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বারবারীর নিক্ষিপ্ত তীরের ঘায়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। বারবারী সিপাই সাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হল এবং দুজনেই জংগলের দিকে রওয়ানা হল। তাদের উভয়েরই ঘোড়া অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং ধাওয়া কারীগণ দ্রুত নিকটতর হচ্ছিল।

৩

জংগলে প্রবেশ করার সময় সাদের ঘোড়াটি মাটিতে পড়ে মরে গেল। বারবারী সিপাই নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে সাদের দিকে এগিয়ে এল। সাদ বলল, "সাদিক, ভুল করো না, তোমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত পালিয়ে যাও। ওরা ছুটে আসছে। আমি বেশীক্ষণ তোমার সঙ্গে চলতে পারব না।"

সাদিক বলল, "আমার ঘোড়াও আর চলতে পারছেনা। সামনে টিলা। আমরা যদি সামনের পাহাড়টাতে সোজা উপরের দিকে যাই তাহলে ধাওয়া কারীগণ ঘোড়া থেকে না নেমে এগুতে পারবে না।"

সাদ সাহসে ভর করে ঢালু পথ ছেড়ে খাড়া পথে পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করলো। শত্রুগণ সাদের দুশো গজ দূরে এসে গেল। পর্বত শীর্ষের প্রায় ২০গজ নীচে সাদ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটি পাথরের ওপর বসে গেল। তার শরীরে মোটেই শক্তি ছিল না। অবস্থা দেখে সাদিক ফিরে এল এবং সাদের হাত ধরে উঠানোর চেষ্টা করে বলল, "পাহাড়টির শেষ চূড়ায়

www.pathagar.com

পৌঁছে আমরা আমাদের শেষ মোর্চা তৈরী করব। আমাদের তূন এখনো তীরে ভর্তি আছে। সাহস হারানোর কোন কারণ নেই।"

সাদ দাঁড়াল কিন্তু তার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গেল। বারবারী বলল, " আপনি চূড়ার দিকে যেতে থাকুন। আমি ওদের বাধা দিচ্ছি।"

সাদ ভগ্ন স্বরে বলল, "সাদিক, আমার জন্য নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করো না।"

"আমরা উভয়ই বিপদগ্রস্ত। আপনাকে ছেড়ে দিয়েও একা আমার পক্ষে এত গুলো আক্রমণ কারীর হাত থেকে জীবন বাঁচানো সম্ভব হবে না।" বলতে বলতে বারবারী সাদের কোমরে হাত দিয়ে ধরে তাকে উপরের দিকে নিয়ে চলল।

সাদিকের সঙ্গে চলতে চলতে সাদ বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি নিজে নিজেই চলতে পারবো। ওরা খুব নিকটে এসে গেছে।"

সাদিক একটি পাথরের আড়ালে বসে গেল। চূড়ার নিকটে কয়েকগজ খুব কষ্টকর জায়গা ছিল। সাদ তার ধনুকটি গলায় ঝুলিয়ে হাত ও পায়ের সাহায্য নিয়ে অতিকষ্টে বুকের ওপর ভর করে ওপর দিকে যেতে থাকে। উপরে উঠে যাবার পর আবার তার মাথা ঘুরতে থাকে। সাদ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে রইল। ওদিকে কয়েকজন ধাওয়াকারী সাদিকের নিকট এসে যায়। পাথরের আড়ালে বসে সাদিক কয়েকটি তীর নিক্ষেপ করল। তিন জন আহত হয়ে পড়ে গেল। একজন পা ফসকে অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ল। বাকী লোক ভীত হয়ে পাথর ও ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিল।

সাদিক পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে দ্রুত চূড়ার দিকে যেতে শুরু করে। ধাওয়া কারীদের মধ্যে একজন চেঁচিয় বলল, "এখন থেকে যদি তোমাদের কেউ পেছনে হটে যায় তাহলে তার মৃত্যুদন্ড হবে।"

পূনরায় কয়েকজন তীর ছুড়তে ছুড়তে চূড়ার দিকে রওয়ানা হল। কিন্তু সাদিক ততক্ষণে চূড়ায় পৌঁছে গেছে। সাদের নিকটে একটি পাথরের আড়ালে বসে সাদিক একটি তীর নিক্ষেপ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাদকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন আছেন?"

সাদ গলা থেকে ধনুক খুলে নিয়ে বলল, "আমি ভালই আছি।"

ওদিকে আটদশজন লোক হৈ চৈ করে চূড়ার দিকে এগিয়ে আসছিল। সাদ ও তার সঙ্গী তীর নিক্ষেপ করে পাঁচজন ধাওয়া কারীকে মারল। বাকী লোকজন তীরের বেগে পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেল।

সাদিক কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে সাদের দিকে তাকাল এবং বলল, "যদি অনুমতি দেন আপনার শরীর থেকে তীর খুলে দিতে পারি।"

"না এটা অনেক গভীর ভাবে বিঁধেছে। আমি নিজেও খুলতে চেষ্টা করছিলাম।"

সাদিক বলল, "মোনাফিকরা সর্বদাই ভীরু। দেখুন কি ভাবে এরা পালাচ্ছে। আমরা যদি আরো কিছুক্ষণ ওদের মোকাবেলা করি তাহলে সম্ভবত আমাদের কিল্লার সৈন্য এসে

www.pathagar.com

পৌছে যাবে।"

"আমি ওদের জন্য পথে চিহ্ন রেখে এসেছি। তোমার তূনে কতটি তীর আছে?"

"প্রায় চল্লিশটি হবে।"

"আমার তূনেও প্রায় এতগুলিই তীর আছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন একটি তীর ব্যর্থ না যায়।"

পিছনের দিকে একটি বড় খাদ থাকায় পাহাড়ের এ চূড়াটি পশ্চাত দিকের সব পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। সাদ উঠে চারদিকে তাকিয়ে বলল, " আমরা পেছন দিক থেকে নিরাপদ আছি। শুধু সামনে ও ডানে-বামে নজর রাখতে হবে।"

সাদ আবার ঝিমাতে শুরু করে। সাদিক বলল, "হুশিয়ার, ওরা এখন তিন দিক থেকে সুসংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসছে।"

সাদ ধনুকে তীর সংযোজন করে তিন দিকে তাকাল, আক্রমণ কারীদল পাথর ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে আসছিল। কে একজন উচ্চস্বরে বলল, "এখন লড়াই করে কোন লাভ নেই। আমরা তোমাদের সম্পূর্ন রূপে ঘিরে ফেলিছে। আত্মসমর্পণ কর। তাহলে জীবন রক্ষা পেতে পারে।"

সাদ ও সমান উচ্চস্বরে বলল, "আমার তূনে চল্লিশটি এবং আমার সঙ্গীর তূনেও সমসংখ্যক তীর আছে। আর তোমাদের আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, আমাদের একটি তীর ব্যর্থ যাবে না।"

পাহাড় ঘেরাও কারীদের সালার বলল, "তোমরা কত সময় পর্যন্ত লড়বে। বাইরে থেকে তোমাদের কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। এ পাহাড়ের ওপর ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে অবশেষে তোমরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হবে। তোমাদের আমি শেষ বারের মত চিন্তা করার সুযোগ দিচ্ছি।"

"সাদ বলল, "আমাদের চিন্তা করার সুযোগ দেয়ার পরিবর্তে তোমরা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা কর। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কয়েক ফোটা রক্ত বিশ্বাসঘাতকদের শেষ দিন ডেকে নিয়ে আসবে। তোমরা যদি শাহজাদা রশীদের লোক হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের জানা উচিত যে, সে আল্রফানসুর হাতে স্পেনীয় মুসলমানদের বিক্রি করে দিয়েছে। আমীর ইউসুফও সম্ভবত এতক্ষণে এ খবর জানতে পেরেছেন।"

সালার পাথরের আড়ালে থেকে বের হয়ে বলল, "যদি আমীর ইউসুফ এখানো জীবিত থাকেন, তাহলে এতক্ষণে হিসনুল্লায়েত থেকে অবরোধ উঠিয়ে এক মনজিল দূরে চলে গেছেন।"

সাদ জবাব দেয়ার পরিবর্তে তীর নিক্ষেপ করল। সালারের হাত আহত হলে সে পুনরায় পাথরের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণ কারীদের একজনও নড়াচড়া করেনি। তীরের শন্‌শন্‌ ও

www.pathagar.com

ঝনঝনানির চেয়েও এ নিরবতা সাদের নিকট অধিকতর অসহনীয় মনে হচ্ছিল। আঘাতের ব্যথায় অস্থির হয়ে সাদ মাঝে মধ্যে পাথরের ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছিল। আবার ঘাড় উঁচু করে এদিক সেদিক দেখছিল। চোখের সামনে অন্ধকার দেখা গেলে আবার মাথা নীচে রেখে শুয়ে পড়ছিল। মাত্র আশার একটু খানি ঝিলিক তাকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে উৎসাহ যোগাচ্ছিল।

তার অন্তর থেকে একটি দুর্বল সুর যেন বলছিল, "কিল্লা থেকে আমাদের সাহায্যের জন্য নিশ্চয়ই লোক আসবে। তারা বেশী দুরে নয়। এতক্ষণে তারা অমুক নদী ও অমুক পাহাড় অতিক্রম করছে। এখনো আমার মৃত্যুর সময় আসেনি। আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। হিসনুল্লায়েতের কিল্লায় ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিতে, মায়মুনাকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাবার জন্যে, আর বছরের পর বছর ধরে কর্দোভার একটি পরিত্যক্ত বাড়ীকে আবাদ করার জন্য আমাকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। এখনো আমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। আমি আজও আমার জীবনের রঙিন স্বপ্ন গুলোর তাবির দেখতে পাইনি। তবু যদি আমার শেষ সময় এসেই থাকে, তাহলে যতক্ষণ আমার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত স্রোত বইবে, ততক্ষণ আমি দুশমনের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো।

এ সব চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিত। সাদ আবার উঠে বসত।

হঠাত সাদিক উত্তরের পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বলল, "ওই দেখুন, তারা এসে গেছে।"

দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের একটি দলকে পাহাড় থেকে উপত্যকায় নামতে দেখা গেল। সাদের মনে নতুন করে আশার আলো জ্বলে উঠল। সে বলল, "সাদিক, কাপুরুষদের হাতে আমাদের মৃত্যু আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন নি। এরা আমাদেরই লোক। তারা দুশমনদের দেখতে পেয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।"

ডান দিক থেকে যেন পাথরের আড়ালে কেউ নড়ে উঠল। সাদিক উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলল, "হুশিয়ার, ওরা এদিক থেকে হামলা করতে প্রস্তুত হচ্ছে।"

সাদ বুকের ওপর ভর করে কিছুদূর এগিয়ে গেল এবং নীচে ঝুকে কয়েকজন লোককে হামাগুড়ি দিয়ে উপরের দিকে আসতে দেখতে পেলে। সাদ ও সাদিক তীরের আঘাতে দুজনকে আহত করল। বাকী লোক গুলো আবার পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করল।

"আপনি এদিকে খেয়াল রাখুন আমি অপর দিকটা দেখে আসি।" সাদিক একথা বলে বাম দিকে ঝুকে কয়েক জন লোককে হামাগুড়ি দিয়ে উপরে আসার চেষ্টা করতে দেখতে পেল। সাদিক তীর মেরে ওদের থামিয়ে দিল। হঠাত দেখতে পাওয়া গেল হামলাকারীগণ তিন দিক দিয়ে এক সঙ্গে উপরে আসার জন্য অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এগুচ্ছে। সাদ ও সাদিক এমন জায়গা নির্বাচন করে বসল, যেন তিন দিকেই তীর চালানো যায়।

সাদ তীর চালাতে চালাতে উপত্যকার ভিতর দিয়ে আগত ঘোড়সওয়ারদের দিকে

www.pathagar.com

তাকাচ্ছিল। আর তার উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল। ডান দিক থেকে হঠাৎ সাতজন লোককে চূড়ায় উঠে আসতে দেখা গেল। তারা সেখানে পৌঁছা মাত্রই হামলা করে দিল। সাদ তাদের দুজনকে তীর মেরে ঘায়েল করল। কিন্তু তিন জন তার কাছে এগিয়ে এল। একজন সাদকে তরবারী হাতে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে সাদের তীর তার বুক ভেদ করে গেল। বিকট চিৎকার করে সে পড়ে গেল। সাদিক ধনুক রেখে তরবারী হাতে নিল এবং পেছনে আগমনকারী দুজনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল।

প্রথম আঘাতেই সে একজন কে ধরাশায়ী করে দ্বিতীয় জনের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। ততক্ষণে আরো দুজন চূড়ায় পৌঁছে গেল। সাদ তরবারী হাতে তাদের ওপর আক্রমণ করল এবং ওদের কে পেছনে হটে পাহাড়ের এক কোণে সরে যেতে বাধ্য করল। তাদের একজনের কাঁধে সাদের তরবারী বসে গেল এবং সে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে পড়ে গেল।

অপর ব্যক্তির তরবারীর আঘাতে সাদের হাতের খানিকটা কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সাদের মাথা ঘুরতে শুরু করে এবং সাদ কয়েক গজ পেছনে হটে একটি পাথরের নিকট পড়ে গেল।

আক্রমণকারী দ্বিতীয় আঘাত করতে উদ্যত হল। ততক্ষণে সাদিক তার প্রতিদ্বন্দীকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সাদের আক্রমণকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিজের তরবারী দিয়ে দুশমনের তরবারীর আঘাত ঠেকিয়ে দিল। তাদের দুজনের তরবারীর মধ্যে কিছুক্ষণ ঠোকাঠোকি হল।

অবশেষে সাদিকের একটি প্রচণ্ড আঘাত দুশনের বুক চিরে ফেলল। আক্রমণ কারী দলের বাকী লোক পালাতে শুরু করল। পলায়নের সময় একজন চিৎকার করে বলছিল, "বারবারী সৈন্য এসে গেছে! পালাও, পালাও!"

প্রায় অর্ধঘন্টা পর সাদের জ্ঞান ফিরে আসার পর সাদিক তাকে বলল, "আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিজয়ী করেছেন। কিল্লার সৈন্যগণ পৌঁছে গেছে আর শত্রু পালিয়েছে।"

সাদ চোখ খুলে নীচের দিকে তাকাল। কিল্লার কয়েকজন সিপাই উপরে উঠে আসছিল। হঠাত সাদ একজনের দিকে তাঁকিয়ে থ হয়ে গেল। সৈন্যদলের আগে আগে মায়মুনা আসছিল। সাদ বলল, "সাদিক, আমি জীবিত আছি ত?"

সাদিক বলল, "আপনি জীবিত আছেন। আপনাকে জীবিত থাকতেই হবে। আপনার জীবন জাতির নিকট অত্যন্ত মূল্যবান।"

"আমার জাতি।" সাদ রুদ্ধ কণ্ঠে কণ্ঠে বলল।

তারপর চোখ বন্ধ করে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে রইল। তার চেহারায় এক বেদনাহত হাসির রেখা ফুটে ছিল।

www.pathagar.com

৪

রাত্রির শেষ প্রহরে আমীর ইউসুফ ও খন্ডরাজ্যের শাসকগণের সৈন্য বাহিনী হিসনুল্লায়েতের ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তারা দুশমনদের সকল মোর্চা দলিল মথিত করে কিল্লার প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায়। মিত্র বাহিনী সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীরের ওপর উঠে যাবার চেষ্টা করলে প্রতিপক্ষ প্রাচীরের ওপর থেকে তীর বর্ষণ করা ছাড়াও তাদের ওপর উত্তপ্ত তেল ও গন্ধক নিক্ষেপ করে।

মুরাবিতীন সৈন্য কিল্লার পশ্চিম ও দক্ষিণ উত্তর দিকে বিশেষ জোর দিচ্ছিল। আর পূর্ব দিকে খন্ডরাজ্যগুলির সৈন্যগণ এবং স্পেনের স্বেচ্ছাসেনাবাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমীর ইউসুফ তার সৈন্যদের মধ্য থেকেও ক্ষুদ্র একটি দলকে পূর্ব দিকে মোতায়েন করে দিয়েছিলেন। ইছাবেলা, মালাগা ও গ্রানাডার শাসন কর্তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সৈন্যবাহিনী ইছাবেলার সিপাহসালার পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু আক্রমণের সময় আরো কয়েকজন শাসনকর্তা ময়দান থেকে চলে যান এবং বাতলিউসের সিপাহসালার তাদের সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করেন।

কিল্লার তিন দিকে ঘোরতর যুদ্ধ চলছিল। আফ্রিকার মুজাহিদগণ শত্রুর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও অসীম সাহসিকতার সঙ্গে প্রাচীর গাত্রে সিঁড়ি লাগিয়ে ওপরে উঠার চেষ্টা করল। একদল পেছনে হটে এলে সঙ্গে সঙ্গে অপর দল এগিয়ে তার স্থান দখল করছিল। তারা সিঁড়ির সাহায্যে প্রাচীরের ওপরে উঠার চেষ্টা করলে প্রতিপক্ষরা বাঁধা দিচ্ছিল এবং তারা প্রবল বৃষ্টিপাতের মত তীর ও লৌহ ফলক বর্ষণ করছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুরাবিতীন সৈন্যদের আক্রমণের তীব্রতা ক্রমে বেড়েই যাচ্ছিল। আমীর ইউসুফ উচ্চস্বরে বলছিলেন, "বীর মুজাহিদগণ, এগিয়ে যাও! আজ তোমাদের বিজয়ের দিন।"

আমীর ইউসুফের গলার স্বর মুজাহিদগণের উৎসাহ ও প্রেরণা বহু গুণে বৃদ্ধি করল। তিনি দ্রুত বেগে কিল্লার এপাশ থেকে ওপাশে ছুটাছুটি করছিলেন এবং তার চেহারা দেখামাত্র মুজাহিদগণের দেহে নবজীবনের শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছিল। অসীম সাহসী মুজাহিদগণের মধ্য থেকে যারা প্রাচীরের নিকটে পৌছে যেত, তারা প্রাচীর রক্ষক সৈন্যদের বর্শা ও তরবারির সম্মুখীন হত। প্রাচীরের ওপর পঞ্চাশ গজ দূরে নির্মিত গম্বুজগুলো দূরতিক্রম্য ঘাঁটির কাজ করছিল। প্রাচীরের যে কোন অংশ দখল করার জন্য ওসব ঘাঁটিগুলোকে আগে দখল না করে উপায় ছিল না। বাইরে থেকে প্রাচীরের ওপরে ওঠা যেমনি দুঃসাধ্য তেমনি দুঃসাধ্য ছিল প্রাচীরের ওপরে উঠার পর এসব ঘাঁটি দখল করা।

মুরাবিতীন সৈন্যগণ কিল্লার বাইরে পাহাড়ের ওপর মিনজানিক স্থাপন করে পাথর ও

www.pathagar.com

অগ্নি গোলা নিক্ষেপ করছিল।[১] একটি ভারী পাথর কিল্লার উত্তর দিকের একটি গম্বুজে আঘাত করে তা ভেঙ্গে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুরাবিতীন বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য প্রাচীরের ওপরে পৌছে গেল। কিছুক্ষণ হাতাহাতির পর তারা কিল্লার ঐ অংশে কিছুটা জায়গায় তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত করে নিল। কিন্তু দূর্গের ভেতর থেকে নতুন একদল সৈন্য তাদের বিপক্ষে এসে দাঁড়াল। ওদিকে মুসলমান সৈন্যদের একদলও এসে গেল এবং উভয় পক্ষ সে স্থানে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হল।

৫

কিল্লার তিন দিকেই ভীষণ লড়াই চলছিল। কিন্তু পূর্ব দিকে খন্ডরাজ্যের সুলতানদের বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতা ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করছিল। আক্রমণের পূর্বে মুরাবিতীন বাহিনী ও খন্ডরাজ্য বাহিনীর পরিচালকগণের মধ্যে একটি যৌথ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছিল যে, শত্রু পক্ষের প্রতিরোধ শক্তিকে বিভক্ত করে ফেলার জন্য এক সঙ্গেই চারদিক থেকে আক্রমণ চালানো হবে এবং পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে প্রাচীর রক্ষীদের ওপর সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু স্পেনের শাসনকর্তাগণ কয়েকদিন যাবত এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আক্রমণের রাত্রে তাদের ষড়যন্ত্র এক পরিকল্পনার রূপ ধারণ করে।

শাহাজাদা রশীদ ঘটনাস্থলে পৌছেই সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, আমীর ইউসুফের বিজয়ের পর স্পেনের শাসকদের হাতে কোন ক্ষমতাই থাকবে না। তাই স্পেনের সামরিক অফিসারদেরকে গোপনভাবে বিশেষ নির্দেশ দান করা হয়েছিল। আর এ নির্দেশেরই ফল স্বরূপ আমীর ইউসুফের সৈন্যবাহিনী যে সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় পৌছে প্রাচীর রক্ষীদের ওপর আক্রমণ করছিল সে সময়ে স্পেনের সৈন্যগণ পাহাড়ের ওপরে অর্ধেক পথ অতিক্রম করে কিল্লার প্রাচীর থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছিল। সৈন্যদল কিছুদূর এগিয়ে গেলে অফিসারগণ তাদের দাঁড় করিয়ে পেছনে ফেলে আসা মিনজানিক ও ক্ষেপনাস্ত্র আনার জন্য অপেক্ষা করত। ঐ যন্ত্রগুলি আনার পর তা স্থান করার স্থান নির্ণয় সম্পর্কে দীর্ঘ

---

১. মিনজানিকঃ বর্শার মত লম্বা একটি কাষ্ঠখন্ডের একপ্রান্তে তুলা বেঁধে দেয়া হয় এবং তার ওপর বারুদ বা এ জাতীয় দাহ্য পদার্থ লাগিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে একটি নিক্ষেপক যন্ত্রের সাহায্যে নিক্ষেপ করা হয়। কোন কোন সময় হালকা জ্বলন্ত তীর এবং ভারী পাথরও নিক্ষেপ করা হয়।

www.pathagar.com

সময় পরামর্শ করত। তারপর তারা কোন একটি স্থান সম্পর্কে একমত হবার পর বুঝতে পারত যে, লক্ষ্যস্থল অনেক দূর এবং নির্দিষ্ট স্থান থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হলে তা লক্ষ্যে পৌছবে না।

আবার যাত্রা শুরু হত। উৎসাহী সৈন্যগণ দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলে হঠাৎ সালারের নির্দেশে থেমে যেতে হত। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে সৈন্যগণ তাদের সারি পুনর্বিন্যস্ত করার নির্দেশ লাভ করত। প্রথম সারি থেকে তীরন্দাজদের পেছনে হটিয়ে বর্শাধারীদের সেখানে দাঁড় করানো হতো। আবার যে স্থানে বর্শাধারীগণ আগে রয়েছে সেখানে তীরন্দাজদের সামনের সারিতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হত।

কোন সময় একজন সালার পা ফসকে পড়ে যেতো। অন্য সালারগণ সকল সৈন্যদের থামিয়ে সে সালারের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করার জন্যে তার চারদিকে জড় হত। সালার সাহেব অতি কষ্টে মুখে কপট হাসি হেসে বলত, "জোয়ানরা আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি ভাল আছি। তোমরা এগিয়ে যাও।"

আবার কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর অন্য সালার হাঁক দিত, "দাঁড়াও। গোলা বারুদ পেছনে রয়ে গেছে।"

স্পেনের স্বেচ্ছাবাহিনী খন্ডরাজ্যের সৈন্যদের ডান দিকে ছিল এবং আবদুল মুনীম তাদের সালার ছিলেন। আফ্রিকান সৈন্যদের একটি দলও স্পেনীয় সৈন্যদের বাম পাশে ছিল। এ উভয় দল দ্রুত অগ্রসর হয়ে চূড়ার ওপর পৌছে গেল। তারা প্রাচীর রক্ষীদের ওপর হামলা করার জন্য অত্যন্ত ক্রোধ ও অস্থিরতার সঙ্গে স্পেনীয় সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বারবার দলের সালার ছুটে এসে আবদুল মুনীমকে বলল, "আমরা খেঁকশিয়ালদের সঙ্গে মিত্রতা করেছি। আমি বুঝতে পারছি না এরা অগ্রসর হচ্ছে না কি জন্য? কাপুরুষতার তো একটা সীমা থাকা চাই। তাদের অবহেলায় আমাদের শতশত সৈনিকের প্রাণহানি ঘটছে। আপনি তাদের তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে বলুন।"

আবদুল মুনীম বললেন, "আমি অনর্থক কোন কিছু বলতে চাই না। এদের এ অবহেলা কাপুরুষতা নয় চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আমি এতক্ষণ মনে করেছিলাম যে, শত্রুদের তীরন্দাজদের ভয়ে এরা এগিয়ে আসছে না। কিন্তু এখন তীরন্দাজগণ তাদের ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেছেন। স্পেনীয় সৈন্যদের সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই সম্ভবত তারা ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছে। আমরা আর বিলম্ব করতে পারি না। প্রাচীর রক্ষীদের ওপর আমরা হামলা করছি। যদি তাদের মনে অসদুদ্দেশ্য না থাকে তাহলে এগিয়ে আসবে। যদি তাদের উদ্দেশ্য খারাপই হয় তবু আমরা এদিকে আক্রমণ করে অন্য তিন দিকে শত্রুদের চাপ অনেকটা কমিয়ে দিতে পারবো।

প্রাচীরের কোন অংশ আমরা দখল করার পরও যদি খন্ডরাজ্যের সৈন্যগণ এগিয়ে না

www.pathagar.com

আসে তাহলে আপনি আমীর ইউসুফকে জানিয়ে দেবেন যে, স্পেনের স্বেচ্ছাসেনাগণ স্পেনীয় বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করছে।"

আবদুল মুনীম স্বেচ্ছাসেনাদের আক্রমণের হুকুম দিলেন এবং আল্লাহু আকবর ধ্বনি সহকারে সামনের দিকে ছুটে চললেন। তিনি স্বেচ্ছাসেনাদের মধ্যস্থলে এবং তার দুই পুত্র আহমদ ও হাসান ডান ও বাম পাশে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। বারবার সেনাদলটিও স্বেচ্ছাসেনাদের সঙ্গে ছিল। প্রাচীরের সামান্য দূরেই স্বেচ্ছাসেনাগণ দুশমনদের তীরের সম্মুখীন হয় কিন্তু তারা ঢালের সাহায্যে তীর ঠেকিয়ে প্রাচীরের নিকট পৌঁছে যায় এবং সিঁড়ি লাগিয়ে ওপরে উঠার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রাচীরের এ অংশে রক্ষীদের সংখ্যা অন্য এলাকার তুলনায় কম ছিল এবং গরম তেল ও গন্ধক নিক্ষেপের ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণ ছিল।

স্বেচ্ছাসেনাগণ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ চালায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই রক্ষীদলের সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে আবদুল মুনীমের নেতৃত্বে কুড়িজন স্বেচ্ছাসেনা প্রাচীরের ওপর উঠে যায়। ফলে প্রাচীরের ওপরেই হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়। ওদিকে আবদুল মুনীমের ডান ও বাম পাশে আহমদ ও হাসান প্রাচীরের ওপরে উঠে প্রাচীরের কিছু অংশে তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত করে নেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে, কিল্লার পূর্ব দিকের প্রাচীরের ওপর চারটি গম্বুজের মধ্যস্থলে আক্রমণ কারীগণ এবং দূর্গরক্ষী সেনাবাহিনী হাতাহাতি লড়াই করছে। উভয় পক্ষের আহত সৈন্যগণ প্রাচীর গাত্র থেকে কিল্লার বাইরে ও ভেতরে উভয় দিকেই ছিটকে পড়ছিল। রক্ষীবাহিনী হাতাহাতি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আরো অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেনাদের পক্ষে প্রাচীরের ওপরে উঠে আসা সহজতর হয়। কিন্তু রক্ষী সৈন্যদের চিৎকার শুনে কিল্লার ভেতর থেকে আরো সৈন্য এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে।

কিল্লার আঙ্গিনা থেকে প্রতিটি গম্বুজ পর্যন্ত সিঁড়ি তৈরী করা ছিল। গম্বুজ থেকে আরো দুটি দরজা দিয়ে দুদিকে প্রাচীরের ওপরে যাবার রাস্তা ছিল। চারটি গম্বুজেরই দরজা খুলে বিপুল সংখ্যক খৃষ্টান সৈন্যদের প্রাচীরের ওপরে আসতে দেখা গেল। মুসলমান সৈন্যগণ দেখতে পেল যে, উভয় দিক থেকে দুশমন সৈন্যবাহিনী পৌঁছে তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই যত সংখ্যক স্বেচ্ছাসেনা ওপরে পৌঁছতে ছিল তার চাইতেও বেশী সংখ্যক আহত হয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছিল। ফলে, কিছুক্ষণ পর ওপরে আসার উপযোগী স্বেচ্ছাসেনা আর বাকী রইল না।

মুসলমানরা গম্বুজগুলো দখল করে কিল্লার ভেতর থেকে শত্রুসৈন্যদের গম্বুজে পৌঁছার পথ বন্ধ করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা গম্বুজের দিকে এগিয়ে যেতে পারছিল না। কারণ খৃষ্টান সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল ও তাদের একজন আহত হলে দুজন তার জায়গায় এসে যাচ্ছিল। কোন কোন স্থানে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের এত নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল যে মধ্যস্থলে তরবারি চালানোর জায়গাও ছিল না। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে

www.pathagar.com

নীচে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে বাধ্য হচ্ছিল। কোন স্থানে প্রবল সৈন্য দুর্বলকে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর কোন কোন সময় জড়াজড়ি করে উভয়েই নীচে পড়ে যাচ্ছিল। এ সময় খঞ্জর ব্যবহারে অভিজ্ঞ মুসলমানদের জন্য অবস্থা অনুকূলে ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছিল।

খন্ডরাজ্যগুলোর সৈন্যবাহিনী কিল্লা থেকে প্রায় আড়াইশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। অফিসারদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের ভয়ে সাধারণ সৈনিকগণ এ যাবত নিরবেই দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এখন তারা নিম্নস্বরে এ নির্লজ্জ ভূমিকার প্রতিবাদ করতে শুরু করল। গ্রানাডার একজন অফিসার এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। সে নিজের অধীনস্থ সৈনিকদের বলল, "এটা পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা। কেয়ামতের দিন আমরা শহীদদের কিভাবে মুখ দেখাবো?"

গ্রানাডার সালার হস্তক্ষেপ করার আগেই এক যুবক অফিসার তার অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে কিল্লার দিকে এগিয়ে গেল। দেখতে দেখতে আল মেরিয়া, বাতালিউস, কর্দোভা ও মোরাবিয়ার সৈন্যদের মধ্য থেকে তিনশত সৈনিক তাদের সালারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে প্রথমোক্ত দলটির সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাদের সালারগণের নির্দেশ অমান্য করার সাহস পায়নি। সালারগণ সৈন্যদের ফিরে যাবার নির্দেশ দিলে আরো দেড়শত সৈনিক সালারগণকে গালি দিতে দিতে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করল।

এ নতুন সৈন্যদের এগিয়ে যাবার ফলে স্বেচ্ছাসেনাদের উৎসাহ উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেল। আবদুল মুনীম প্রচন্ড আক্রমণ চালালেন এবং শত্রুদের পেছনে হটিয়ে গম্বুজের ভেতর প্রবেশ করলেন। গম্বুজ থেকে কিল্লার ভেতর সিঁড়ি পথে নেমে যাবার সময় তার আগে আগে চারজন সৈনিক যাচ্ছিল। আঙ্গিনা পর্যন্ত পৌছাতে পৌছাতে তাদের মধ্যে তিনজন আহত হয়ে পড়ে যায়। আঙ্গিনার খোলা জায়গায় পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু সৈন্যগণ তরবারী ও বর্শার সাহায্যে আবদুল মুনীমের সামনে একটি প্রতিরোধের দেয়াল খাড়া করে দিল।

তিনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চক্ষের পলকে তার দেহ অস্ত্রের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। তিনজন শত্রুসৈন্যকে নিহত করার পর তিনি পড়ে গেলেন এবং পুনরায় উঠে খাড়া হলেন। তাঁর পেছনের বীর সৈনিকগণ নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিয়ে এগুচ্ছিল। আবদুল মুনীম আরো একজন লোককে আহত করার পর পড়ে গেলেন এবং তার জীবনের অবসান ঘটল।

ইদ্রিস সর্বাঙ্গে আহত হওয়া সত্বেও এ পর্যন্ত আবদুল মুনীমের সঙ্গে ছিল। সেও দুশমনদের সারির মধ্যে প্রবেশ করে তিনজনকে হত্যা করার পর মাটিতে পড়ে যায় এবং পুনরায় উঠতে চেষ্টা করে। ঐ সময় জনৈক খৃষ্টান সৈন্যের তরবারির আঘাতে ইদ্রিসের কোমরে গভীর জখম হল এবং সে একবার মাত্র চিৎকার করে চিরকালের জন্য নিরব হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ওদিকে পঞ্চাশ ষাট জন স্বেচ্ছাসেনা কিল্লার আঙ্গিনায় নেমে গিয়ে সিঁড়ির সামনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং প্রাচীরের ওপর থেকে আরো স্বেচ্ছাসেনা নেমে এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করছিল।

স্বেচ্ছাসেনা ও কিল্লার রক্ষী বাহিনীর মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধে কখনো স্বেচ্ছাসেনাগণ পেছনে হটে দেয়ালের কাছে চলে যাচ্ছিল। আবার কখনো রক্ষী সেনাগণ কিল্লার ভেতরের দিকে হটে যেতে বাধ্য হচ্ছিল। স্বেচ্ছাসেনাগণ সিঁড়িটি তাদের দখলে রাখার জন্য মরনপণ চেষ্টা করছিল। খন্ডরাজ্য সৈনিকদের মধ্য থেকে সালারদের অবাধ্য সৈন্যগণও এসে মুজাহিদগণের সঙ্গে যোগদান করে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল। মুজাহিদদের অপর একটি দল গম্বুজের দ্বিতীয় দরজাটি খুলে দিয়ে আহমদের অধীনস্থ সৈন্যদের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসার পথ খোলাসা করে দিল।

আহমদের অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেনাগণ সিঁড়ি পথে দ্রুত নেমে এসে কিল্লার আঙ্গিনায় যুদ্ধরত স্বেচ্ছাসেনাদের সঙ্গে মিলিত হল। এখন তাদের সংখ্যা সাতশতে পৌছে গেল। আরো অধিক সংখ্যক সৈন্যকে প্রাচীর টপকে আসার সুযোগ দেয়ার জন্য তারা কিছুক্ষণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করল। স্পেনীয় সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ এখনো প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু খৃষ্টান সৈন্যদের একটি নতুন দল বাম দিকের গম্বুজ থেকে প্রাচীরের ওপরে চলে আসে এবং তারা অবশিষ্ট মুজাহিদদের ডান পাশের গম্বুজের দিকে ঠেলে দেয়।

৬

আবদুল মুনীমের শাহাদাতের পর আহমদ স্বেচ্ছাসেনাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করল। হাসানের অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেনাগণ তখনো বাম দিকের প্রাচীরের ওপরে দুটি গম্বুজের মধ্যস্থলে যুদ্ধরত ছিল। বারবার সৈন্যের ক্ষুদ্র দলটিও তাদেরই সঙ্গে ছিল। এ দলের সালার আক্রমণের কিছুক্ষণ পূর্বে আমীর ইউসুফকে অবহিত করার জন্য গিয়েছিল।

হাসান দেয়ালের যে অংশে আক্রমণ করছিল তা কিল্লার পূর্ব দিকের সদর দরজার নিকটে ছিল এবং সেজন্যই সেখানে রক্ষা ব্যবস্থাও মজবুত ছিল। শত্রু সৈন্য উত্তপ্ত তৈল ও গন্ধক নিক্ষেপ করে হাসানের প্রথম দুটি আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয়। তৃতীয় দফায় পঞ্চাশ জন দুর্ধষ স্বেচ্ছাসেনা সহ আক্রমণ চালিয়ে হাসান রক্ষী বাহিনীকে ডানে বায়ে হটিয়ে দিয়ে অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছাসেনাদের প্রাচীরের ওপরে উঠে আসার সুযোগ করে দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই এ এলাকায় ঘোরতর লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং মুজাহিদগণের মোকাবেলা করার জন্য

www.pathagar.com

কিল্লার রক্ষীগণ বারবার নতুন সৈন্যদল মোতায়েন করতে বাধ্য হল। এক সময় হাসানের নিকট দাঁড়িয়ে জনৈক বারবার সৈনিক চেঁচিয়ে বলল, "ঐ দেখুন আমাদের সৈন্য এদিকে আসছে।"

হাসান মুখ ফিরিয়ে কিল্লার দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে আমীর ইউসুফের সৈন্যদলকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গেই হাসান অনুভব করল যে, এ নতুন সৈন্যদের আগমনের দরুন দুশমনগণও কিল্লা থেকে আরো অধিক সৈন্য এদিকে মোতায়েন করবে এবং মুরাবিতীন বাহিনী কিল্লায় প্রবেশ করতে অক্ষম হলে খৃষ্টানেরা আঙ্গিনায় যুদ্ধরত স্বেচ্ছাসেনাদের নিঃশেষে হত্যা করে ফেলবে। তাই তৎক্ষণাৎ কিল্লার পূর্ব দিকের সদর দরজাটি দখল করার জন্য সে তার সৈন্যদের নীচে নেমে যাবার নির্দেশ দিল। স্বেচ্ছাসেনা ও বারবার সৈন্যদল নতুন প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে দুশমনদের সকল বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল এবং গম্বুজের দরজা পর্যন্ত পৌছে গেল। পেছনে হটে যাবার সময় খৃষ্টান সৈন্যগণ দরজা বন্ধ করে যাবার প্রয়াস পায় কিন্তু মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে তারা বন্যার মুখে খড়কুটার মতই ভেসে গেল। হাসান সিঁড়ি থেকে নীচে নেমেই আহমদের ওপর আক্রমণকারী খৃষ্টান সৈন্যদের ওপর পেছন থেকে আক্রমণ করল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দুশমনদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে স্বেচ্ছাসেনাদের উভয় দল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল।

হাসান উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে বলল, "মুজাহিদগণ, দরজার দিকে এগিয়ে যাও। ওদিক থেকে আমাদের সৈন্যগণ আসছে।"

হাসান নিজেও দুশমনদের বেপরোয়া হত্যা করে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু দুশমন বাহিনী তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। হাসান একবার তাদের ঘেরাও থেকে বের হয়ে দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই পুনরায় শত্রুসৈন্য বল্লম ও তরবারির সাহায্যে তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

প্রাচীর রক্ষক সৈনিকগণ কিল্লার অভ্যন্তরস্থ সৈনিকদের নিকট বাববার বাহিনীর আগমনের সংবাদ পৌছে দিয়েছিল। তাই কিল্লার সালার নিজের সংরক্ষিত সকল সৈন্যদের পূর্ব দিক মোতায়েন করে দেয় এবং কিল্লার ভেতরে যুদ্ধরত মুজাহিদ গণের তুলনায় আহত ও মৃতদের সংখ্যা বেশী হয়ে যাচ্ছিল। তাদের প্রতিটি তরবারীর বিরুদ্ধে দুশমনদের কয়েকটি তরবারী উত্তোলিত হচ্ছিল।

দরজা থেকে প্রায় দেড়শো কদম দূরে পৌছার পর আহমদ ও হাসান তাদের সঙ্গে মাত্র সত্তর জন মুজাহিদ ও আট জন বারবার সৈন্যকে দেখতে পেল। তাদের অবশিষ্ট সঙ্গীগণ আহত অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে দুশমনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। দরজার নিকট স্থানে স্থানে তীরন্দাজ বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। হঠাৎ খৃষ্টান সৈন্যগণ ডান ও বাম দিকেও সংকুচিত হয়ে গেল এবং মধ্যবর্তী স্থান থেকে মুজাহিদগণের প্রতি তীর বর্ষিত হতে শুরু করল। এ সময় মুহূর্ত মাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলে অবশিষ্ট মুজাহিদগণের

www.pathagar.com

শেষ হয়ে যাবার আশংকা ছিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ মুজাহিদগণ দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

ত্রিশজন যুবক দরজা পর্যন্ত পৌছায়। তাদের সকলেরই বর্মে অনেক তীর বিঁধে ছিল। দরজার সামনে লৌহ বর্ম পরিহিত খৃষ্টানদের একটি ক্ষুদ্র দল পাহারা দিচ্ছিল। আহমদ নারায়ে তাকবীর ধ্বনির সঙ্গে একজন খৃষ্টানকে তরবারির আঘাতে হত্যা করল। দরজার বাইরে থেকেও নারায়ে তাকবীর ধ্বনি শোনা গেল। মুজাহিদগণ উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন খৃষ্টানকে হত্যা করে সামনে যাবার পথ পাওয়া মাত্রই আহমদ ও হাসানের সঙ্গীগণ দেউড়ীতে প্রবেশ করল এবং দরজার দিকে পিঠ রেখে দুশমন সৈন্যদের আঙ্গিনার দিকে ধাবিত করল। ততক্ষণে পশ্চাদধাবনকারী সৈন্যগণও দেউড়ীতে পৌছে গেল।

"দরজা খুলে দাও, দরজা খুলে দাও" বলতে বলতে হাসান সামনে এগিয়ে গিয়ে ফটক রক্ষীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেনা ইলিয়াস, দুজন বারবারী মুজাহিদ ও চারজন আল মেরিয়া ও ভিগার স্বেচ্ছাসেনা হাসানের ডানে ও বামে পৌছে গেল এবং তারা সারিবদ্ধভাবে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুদের দেউড়ীর অপর প্রান্ত পর্যন্ত হটিয়ে দিল। কিন্তু শত্রু সৈন্যগণ পুনরায় এক প্রচন্ড সামুদ্রিক তরঙ্গের মত এগিয়ে এল। শত্রুদের দুটি বর্শা এক সঙ্গে হাসানের বুকে আঘাত করল। তার কাঁধে একটি তরবারীর আঘাত এসে পড়ল এবং সে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল।

আগে থেকেই চারটি তীর তার বর্মে বিঁধে গিয়েছিল। হাসানের সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াসও আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং খৃষ্টান সৈন্যগণ প্রবল বেগে অগ্রসর হয়ে পুনরায় দেউড়ীতে প্রবেশ করল। এদিকে দশজন মুজাহিদও এসে পেছনে দাঁড়িয়েছিল এবং আহমদ অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে দরজা খুলে দেবার চেষ্টা করল।

খৃষ্টানরা দ্বিতীয় সারির পাঁচজন মুজাহিদকেও শহীদ করে দেয় এবং অবশিষ্ট লোকেরা ফটকের নিকট হতে থাকে। ইতিমধ্যে আহমদ ও তার সঙ্গীগণ ফটকের বড় লৌহ দন্ডটি অপসারণ করতে সক্ষম হয়। এ দন্ডটি দরজাটিকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। এটি অপসারণ করার পর আহমদ দরজার একটি কপাট ভেতরের দিকে খুলে দিয়ে নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে কিল্লা কাঁপিয়ে তুলল।

বারবার মুজাহিদগণ প্রচন্ড ধ্বনি সহকারে প্রবল ঝড়ের বেগে কিল্লার ভেতরে প্রবেশ করল। তাদের নেতৃত্ব দান করছিল গাজী আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন। সে সময় স্পেনের স্বেচ্ছাসেনা, খন্ডরাজ্য শাসকদের বিদ্রোহী সৈন্য এবং বারবারী দলের সৈন্য মিলিয়ে মাত্র দশজন যোদ্ধা দরজার নিকটে দাঁড়িয়ে আমীর ইউসুফের সৈন্যদের ভেতরে প্রবেশের পথ খোলাসা করে দিয়েছিল।

এবার তারা ভেতরে প্রবেশ করে এগিয়ে চলল এবং খৃষ্টান সৈন্যগণ পেছনে হটতে শুরু করল।

www.pathagar.com

আমীর ইউসুফের সৈন্যগণ কিল্লার ভেতরে প্রবেশ করার পর এক সর্বাত্মক আক্রমণ চালায় এবং সদর দরজা থেকে আভ্যন্তরীণ পরিখা পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে খৃষ্টান সৈন্যদের হত্যা করে স্থানটিতে লাশের স্তুপ করে ফেলে। ভেতরের রক্ষী সৈন্যগণ পরিখার পুলটি ওপরে উঠিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য বারবার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধরত খৃষ্টানগণ পরিখার ওপারে যেতে অসমর্থ্য হয়ে ডান ও বাম পাশ ঘেঁষে কিল্লার পশ্চিম দিকে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করল। আমীর ইউসুফের সৈন্যগণ দু' দলে বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ ও উত্তর দিকে কিল্লার বহি প্রাচীর ও আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানের দুশমনদের সকল ঘাঁটি তছনছ করে দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

ইতিমধ্যে সিয়ার বিন আবু বকর এক তীব্র সংঘর্ষের পর পশ্চিমের সদর দরজা দিয়ে কিল্লায় প্রবেশ করল। ফলে খৃষ্টান সৈন্যগণ এক দ্বিমুখী হামলার সম্মুখীন হয়ে আভ্যন্তরীণ পরিখা ও বাইরের প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে ছুটাছুটি শুরু করে। তাদের অনেকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকে পরিখার ভেতর লাফিয়ে পড়ে এবং অন্যরা ঘোড়ার আস্তাবলে প্রবেশ করে ঘাস ও পশুর জন্য সংরক্ষিত খাদ্য দ্রব্যাদির স্তুপের নিচে আশ্রয় তালাশ করে। ভেতরের প্রাচীরটি বেশী উঁচু ছিল না। সিয়ার বিন আবু বকর আমীর ইউসুফের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন আপনার কি আদেশ?"

আমীর ইউসুফ আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের সর্বোচ্চ মিনারটির দিকে ইশারা করে বললেন, "আজকের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের পবিত্র আত্মা মিনারটির ওপরে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। এ প্রাচীর দখল করার আগে তরবারী কোষবদ্ধ হতে পারে না।"

"এখনো ঐ প্রাচীরের ভেতরে অনেক শত্রু সৈন্য রয়েছে। আমরা চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ঘাঁটি তৈরী করে বসে গেলে তারা খুব শীগগীরই অস্ত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "প্রথমে আমারও ধারণা ছিল যে, হিসনুল্লায়েতের কিল্লা একদিনে দখল করা যাবে না। কিন্তু পূর্ব দিকের দরজার সামনে শায়িত দুহাজার মুজাহিদের লাশ আমার কানে কানে বলছে যে আল্লাহ তায়ালা এ কিল্লার বিজয় বিলম্বিত করতে চান না। কিছুক্ষণ পূর্বেও মুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা পূর্বের ফটকটি খোলা যাবে বলে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না। একাজ সমাধা করার জন্য একটি বিরাট বাহিনীর দরকার ছিল। স্পেনের স্বেচ্ছাসেনাগণ, খন্ডরাজ্য শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণই শুধু করে নাই, ওপরন্তু তারা আমাদের বিজয়ের মূল্যও দান করেছে। তুমি এ প্রাচীরের আশে পাশে যে সব ঘাস, খড়, রসদের স্তুপ রয়েছে, সে গুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও এবং বাইরের প্রাচীরের দুশমনদের পরিত্যক্ত যে মিনজানিক ব্যবহারোপযোগী রয়েছে সেগুলো থেকে গোলা নিক্ষেপ করতে শুরু কর।"

নির্দেশ মোতাবেক ঘাস ও খাদ্য বস্তুর স্তুপগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়ার পর ভেতরের প্রাচীরের আগুনের লেলিহান শিখা শূন্যে লক্লক্ করতে থাকে। আমীর

www.pathagar.com

ইউসুফের নির্দেশে আস্তাবল থেকে সব ঘোড়া বের করে নেয়া হয় এবং শহীদগণের লাশ ও আহতদের পশ্চিম দিকের ফটকে জড় করা হয়। আভ্যন্তরীণ প্রাচীরটি ধুয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বায়ূ প্রবাহে কোন কোন সময় অগ্নিশিখা প্রাচীরের ভেতরে পৌছে যাচ্ছিল। ওদিকে বাইরের প্রাচীর থেকে বারবারী সৈন্যগণ কিল্লার ভেতরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করছিল। সিয়ার বিন আবু বকরের নির্দেশে কিছু সংখ্যক সৈন্য একটি বিরাট স্তুপ থেকে ঘাসের বোঝা নিয়ে আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের দক্ষিণ দিকের ফটকের সামনে জড় করতে শুরু করে। পরিখাটি ঘাসে পূর্ণ হয়ে ফটকের সমান উঁচু হয়ে গেলে ঘাসগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণ দিকের দরজায় আগুন ধরে যায়। চারদিক থেকে আগুনের তাপ ও ধুয়ার আক্রমণ এবং বাইরের প্রাচীর থেকে গোলা নিক্ষেপের ফলে শত্রু সৈন্যগণ আগেই অস্থির হয়ে উঠেছিল।

এবার দক্ষিণের দরজায় আগুন জ্বলে ওঠার পর তারা হঠাৎ উত্তর দিকের পুলটি পরিখার ওপর নামিয়ে দিল এবং লৌহ বর্ম পরিহিত পাঁচ হাজার খৃষ্টান সৈন্য দ্রুত বেগে কিল্লার ভেতর থেকে বের হতে শুরু করল। আমীর ইউসুফ তাদের সামনে বর্শাধারী সৈনিকদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিলেন। খৃষ্টান সৈন্যগণ বের হয়ে আসার পর তিনি ডান ও বাম দিক থেকে আক্রমণের হুকুম দিলেন এবং প্রথম ধাক্কাতেই আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের ফটকটি তাদের দখলে এসে গেল। ফলে দুশমনদের বাকী সৈন্য ভেতরে আটক হয়ে গেল।

যারা বের হয়ে এসেছিল, তারা বারবার সৈন্যদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায় কিন্তু তবু তারা প্রবল বেগে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। এ দরজার সামনে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অল্প কয়েকজন খৃষ্টান সৈন্য ঘেরাও থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হয় কিন্তু বারবার সৈন্যগণ দরজার ওপর আরো এক সারি দাঁড় করিয়ে দেয়।

আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের ভেতর আমীর ইউসুফ স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। দুশমনদের মাথায় মুজাহিদদের তরবারী বজ্রের মত পড়ছিল। আমীর ইউসুফের লৌহ বর্ম রক্তের ছোয়ায় লাল হয়ে গিয়েছিল। তার হাতে কয়েকখানা তরবারী ভেঙ্গে যায়। কিল্লার আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের অর্ধেক মুসলমানদের দখলে আসার পর শত্রুগণ আত্মসমর্পণ করল।

আমীর ইউসুফ যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তার সালার গণ মুহূর্তের মধ্যে ঐ আদেশ কিল্লার ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র প্রচার করে দিল। মুজাহিদগণ সঙ্গে সঙ্গে তরবারী নামিয়ে নিল। খৃষ্টান সৈন্যদের মনে হল যেন আমীর ইউসুফ মুসলমান সৈন্যদের হাত ধরে এক মুহূর্তে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে আগুন ছড়াতে দেখে আমীর ইউসুফ কয়েদীদের বাইরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

www.pathagar.com

৭

এক বিরাট সাফল্যের পরও আমীর ইউসুফের মুখমন্ডলে বিজয়ানন্দের পরিবর্তে ব্যথা ও বেদনার ছাপ ফুটে ওঠে। তার অধীনস্থ সৈনিকগণ পূর্বে তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে দেখেছে। কিন্তু আজ আমীর ইউসুফের চোখে ছিল অশ্রু। যদিও তার গন্ডবেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েনি, তবু সকল সৈনিকই বুঝতে পারছিল যে, তাদের প্রিয় নেতার চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ। বিপুল সংখ্যক শহীদের লাশ দেখে তিনি খন্ডরাজ্য শাসকগণের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করার উপযোগী ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

তিনি নিজের হাতে আবদুল মুনীম ও হাসানের লাশ কবরে নামান। হাসানের মুষ্টির ভেতরে তখনো তরবারীর বাট ধরা ছিল। একজন সিপাই তরবারীটি পৃথক করবার চেষ্টা করলে আহমদ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এবং বলল, "না না, আমার ভাই এর অলংকার ছিনিয়ে নিও না।" তরবারীর চাইতে কোন কিছুই তার নিকট অধিক প্রিয় ছিল না। সে বলত, "তরবারীর সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

হাসানকে তরবারী সহ দাফন করা হল। তার আশে পাশে ইদ্রিস, ইলিয়াস এবং তার কতিপয় বন্ধুকে সমাহিত করা হল।

একজন সালার এসে আমীর ইউসুফকে বললেন, "হে আমীর, একজন আহত সৈনিকের অবস্থা খুবই খারাপ। অজ্ঞান অবস্থায় সে কখনো কখনো আপনার নাম উচ্চারণ করছে। মনে হচ্ছে, আপনার নিকটই সে কিছু বলতে চায়।

আমীর ইউসুফ তাঁবু থেকে বের হয়ে আহত ব্যক্তির নিকট চলে গেলেন। আহত ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থায় বিড় বিড় করে কিছু বলছিল। যে সিপাইটি তার নিকটে দাঁড়িয়েছিল সে আমীর ইউসুফকে বলল, "আমি একে জানি, সে সাদ বিন আবদুল মুনীমের সঙ্গী ছিল। সে কিল্লার উত্তর দিকে প্রাচীরের বাইরে পড়েছিল। কি করে এখানে এল তা বুঝতে পারছি না। একটু আগেই সে আলফানসু এবং খন্ডরাজ্য শাসকদের সম্পর্কে কিছু বলছিল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি। আপনার নামও উচ্চারণ করছিল।"

আমীর ইউসুফ সিপাহসালারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিয়ার বিন আবু বকরকে ডেকে নিয়ে এসো।"

সিয়ার উপস্থিত হলে আমীর ইউসুফ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ সিপাইটি সাদ বিন আবদুল মুনীমের সঙ্গে ছিল। মনে হচ্ছে সে কোন জরুরী খবর নিয়ে আমার নিকট এসেছিল।

www.pathagar.com

তুমি এক্ষুণি অশ্বারোহীদের একটি দলকে প্রস্তুত হতে আদেশ দাও। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, খন্ডরাজ্য শাসকগণ অন্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।"

খন্ডরাজ্যের সৈন্যবাহিনী পালিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আমরা কখনো খেকশিয়ালদের সঙ্গে সিংহের মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করব না বলেই আশা করি।" একথা বলতে বলতে সিয়ার বিন আবু বকর বের হয়ে গেলেন।

আহত ব্যক্তি কয়েকবার কাৎরানির পর চোখ খুলল এবং আমীর ইউসুফকে দেখতে পেয়ে বলল, "আমি বহু চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনার নিকট পৌছতে পারিনি। আপনি প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন।"

আমীর ইউসুফ ঝপ্‌পট্ করে প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে সাদ পাঠিয়ে ছিল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে... সাদ... সাদকে পথে ঘিরে ফেলেছিল... শাহাজাদা রশীদের সাথী... গ্রেফতার... সে... সে সব কথা... বলে দিয়েছে... আল ফানসু... আল ফানসুর সৈন্য বাহিনী..."

আহত ব্যক্তি চোখ বন্ধ করল।

চিকিৎসক তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিল। আহত ব্যক্তি পুনরায় চোখ খুলল। কিন্তু এবার তার কম্পিত ঠোঁট থেকে কোন শব্দই উচ্চারিত হল না। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সে তার জীবন যাত্রার পরিসমাপ্তি টেনে দিল।

"অশ্বারোহী দল তৈরী হয়েছে।" সিয়ার বিন আবু বকর খবর বললেন।

আমীর ইউসুফ বাইরে এলেন। শিবিরের এক প্রান্তে অশ্বারোহীদের একটি দল দাঁড়িয়ে ছিল। সিয়ার উত্তর দিকে ইশারা করে বললেন, "ঐ দেখুন অশ্বারোহীদের একটি দল আসছে। তাদের সাদের লোক বলে মনে হয়।"

আমীর ইউসুফ দ্রুত পদে সেদিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেন। আরো কয়েকজন সামরিক অফিসার তার অনুসরণ করল। অশ্বারোহীগণ আমীর ইউসুফের নিকটে পৌছে ঘোড়া থেকে নেমে গেল। আলমাসের সামনে একজন আহত ব্যক্তিকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এ ব্যক্তিই সাদ। তার বর্মটি রক্তাপ্লুত ছিল।

সাদ অজ্ঞান। তার সঙ্গীদের কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি যে, দীর্ঘ সফরের পরও সাদ জীবিত রয়েছে। কিন্তু মায়মুনার অন্তর থেকে কে যেন ডেকে বলছিল, "তিনি জীবিত আছেন। আমার প্রিয় স্বামী নিশ্চয়ই জীবিত রয়েছেন।"

ঘোড়া থেকে নামিয়ে সাদকে নিকটেই একটি তাঁবুতে পৌছানো হল। পিঠে তীর বিদ্ধ থাকায় তাকে উপুড় করে শোয়ানো হল। মায়মুনা পরিপার্শ্বিকতার বিষয় সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমীর ইউসুফ নত হয়ে সাদের নাড়ি দেখলেন। তারপর হাতের ইশারায় সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাঁবু থেকে বের হয়ে গেল। রইল শুধু আলমাস ও মায়মুনা।

www.pathagar.com

আমীর ইউসুফ এবার সর্ব প্রথম মায়মুনাকে লক্ষ্য করেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

মায়মুনার মন-মস্তিষ্ক তখন এখানে ছিল না। তার নিরবতা দেখে আলমাস বারবারী ভাষায় বলল, "ইনি সাদের স্ত্রী।"

আহমদ ছুটে এসে তাঁবুতে প্রবেশ করল। ভাইয়ের অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথাই বের হল না। সিয়ার বিন আবু বকর দুজন চিকিৎসক নিয়ে এলেন। তাদের একজন ঐ দিনই ইছাবেলার সৈন্য বাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছিল। আমীর ইউসুফ চিকিৎসকদের লক্ষ্য করে বললেন, "যদি আপনারা এ রোগীটির জীবন রক্ষা করতে পারেন, তাহলে আমি মনে করব, আজ আরও একটি কিল্লা জয় করেছি।"

ইছাবেলার চিকিৎসক সাদের নাড়ি দেখে বললেন, "আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি দোয়া করুন এবং উপস্থিত সকলকে চলে যেতে হুকুম দিন।"

আহমদ ও মায়মুনা ছাড়া আর সকলেই তাঁবু থেকে বাইরে চলে এলো। আমীর ইউসুফ তাঁবুর দরজা পর্যন্ত গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "আহমদ, তুমিও এসো। তুমিও এসো মা।"

"এসো বোন।" আহমদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন।

মায়মুনা ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে চলে এল।

তাঁবুর বাইরে অনেক সামরিক অফিসার জড় হয়েছিল। আমীর সাদের সহকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাদ কিভাবে আহত হল?"

সহকারী জেয়াদ ও তার সঙ্গীর গ্রেফতারী থেকে শুরু করে সকল বৃত্তান্ত বললো এবং খন্ডরাজ্য শাসকদের নামে আলফানসুর পত্র আমীর ইউসুফের হাতে তুলে দিল। আমীর ইউসুফ পত্রখানা পড়া শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কয়েদীটি কোথায়?"

"তাকে আমরা কিল্লায় রেখে এসেছি।"

"কিল্লার প্রতিরক্ষার জন্য কতজন সৈনিক রয়েছে?"

"আমি বিশজনকে ওখানে রেখে এসেছি। কিন্তু এ কথাও বলে এসেছি যে, অন্যান্য ফাঁড়ি থেকে যেসব সৈন্য হিসনুল্লায়েত থেকে আসার উদ্দেশ্যে ওখানে পৌছবে তাদের যেন কিল্লাতেই রেখে দেয়া হয়।"

আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরকে বললেন, "সিয়া, এক্ষুণি পাঁচশত সৈন্য কিল্লায় পাঠিয়ে দাও। আর বাকী সৈন্য কাল ভোরে রওয়ানা হয়ে যাবে।"

হঠাৎ মায়মুনা এগিয়ে এসে আমীর ইউসুফের সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

"না, না", কম্পিত স্বরে বললো, "আপনি এখন যেতে পারেন না। জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারীদের হিসাব-নিকাশ আর বিলম্বিত করা যায় না। আমার স্বামী যে প্রভাত সূর্যের উদয়ের আশায় তার শেষ রক্ত বিন্দু বইয়ে দিয়েছেন, সে প্রভাত আজও আসেনি। স্পেন এখনও গোলামীর শিকলে বাঁধা। এখনও মজলুমদের কাতর আর্তনাদ থামেনি।

www.pathagar.com

আপনার বোন ও কন্যাদের চোখের অশ্রু আপনি আজও মুছে দেননি।

যদি আপনি স্পেনের খন্ডরাজ্য শাসকদের সাহায্য করতে এসে থাকেন তাহলে জাল্লাকা বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর যদি আপনি এদেশে ইসলামের পতাকা সমুন্নত করতে এসে থাকেন, তাহলে আপনার উদ্দেশ্য আজও সিদ্ধ হয়নি। যদি আপনি এখন চলে যান, তাহলে জাল্লাকা ও হিসনুল্লায়েতের শহীদগণের রক্ত ও তাদের জন্য অশ্রু বিসর্জন কারীদের হা-হুতাশ সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

কথা বলতে বলতে মায়মুনার চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো।

আমীর ইউসুফ মায়মুনার মাথায় হাত রেখে বললেন, "মা, তোমার অশ্রু ও তোমার স্বামীর রক্তের শপথ করে বলছি, তোমাদের স্পেন আজাদ হবে। জাল্লাকা ও হিসনুল্লায়েতের শহীদদের রক্ত বৃথা যাবে না। আমি আমার সৈন্য বাহিনীকে ফিরে যাবার জন্য নয়- আলফানসুর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার নির্দেশ দিয়েছি। সে কাজ সমাধা করার পরে আমি ঐ বিশ্বাসঘাতকদের হিসাব-নিকাশ করবো, যাদের চক্রান্তের দরুন আজ হিসনুল্লায়েত কিল্লায় মুজাহিদগণের লাশ স্তূপীকৃত হয়েছে।

আমি এ নিকৃষ্ট জীবদের কখনো ক্ষমা করবো না। স্পেন ছেড়ে যাবার আগে আমি আল্লাহ্ ও রসূলের এ নাফরমানদের গর্দানগুলো এমন হাতে তুলে দিয়ে যাব যা ইস্পাতের চেয়েও কঠিন।"

আমীর ইউসুফ কথা বলছিলেন আর শ্রোতাদের মনে হচ্ছিল যেন একটি আগ্নেয়গিরির গভীর তলদেশের আগ্নেয় উপাদানগুলো সশব্দে ফেটে পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে।

রাত্রিকালে সাদের জীবন প্রদীপের অবস্থা হল নিভূনিভূ। চিকিৎসক তার জীবন সম্পর্কে কখনও আশাবাদী আবার কখনও নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। আমীর ইউসুফ অস্থির ভাবে তাঁর তাঁবুর বাইরে পায়চারী করছিলেন। ইতিপূর্বে কখনও তাঁকে এতটা শোকাভিভূত ও অস্থির হতে দেখা যায়নি।

মায়মুনার কথাগুলো এখনও তাঁর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তাই তিনি তাঁর অন্তরের গভীরতম কোণ থেকে ফরিয়াদ করছিলেন, "আমার মাওলা, তোমার রহমতের অতল সাগর থেকে এক বিন্দু পরিমাণ ছিটকে এলেই লক্ষ লক্ষ মানুষের হারানো খুশী ফিরে আসতে পারে। আজ আমি আমার একটি কন্যার চোখের অশ্রু মুছে দেবার জন্য তোমার কাছে সাদ ইবনে আবদুল মুনীমের জীবন ভিক্ষা চাই।"

আমীর ইউসুফ তাঁর তাঁবুর বাইরে একটি পাথরের ওপর বসে গেলেন। অদূরে হিসনুল্লায়েতের কিল্লা তখনও জ্বলছিল। তার চোখের সামনে যুদ্ধের দৃশ্যটি ভেসে উঠল। তিনি শহীদানের লাশগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন বলছেন, "হে অজ্ঞাত নাম-পরিচয় মর্দে মুজাহিদ গণ! তোমাদের আত্মদান বৃথা যাবে না। তোমাদের দেহের উষ্ণ রক্তে স্পেনের

www.pathagar.com

ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযুক্ত হবে।"

একজন অফিসার এসে বললেন, "হে আমীর, চিকিৎসক বলছেন, সাদের অবস্থা উন্নতির দিকে। সম্ভবত খুব শীগগীরই জ্ঞান ফিরে আসবে।"

আমীর ইউসুফ উঠলেন এবং দ্রুত পদক্ষেপে সাদের তাঁবুতে পৌছলেন। তাঁবুর ভেতরে মশাল জ্বলছিল। সাদের দেহের আহত স্থানগুলোতে পট্টী বাঁধা ছিল। আর মায়মুনা, আহমদ ও আলমাস তাঁর বিছানার পাশেই দাঁড়ানো ছিল। আমীর ইউসুফ ইছাবেলার চিকিৎসকের দিকে তাকালে তিনি বললেন, "রোগীর জ্ঞান ফিরে আসছে। তীর খুলে নেবার সময় আমরা আশাবাদী ছিলাম না। এখন মনে হচ্ছে, আমাদের চাইতে বেশী আল্লাহ্ তায়ালাই তাকে সুস্থ করতে চান।"

কিছুক্ষণ পরে সাদ প্রথমে বিড় বিড় করে এবং পরে উচ্চঃস্বরে বলে উঠলেন, "হিসনুল্লায়েত! হিসনুল্লায়েত! তারপর তার চোখ খুলে গেল। মায়মুনা, আহমদ, আলমাস ও চিকিৎসকের দিকে তাকানোর পর তার দৃষ্টি আমীর ইউসুফের চেহারার ওপর নিবদ্ধ হল। সে পুনরায় চোখ বন্ধ করতে করতে দুর্বল স্বরে বলল,"হিসনুল্লায়েত! হিসনুল্লায়েত।"

"হিসনুল্লায়েত বিজিত হয়েছে।" আমীর ইউসুফ পরম স্নেহে তার কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন।

সাদ আবার চোখ খুলল। আমরি ইউসুফ উঠে গিয়ে দরজার পরদা সরিয়ে দিয়ে বললেন, "হিসনুল্লায়েত জ্বলছে। কাল সেখানে ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের বিজয়ী করেছেন।"

সাদ পাহাড়ের চূড়ায় জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকাল এবং আমীর ইউসুফের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ক্ষীণ স্বরে বলল, "আপনি কি আলফানসুর নতুন সৈন্যের আগমন এবং খন্ডরাজ্য শাসকদের ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি সবকিছু জানতে পেরেছি। খুব ভোরেই আমি আলফানসুর অগ্রগতি রোধ করার জন্য যাচ্ছি। তারপর আমার তূণের প্রতিটি তীরই জাতিদ্রোহী মুনাফিকদের অস্তিত্ব থেকে স্পেনকে মুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হবে।"

সাদের চোখে মুখে আনন্দের রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু দুর্বলতার দরুন আবার তার জ্ঞান লোপ পেতে শুরু করল। ইছাবেলার চিকিৎসক তার নাড়িতে হাত রেখে বললেন, "রোগীর নির্জনতা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস ভোরে বের হয়ে যাবার আগে আপনি রোগীর অবস্থা অনেকটা উন্নত দেখতে পাবেন।"

আমীর ইউসুফ মায়মুনা ও আহমদকে সান্ত্বনা দান করে তাঁবু থেকে বের হয়ে গেলেন। প্রত্যুষে এক হাজার সৈন্য শিবিরে রেখে আমীর ইউসুফের পূর্ণ বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেল। যাত্রার আগে আমীর ইউসুফ বিন তাশফিন ও সিয়ার বিন আবু বকর সাদকে দেখতে এসেছিলেন। সাদ তখন ঘুমন্ত ছিল এবং আলমাস ও মায়মুনা তার নিকটে বসেছিল। আর

www.pathagar.com

লৌহ্ বর্ম পরিহিত আহ্মদ এক পাশে দাঁড়িয়েছিল।

আমীর তাঁবুতে প্রবেশ করে আহ্মদকে বললেন, "আহ্মদ! তুমি শিবিরেই থাকবে।"

তারপর মায়মুনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মা, তোমার স্বামীর অবস্থা কেমন?"

"এখন তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

"চিকিৎসক কোথায়?"

"তিনি এখনই ঔষধ খাইয়ে গেছেন।"

আহ্মদ বলল, "আমি আপনার সঙ্গে যাবার জন্য ভাইজানের নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছি।"

আমীর ইউসুফ বললেন, "না এখানে তোমার প্রয়োজন বেশী।"

দশদিন পর এক সকালে আহ্মদ হিসনুল্লায়েতের শহীদগণের কবরস্তানে পায়চারী করছিল। সে আবদুল মুনীম, হাসান ও ইদ্রিসের কবরের পাশে অনেক সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ শুনে মুখ ঘুরিয়ে আলমাস, মায়মুনা ও সাদকে দেখতে পেল। সাদ আলমাসের হাত ধরে ধীরে ধীরে চলছিল। আহ্মদ দ্রুত হেঁটে তাদের নিকটে এসে বলল, "ভাইজান! বিছানা থেকে বের হয়ে আসা ঠিক হয়নি। আপনার জখমগুলো এখনও শুকায়নি।"

সাদ বলল, "আমি চিকিৎসকের অনুমতি নিয়েই এসেছি।"

কবরগুলোর নিকটে পৌঁছে সাদ হাত উঠিয়ে দোয়া করল। তারপর কাঠের পুতুলের মত কিছুক্ষণ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মায়মুনা পাহাড়ের গাত্র থেকে জংলী ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এসে আবদুল মুনীম, হাসান ও ইদ্রিসের কবরে বিছিয়ে দিল। তারপর সে অন্য কবরগুলোর দিকে তাকাল। একটি কথা মনে উদয় হলে তার চোখে অশ্রু দেখা দিল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, "হিসনুল্লায়েতের শহীদগণ! তোমরা সকলেই আমার ভাই। আমি তোমাদের বোন।"

তারপর সে পাহাড়ের গাত্র থেকে আরও বেশী ফুল তুলে এনে অন্যান্য কবরে ছিটিয়ে দিল।

উত্তর দিকের আকাশ ছেয়ে ধূলাবালুর মেঘ দেখা গেল। আহ্মদ একটি টিলার দিকে অংগুলি সংকেত করে বলল, "ভাইজান! সৈন্য বাহিনী ফিরে আসছে।"

শিবিরে চারদিন আগেই খবর পৌঁছে ছিল যে, আলফানসুর সৈন্য দল বিনাযুদ্ধেই পশ্চাদাপসরণ করেছে এবং আমীর ইউসুফ কয়েকদিন পর্যন্ত তাদের তাড়া করে ফিরে আসবেন।

সৈন্য বাহিনীকে আসতে দেখে মায়মুনা আলমাসের সঙ্গে তাঁবুতে চলে গেল আর সাদও আহ্মদের সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে সৈন্যদের আগমন পথের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

হিসাব—নিকাশ

হিসনুল্লায়েতের বিজয়-সংবাদ সমগ্র স্পেনের মুসলমানদের মনে আনন্দের ঢেউ বইয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু খণ্ডরাজ্য শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা স্পেনীয় মুসলমানদের মনে ক্রোধ ও বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

এক শতাব্দী যাবত যে শাসকগণ মুসলিম জনসাধারণের রক্ত শোষণ করে বিলাসবহুল জীবন যাপন করছিল, তাদের বিরুদ্ধে দেশের অলিতে গলিতে প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। প্রতিটি মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলেমগণ ফতোয়া দেন যে, "খন্ডরাজ্য শাসকগণ কাস্টিলার খৃষ্টান বাদশাহর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার ফলে ইসলামের নিকৃষ্ট দুশমন প্রমাণিত হয়েছে। আমীর ইউসুফ তাদের সঙ্গে যে সব শর্তাবলীর ভিত্তিতে স্পেনে এসেছিলেন, তা সুলতানদেরই বিশ্বাসঘাতকতার দরুন বাতিল হয়ে গেছে। তাই ইসলামের এ নিকৃষ্ট দুশমনদের ক্ষমতাচ্যুত করা আমীর ইউসুফের দীনী কর্তব্য।"

ফকীহ্ আলেমগণ আরও ঘোষণা করেন যে, "এ ফতোয়া সম্পর্কে আমরা আল্লাহ্তায়ালার কাছে সরাসরি জবাবদিহি করতে প্রস্তুত রয়েছি। আমরা যদি অন্যায় ফতোয়া দিই তো সে জন্য আখেরাতে শাস্তি ভোগ করব। আমীর ইউসুফ যদি এ দেশকে খণ্ডরাজ্যের রাজাদের কবল থেকে উদ্ধার না করেন, তাহলে স্পেন কাফেরদের অধীনে চলে যাবে এবং তজ্জন্য আমীর ইউসুফকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহী করতে হবে।"

এছাড়া অন্য একটি ফতোয়ায়[১] ওলামায়ে কেরাম খণ্ডরাজ্যের রাজাদের বিরুদ্ধে

---

১ ইউরোপের কয়েকজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, আমীর ইউসুফ পূর্বেই স্পেন দখল করার মতলব এঁটে ছিলেন এবং তাঁর ইঙ্গিতেই আলেমগণ ঐরূপ ফতোয়া দেন। সে যুগের ওলামা ও আমীর ইউসুফের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করলে এ জাতীয় বদ মতলবের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত বিশাল খৃষ্টান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর খৃষ্টান ঐতিহাসিকদের পক্ষে নিরপেক্ষ মন্তব্য করা সম্ভবপর ছিলনা।

আমীর ইউসুফ জাল্লাকা বিজয়ের পর ইচ্ছা করলেই স্পেনে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সে সময় বাস্তবে স্পেন তাঁর দখলেই ছিল এবং মুসলমানদের মনে তাঁরই শাসন চলছিল। কিন্তু তিনি পূর্ব নির্ধারিত শর্তাবলী বহাল রাখার জন্য স্বদেশে চলে যান। আমীর

www.pathagar.com

অভিযোগের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি উল্লেখ করেন। ঐ ফতোয়াতে মুতামিদের সঙ্গে রাণী রেমিকার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে, রাণী রেমিকা তার স্বামীকে বিলাসিতা ও শরাব পানে মত্ত রেখেছে এবং ইছাবেলায় যে অনাচার ও ইসলামদ্রোহীতার সয়লাব চলছে, তার মূলে রয়েছে রাণী রেমিকা।

স্পেনের মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার জন্য ফতোয়ার কোন দরকারই ছিল না। হিস্‌নুল্লায়েতের শহীদদের খুন ও খণ্ডরাজ্যের রাজাদের বিশ্বাসঘাতকতা জনগণকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়েছিল।

গ্রানাডার মুক্তিকামী দলই প্রথমে এগিয়ে গিয়ে আমীর আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করল। কাজী আবু জাফর মুক্তিকামীদের পরামর্শাদি দিচ্ছিলেন। আলফানসুর নিকট থেকে সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় আবদুল্লাহ্‌ বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোর ব্যবহার শুরু করেন।

মুক্তিকামী দল আমীর আবদুল্লাহ্‌র জনৈক প্রভাবশালী উজিরের নেতৃত্বে রাত্রিকালে গ্রানাডা থেকে লুশা চলে যায় এবং সে শহরে আমীর ইউসুফের শাসন্‌ ঘোষণা করে। ঐ উজীরের নাম মুয়ামিল। আমীর আবদুল্লাহ্‌ সামরিক অভিযান চালিয়ে মুয়ামিল, মুক্তিকামী স্বেচ্ছাসেনা ও বিশিষ্ট আলেমদের গ্রেফতার করেন এবং তাদের পায়ে শিকল বেঁধে গ্রানাডার রাস্তায় ঘুরানোর আদেশ দেন।

আমীর ইউসুফ আলফান্‌সুর সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে আল্লায়েত কিল্লার নিকটস্থ শিবিরে ফিরে আসেন এবং গ্রানাডার অবস্থা অবগত হয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হন।

তিনি আমীর আবদুল্লাহকে খবর দেন, "আল্‌ফানস্‌ আর তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। তাকে আমি কাস্টিলার সীমার ভেতরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছি। তাই তোমাদের হিসাব-নিকাশের দিন দূরে নয়। আমি মনে করি, কুকর্মের ফিরিস্তি আর দীর্ঘায়িত করা বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না। মুয়ামিল ও তার সঙ্গীদের মুক্তি দান কর।"

আবদুল্লাহ্‌ কিছুটা তার মায়ের পরামর্শে এবং কিছুটা আলফান্‌সুর পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং আমীর ইউসুফের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে খবর দিলেন যে,

---

ইউসুফ স্পেনে তাঁর শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে রাজী ছিলেন না বলেই আলেমগণ বার বার ফতোয়া দিতে বাধ্য হন। আমীর ইউসুফকে তবু দ্বিধাগ্রস্ত দেখে স্পেনের আলেমগণ তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বড় বড় আলেমগণের সমর্থন লাভ করেন এবং তাদের মধ্যে বাদশাহদের সম্মুখে সম্পূর্ণ নির্ভীক হয়ে স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত ওলামাগণও শামিল ছিলেন। এমন কি ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহে আলাইহেও স্পেনের ফকীহ্‌গণের ফতোয়া সমর্থন করেছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি স্বয়ং হাজির হয়ে সাফাই পেশ করবেন।

আমীর ইউসুফ আট মাইল দূরে তাঁবু ফেললেন। গ্রানাডা থেকে আবদুল্লাহ বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলেন। তিনি আমীর ইউসুফের নিকট নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আমীর ইউসুফের নির্দেশে দু' জন কয়েদীকে হাজির করা হয়। তাদের একজন জেয়াদ এবং অপর জন গ্রানাডার অধিবাসী।

আমীর ইউসুফ আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি একে চেন?"

আবদুল্লাহ্ নিজের চিত্তচাঞ্চল্য দমনের চেষ্টা করে বললেন, "না, এ লোকটিকে আমি চিনি না।"

আমীর ইউসুফ গ্রানাডার কয়েদীকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি একে চেন?"

কয়েদী জবাবে বলল, " হ্যাঁ চিনি। আমি তাঁকে কি করে ভুলতে পারি? আট বছর তাঁর খিদমত করেছি। যত খারাপ কাজ করার দরকার হতো সেগুলো সম্পন্ন করার দায়িত্ব আমাকেই অর্পণ করা হত। আমি তাঁরই দূত হিসাবে আলফানসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমীর আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মূল্যবান মণি মুক্তায় ভর্তি একখানা থলেও আমি খৃষ্টান সম্রাটকে উপহার দিয়েছি। গ্রানাডার শাহী মহলের কর্মচারী ও চাকর-নওকর সকলেই সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আমীর আবদুল্লাহ্‌র একজন নিমকখোর।"

আবদুল্লাহ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমীর ইউসুফকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আমীর ইউসুফ গর্জন করে উঠলেন, "চুপ থাক! মানবতার এহেন অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। তাকে নিয়ে যাও।"

দু' জন সিপাহী আবদুল্লাহ্‌র হাত ধরে পাশের তাঁবুতে নিয়ে তার হাত-পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল।

গ্রানাডার আমীরকে গ্রেফতার করার পর আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন শহরের দিকে রওয়ানা হলেন। গ্রানাডার অধিবাসীগণ কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে তাদের ত্রাণকর্তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো। শাহী মহলের প্রহরীগণ বিনা প্রতিবাদেই মহলের দরজা খুলে দিল।

পরের দিন হাজার হাজার মুসলমান গ্রানাডার জামে মসজিদে সমবেত হয়ে আমীর ইউসুফের ঘোষণা শুনলো। তিনি বললেন, "গ্রানাডার নূতন সরকার ইসলামী আইন মেনে চলবে এবং শরীয়ত বিরোধী সকল প্রকার কর রহিত করা হল।"

কয়েক দিনের মধ্যেই আমীর ইউসুফের বাকী সৈন্যও গ্রানাডা পৌঁছে গেল।

সাদের যখম শুকিয়ে এসেছিল কিন্তু তার চেহারায় দুর্বলতার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল।

কয়েক দিন আগেই সকিনা আবদুল মুনীম, হাসান ও ইদ্রিসের শাহাদাত এবং সাদের আহত হবার সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি সাদকে দেখা মাত্র তার নিকট ছুটে গেলেন।

সাদ ছলছল্ চোখে বলল, "আম্মাজান, শহীদানের খুন ব্যর্থ হবে না। তাঁরা যে উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

জীবন দান করে গেছেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আব্বাজানের সব চাইতে প্রিয় আকাংখা ছিল কর্দোভার মুক্তি এবং সে শহরের পরিত্যক্ত বাড়িটির সংস্কার সাধন।"

সকিনা বললেন, "না বাছা! তিনি সমগ্র জাতির মুক্তি ও সম্মানের জন্য জীবন দান করেছেন। এখন হাজার হাজার পরিত্যক্ত বাড়ি আবাদ হবে।"

তাহেরা মায়মুনার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

২

মুরাবিতীনের আমীর খন্ডরাজ্য শাসকদের সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ বাধার আশংকা করেন নি। জনগণের নিকট নিন্দিত হবার পরে স্পেনের নামমাত্র সুলতান ও শাসকগণের শাসন ক্ষমতা নিজ নিজ মহল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন তাঁরা পূর্ব থেকেই তাদের শত্রু বিবেচনা করতেন। বর্তমানে অবস্থার মোড় পরিবর্তন দেখে দেশের আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিগণও ঐ শাসনকর্তাদের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িত করতে প্রস্তুত ছিল না।

স্পেনের প্রতিটি অঞ্চল থেকে দলে দলে জনগণ আমীর ইউসুফের হাতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য গ্রানাডা পৌঁছতে শুরু করে। গ্রানাডার আমীরের গ্রেফতারীর পর স্পেনের অন্যান্য শাসনকর্তাগণ নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলেন না। তারা একদিকে আল্ফানসুকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য আমন্ত্রণ করছিলেন এবং অপরদিকে আমীর ইউসুফের নিকট দূত প্রেরণ করে কাকুতি-মিনতির আশ্রয় নিচ্ছিলেন।

আমীর ইউসুফ তাদের আবেদন-নিবেদনের জবাবে সকলকেই বলছিলেন, "আমি তোমাদের মুসলমান মনে করে সাহায্য করতে এসেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের ইসলামের নিকৃষ্টতম শত্রু প্রমাণিত করেছ। তোমাদের জন্য এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে- আর তা হচ্ছে এই যে, তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমরা এসে আমার নিকট আত্মসমর্পণ কর।"

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। খন্ডরাজ্য শাসকগণ শুনতে পেল যে, আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ থাকায় আমীর ইউসুফ দেশে ফিরে যাচ্ছেন। স্পেনের রাজাগণ খুশী হয়ে পরস্পরকে মুবারকবাদ জানালেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে তারা যখন শুনতে পেলেন যে, আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরকে স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন, তখন তাদের সকল আশা নির্মূল হয়ে গেল।

যারা সিয়ার বিন আবু বকরকে ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়েছে তারা জানতো যে, এ ইস্পাতকঠিন মানুষটি শুধু তরবারির ভাষায়ই কথা বলতে জানেন।

www.pathagar.com

কাজী আবু জাফর একখানা চিঠি লিখেন এবং স্পেনের সকল শাসকদের নিকট ঐ চিঠির নকল প্রেরণ করেন।

চিঠিখানার মর্ম ছিলঃ

"স্পেনের সুলতানগণ!

তোমাদের পাপের ভারে খোদার জমিন পূর্ণ হয়েছে। এখন হিসাবের দিন নিকটে। আমীর যাঁর হাতে তোমাদের তুলে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর হাত ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। তোমাদের ভাড়া করা সৈন্যগণ তাঁর পথরোধ করতে পারবে না। আর খুন-খারাবী না করে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই তোমাদের মংগল নিহিত। অন্যথায় এখন যে রক্তপাত হবে, তার জন্য তোমাদেরই দায়ী হতে হবে।"

৩

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন গ্রানাডার শাহী মহলের এক কামরায় বসে নিজের সচিব মারফত চিঠিপত্রাদির জবাব লিখছিলেন।

সাদ বিন আবদুল মুনীম কামরায় প্রবেশ করল। সাদ সামরিক পোশাক পরিহিত ছিল। আমীর ইউসুফ তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং পাশের শূন্য চেয়ারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "বসো।"

সাদ একটি চেয়ারে বসল। আমীর ইউসুফ সচিবকে কয়েক লাইন চিঠির এবারত বলে দিয়ে সাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাদ! সামরিক পোশাকে তোমাকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু এখনও তোমার স্বাস্থ্য ঠিক হয়নি।"

"আমার স্বাস্থ্য এখন সম্পূর্ণরূপে ভাল।" সাদ বলল।

"তুমি জান যে আমি আগামী কাল চলে যাচ্ছি।"

"আমাকে সিয়ার বিন আবু বকর এখনই বলেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি আরও কিছুকাল থাকবেন।"

"না, আফ্রিকার অবস্থা ভাল নয়। এজন্য আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, আমি তোমার সঙ্গে একটি জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করতে চাই। বলতো, তোমার দৃষ্টিতে গ্রানাডার গভর্ণর পদের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি কে?

সাদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আমি যত লোককে জানি তাদের মধ্যে কাজী আবু জাফরই যোগ্যতম ব্যক্তি।"

"হাঁ, আমি জানি। কিন্তু কাজী আবু জাফর বলেন যে, বার্ধক্যের দরুন তিনি এ দায়িত্ব পালনে অক্ষম। তিনি অন্য একজন সম্পর্কে খুবই চাপ দিচ্ছেন।"

www.pathagar.com

"তিনি কে?"

"সাদ বিন আবদুল মুনীম।"

সাদ বিন আবদুল মুনীম চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমীর ইউসুফ টেবিলের ওপর থেকে একখণ্ড কাগজ তুলে সাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তিনি গ্রানাডার বিশজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে এ স্মারকলিপি পেশ করেছেন।"

সাদ স্মারকলিপিটি এক নজর দেখে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে পরামর্শের জন্য ডেকেছেন, না হুকুম শোনানোর জন্য?"

আমীর ইউসুফ হেসে বললেন, " এখন সম্ভবত আদেশই দিতে হবে। বসো।"

সাদ বসে গেল।

আমীর ইউসুফ মনোযোগের সঙ্গে সাদের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, "তুমি যদি আমার পুত্রও হতে এবং আমি বিশ্বাস করতাম যে, তুমি এ দায়িত্বপূর্ণ পদের অযোগ্য, তাহলে আমি কখনও তোমাকে এ পদে নিয়োগ করতাম না। গ্রানাডায় তোমার প্রয়োজন রয়েছে।"

সাদ বললো, "এটা যদি আপনার আদেশ না হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে কিছু বলতে অনুমতি দিন।"

"বলো।"

সাদ বললো, "কর্দোভার যে বাড়িতে আমার জন্ম হয়েছিল, তা বহু বছর যাবত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আজ থেকে কয়েক বছর আগে আমার পিতা ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে কর্দোভার কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন। তখন তিনি আশা করতেন যে, স্পেন আজাদ হবে এবং তিনি কারাগার থেকে ঐ বাড়িতেই ফিরে যাবেন।

তারপর আমি যখন আমার মা ও ভাইদের হাত ধরে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি, তখন আমারও অন্তরে ঐ একই আকাংখা জাগ্রত হয়েছিল। কয়েক বছর আগে আমি কিছু দিন ঐ বাড়িতে বসবাস করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় নিজেকে নিজের বাড়িতেই প্রবাসী মনে হতো। আমি তখন মনে মনে শপথ করেছিলাম যে, একদিন ঐ বাড়িটিকে আমি আজাদীর আলোকমালা দিয়ে সাজাব। আমার সে আশা এখনও অপূর্ণ রয়েছে। পৈতৃক বাড়িটি আজও পরিত্যক্ত।

হিস্নুল্লায়েতে আব্বা ও হাসানের শাহাদাতের পর আমার কেবলই মনে হয় যে, তাদের রুহ্ ঐ বাড়ির সদর দরজায় আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। কর্দোভা আজাদ না হওয়া পর্যন্ত শহীদদের রুহ সেখানে প্রতীক্ষমান থাকবে। আর যতদিন স্পেনের প্রতিটি শহরের জনপদে আজাদীর পতাকা আন্দোলিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত কর্দোভার আজাদী আমার কাছে অর্থহীন।"

আমীর ইউসুফ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "তোমাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

www.pathagar.com

অতি শীগগীরই তুমি এ বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে শহীদগণের রুহের উদ্দেশ্যে সালাম প্রেরণ করবে। আমি এখন মুয়ামিল সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই। গ্রানাডার ওলামায়ে কেরাম তার সম্পর্কে অত্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করেন।"

সাদ জবাবে বলল, "তিনি সবদিক দিয়েই এ পদের উপযুক্ত।"

আমীর ইউসুফ একটি কাগজের টুকরায় কয়েক লাইন লিখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমি কাল রাত্রির শেষ প্রহরে রওয়ানা হবো। তোমার সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে না।"

সাদ তাঁর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, "কাল রাত্রির শেষ প্রহরে! কিন্তু সিয়ার বিন আবু বকর বলেছিলেন যে, আপনি ফজরের নামাজ পড়ে সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রা করবেন।"

"প্রথমে আমার সেরূপ ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে, গ্রানাডার জনগণ আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এক বিরাট শোভাযাত্রা করবে। আমি এসব পছন্দ করি না। আমি মাত্র সীমিত সংখ্যক লোককে আমার যাত্রার সঠিক সময় জানিয়েছি। খোদা হাফিজ।"

"খোদা হাফিজ!" সাদ দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বলল।

কামরার দরজার নিকটে গিয়ে সাদ মুখ ফিরিয়ে তাকাল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের মুখে স্নেহ-মাখা হাসি ফুটে উঠেছিল। আর সাদের চোখে অশ্রু জমা হচ্ছিল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে দ্রুতপদে বাইরের দিকে চলে গেল।

পরের দিন রাত্রির শেষ প্রহরে মুরাবিতীন শিবিরে পাঁচশত অশ্বারোহী যাত্রার জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন সিয়ার বিন আবু বকর এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁবু থেকে বের হয়ে এলেন। উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমীর ইউসুফ সকলের সঙ্গে মুসাফাহা করে অশ্বারোহীদের সারির দিকে এগিয়ে গেলেন। একজন মশালধারী তাঁর আগে আগে যাচ্ছিল।

তাঁবু থেকে সামান্য দূরে একজন যুবক আমীর ইউসুফের ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমীর ইউসুফ সিয়ার বিন আবু বকরের সঙ্গে মুসাফাহা করে যুবকের হাত থেকে ঘোড়াটি নিয়ে তার পিঠে সওয়ার হতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মশালের আলোকে যুবকের চেহারা দেখতে পেয়ে তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। যুবকটি ছিল সাদ।

আমীর ইউসুফ তার সঙ্গে মুসাফাহা করে বললেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি অবশ্যই আসবে।"

সাদ কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু বুকফাটা কান্নায় সকল কথা চাপা পড়ে গেল। অতিকষ্টে সে শুধু বলল, "খোদা হাফিজ।"

www.pathagar.com

আমীর ইউসুফ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলেন। সাদ চলৎশক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের গভীরতম কোণে কে যেন বলে যাচ্ছিল, "খোদা হাফিজ, হে আমার জাতির মহান ত্রাণকর্তা! হে আমার বন্ধু! হে আমার মনিব! খোদা হাফিজ।"

স্পেনের সূর্য রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিল। সাদ দাঁড়িয়ে সে মহান অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছিল, যিনি তরবারির ধারাল বুক দিয়ে স্পেনীয় মুসলমানদের ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায় লিখে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন।

সাদের চোখ থেকে অশ্রুর ঢল নেমেছিল। মহব্বত, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাবধারা নিয়ে প্রবাহিত এ অশ্রু শুধু একজন মানুষেরই নয়, বরং, সমগ্র জাতির মনোভাবই সাদের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সমগ্র জাতি আজ নীরবে তাদের মহান ত্রাণকর্তার জন্য দোয়া করছিল।

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন যে জাতিকে লাঞ্ছনার নিম্নতম স্তর থেকে টেনে তুলেছিলেন, তারা আরো চারশ' বছর যাবত উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়েছিল। তিনি যে অসহায়দের চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মুখে আরো চারশ' বছর পর্যন্ত হাসি লেগেই ছিল। তিনি যে ফেরাউনদের গর্দান নুইয়ে দিলেন, তারা আরো চারশ' বছর পর্যন্ত মাথা তুলতে পারেনি।

আফ্রিকার মহামানব এক আঁধার রাতের মুসাফির হয়ে এসেছিলেন। তাঁর পদচিহ্ন অসংখ্য মানবগোষ্ঠীর জন্য আলোর মশাল হয়ে পথ-প্রদর্শন করছিল। একটি জাতি যখন চরম অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল, ঠিক সে সময় আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের সাগরে একটি ঢেউ উঠল, আর তা স্পেনের মাটির ওপর আজাদীর মণিমুক্তা ছড়িয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪

হিসাব-নিকাশ শুরু হয়েছিল। নেকড়েদের শিকারস্থলে সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। আমীর ইউসুফ বিন তাশফীন যাবার পর সিয়ার বিন আবু বকরের নেতৃত্বে মুরাবিতীনের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। খন্ডরাজ্য শাসকগণের দুর্ভেদ্য কিল্লাগুলো ঝড়ের মুখে খড়-কুটের মত উড়ে যাচ্ছিল।

সিয়ার বিন আবু বকর নতুন এলাকা জয় করার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে সকল অনৈসলামিক আইন-কানুন বাতিল করে দিতেন। বাধ্যতামূলকভাবে শরীয়ত বিরোধী সকল প্রকার কর মওকুফ করে দেয়া হতো। শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করা হতো সচ্চরিত্র ও খোদাভীরু লোকদের হাতে।

www.pathagar.com

এরই ফলে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, খন্ডরাজ্য শাসকদের ভাড়াটে সৈনিকদের পক্ষ থেকে তাদের সপক্ষে একটি তরবারি উত্তোলিত হলে জনসাধারণ তাদের বিরুদ্ধে শত শত তরবারির খাপ মুক্ত করে ময়দানে নেমে আসছিল।

খণ্ডরাজ্য শাসকগণ ভেতর-বাইর উভয় দিক থেকেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলো। আল্‌মেরিয়া, মারসিয়া ও আরও কয়েকটি রাজ্য মুজাহিদগণের পদানত হবার পর ইছাবেলার ভাগ্যবিড়ম্বনার সময় এলো।

আমীর ইউসুফ মরোক্কো পৌছে মুতামিদের নিকট প্রেরিত এক সংবাদে জানালেন, "তুমি মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে লড়াই না করে যদি আমার নিকট চলে আস, তাহলে তোমার জন্য তা মঙ্গলজনক হবে বলে আমার বিশ্বাস।"

কিন্তু আলফান্‌সু মুতামিদকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই সে আমীর ইউসুফের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এদিকে সিয়ার বিন আবু বকরের জনৈক সেনাপতি জারুরুল হাশেমী রান্দার কিল্লা আক্রমণ করে মুতামিদের পুত্র রাজীকে হত্যা করলেন।

অপর একজন সেনাপতি ইবনে হাজু কর্দোভা আক্রমণ করলেন। কর্দোভার বাসিন্দাগণ দীর্ঘদিন যাবত মুরাবিতীন সৈন্যের প্রতীক্ষা করছিল। তারা সৈন্যবাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং কর্দোভা শহরের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত ফতেহ বিন মুতামিদকে হত্যা করল।

সিয়ার বিন আবু বকর নিজে ইছাবেলার দিকে অগ্রসর হলেন। পথে তিনি কারমুনা জয় করলেন।

ইছাবেলা অবরোধকালে তিনি খবর পেলেন যে, আলফান্‌সু মুতামিদের সাহায্যার্থে ষোল হাজার সৈন্য নিয়ে টলেডো থেকে ইছাবেলার পথে রওয়ানা হয়েছে। সিয়ার বিন আবু বকর আবু ইসহাক আল্ মান্‌তুনী (আফ্রিকার একটি যুদ্ধবাজ গোত্রের নাম 'আল্ মানতুনী' [1] কে সাত হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আলফান্‌সুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য প্রেরণ করলেন। আবু ইসহাক টলেডো থেকে সামান্য দূরে হিস্‌নুল্লা মাদুর নামক স্থানে আলফানসুর সৈন্যদলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এ পরাজয়ের ফলে আলফান্‌সুর শেষ আশা-ভরসাটুকুও বিলীন হয়ে গেল।

মুরাবিতীন সৈন্যগণ ইছাবেলার জনগণের সহায়তায় প্রাচীরের এক জায়গা ভেঙে শহরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং মুতামিদের মহল আক্রমণ করে। তারা সিঁড়ির সাহায্যে মহলের প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। প্রাচীর রক্ষায় নিযুক্ত মালিক নামক মুতামিদের এক পুত্র নিহত হলো।

---

১) আফ্রিকার একটি যুদ্ধবাজ গোত্রের নাম 'আল্ মানতুনী'।

www.pathagar.com

মুতামিদ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু চারদিকে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি দেখে আত্মসমর্পণ করেন।

সিয়ার বিন আবু বকর মুতামিদ, রেমিকা, শাহজাদা রশীক এবং শাহী খান্দানের অন্যান্য সদস্যদের গ্রেফতার করে তান্‌জা[১] পাঠিয়ে দেন। এ কয়েদীদের নিয়ে একটি জাহাজ ওয়াদীউল্ কবীর নামক নদী থেকে সমুদ্রের দিকে যাবার সময় নদীর উভয় তীরে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে ভাগ্যাহতদের দেখছিল। খোলা তরবারির প্রহরায় তাদের জাহাজে সওয়ার করানো হয়েছিল।

কয়েদীদের জাহাজে চড়ানোর পর সাদ বিন আবদুল মুনীম জাহাজে প্রবেশ করল। জাহাজের কাপ্তান ও মাল্লাগণ শিষ্টাচারের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সাদ জাহাজের কাপ্তানকে লক্ষ্য করে বলল, "আমীরের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, পথিমধ্যে কয়েদীদের কোন কষ্ট দিবেন না এবং তান্‌জা পৌঁছার পূর্বে জাহাজ কোথাও থামাবেন না।"

কয়েদীগণ জাহাজের বিপরীত দিকের কোণে দাঁড়িয়েছিল। রেমিকা সাদকে দেখা মাত্র মুতামিদকে বলল, "আপনি এ যুবককে চিন্‌তে পারছেন? একদিন আমাদের দরবারে দাঁড়িয়ে যে যুবক আজকের এ দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল – এ সে যুবক।"

মুতামিদের চেহারা দুঃখ ও বেদনায় বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। ভারাক্রান্ত মনে সাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমি তাকে চিন্‌তে পারছি না। সম্ভবত আজ আয়নায় নিজের

---

১) মুতামিদকে তানজা থেকে মাক্‌নাস্ত্রা এবং মাক্‌নাস্ত্রা থেকে আগামাত নামক মারাকাশের একটি শহরে নির্বাসন দেয়া হয়। নির্বাসিত জীবনে তিনি যেসব দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তাঁর স্বরচিত কবিতা থেকে জানা যায়। রাণী রেমিকার বিলাসিতায় রাজ্যের আয়ের অধিকাংশ খরচ হতো। কিন্তু সে বন্দী অবস্থায় অত্যন্ত দারিদ্র ও কষ্টে জীবন যাপন করে। মুতামিদের পতনের পর স্পেনের কবিগণ খুবই করুণ ভাষায় তাঁর দুরবস্থা বর্ণনা করে কবিতা লিখেছে। অথচ ভুলে গেলে চলবে না যে, এসব কবিদের রেশম ও মূল্যবান কাপড়ের জোব্বা গড়ানোর জন্য স্পেনের শাসকগণ নিষ্ঠুরভাবে জনগণকে শোষণ করেছেন। যে সব লোক শুধু আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা নিয়েই জীবন-যাপন করতে ইচ্ছুক ছিল, তাদেরই মুরুব্বী ছিলেন মুতামিদ। আমীর ইউসুফের সামনে প্রতিটি ব্যক্তিকে চরিত্রের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করা হতো। তাই তারা আমীর ইউসুফকে পছন্দ করতো না। এমতাবস্থায় ঐ সকল ব্যক্তি যদি আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনকে কঠোর ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করেন; তাহলে আশ্চার্যান্বিত হবার কিছু নেই। সুলতান মুতামিদ ও রাণী রেমিকার নির্বাসিত জীবন অবশ্যই দুঃখজনক ছিল। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, তিনি নিজের জন্য যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তার অনিবার্য পরিণাম আর কিছুই হ'তে পারতো না। আমীর ইউসুফ বিন তাশফিনের বিজয় একটি আদর্শের বিজয় ছিল।

www.pathagar.com

চেহারা দেখেও আমি চিনতে পারব না।"

রেমিকা বলল, "আমাদের দরবারে বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা করে যে পালিয়ে গিয়েছিল, সে যুবকই এটি।"

মুতামিদ পুনরায় সাদের দিকে তাকালেন। হঠাৎ তার কানে সাদের বক্তৃতা প্রতিধ্বনিত হতে থাকল।

কয়েক বৎসর যাবত এ বক্তৃতার শব্দগুলো ভুলে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলো তার রাতের ঘুম ছিনিয়ে নিয়েছিল।

সাদ কাপ্তানের সঙ্গে কয়েদীদের কামরা পরিদর্শন করল। মুতামিদের পাশ দিয়ে যাবার সময় মুহূর্তখানিক দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখল এবং কোন কথা না বলে নেমে গেল।

জাহাজ যাত্রা শুরু করার পর নদী তীরে অপেক্ষমাণ জনতা আনন্দধ্বনি করল। কিন্তু অনেকে দুনিয়ার জীবনের অসারতা স্মরণ করে দুঃখ বোধ করছিল।

ইছাবেলায় একজন বৃদ্ধ কবি সাশ্রু নয়নে বলছিল, "মুতামিদ উদার ছিল, বীর ও সাহসী ছিল, বুদ্ধিমান ছিল, কিন্তু একটি কুলটা নারীর সংস্পর্শ তাকে লাঞ্ছনার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে।"

রাণী রেমিকা জাহাজের কোণে দাঁড়িয়ে তার বিশাল মহলখানা দেখছিল। এক সময় অশ্রুর বন্যা তার দৃষ্টি ঝাপ্সা করে দিল। রেমিকা অস্থির হয়ে বলতে শুরু করে দিল, "আমরা কি আর কখনও এ মহলে ফিরে আসব না? এ সভ্যতা বর্জিত লোকটি কি চিরদিনের জন্য আমাদের ইছাবেলা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? ইছাবেলার কবিতা ও গান-বাদ্যের মাহফিল কি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল?"

"রাণী! এসব কথা বলে এখন আর কোন লাভ নেই। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে চোখের পানি দিয়ে তা আর জ্বালানো যায় না।"

এক জায়গায় কয়েকজন স্ত্রীলোক কাদা খুঁটছিল।

"এদিকে দেখুন!" রেমিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আপনার কি মনে পড়ে? আমি একদিন এভাবে কাদা খুঁটতে চেয়েছিলাম। আপনি মেশ্ক ও আতরের স্তূপ এনে দিয়েছিলেন।"

মুতামিদ অন্তর-বেদনায় কাতরিয়ে উঠে বললেন, "রেমিকা! আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমার চোখ দু'টি বন্ধ কর এবং অতীতকে ভুলে যাও।"

"না, না, আমি অতীতকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না।" রেমিকার দু' চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে এল।

www.pathagar.com

৫

ইশার নামাজের পর সাদ ও আহমদ শহরের বাইরে সেনানিবাসে একটি তাঁবুতে বসেছিল। একজন সিপাই দরজার পরদা সরিয়ে তাঁবুর ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, "গ্রানাডা থেকে একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তাঁবুর ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "একটি লোক নয়– চাচা আলমাস বল।"

সাদ ও আহ্মদ হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল। সিপাই কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বের হয়ে গেল। আলমাস সাদ ও আহমদের সঙ্গে মুসাফাহা করে একটি চেয়ারে বসল। সাদ জিজ্ঞেস করল, "চাচা, এসময় কি করে এলেন? বাড়ির খবর ভাল তো?"

"বাড়ীতে সকলেই ভাল। আমি জানতে এসেছি, আমরা কবে কর্দোভা যাব। ওখান থেকে মনিবের কয়েকজন বন্ধু আমাদের নিকট এসেছিলেন। তারা আমাদের কর্দোভা চলে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন।"

"আমি এখন আহমদের সঙ্গে এ বিষয়েই আলাপ করছিলাম। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, আহমদ আপনাদের সকলকে কর্দোভা পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"তাহলে আপনি গ্রানাডা যাচ্ছেন না? আপনার আম্মা বলছিলেন যে, গ্রানাডা থেকে সকলে একসঙ্গে কর্দোভা রওয়ানা হওয়াই তাঁর ইচ্ছা।"

সাদ বললো, "আমারও ইচ্ছা ঐরূপই ছিল। কিন্তু আজই আমার ওপর আরও একটি অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব এসে গেছে। ইন্‌শাআল্লাহ্‌ আমি এক মাসের মধ্যে কর্দোভা পৌঁছে যাব। তারপর বাতলিউস, ভ্যালেনসিয়া ও সারকোমা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই থাকব। তুমি কাল পর্যন্ত এখানে থাকবে এবং পরশু আহমদকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমি মারসিয়া যাচ্ছি। সেখানে উত্তর সীমান্তে ভ্যালেনসিয়ার খৃস্টান সৈন্যদের কয়েকটি দল লুটতরাজ করছে। ঐ অঞ্চলে কয়েকটি প্রতিরক্ষা ফাঁড়ি স্থাপন করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে।"

"আপনি কখন যাবেন?"

"খুব ভোরে।"

"তাহলে আমিও আহমদকে নিয়ে ভোরে রওয়ানা হয়ে যাব। আমার বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই।"

পরের দিন ভোরে সাদ এক হাজার সৈন্যসহ মারসিয়া এবং আহমদ আলমাস্‌কে সঙ্গে নিয়ে গ্রানাডা রওয়ানা হয়ে গেল।

www.pathagar.com

৬

এক মাস পর।

সাদ ইবনে আবদুল মুনীম মারসিয়ার এক সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে সিয়ার বিন আবু বকরকে নিম্নলিখিত চিঠি দিল।

"আমি ভ্যালেনসিয়ার খৃষ্টান লুটেরাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সীমান্তে কতকগুলো প্রতিরক্ষা ফাঁড়ি স্থাপন করেছি। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

আপাতত পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে শত্রুপক্ষ থেকে কোন পদক্ষেপের আশংকা নেই। কিন্তু ভ্যালেনসিয়া থেকে কম্বিটোর-এর শাসন উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এলাকা আমাদের জন্য নিরাপদ হতে পারে না। হিস্নুল্লায়েত ও হিস্নুল মাদুরের শোচনীয় পরাজয়ের পর ইসলামের শত্রুগণ এখন ভ্যালেনসিয়ার শাসনকর্তা কম্বিটোরের চারপাশে জড়ো হচ্ছে। ইবনে হুদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন সারকাস্টাও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টানদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে।

আমরা যদি সারকাস্টা দখল করে নেই, তাহলে উত্তরাঞ্চলের লুটেরাদের জন্য নিজ নিজ সীমান্ত রক্ষার সমস্যা দেখা দিবে। সে সময় ভ্যালেনসিয়া আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। অন্যথায় যেভাবে ইয়াহ্ইয়া আল্ কাদির ভ্যালেনসিয়াকে কম্বিটোরের দখলে দিয়ে রেখেছে, ঠিক সেভাবেই ইবনে হুদ সারকাস্টাকে আলফানসুর হাতে তুলে দিতে পারে এবং আমাদেরকে তাদের উভয়ের দুশমন বিবেচনা করে দু' পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতে পারে।"

কিছুদিন পর সাদের পত্রবাহক সিয়ার বিন আবু বকরের নিকট থেকে চিঠির জবাব নিয়ে ফিরে এল।

সিয়ার লিখেছিলেনঃ "আমীরুল মুমিনীন আপনাকে একটি নতুন দায়িত্ব পালন করার জন্য মনোনীত করেছেন। আমি তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে দশ দিনের মধ্যে কর্দোভা পৌছে যাচ্ছি এবং আপনার নিকট থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবার জন্য ইবনে হাজ্জকে পাঠাচ্ছি। আপনি ইবনে হাজ্জকে সীমান্তের দায়িত্ব অর্পণ করে চলে আসুন।"

এ চিঠি থেকে সাদ তার নতুন দায়িত্বটি কি ধরনের তা বুঝতে পারল না। তৃতীয় দিনে ইবনে হাজ্জ পৌছে গেল এবং সাদ তাকে দায়িত্ব অর্পণ করে কর্দোভা রওয়ানা হয়ে গেল।

এক মুজাহিদ বহু বছর পর নিজের জন্মভূমির দিকে ফিরে যাচ্ছিল। এ জন্মভূমির আজাদী ও সম্ভ্রমের জন্য সে তার শৈশবের আনন্দ ও যৌবনের সুখ-সুবিধা কোরবানী করে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

সাদ ইবনে আবদুল মুনীম অনুভব করছিল যে, কর্দোভা একটি বাগিচা। আর সে বাগিচাটিকে ফলে ফুলে সুশোভিত করে তোলার জন্য সে শৈশব থেকেই তার রক্ত, স্বেদ ও অশ্রু সিঞ্চন করে এসেছে।

পথের প্রতিটি ধুলিকণাই তার কাছে নতুন রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দিচ্ছিল। জিন্দেগীর চেহারা থেকে সকল প্রকার বিশ্রী দাগ ধুয়ে মুছে গিয়ে আজ তা মনোহর রূপ ধারণ করেছে। সাদের অন্তর বলে উঠল, "এ মাটি আমার, এ সবুজ ঘেরা বাগান, এ শস্য ভরা ক্ষেত, এ পাহাড় ও নদী সবই আমার। এ দুনিয়ায় আমি আর অপরিচিত ও নবাগত নই।"

কর্দোভা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি ছোট গ্রামে সাদ ঘোড়া থামিয়ে জনৈক কৃষকের নিকট ঠাণ্ডা পানি পান করতে চাইল। কৃষক পানির পরিবর্তে এক বাটি দুধ নিয়ে এল।

"আমি পানি চেয়েছিলাম।" সাদ বলল।

কৃষক হেসে বলল, "এ দেশে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের শাসন কায়েম হয়েছে। এখন থেকে যারা পানি পান করতে চাইবে তারা দুধ পাবে। আপনার ঘোড়া ক্লান্ত। আপনি কিছুক্ষণ আরাম করুন।"

সাদ বললো, "না, আমার গন্তব্যস্থল খুবই নিকটে।"

দুপুরে সাদ কর্দোভা শহরে প্রবেশ করল। কর্দোভাতে নবজীবনের সূচনা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। বহু বছর যাবত জুলুম ও অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট জনগণের চেহারায় নতুন রক্তের ও আচরণের মধ্যে সাহসের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। শহীদগণের রক্তের ছিটা কর্দোভার বাগানে এক নতুন বসন্তের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল।

আজ প্রতিটি মানুষই অনুভব করছিল, "কর্দোভা আমার, একান্তই আমার।"

সাদ নিজের বাড়ির সামনে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল। একজন ভৃত্য এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ ধরল। সাদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাগানের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

তার স্মৃতিপটে শৈশবে পিতার আঙ্গুল ধরে বেড়ানোর দৃশ্য ভেসে উঠল। প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গে এ বাগানে খেলাধুলা ও ছুটাছুটির কত দৃশ্যই আজ তার চোখের সামনে একের পর এক ফুটে উঠল। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় সাদ আল্লাহ্‌র দরবারে যে দোয়া করেছিল, তাও তার স্মৃতিপটে উদিত হল। আহমদ ও আল্‌মাসকে বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে দেখে সাদ ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগুতে থাকল। আল্‌মাসের সঙ্গে দু'একটি কথা বলার পর সাদ আহমদের সঙ্গে বাড়ির আবাসিক অংশে প্রবেশ করল।

সকিনা, মায়মুনা ও তাহিরা আঙ্গিণায় দাঁড়িয়ে ছিল। সাদের চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমে এলো।

www.pathagar.com

৭

আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের নায়েব কর্দোভা শহরে আসবে, এ খবরটি আগেই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। শহরের প্রশাসক একদিন আগে ঘোষণা করলেন যে, সিয়ার বিন আবু বকর জুমা নামাজের সময় কর্দোভা পৌঁছবেন এবং কর্দোভার জামে মসজিদে খোতবা দিবেন।

সাদ ও আহমদ জুমার নামাজের উদেশ্যে মসজিদে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, ঠিক ঐ সময় আল্‌মাস চেঁচিয়ে বলল, "সাদ, আহমদ বের হয়ে আসুন।"

সাদ ও আহমদ ছুটে বের হয়ে এলো। আল্‌মাস হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "তিনি এখানে এসেছেন। আপনাদের ডাকছেন। শীগগীর চলুন।"

"কে এসেছেন? তুমি এত অস্থির হয়ে উঠেছ কেন?" সাদ ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করল।

আলমাস বলল, "সিয়ার বিন আবু বকর ও কাজী আবু জাফর! আমি তাদের দেওয়ানখানায় বসিয়ে এসেছি। তারা সরাসরি আমাদের বাড়িতে এসেছেন। বাড়ির বাইরে খুব ভীড় হচ্ছে।"

সাদ ও আহমদ দেওয়ানখানায় প্রবেশ করে সিয়ার বিন আবু বকর, কাজী আবু জাফর ও শহরের প্রশাসককে দাঁড়ানো দেখতে পেল। দু'ভাই মেহমানদের সঙ্গে মুসাফাহা করল। সিয়ার বিন আবু বকর বললেন, "সাদ! আমীরুল মুমিনীন আমাকে লিখেছেন যে, কর্দোভায় যখনই আসি, প্রথমে যেন তোমার বাড়িতে পৌঁছি। কিন্তু তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, তিনি এরূপ যদি নাও লিখতেন, তবু আমি সর্বপ্রথম তোমাদের বাড়িতেই পৌঁছতাম। পথে বিলম্ব ঘটে গেল। অন্যথায় খুব ভোরেই তোমাদের বাড়িতে আমার পৌঁছে যাবার ইচ্ছা ছিল।

এখন নামাজের সময় নিকটবর্তী। তাই আমি আমিরুল মুমিনীনের দ্বিতীয় আদেশটিও পালন করছি। তাঁর ইচ্ছা এই যে, তুমি কর্দোভার গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ কর।"

সাদ কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকার পর বলল, "আমীরুল মুমিনীনের ইচ্ছা আমার নিকট আদেশেরই সমতুল্য।"

সিয়ার বিন আবু বকর মৃদু হেসে কাজী আবু জাফরকে বললেন, "এখন আপনার সুপারিশের আর প্রয়োজন রইল না। আমি আজ কর্দোভার জনগণকে এ শুভ সংবাদ দিতে পারবো যে, বিজয়ের উত্তম পুরস্কার তাদেরই অংশে এসেছে।"

তারপর তিনি আহমদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "আহ্‌মদ। তোমার জন্যও আমীরুল মুমিনীনের একখানা আদেশ নিয়ে এসেছি। তোমাকে আলমেরিয়ার গভর্ণর পদের জন্য

www.pathagar.com

মনোনীত করা হয়েছে। আমি ও কাজী আবু জাফর সাহেব এ মনোনয়ন সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছি। তাই এ দায়িত্ব থেকে তোমার রেহাই পাওয়ার কোনই উপায় নেই।"

আহ্মদ বললো, "নিজের যোগ্যতার ওপর আমি আস্থাশীল নই। তবে আমীরের মনোনয়নকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখান করার দুঃসাহস আমি করবো না।"

"তোমাকে প্রস্তুতির জন্য তিন দিন সময় দেয়া হলো। চল, নামাজের সময় নিকটবর্তী।"

বাইরের সড়কে তাদের বাড়ির নিকটে অনেক লোকের ভীড় ছিল। সিয়ার বিন আবু বকর বাড়িতে না বসে, জনতার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন।

কর্দোভার জামে মসজিদে জুমার নামাজের পর কর্দোভাবাসী আনন্দধ্বনি সহকারে সিয়ার বিন আবু বকরের ঘোষণা শুনতে পেল যে, সাদ বিন আবদুল মুনীমকে কর্দোভার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে।

সমবেত জনগণের অনুরোধে সাদ বিন আবদুল মুনীম বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। সাদ বললেনঃ

"বেরাদরানে মিল্লাত! আমাকে একটি ভারী দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আপনারা দোয়া করুন, আমি যেন এ দায়িত্বের বোঝা বইতে পারি। আপনারা সাক্ষী থাকুন- আমি এ মসজিদে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলার ওয়াদা করছি। যদি আমি এ ওয়াদা লংঘন করি, সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হই, যদি সরকারী পদকে দীনের পরিবর্তে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের উপায় হিসাবে ব্যবহার করি, তাহলে আমাকে কান ধরে এ আসন থেকে নামিয়ে দেয়াই হবে আপনাদের কতর্ব্য।

আমি আফ্রিকায় দেখে এসেছি, একজন অতিসাধারণ পশুপালক প্রকাশ্য রাস্তার ওপর আমীর ইউসুফ বিন তাশফীনের পরিধানের কাপড় টেনে ধরে ন্যায়বিচারের দাবী পেশ করে এবং সে জন্য আমীরের চেহারায় বিরক্তির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে আমার কাছেও যদি আপনারা ঐ ধরনের ব্যবহার আশা করেন, তাহলে আপনাদের মনে সদা-সর্বদা সত্য ও ন্যায় কথা বলার সাহস জন্মাতে হবে।

যদি আপনাদের শাসনকর্তাকে আপনারা সত্য-পথচারী, ন্যায়পরায়ণ দেখতে আশা করেন, তাহলে নিজেরা সত্য প্রকাশে সর্বদা তৎপর থাকুন। যারা আল্লাহর নাফরমান, তাদের সামনে কখনও মাথা নত করবেন না। যারা আল্লাহর দীনের সম্মান রক্ষা করে না, তাদের সম্মান ও মর্যাদা দান গুনাহ।

স্পেনের শাসনকর্তাগণের অযোগ্যতা ও ভ্রান্ত নীতির দরুন আমরা ধ্বংস ও অবনতির সর্বনিম্ন স্তর দেখে এসেছি। কিন্তু আমি তোষামোদকারী কবি ও সাহিত্যিকদেরকে তাদের চেয়ে কম অপরাধী মনে করি না। তারা বাদশাহ্দের প্রত্যেকটি কাজের প্রশংসা করে শাসকদের গোমরাহীর পথে ঠেলে দিয়েছে। যে মুসলিম রাজা খৃষ্টান সম্রাটের হাতের পুতুল

www.pathagar.com

ছিল, কবি-সাহিত্যিকগণ তাকে সমস্ত মহাদেশের বাদশাহ আখ্যা দিয়েছে।

এদিকে রাজাগণ বিলাসী জীবন যাপন করার জন্য জনগণের রক্ত শোষণ করছিল, আর ওদিকে কবি-সাহিত্যিকগণ তারই উদারতা ও দানশীলতার প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিল। খণ্ডরাজ্যের রাজাগণ শরাব পান, ইসলাম-বিরোধিতা ও বেহায়াপনাকে তাদের অঙ্গের ভূষণে পরিণত করেছিল। কিন্তু দরবারী কবি ও সাহিত্যিকগণ তাদের তাকওয়া ও পরহেজগারীর প্রশংসা করত।

তোষামদকারী ও স্বার্থপর কবি-সাহিত্যিকগণ নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য খণ্ডরাজ্য শাসকদের অহেতুক প্রশংসা করে তাদের মন-মগজে এমন ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, প্রতিটি ভাল কথা তাদের নিকট গালি বিবেচিত হতো।

মনে রাখবেন, যে জাতি সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়, সে জাতিরই কোলে মামুন জান্নুন, ইয়াহইয়া আল কাদির ও ইবনে আক্কাশার মত লোক জন্মায় এবং তারা মানুষের আবাসস্থলকে তছনছ করে দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালাও ঐ জাতির ওপর থেকে তাঁর সাহায্যের হাত তুলে নেন এবং জাতি দ্রুতগতিতে পতন ও ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। আর যে জাতি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা তারিক (রহ) ও আব্দুর রহমান (রহ) এর মত নেতা ও সেনাপতির জন্ম দেন।

দুনিয়ার এ সমরাঙ্গনে বিজয়ের পর বিজয় তাদের পদচুম্বন করে এবং জাতির প্রতিটি পদক্ষেপই তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে চালিত করে।

খণ্ডরাজ্য শাসকগণের অযোগ্যতা ও আমীর ওমরাহদের চেতনাহীনতার দরুন আমরা অবনতির গভীরতম গহ্বরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। কাফেরদের সৈন্যবাহিনী ইছাবেলা, কর্দোভা ও গ্রানাডার সদর দরজায় করাঘাত করেছিল।

কিন্তু আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করতে চাননি। আফ্রিকার মরুভূমি থেকে এক মুজাহিদ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এগিয়ে এসে জুলুম ও নির্যাতন রূপী তুফানের মোড় ঘুড়িয়ে দিলেন। তাই আজ আমরা বিজয়ী।

কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, অপরিমিত ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে আমরা বিজয়ী হয়েছি। আজ জাল্লাকা ও হিসনুল্লায়াতের শহীদদের স্মরণ করুন, যারা নিজেদের পবিত্র রক্তে স্পেনের নতুন ইতিহাস রচনা করে গেছেন। আজ সে সব দরদী ভাইদের স্মরণ করুন, যারা ঘোর অন্ধকার রাজনীতে প্রবল ঝড় তুফানকে অগ্রাহ্য করেই সত্য ও ন্যায়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। আজ ঐ বীর মুমিনদের স্মরণ করুন, যারা সত্য ও ন্যায়ের আওয়াজ উঠানোর দরুন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

জাতির এ মহান বীর পুরুষদের অনেকেই আজ জীবিত নেই। কিন্তু তাদের পবিত্র রূহ আজও আমাদের দেখতে পাচ্ছে। আমরা যদি অকৃতজ্ঞ না হয়ে যাই, তাহলে আমাদের স্মরণ

www.pathagar.com

রাখতে হবে, এ ত্যাগ ও কোরবানী করা হয়েছিল একটি মহান উদ্দেশ্যের জন্য। তারা নিজেদের যথাসর্বস্ব কোরবানী করেছিলেন ইসলামের পতাকা সমুন্নত করার জন্য। আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌রই কানুন প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। আজকের এ স্পেন শহীদগণের পক্ষ থেকে এক পবিত্র আমানত।

আসুন, আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে অন্তরে শপথ করি যে, এ পবিত্র আমানত কখনও নষ্ট হতে দেব না। নিজেদের দেহের রক্ত নিঃশেষ করে শহীদগণ ইসলামের যে মহীরুহ রোপণ করে গেছেন, তাকে আমরা কখনও আর চৈত্রের খর-রৌদ্রে শুকিয়ে মরতে দেব না।

তারা এ দেশকে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও কল্যাণের আগার দেখতে চেয়েছিলেন। আমরা এ দেশে আর কখনও রাজতন্ত্রের জুলুম ও নির্যাতনের প্রশ্রয় দেব না। শহীদগণ আমাদেরকে আজাদীর নেয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধশালী করে গেছেন। আমাদের বংশধরদের জন্য আমরা গোলামীর লাঞ্ছনা রেখে যাব না।

আমি উপসংহারে আল্লাহর নিকট দোয়া করছি- কিয়ামতের দিন আমরা যেন জাল্লাকা ও হিস্‌নুল্লায়েতের শহীদগণের নিকটে লজ্জিত না হই।"

তামাম শোধ

www.pathagar.com

[illegible]

([illegible])

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুজাহিদের তলোয়ার

নসীম হিজাযী

অনুবাদক

আবদুল খালেক

সৌজন্য কপি

বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা

www.pathagar.com

MUJAHIDER TALOAR

A Novel Written in Urdu
by Naseem Hejazi.
Translated into Bengali
by Abdul Khaleque.
Published by
Abdul Mannan Talib.
Director,
Bangla Shahitta Parishad,
171, Bara Moghbazar,
Dhaka-1217,
Phone : 9332410

Price
Tk. offset 150.00 1st Vol. 50.00 2nd Vol. 50.00

ISBN - 984-485-016-2

মুজাহিদের তলোয়ার
নসীম হিজাযী

অনুবাদক
আবদুল খালেক

প্রকাশক
আবদুল মান্নান তালিব

পরিবেশক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা
১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
বাসাপ প্র ৬৪

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মূল্য
অফসেট ১৫০.০০ টাকা প্রথম খণ্ড ৫০.০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫০.০০

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

উর্দু কথাসাহিত্যে ইসলামের ইতিহাসের সফল রূপকার নসীম হিজাযী একজন প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছেন। জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে তাঁর অবস্থান। তাঁর এক একটি উপন্যাস যেন ইসলামের এক একটি পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা, এভাবে উপমহাদেশের মুসলিম পাঠক মহলে তা নন্দিত হয়েছে। বাংলাভাষী পাঠক মহলেও তিনি বিগত তিন দশক ধরে যথেষ্ট পরিচিত, আলোচিত ও জনপ্রিয়।

স্পেনে মুসলিম শাসনের মধ্য যুগে শাসকবর্গ বিলাসিতা, উচ্ছৃংখলতা, ষড়যন্ত্র, হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্পেনের খন্ডিত মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে বিভেদ ও বিশৃংখলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মুসলমানদের এই বিভেদ থেকে খৃষ্টান শাসক আলফানসু শক্তি সঞ্চয় করে স্পেনের বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। দেশ ও জাতির এ চরম দুর্দিনে এগিয়ে আসেন উত্তর আফ্রিকার মুজাহিদ নেতা ইউসুফ বিন তাশফীন। স্পেনীয় ভূখন্ডের মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। জিহাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আফ্রিকার মুজাহিদদের সাথে মিলে তারা শৃংখলামুক্ত করে সমগ্র মুসলিমভূখন্ডকে। জুলুম শাসনের অবসান ঘটিয়ে আবার প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের শাসন।

এই সমগ্র কর্মকান্ডের মহানায়ক ছিলেন যুগ স্রষ্টা ইউসুফ বিন তাশফীন। তাই নসীম হিজাযী উর্দুতে এ উপন্যাসটির নাম রাখেন 'ইউসুফ বিন তাশফীন'। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকের কাছে এ নাম একেবারেই অপরিচিত হবার কারণে আমরা বাংলায় উপন্যাসটির নাম রেখেছি 'মুজাহিদের তলোয়ার'। এ তলোয়ার স্পেনকে দুঃশাসনের শৃংখলমুক্ত করে আবার ইসলামী শাসনের আওতাভুক্ত করেছিল। আসলে জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করেন সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বাংলাদেশে ইসলামী নিজাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক মরহুম আবদুল খালেক। ১৯৭৯ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পরে এ পান্ডুলিপিটি বেশ কিছু কাল খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিন চার বছর আগে এটি আমাদের হাতে আসে। মরহুমের এ প্রচেষ্টাটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করছি। বাংলাভাষী পাঠকগণ এ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করবেন আমরা এ কামনা করি।

www.pathagar.com

আপনাদের জন্য আমাদের আরো কয়েকটি উপন্যাস

১।	কাবিলের বোন	(মুক্তি যুদ্ধের উপন্যাস)	আল মাহমুদ
২।	লাল শাড়ী	(প্রেমের উপন্যাস)	জামেদ আলী
৩।	সুদূরের ভালবাসা	(প্রেমের উপন্যাস)	সোলায়মান আহসান
৪।	রায় নন্দিনী	(প্রেমের উপন্যাস)	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
৫।	জেগে আছি	(প্রেমের উপন্যাস)	নুর মোহাম্মদ মল্লিক
৬।	মানুষ ও দেবতা	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	আবদুল খালেক
৭।	বিদ্রোহী জাতক	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরদার
৮।	রক্ত রঞ্জিত পথ	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নাজিব কিলানী
৯।	আল্লার পথের সৈনিক	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নাজিব কিলানী

www.pathagar.com

ISBN-984-485-016-9